স্বামী বিবেকানন্দের

পত্রাবলী

Swami Vivekananda

Thou art the father the Lord the mother
the husband and love

৫ খন্ডে

একত্রে

পত্রাবলী।

প্রথম ভাগ।

(১)

(আমেরিকা যাত্রার কিছু পূর্ব্বে জনৈক শোকার্ত্ত মান্দ্রাজী শিষ্যকে লিখিত।)

ইংরাজীর অনুবাদ।

১৮৯৩।

প্রিয় বা—

"আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই উলঙ্গ অবস্থায়, ইহলোক হইতে বিদায় হইবার সময় যাইও উলঙ্গ অবস্থায়, প্রভুর নাম ধন্য হউক"—যখন সেই প্রাচীন য়াহুদীবংশসম্ভূত মহাত্মা, মনুষ্যের অদৃষ্টচক্রে যতদূর দুঃখ কষ্ট আসিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত ভোগ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া উপরোক্ত বাণী নির্গত হইয়াছিল, আর তিনি মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার এই বাণীর মধ্যেই জীবনের গূঢ় রহস্য নিহিত। সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তালতরঙ্গমালা

নৃত্য করিতে পারে, প্রবল ঝটিকা গর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু উহার গভীরতম প্রদেশে অনন্ত স্থিরতা, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ বিরাজমান। "শোকার্ত্তেরা ধন্য, কারণ, তাহারা সান্ত্বনা পাইবে।" কারণ, ঐ মহাবিপদের দিনে, যখন পিতামাতার কাতর ক্রন্দনে উদাসীন করাল কালের পেষণে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে থাকে, যখন দুঃখ ও নিরাশার গভীর ভারে পৃথিবী অন্ধকারময় বোধ হয়, তখনই আমাদের অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত হয়। যখন দুঃখ বিপদ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক্ একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ জ্যোতি ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙ্গিয়া যায়, আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান্ রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি।

যখন জীবনভার এত দুর্ব্বহ হয় যে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্রকায় তরী ডুবাইয়া দিতে পারে, তখনই, প্রতিভাবান্, বীরহৃদয় ব্যক্তি সেই অনন্ত, পূর্ণ, নিত্যানন্দময় সত্তামাত্র-স্বরূপকে দেখে, যে অনন্ত পুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত। তখনই, যে শৃঙ্খল তাহাকে এই দুঃখময় কারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যায়। তখন সেই বন্ধনমুক্ত আত্মা ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া শেষে সেই প্রভুর সিংহাসনের সমীপবর্ত্তী হয়, "যেখানে

অত্যাচারীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না, যেখানে পরিশ্রান্ত ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করে।”

ভ্রাতঃ, দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, “তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।”

“কেন প্রশ্নে আমাদের নাহি অধিকার।
কায কর, করে মর—এই হয় সার॥”

হে প্রভু! তোমার নাম, তোমার পবিত্র নাম ধন্য হউক এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

হে প্রভু! আমরা জানি যে, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অধীনে চলিতে হইবে—জানি প্রভু, জননীর হস্ত আমাদিগকে প্রহার করিতেছে, কিন্তু, “অন্তরাত্মা ইচ্ছুক বটে, হৃদয় যে দুর্ব্বল।”

হে প্রেমময় পিতঃ! তুমি তোমার উপর নির্ভর করিয়া সব ভাবনা ভুলিতে শিক্ষা দিতেছ, কিন্তু হৃদয়ের জ্বালায় তাহা করিতে দিতেছে না।

হে প্রভু! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয় স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া ছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এস প্রভু, এস হে আচার্য্য-চূড়ামণি! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞা পালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার

অধিকার নাই। এস প্রভু, এস হে পার্থসারথি! অর্জ্জুনকে তুমি এক সময়ে শিখাইয়াছিলে, তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য! যেন প্রাচীন কালের মহাপুরুষগণের সহিত আমিও দৃঢ়তা ও নির্ভরের সহিত বলিতে পারি, ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু। প্রভু আপনার হৃদয়ে শান্তি দিন্, ইহাই দিবারাত্রি বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

ইতি বিবেকানন্দ।

(২)

(আমেরিকা যাত্রার পূর্ব্বে জনৈক বাঙ্গালী শিষ্যাকে লিখিত।)

বম্বে; ২৪ মে, ১৮৯৩।

কল্যাণবরাসু,

মা, তোমার ও হরিপদ বাবাজির পত্র পাইয়া পরম আহ্লাদিত হইলাম। সর্ব্বদা পত্র লিখিতে পারি নাই বলিয়া দুঃখিত হইও না। সর্ব্বদা শ্রীহরির নিকট তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। বেলগাঁওয়ে এক্ষণে যাইতে পারি না, কারণ, ৩১ তারিখে এখান হইতে এমেরিকায় রওনা হইবার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এমেরিকা ও ইউরোপ পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়া প্রভুর ইচ্ছায়

পুনরায় তোমাদের দর্শন করিব। সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণে আত্ম-সমর্পণ করিবে। সর্ব্বদা মনে রাখিবে যে, প্রভুর হস্তে আমরা পুত্তলিকা মাত্র। সর্ব্বদা পবিত্র থাকিবে। কায়মনো-বাক্যেতেও যেন অপবিত্র না হও এবং সদা যথাসাধ্য পরোপকার করিতে চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, কায়মনো-বাক্যেতে পতিসেবা করা স্ত্রীলোকের প্রধান ধর্ম্ম। নিত্য যথাশক্তি গীতাপাঠ করিও। তুমি * * দাসী কেন লিখিয়াছ? বৈশ্য ও শূদ্রেরা দাস দাসী লিখিবে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় দেব ও দেবী লিখিবে। অপিচ জাতি ইত্যাদি আধুনিক ব্রাহ্মণ মহাত্মারা করিয়াছেন। কে কাহার দাস? সকলেই হরির দাস। অতএব আপনাপন গোত্রনাম অর্থাৎ পতির নামের শেষভাগ বলা উচিত, এই প্রাচীন বৈদিক প্রথা, যথা—অমুক মিত্র ইত্যাদি। আর কি লিখিব মা, সর্ব্বদা জানিবে যে, আমি নিরন্তর তোমাদের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি। এমেরিকা হইতে সেখানকার আশ্চর্য্য-বিবরণপূর্ণ পত্র আমি মধ্যে মধ্যে তোমায় লিখিব। এক্ষণে আমি বম্বেতে আছি। ৩১ তারিখ পর্য্যন্ত থাকিব। খেতড়ি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি আমায় জাহাজে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। কিমধিকমিতি

আশীর্ব্বাদক বিবেকানন্দ।

(৩)

(আমেরিকার পথে—ইংরাজীর অনুবাদ।)

ইয়োকোহামা।

১০ই জুলাই, ১৮৯৩।

প্রিয় আ—, বা—, জি=জি ও অন্যান্য মান্দ্রাজী বন্ধুগণ,—

আমার গতিবিধি সম্বন্ধে তোমাদের সর্ব্বদা খবর দেওয়া আমার উচিত ছিল, আমি তাহা করি নাই, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবে। এরূপ দীর্ঘ ভ্রমণে প্রত্যহই বিশেষ ব্যস্ত হইয়া থাকিতে হয়। বিশেষতঃ আমার ত কখন নানা জিনিষপত্র সঙ্গে লইয়া ঘোরা অভ্যাস ছিল না। এখন এই সব যাহা সঙ্গে লইতে হইয়াছে, তাহার তত্ত্বাবধানেই আমার সব শক্তি ব্যয় হইতেছে। বাস্তবিক, এ এক বিষম ঝঞ্ঝাট!

বোম্বাই ছাড়িয়া এক সপ্তাহের মধ্যে কলম্বো পৌঁছিলাম। জাহাজ প্রায় সারাদিন বন্দরে রহিল। এই সুযোগে আমি নামিয়া সহর দেখিতে গেলাম। গাড়ী করিয়া কলম্বোর রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। সেখানকার মধ্যে কেবল বুদ্ধ ভগবানের মন্দিরটীর কথা আমার স্মরণ আছে; তথায় বুদ্ধদেবের এক বৃহৎ মহানির্ব্বাণ-মূর্ত্তি শয়ান অবস্থায় অবস্থিত আছে। আমি মন্দিরের পুরোহিতগণের সহিত আলাপ করিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাঁহারা সিংহলী

ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না বলিয়া আমাকে আলাপের চেষ্টা ত্যাগ করিতে হইল। এখান হইতে প্রায় ৮০ মাইল দূরে সিংহলের মধ্যে অবস্থিত কাণ্ডি সহর সিংহলী বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্র, কিন্তু আমার তথায় যাইবার সময় ছিল না। এখানকার গৃহস্থ বৌদ্ধগণ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, সকলেই মৎস্যমাংস-ভোজী, কেবল পুরোহিতগণ নিরামিষাশী। সিংহলীদের পরিচ্ছদ ও চেহারা তোমাদের মান্দ্রাজীদেরই মত। তাহাদের ভাষা সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না; তবে উচ্চারণ শুনিয়া বোধ হয়, উহা তোমাদের তামিলের অনুরূপ।

পরে জাহাজ পিনাঙে লাগিল; উহা মালয় উপদ্বীপে সমুদ্রের উপরে একটী ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড মাত্র। উহা খুব ক্ষুদ্র সহর বটে, কিন্তু অন্যান্য সুনির্ম্মিত নগরীর ন্যায় খুব পরিষ্কার ঝরিষ্কার। মালয়বাসিগণ সবই মুসলমান। প্রাচীনকালে ইহারা বণিক্‌কুলের ভীতির কারণ বিখ্যাত জলদস্যু ছিল। কিন্তু এখনকার অভেদ্য দুর্গপ্রায় যুদ্ধ-পোতের কুম্ভীরানুকারী কামানের চোটে মালয়বাসিগণকে অপেক্ষাকৃত কম হাঙ্গামার কায করিতে বাধ্য করিয়াছে।

পিনাং হইতে সিঙ্গাপুর চলিলাম। পথে দূর হইতে উচ্চশৈল-সমন্বিত সুমাত্রা দেখিতে পাইলাম; আর কাপ্তেন আমাকে প্রাচীনকালের জলদস্যুগণের কয়েকটী আড্ডা দেখাইতে লাগিলেন। সিঙ্গাপুর প্রণালী উপনিবেশের

রাজধানী। এখানে একটী সুন্দর উদ্ভিদ্যান আছে, তথায় অনেক জাতীয় পাম (Palm) সংগৃহীত আছে। 'ভ্রমণকারীর পাম' নামক সুন্দর তালবৃন্তবৎ পাম এখানে অপর্য্যাপ্ত জন্মায়, আর "রুটিফল" (Bread fruit) বৃক্ষ ত এখানে সর্ব্বত্র। মান্দ্রাজে যেমন আম অপর্য্যাপ্ত, বিখ্যাত ম্যাঙ্গোষ্টিনও এখানে তদ্রূপ অপর্য্যাপ্ত, তবে আমের সঙ্গে আর কিসের তুলনা হইতে পারে ? এখানকার লোকে মান্দ্রাজী লোকের অর্দ্ধেক কাল'ও হবে না ; তবে কাছাকাছি বটে। এখানে একটী সুন্দর চিত্রশালিকাও (Museum) আছে। এখানে পানদোষ ও লাম্পট্য অপর্য্যাপ্ত মাত্রায় বিরাজমান, ইহাই এখানকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকগণের যেন প্রথম কর্ত্তব্য। আর প্রত্যেক বন্দরেই জাহাজের প্রায় অর্দ্ধেক লোক নামিয়া এইরূপ স্থানের অন্বেষণ করে, সেখানে সুরা ও সঙ্গীতের প্রভাবে নরক রাজত্ব করে। থাক্ সে কথা।

তার পর হংকং। যদিও সিঙ্গাপুর মালয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী, তথাপি ঐ স্থানে আসিলে যেন মনে হয়, চীনে আসিয়াছি। চীনের ভাব এখান হইতেই এত অধিক! সকল কার্য্য, সকল ব্যবসা বাণিজ্য বোধ হয় তাহাদেরই হাতে, আর হংকংই আসল চীন ; যাই জাহাজ কিনারায় নঙ্গর করে, অমনি শত শত চীনা নৌকা আসিয়া ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য তোমায় ঘিরিয়া ফেলিবে। এই

নৌকাগুলি একটু নূতন রকমের—প্রত্যেকটীতে ২টী ২টী করিয়া হাল। মাঝিরা সপরিবারে নৌকায় বাস করে। প্রায়ই দেখা যায়, মাঝির স্ত্রীই হালে বসিয়া থাকে, একটী হাল দুই হাত দিয়া ও অপর হাল এক পা দিয়া চালায়। আর অনেক সময় দেখা যায়, তাহার একটা কচি ছেলে পিঠে এক প্রকার নূতন রকমের থলিতে বাঁধা থাকে, যাহাতে সে হাত পা অনায়াসে খেলাইতে পারে। এ এক দেখ্‌তে বড় মজা! এদিকে চীনে খোকা মায়ের পিঠে বেশ শান্তভাবে নড়্‌ছে চড়্‌ছে; ওদিকে মা কখন তার যত শক্তি সব প্রয়োগ করে নৌকা চালাচ্ছেন, কখন ভারী ভারী বোঝা ঠেল্‌ছেন অথবা অত্যদ্ভুত তৎপরতার সহিত এক নৌকা থেকে অপর নৌকায় লাফিয়ে যাচ্ছেন। আর এত নৌকা ও ষ্টিম লঞ্চের ভিড়, আর প্রতিমুহূর্ত্তে চীনে খোকার টিকি সমেত মাথাটী একেবারে গুঁড়ো হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। খোকার সে দিকে খেয়াল নাই। তার পক্ষে এই মহাব্যস্ত কর্ম্মজীবনের যেন কোন আকর্ষণ নাই। তার পাগলের মত ব্যস্ত মা মাঝে মাঝে তাকে দু এক খানা পিঠে দিচ্ছেন, সে ততক্ষণ তার আলোচনা করেই সন্তুষ্ট।

চীনে খোকা একটী রীতিমত দার্শনিক। যখন ভারতীয় শিশু হামাগুড়ি দিতেও অক্ষম, এমন বয়সে সে স্থির-ভাবে কার্য্য করিতে যায়। সে বিশেষরূপেই অভাবের

দর্শন শিখিয়াছে। চীন ও ভারতবাসী যে সভ্যতাসোপানে এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, দরিদ্রের অতি দারিদ্র্যই তাহার এক কারণ। সাধারণ হিন্দু বা চীনবাসীর পক্ষে তাহার প্রাত্যহিক অভাবই তাহার সময়ের এতদূর ব্যাপৃত করিয়া রাখে যে, তাহাকে আর কিছু ভাবিবার অবসর দেয় না।

হংকং অতি সুন্দর সহর। উহা পাহাড়ের ঢালুর উপর নির্ম্মিত; পাহাড়ের উপরেও অনেক বড়লোক বাস করে; উহা সহর অপেক্ষা অনেক ঠাণ্ডা। পাহাড়ের উপরে খাড়াভাবে ট্রাম গিয়াছে। উহা বাষ্পীয় বলে চলে আর গাড়ীগুলি তারের দড়ি দ্বারা সংযুক্ত।

আমরা হংকঙে তিন দিন রহিলাম। তথা হইতে ক্যাণ্টন দেখিতে গিয়াছিলাম; হংকং হইতে একটী নদীর উৎপত্তিস্থানের দিকে ৮০ মাইল যাইলে ক্যাণ্টনে যাওয়া যায়। নদীটা এত চওড়া যে, খুব বড় বড় জাহাজ পর্য্যন্ত যাইতে পারে। অনেকগুলি চীনা জাহাজ হংকং ও ক্যাণ্টনের মধ্যে যাতায়াত করে। আমরা বৈকালে একখানি জাহাজে চড়িয়া পরদিন প্রাতে ক্যাণ্টনে পঁহুছিলাম। কি হৈ চৈ! কি জীবনের চিহ্ন! নৌকার ভিড়ই বা কি! জল যেন ছেয়ে ফেলে দিয়েছে! এ শুধু মাল ও যাত্রী নিয়ে যাবার নৌকা নয়—হাজার হাজার নৌকা রয়েছে—গৃহের মত বাসোপযোগী। তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি অতি

সুন্দর; অতি বৃহৎ। বাস্তবিক সেগুলি দুতলা তেতলা বাড়ীস্বরূপ—চারিদিকে বারাণ্ডা রয়েছে—মধ্যে দিয়ে রাস্তা গেছে, কিন্তু সব জলে ভাস্‌ছে !!

আমরা যেখানে নাব্‌লাম, সেই জায়গাটুকু চীন গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিকদিগকে বাস করিবার জন্য দিয়াছেন। আমাদের চতুর্দ্দিকে, নদীর উভয় পার্শ্বে অনেক মাইল ব্যাপিয়া এই বৃহৎ সহর অবস্থিত—এখানে অগণ্য মনুষ্য বাস করিতেছে, জীবনসংগ্রামে একজন আর একজনকে ঠেলিয়া ফেলিয়া চলিয়াছে—প্রাণপণে জীবনসংগ্রামে জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে। মহা কলরব—মহা ব্যস্ততা! কিন্তু এখানকার অধিবাসিসংখ্যা যতই হউক, এখানকার কর্ম্মপ্রবণতা যতই হউক, আমি ইহার মত ময়লা সহর দেখি নাই তবে ভারতবর্ষের কোন সহরকে যে হিসাবে আবর্জ্জনাপূর্ণ বলে, সে হিসাবে বলিতেছি না—চীনেরা ত এতটুকু ময়লা পর্য্যন্ত বৃথা নষ্ট হইতে দেয় না—সে হিসাবে নয়, চীনেদের গা থেকে যে বিষম দুর্গন্ধ বেরোয়, তার কথাই আমি বল্‌ছি—তারা যেন ব্রত নিয়েছে, কখন স্নান করবে না। প্রত্যেক বাড়ীখানি এক একখানি দোকান—লোকেরা উপরতলায় বাস করে। রাস্তাগুলি এত সরু যে, রাস্তা দিয়ে চল্‌তে গেলেই দুধারের দোকান যেন গায়ে লাগে। দশ পা চল্‌তে না চল্‌তে মাংসের দোকান দেখ্‌তে পাবে; এমন দোকানও আছে, যেখানে কুকুর-বিড়ালের

মাংস বিক্রয় হয়। অবশ্য খুব গরিবেরাই কুকুর বিড়াল খায়!

আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিনী হিন্দু মহিলাদের যেমন পর্দ্দা আছে, তাদের যেমন কেউ কখন দেখ্‌তে পায় না, চীন মহিলা-দেরও তদ্রূপ। অবশ্য শ্রমজীবী স্ত্রীলোকেরা লোকের সাম্‌নে বেরোয়। ইহাদের মধ্যেও দেখা যায়, এক একটী স্ত্রীলোকের পা তোমাদের ছোট ছেলের পায়ের চেয়ে ছোট; তারা হেঁটে বেড়াচ্ছে ঠিক বলা যায় না; খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে থপ থপ কোরে চলেছে।

আমি কতকগুলি চীন মন্দির দেখিতে গেলাম। ক্যাণ্টনের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মন্দিরটী আছে, তাহা প্রথম বৌদ্ধ সম্রাট্ এবং সর্ব্বপ্রথম ৫০০ জন বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বিগণের স্মরণার্থ উৎসর্গীকৃত। অবশ্য স্বয়ং বুদ্ধদেব প্রধান মূর্ত্তি; তাঁহার নীচেই সম্রাট্ বসিয়াছেন—আর দুধারে শিষ্যগণের মূর্ত্তি—সব মূর্ত্তিগুলিই কাষ্ঠ হইতে সুন্দররূপে ক্ষোদিত।

ক্যাণ্টন হইতে আমি হংকঙে ফিরিলাম। তথা হইতে জাপানে গেলাম।

নাগাসাকি বন্দরে প্রথমেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের জাহাজ লাগ্‌লো। আমরা কয়েক ঘণ্টার জন্য জাহাজ হইতে নামিয়া সহরের মধ্যে গাড়ী করিয়া বেড়াইলাম। চীনের সহিত কি প্রভেদ! পৃথিবীর মধ্যে যত পরিষ্কার

জাত আছে, জাপানীরা তাহার অন্যতম। ইহাদের সবই কেমন পরিষ্কার! রাস্তাগুলি সব চওড়া, সিধা ও বরাবর সমানভাবে বাঁধানো।

ইহাদের খাঁচার মত ছোট ছোট দিব্যি বাড়ীগুলি, প্রায় প্রতি সহর ও পল্লীর পশ্চাতে অবস্থিত দেবদারু বৃক্ষে ঢাকা চিরহরিৎ ছোট ছোট পাহাড়গুলি, বেঁটে সুন্দরকায় অদ্ভুতবেশধারী জাপগণ—তাদের প্রত্যেক চালচলন, ভাব-ভঙ্গী সবই সুন্দর। জাপান "সৌন্দর্য্যভূমি"। প্রত্যেক বাড়ীর পশ্চাতেই এক একখানি বাগান আছে—জাপানী ফ্যাশনে সুন্দরভাবে প্রস্তুত। ছোট ছোট কৃত্রিম জলাশয়, ছোট ছোট পাথরের সাঁকো, এই সমুদয় দিয়া তাহার বাগানখানি উত্তমরূপে সজ্জিত।

নাগাসাকি হইতে কোবিতে গেলাম।

কোবি গিয়া জাহাজ ছেড়ে দিলাম, স্থলপথে ইয়োকোহামায় আসিলাম—জাপানের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশসমূহ দেখিবার জন্য। আমি জাপানের মধ্যপ্রদেশে তিনটী বড়বড় সহর দেখিয়াছি। ওসাকা—এখানে নানা শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হয়; কিয়োটো—প্রাচীন রাজধানী; টোকিয়ো—বর্ত্তমান রাজধানী; টোকিয়ো কলিকাতার প্রায় দ্বিগুণ হইবে। লোকসংখ্যা প্রায় কলিকাতার দ্বিগুণ।

বৈদেশিককে ছাড়পত্র ব্যতিরেকে জাপানের ভিতরে ভ্রমণ করিতে দেয় না।

দেখিয়া বোধ হয়, জাপানীরা বর্ত্তমান কালে কি প্রয়োজন, তাহা বুঝিয়াছে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে জাগরিত হইয়াছে। উহাদের সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসৈন্য আছে। উহাদের যে কামান আছে, তাহা উহাদেরই একজন কর্ম্মচারী আবিষ্কার করিয়াছেন। সকলেই বলে, উহা কোন জাতির কামানের চেয়ে কম নয়। আর তারা তাদের নৌবলও ক্রমাগত বৃদ্ধি কচ্চে। আমি একজন জাপানী স্থপতি-নির্ম্মিত এক মাইল লম্বা একটা সুড়ঙ্গ (Tunnel) দেখিয়াছি।

ইহাদের দেশালাইএর কারখানা এক দেখ্‌বার জিনিষ। ইহাদের যে কোন জিনিষের অভাব, তাই নিজের দেশে কর্‌বার চেষ্টা কচ্চে। জাপানীদের নিজেদের একটী ষ্টিমার লাইন আছে—চীন ও জাপানের মধ্যে ইহাদের জাহাজ যাতায়াত করে। আর ইহারা শীঘ্রই বোম্বাই ও ইয়োকোহামার মধ্যে জাহাজ চালাইবে, মতলব করিতেছে।

আমি ইহাদের অনেকগুলি মন্দির দেখিলাম। প্রত্যেক মন্দিরে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র প্রাচীন বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা আছে, কিন্তু মন্দিরের পুরোহিতগণের অল্প লোকেই সংস্কৃত বুঝে। কিন্তু ইহারা বেশ বুদ্ধিমান্। বর্ত্তমান-কালে সর্ব্বত্রই যে একটা উন্নতির জন্য প্রবল তৃষ্ণা দেখা যায়, তা পুরোহিতদের মধ্যেও প্রবেশ করেছে। জাপানী-দের সম্বন্ধে আমার মনে কত কথা উদয় হচ্চে, তা একটা

সংক্ষিপ্ত চিঠির মধ্যে প্রকাশ কোরে বলতে পারি না। তবে এইটুকু বলতে পারি যে, আমাদের দেশের যুবকেরা দলে দলে প্রতি বৎসর চীন ও জাপানে যাক্। জাপানে যাওয়া আবার বিশেষ দরকার; জাপানীদের কাছে ভারত এখন সর্ব্বপ্রকার উচ্চ ও মহৎ পদার্থের স্বপ্নরাজ্যস্বরূপ।

আর তোমরা কি কোচ্চো? সারা জীবন কেবল বাজে বোক্‌চো। এস, এদের দেখে যাও, তার পর যাও, গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোও গে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি ধরেছে। তোমরা দেশ ছেড়ে বাইরে গেলে তোমাদের জাত যায়!! এই হাজার বছরের ক্রম-বর্দ্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার কোরে শক্তিক্ষয় কোর্‌ছো! পৌরোহিত্যরূপ আহাম্মকির গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ! শত শত যুগের অবিচ্ছেদ সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের সব মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হোয়ে গেছে—তোমরা কি বল দেখি! আর তোমরা এখন কোর্‌ছোই বা কি? আহাম্মক, তোমরা বই হাতে কোরে সমুদ্রের ধারে পাইচারি কোর্‌ছো! ইউরোপীয় মস্তিষ্ক-প্রসূত কোন তত্ত্বের এক কণামাত্র—তাও খাঁটি জিনিষ নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা ক্রমাগত আওড়াচ্চো, আর তোমাদের প্রাণমন সেই ৩০৲ টাকার কেরাণীগিরির দিকে পড়ে রয়েছে; না হয় খুব জোর একটা দুষ্ট উকীল

হবার মতলব কোর্‌ছো। ইহাই ভারতীয় যুবকগণের সর্ব্বোচ্চ দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের আশে পাশে এক পাল ছেলে—তাঁর বংশধরগণ—বাবা, খাবার দাও, খাবার দাও কোরে উচ্চ চীৎকার তুলেছে!! বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে যে, তোমাদের বই, গাউন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা প্রভৃতি সব ডুবিয়ে ফেল্‌তে পারে না?

এস, মানুষ হও। প্রথমে দুষ্ট পুরুতগুলোকে দূর কোরে দাও। কারণ এই মস্তিষ্কহীন লোকগুলো কখন ভাল কথা শুন্‌বে না—তাদের হৃদয়ও শূন্যময়, তারও কখন প্রসার হবে না। শত শত শতাব্দীর কুসংস্কার ও অত্যাচারের মধ্যে তাদের জন্ম; আগে তাদের নির্ম্মূল কর। এস, মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত্ত থেকে বেরিয়ে এসে, বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতিপথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাসো? তোমরা কি দেশকে ভালবাসো? তা হলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য, উন্নত হবার জন্য, প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেয়ো না—অতি প্রিয় আত্মীয়-স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেয়ো না, সাম্‌নে এগিয়ে যাও।

ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। প্রভু তোমাদের এই নড়ন-চড়নরহিত সভ্যতা ভাঙ্গবার জন্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকে

প্রেরণ করেছেন আর মান্দ্রাজের লোকই ইংরাজদের ভারতে বস্‌বার প্রধান সহায় হন। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমাজের এই নূতন অবস্থা আন্‌বার জন্য সর্ব্বান্তঃকরণে প্রাণপণ যত্ন কর্‌বে, মান্দ্রাজ এমন কতগুলি নিঃস্বার্থ যুবক দিতে প্রস্তুত? যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্ত মুখে অন্ন প্রদান কর্‌বে, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হয়েছে, তাদের মানুষ করবার জন্য আমরণ চেষ্টা কর্‌বে?

* * আমাকে কুক্ কোম্পানি, চিকাগো, এই ঠিকানায় পত্র লিখিবে।

তোমাদের—ইত্যাদি

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কায কর্‌তে হবে। খবরের কাগজে হুজুক করা নয়। সর্ব্বদা মনে রাখ্‌বে, নামযশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

বি—

(৪

(বিখ্যাত চিকাগোবক্তৃতার ৩ মাস পূর্বে মাস্ত্রাজীশিষ্যগণকে লিখিত।)

ইংরাজির অনুবাদ।

ব্রিজি মেডোজ, মেটকাফ, মাসাচুসেটস।

২০শে আগষ্ট, ১৮৯৩।

প্রিয় আ—

কাল তোমার পত্র পাইলাম। তুমি বোধ হয় এত দিনে জাপান হইতে আমার পত্র পাইয়াছ। জাপান হইতে আমি বঙ্কুবরে (১) পঁহুছিলাম। প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তরাংশ দিয়া আমাকে যাইতে হইয়াছিল। খুব শীত ছিল। গরম কাপড়ের অভাবে বড় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক, কোন রূপে বঙ্কুবরে পঁহুছিয়া তথা হইতে কানাড়া দিয়া চিকাগোয় পঁহুছিলাম। তথায় আন্দাজ বার দিন রহিলাম। এখানে প্রায় প্রতিদিনই মেলা দেখিতে যাইতাম। সে এক বিরাট্ ব্যাপার! অন্ততঃ দশ দিন না ঘুরিলে সমুদয় দেখা অসম্ভব। বরদা রাও যে মহিলাটীর সঙ্গে আমার আলাপ করাইয়া দিয়াছিলেন, তিনি ও তাঁহার স্বামী চিকাগো সমাজের মহাগণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁহারা আমার প্রতি খুব সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু

(১) কানাডার নিকট প্রশান্ত মহাসাগরের দিকে একটী দ্বীপ। এখানে বঙ্কুবর নামে এক নগর আছে। তথা হইতে কানাডাপ্যাসিফিক্ রেল আরম্ভ হইয়াছে।

এখানকার লোকে বিদেশীকে খুব যত্ন করিয়া থাকে, কেবল অপরকে তামাসা দেখাইবার জন্য; অর্থসাহায্য করিবার সময় প্রায় সকলেই হাত গুটাইয়া লয়। এ বৎসর এখানে বড় দুর্বৎসর, ব্যবসায়ে সকলেরই ক্ষতি হইতেছে, সুতরাং আমি চিকাগোয় অধিক দিন রহিলাম না। চিকাগো হইতে আমি বোষ্টনে আসিলাম। লালুভাই বোষ্টন পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে ছিলেন। তিনিও আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এখানে আমার খরচ ভয়ানক হইতেছে। তোমার স্মরণ আছে, তুমি আমায় ১৭০ পাউণ্ড নোট ও নগদ ৯ পাউণ্ড দিয়াছিলে। এখন দাঁড়াইয়াছে ১৩০ পাউণ্ড। গড়ে আমার এক পাউণ্ড করিয়া প্রত্যহ খরচ পড়িতেছে। এখানে একটা চুরুটের দামই আমাদের দেশের আট আনা। আমেরিকান্‌রা এত ধনী যে, তাহারা জলের মত টাকা খরচ করে, আর তাহারা আইন করিয়া সব জিনিষের মূল্য এত বেশী রাখিয়াছে যে, অপর জাতি যেন কোন মতে এদেশে ঘেঁসিতে না পারে। সাধারণ কুলিতে গড়ে প্রতিদিন ৯।১০ টাকা করিয়া রোজগার করে। এখানে আসিবার পূর্ব্বে যে সব সোণার স্বপন দেখিতাম, তাহা ভাঙ্গিয়াছে। এক্ষণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে। শত শত বার মনে হইয়াছিল, এ দেশ হইতে চলিয়া যাই, কিন্তু আবার মনে হয়, আমি একগুঁয়ে দানা,

আর আমি ভগবানের নিকট আদেশ পাইয়াছি, আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে না। কিন্তু তাঁহার চক্ষু ত সব দেখিতেছে। মরি বাঁচি, আমার উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না। ** **

আমি এক্ষণে বোষ্টনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা রমণীর অতিথিরূপে বাস করিতেছি। ইঁহার সহিত রেলগাড়ীতে হঠাৎ আলাপ হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া রাখিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই সুবিধা হইয়াছে যে, আমার প্রত্যহ এক পাউণ্ড করিয়া যে খরচ হইতেছিল, তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে; আর তাঁহার লাভ এই যে, তিনি তাঁহার বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া ভারতাগত এক অদ্ভুত জীব দেখাইতেছেন!!! এ সব যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবেই। আমাকে এখন অনাহার, শীত, আমার অদ্ভুত পোষাকের দরুণ রাস্তার লোকের বিদ্রূপ, এইগুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয় বৎস! জানিবে, কোন বড় কাযই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার ব্যতীত হয় নাই। আমার মহিলাবন্ধুর এক জ্ঞাতিভাই আজি আমাকে দেখিতে আসিবেন। তিনি তাঁহার ভগিনীকে লিখিতেছেন, প্রকৃত হিন্দু সাধককে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ ও শিক্ষা হইতে পারে, সন্দেহ নাই, তবে আমি এখন বুড়া হইয়াছি। এসোটেরিক বৌদ্ধগণ আমাকে আর ঠকাইতে পারিতেছে না। ** **

এই দেশ খৃষ্টিয়ানের দেশ। এখানে আর কোন ধর্ম্ম

বা মতের প্রতিষ্ঠা কিছুমাত্র নাই বলিলেই হয়। আমি জগতের কোন সম্প্রদায়ের ক্রুতার ভয়ও করি না। আমি এখানে মেরিতনয়ের সন্তানগণের মধ্যে বাস করিতেছি; প্রভু ঈশাই আমাকে সাহায্য করিবেন। একটী জিনিষ দেখিতে পাইতেছি, ইহারা আমার হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধীয় উদার মত ও নাজারাথের অবতারের প্রতি ভালবাসা দেখিয়া খুব আকৃষ্ট হইতেছে। আমি তাহাদিগকে বলিয়া থাকি যে, আমি সেই গালীলিয় মহাপুরুষের বিরুদ্ধে কিছুমাত্র বলি না, কেবল তাঁহারা যেমন যীশুকে মানেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মহাপুরুষগণকেও মানা উচিত। এ কথা ইহারা আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছে। এখন আমার কার্য্য এইটুকু হইয়াছে যে, লোকে আমার সম্বন্ধে কতকটা জানিতে পারিয়াছে। এখানে এইরূপেই কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। অর্থসাহায্য পাইতে হইলে অপেক্ষা করিতে হইবে। শীত আসিতেছে। আমাকে সকল রকম গরম কাপড় যোগাড় করিতে হইবে, আবার এখানকার অধিবাসী অপেক্ষা আমাদের অধিক কাপড়ের আবশ্যক হয়। বৎস! সাহস অবলম্বন কর। ভগবানের ইচ্ছায় ভারতে আমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে। বিশ্বাস কর, আমরাই মহৎ কর্ম্ম করিব। এই গরিব আমরা—যাহাদের লোকে ঘৃণা করে; কিন্তু যাহারা লোকের দুঃখ যথার্থ প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছে।

চিকাগোয় সম্প্রতি একটা বড় মজা হইয়া গিয়াছে। ক—এর রাজা এখানে এসেছিলেন, আর চিকাগোসমাজের কতকাংশ তাঁহাকে কেষ্ট বিষ্ণু ক'রে তুল্‌ছিলেন। এখন একটী পাগ্‌লাটে ধুতিপরা মারহাট্টা ব্রাহ্মণ মেলায় নখ ও পেরেক দ্বারা প্রস্তুত ছবি বিক্রয় করিতেছিল। এ লোকটা খবরের কাগজের রিপোর্টারদের নিকট রাজার বিরুদ্ধে নানা কথা বলিয়াছিল—সে বলিয়াছিল—এ ব্যক্তি খুব নীচ জাতি—এই রাজারা ক্রীতদাসস্বরূপ, ইহারা দুর্নীতিপরায়ণ ইত্যাদি; আর এই সত্যবাদী সম্পাদকেরা (?)—যাহার জন্য আমেরিকা বিখ্যাত—এই লোকটার কথায় কিছু গুরুত্ব আরোপের ইচ্ছায় তার পর দিন সংবাদপত্রে বড় বড় স্তম্ভ বাহির করিল—তাহারা ভারতাগত একজন জ্ঞানী পুরুষের বর্ণনা করিল—অবশ্য আমাকেই তাহারা লক্ষ্য করিয়াছিল—আমাকে তাহারা স্বর্গে তুলিয়া দিয়া আমার মুখ দিয়া এমন সকল কথা বাহির করিল, যাহা আমি কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই—তার পর শেষে এই রাজার সম্বন্ধে মারহাট্টা ব্রাহ্মণটী যাহা যাহা বলিয়াছিল, আমার মুখে সব বসাইল। আর তাহাতেই চিকাগোসমাজ তাড়াতাড়ি রাজাকে পরিত্যাগ করিল। এই সত্যবাদী সংবাদপত্র-সম্পাদকেরা আমাকে দিয়া আমার স্বদেশীকে বেশ ধাক্কা দিলেন। ইহাতে আরো বুঝাইতেছে যে, এই দেশে টাকা অথবা উপাধির জাঁকজমক অপেক্ষা বুদ্ধির আদর বেশী।

কাল রমণী-কারাগারের অধ্যক্ষ মিসেস্ জন্‌সন্ মহোদয়া এখানে আসিয়াছিলেন। (এখানে কারাগার বলে না, বলে সংশোধনাগার।) আমেরিকায় যাহা যাহা দেখিলাম, তাহার মধ্যে ইহা এক অত্যদ্ভুত জিনিষ। কারাবাসিগণের সহিত কেমন সহৃদয় ব্যবহার করা হয়, কেমন তাহাদের চরিত্র সংশোধিত হয়, আবার তাহারা ফিরিয়া গিয়া সমাজের আবশ্যকীয় অঙ্গরূপে পরিণত হয়। কি অদ্ভুত, কি সুন্দর! তোমার না দেখিলে বিশ্বাস হইবে না। ইহা দেখিয়া তার পর যখন দেশের কথা ভাবিলাম, তখন আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষে আমরা গরিবদের, সামান্য লোকদের, পতিতদের কি ভাবিয়া থাকি! তাহাদের কোন উপায় নাই, পলাইবার কোন রাস্তা নাই, উঠিবার কোন উপায় নাই। ভারতের দরিদ্র, ভারতের পতিত, ভারতের পাপিগণের সাহায্যকারী কোন বন্ধু নাই। সে যতই চেষ্টা করুক, তাহার উঠিবার উপায় নাই। তাহারা দিন দিন ডুবিয়া যাইতেছে। রাক্ষসবৎ নৃশংস সমাজ তাহাদের উপর যে ক্রমাগত আঘাত করিতেছে, তাহার বেদনা তাহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছে, কিন্তু তাহারা জানে না, কোথা হইতে ঐ আঘাত আসিতেছে। তাহারাও যে মানুষ, ইহা তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে। ইহার ফল দাসত্ব ও পশুত্ব। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কিছুদিন হইতে সমাজের এই দুরবস্থা বুঝিয়াছেন,

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের ঘাড়ে এই দোষ চাপাইয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, জগতের মধ্যে এই মহত্তম ধর্ম্মের নাশই সমাজের উন্নতির এক মাত্র উপায়। শুন, সখে, প্রভুর কৃপায় আমি ইহার রহস্য আবিষ্কার করিয়াছি। হিন্দুধর্ম্মের কোন দোষ নাই। হিন্দুধর্ম্ম ত শিখাইতেছেন, জগতে যত প্রাণী আছে, সকলেই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। সমাজের এই হীনাবস্থার কারণ, কেবল এই তত্ত্বকে কার্য্যে পরিণত না করা, সহানুভূতির অভাব, হৃদয়ের অভাব। প্রভু তোমাদের নিকট বুদ্ধরূপে আসিয়া শিখাইলেন, তোমাদিগকে গরিবের জন্য, দুঃখীর জন্য, পাপীর জন্য প্রাণ কাঁদাইতে, তাহাদের সহিত সহানুভূতি করিতে। কিন্তু তোমাদের পুরোহিতগণ, ভগবান্ ভ্রান্তমত প্রচার দ্বারা অসুরদিগকে মোহিত করিতে আসিয়াছিলেন, এই ভয়ানক গল্প বানাইলেন। সত্য বটে, কিন্তু অসুর আমরা; যাহারা বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা নহে। আর যেমন য়াহুদীরা প্রভু যীশুকে অস্বীকার করিয়া আজ সমগ্র জগতে গৃহশূন্য ভিক্ষুক হইয়া সকলের দ্বারা অত্যাচারিত ও বিতাড়িত হইয়া বেড়াইতেছে, সেইরূপ তোমরাও, যে কোন জাতি ইচ্ছা করিতেছে, তাহাদেরই ক্রীতদাস হইতেছ। অত্যাচারিগণ, তোমরা কি জান না, অত্যাচার ও দাসত্ব এক জিনিষেরই এপিঠ ওপিঠ? দুইই এক কথা?

বা— ও জি—র স্মরণ থাকিতে পারে, আমাদের এক পণ্ডিতের সঙ্গে সমুদ্র-যাত্রার সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইতেছিল। তাহার সেই বিকট ভঙ্গী ও তাহার 'কদাপি ন' (কখনও না) এই কথা চিরকাল আমার স্মরণ থাকিবে। ইহাদের অজ্ঞতার গভীরতা দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়। তারা জানে না, ভারত জগতের এক অতি ক্ষুদ্রাংশ, আর সমুদয় জগৎ এই ত্রিশ কোটি লোককে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকে। তারা দেখে, এরা যেন কীটতুল্য, ভারতের মনোরম ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছে এবং এ উহার উপর অত্যাচার করিবার চেষ্টা করিতেছে। সমাজের এই অবস্থাকে দূর করিতে হইবে, ধর্ম্মকে বিনষ্ট করিয়া নহে, হিন্দুধর্ম্মের মহান্ উপদেশসমূহের অনুসরণ করিয়া এবং তাহার সহিত হিন্দুধর্ম্মের স্বাভাবিক পরিণতিস্বরূপ বৌদ্ধধর্ম্মের অদ্ভুত-হৃদয়বত্তা লইয়া। লক্ষ নর নারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভগবানে দৃঢ়বিশ্বাস-রূপ বর্ম্মে সজ্জিত হইয়া, দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধিয়া সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্ত্তা দ্বারে দ্বারে প্রচার করুক।

হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় আর কোন ধর্ম্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম্ম যেমন পৈশাচিক ভাবে গরিব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে

আর কোন ধর্ম্মও এরূপ করে না। ভগবান্ আমাকে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে ধর্ম্মের কোন দোষ নাই। তবে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত আত্মাভিমানী কতকগুলি ভণ্ড 'পারমার্থিক ও ব্যবহারিক' * নামক মত দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আসুরিক অত্যাচারের যন্ত্র ক্রমাগত আবিষ্কার করিতেছে।

নিরাশ হইও না। স্মরণ রাখিও, ভগবান্ গীতায় বলিতেছেন, 'কর্ম্মে তোমার অধিকার, ফলে নয়।' কোমর বাঁধ, বৎস, প্রভু আমাকে এই কাযের জন্য ডাকিয়াছেন। সমস্ত জীবন আমি নানা কষ্ট যন্ত্রণা ভুগিয়াছি। আমি প্রাণপ্রিয় আত্মীয়গণকে একরূপ অনাহারে মরিতে দেখিয়াছি। আমাকে লোকে উপহাস ও অবজ্ঞা করিয়াছে; জুয়াচোর বদমাস বলিয়াছে (মান্দ্রাজের অনেকে এখনও আমাকে এইরূপ ভাবিয়া থাকে)। আমি এ সমস্তই সহ্য করিয়াছি, তাহাদেরই জন্য, যাহারা আমাকে উপহাস ও ঘৃণা করিয়াছে। বৎস! এই জগৎ দুঃখের আগার বটে, কিন্তু ইহা মহাপুরুষগণের শিক্ষালয়স্বরূপ। এই দুঃখ হইতেই সহানু-

* পারমার্থিক ও ব্যবহারিক,—যখন লোককে বলা যায়, তোমাদের শাস্ত্রে আছে, সকলের ভিতর এক আত্মা আছেন, সুতরাং সকলের প্রতি সমদর্শী হওয়া ও কাহাকেও ঘৃণা না করা শাস্ত্রের আদেশ, লোকে তখন এই ভাব কার্য্যে পরিণত করিবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়াই উত্তর দেয়, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব সমান বটে, কিন্তু ব্যবহারিক দৃষ্টিতে সব পৃথক। এই ভেদদৃষ্টি দূর করিবার চেষ্টা না করাতেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে এত দ্বেষহিংসা রহিয়াছে।

ভূতি, সহিষ্ণুতা, সর্ব্বোপরি অদম্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হয়, যে শক্তিবলে মানুষ সমগ্র জগৎ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেলেও একটুও কম্পিত হয় না। যাহারা আমাকে ভণ্ড বিবেচনা করে, আমার তাহাদের জন্য দুঃখ হয়। তাহাদের কিছু দোষ নাই। তাহারা বালক, অতি বালক, যদিও সমাজে তাহারা মহাগণ্যমান্য বলিয়া বিবেচিত। তাহাদের চক্ষু নিজেদের ক্ষুদ্র দৃষ্টিক্ষেত্রের বাহিরে আর কিছু দেখিতে পায় না। তাহাদের নিয়মিত কার্য্য কেবল আহার, পান, অর্থোপার্জ্জন ও বংশবৃদ্ধি। এ সবগুলি যেন ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় নিয়মিতরূপে তাহারা করিয়া থাকে। ইহার অতিরিক্ত আর তাহারা কিছু জানে না। বেশ সুখী তারা! তাহাদের ঘুমের ব্যাঘাত কিছুতেই হয় না। তাহারা মানুষের সম্বন্ধে যে সব সুখকর সিদ্ধান্ত করিয়াছে, তাহা আর কখন দুঃখ, দরিদ্রতা, পাপের ক্রন্দনে (শত শত শতাব্দীর পাশব অত্যাচারের ফলে যাহাতে ভারতগগন আচ্ছন্ন করিয়াছে) বিচলিত হয় না। সেই শত শত যুগব্যাপী মানসিক, নৈতিক ও দৈহিক অত্যাচারের কথা, যাহাতে ভগবানের প্রতিমাস্বরূপ মানুষকে ভারবাহী গর্দ্দভে এবং ভগবতীর প্রতিমারূপা রমণীকে সন্তান উৎপাদন করিবার দাসীস্বরূপ করিয়া ফেলিয়াছে, এবং জীবনকে বিষময় করিয়া তুলিয়াছে, তাহার কথা তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদয় হয় না। কিন্তু অন্যান্য অনেকে আছেন,

যাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছেন, হৃদয়ের রক্তময় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, যাঁহারা মনে করেন, ইহার প্রতীকার আছে, আর যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ইহার প্রতীকারে প্রস্তুত আছেন। ইঁহাদিগকে লইয়াই স্বর্গরাজ্য বিরচিত। ইহা কি স্বাভাবিক নহে যে, এই সকল মহাপুরুষের ঐ বিষোদ্গিরণকারী ঘৃণ্য কীটগণের প্রলাপবাক্য শুনিবার মোটেই অবকাশ নাই?

গণ্য মান্য, উচ্চপদস্থ অথবা ধনীর উপর কোন ভরসা রাখিও না। ভরসা তোমাদের উপর; পদমর্য্যাদাহীন, দরিদ্র, কিন্তু বিশ্বাসী তোমাদের উপর। ভগবানে বিশ্বাস রাখ। কোন কৌশলের প্রয়োজন নাই। কৌশলে কিছুই হয় না। দুঃখীদের জন্য প্রাণে প্রাণে ক্রন্দন কর আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর। সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভার লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি। আমি তথা-কথিত অনেক ধনী ও বড় লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছি, তাহারা আমাকে জুয়াচোর ভাবিয়াছে। হৃদয়ের রক্ত মোক্ষণ করিতে করিতে আমি অর্দ্ধেক পৃথিবী অতিক্রম করিয়া এই বিদেশে উপস্থিত হইয়াছি। আর যদি আমার স্বদেশে লোকে আমায় জুয়াচোর ভাবিয়া থাকে, তবে যখন আমেরিকান্‌রা এক বিদেশী ভিক্ষুককে অর্থ ভিক্ষা করিতে দেখিবে, তাহারা কি না ভাবিবে? কিন্তু ভগবান্

অনন্তশক্তিমান্; আমি জানি, তিনি আমাকে সাহায্য করিবেন। আমি এইদেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু হে মান্দ্রাজবাসী যুবকগণ, আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ, অত্যাচারপীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা, দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি। যাও, এই মুহূর্ত্তে সেই পার্থসারথির মন্দিরে, যিনি গোকুলের দীনদরিদ্র গোপগণের সখা ছিলেন, যিনি গুহক চণ্ডালকে আলিঙ্গন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, যিনি তাঁহার বুদ্ধ অবতারে রাজপুরুষগণের আমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বেশ্যার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন; যাও, তাঁহার নিকট গিয়া সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া যাও, এবং তাঁহার নিকট এক মহা বলি প্রদান কর, বলি —জীবন-বলি, তাহাদের জন্য, যাহাদের জন্য তিনি যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, যাহাদের তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন, সেই দীন দরিদ্র পতিত উৎপীড়িতদের জন্য। তোমরা সারা জীবন এই ত্রিশকোটি ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য ব্রত গ্রহণ কর, যাহারা দিন দিন ডুবিতেছে।

এ এক দিনের কায নয়। পথ ভয়ঙ্কর কণ্টকপূর্ণ। কিন্তু পার্থসারথি আমাদের সারথি হইতেও প্রস্তুত, আমরা তাহা জানি। তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শতশতযুগসঞ্চিত পর্ব্বতপ্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

তবে এস, ভ্রাতৃগণ! স্পষ্ট করিয়া চক্ষু খুলিয়া দেখ, কি ভয়ানক দুঃখরাশি ভারত ব্যাপিয়া। এ ব্রত গুরুতর, আমরাও ক্ষুদ্রশক্তি। তা হউক, আমরা জ্যোতির তনয়, ভগবানের তনয়। ভগবানের মহিমা ঘোষিত হউক। আমরা সিদ্ধি লাভ করিবই করিব। শত শত লোক এই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিবে, আবার শত শত লোক উঠিবে। প্রভুর জয়! আমি এখানে অকৃতকার্য্য হইয়া মরিতে পারি, আর একজন এইভার গ্রহণ করিবে। তোমরা রোগ কি বুঝিলে, ঔষধও কি তাহা জানিলে. কেবল বিশ্বাসী হও। আমরা ধনী বা বড়লোককে গ্রাহ্য করি না। হৃদয়শূন্য মস্তিষ্কসার ব্যক্তিগণকে বা তাহাদের নিস্তেজ সংবাদপত্র-প্রবন্ধসমূহকেও গ্রাহ্য করি না। বিশ্বাস, বিশ্বাস, সহানুভূতি, অগ্নিময় বিশ্বাস, অগ্নিময় সহানুভূতি। জয় প্রভু, জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত। জয় প্রভু! অগ্রসর হও, প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল, দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সম্মুখে। এইরূপেই আমরা অগ্রগামী হইব,—এক জন পড়িবে, আর এক জন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

এই গ্রাম হইতে কাল আমি বোষ্টনে যাইতেছি। এখানে একটী বৃহৎ রমণীসভা আছে, তথায় বক্তৃতা করিতে হইবে। এই সভার সভ্যেরা রমাবাইকে

(খ্রীষ্টিয়ান) খুব সাহায্য করিতেছেন। কিন্তু বোষ্টনে গিয়া আমাকে প্রথমে কাপড় কিনিতে হইবে। এখানে যদি বেশী দিন থাকিতে হয়, তবে আমার এ অপূর্ব্ব পোষাক চলিবে না। রাস্তায় আমায় দেখিবার জন্য শত শত লোক দাঁড়াইয়া যায়। আমাকে সুতরাং কাল রঙের লম্বা জামা পরিতে হইবে। কেবল বক্তৃতার সময় গেরুয়া আলখাল্লা ও পাগ্‌ড়ি পরিব। কি করিব? এখানকার মহিলাগণ এই পরামর্শ দিতেছেন। তাঁহারাই এখানকার সর্ব্বময় কর্ত্রী; তাঁহাদের সহানুভূতি না পাইলে চলিবে না। এই চিঠি তোমার নিকট পঁহুছিবার পূর্ব্বে আমার সম্বল ৬০।৭০ পাউণ্ড দাঁড়াইবে। অতএব কিছু টাকা পাঠাইবার বিশেষ চেস্টা করিবে। এখানে কিছু কার্য্য করিতে হইলে কিছু দিন এখানে থাকা দরকার। * * আমি চিকাগোয় আর যাইব কি না, তাহা জানি না। আমার তথাকার বন্ধুগণ আমাকে ভারতের প্রতিনিধি হইতে বলিয়াছিলেন, আর বরদারাও যে ভদ্রলোকটীর সহিত আলাপ করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি চিকাগো মেলার এক জন কর্ত্তা। কিন্তু তখন আমি অস্বীকার করি, কারণ, চিকাগোয় এক মাসের অধিক থাকিতে গেলে আমার সামান্য সম্বল সমুদয় ফুরাইয়া যাইত।

কানাডা ব্যতীত সমুদয় আমেরিকায় রেল গাড়ীতে ভিন্ন ভিন্ন ক্লাস নাই। সুতরাং আমাকে ফার্ষ্ট ক্লাসে ভ্রমণ করিতে

হইয়াছে, কারণ, উহা ছাড়া আর ক্লাস নাই। আমি কিন্তু উহার পুলমান গাড়ীতে চড়িতে ভরসা করি না। এ গাড়ীতে খুব আরাম; এখানে আহার পান নিদ্রা, এমন কি, স্নানের পর্য্যন্ত সুবন্দোবস্ত আছে। তুমি যেন হোটেলে রহিয়াছ, বোধ করিবে। কিন্তু ইহাতে বেজায় খরচ।

এখানে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এখন কেহ সহরে নাই, সকলেই গ্রীষ্মাবাস-সমূহে গিয়াছে। শীতে আবার সব সহরে আসিবে, তখন তাহাদিগকে পাইব। সুতরাং আমাকে এখানে কিছু দিন থাকিতে হইবে। এতটা চেষ্টার পর আমি সহজে ছাড়িতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার, আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়া দেখিব। আর যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, তোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস। আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমার নামে যে কোন চিঠি বা টাকা আসিবে, কুককোম্পানিকে তাহা আমার নিকট পাঠাইতে বলিয়া দিয়াছি। রোম এক দিনে নির্ম্মিত হয় নাই। যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে ছয় মাস এখানে রাখিতে পার, আশা করি, সব সুবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে কোন কাষ্ঠখণ্ড সম্মুখে পাইব, তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি

আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি, আমি তৎক্ষণাৎ তার করিব।

প্রথমে আমেরিকায় চেষ্টা করিব; তার পর ইংলণ্ডে চেষ্টা করিব। তাহাতেও কৃতকার্য্য না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব।

এই নিউ ইংলণ্ডে এখনই এত শীত যে, প্রাতে ও রাত্রে আগুন জ্বালাইয়া রাখিতে হয়। কানাডায় আরও শীত। কানাডায় যত নীচু পাহাড়ে বরফ পড়িতে দেখিয়াছি, আর কোথাও সেরূপ দেখি নাই।

আমি আবার এই সোমবারে সালেমে এক বৃহতী রমণীসভায় বক্তৃতা করিতে যাইতেছি। তাহাতে আমার আরও অনেক সভাসমিতির সঙ্গে পরিচয় হইবে। এইরূপে ক্রমশঃ আমার পথ করিতে পারিব। কিন্তু এরূপ করিতে হইলে এই ভয়ানক মহার্ঘ্য দেশে অনেক দিন থাকিতে হয়। ভারতে রূপার দর চড়িয়া যাওয়াতে এখানে লোকের মনে মহা আশঙ্কার উদয় হইয়াছে। অনেক মিল বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন সাহায্যের চেষ্টা বৃথা। আমাকে এখন কিছু দিন অপেক্ষা করিতে হইবে।

এই মাত্র দরজীর কাছে গিয়াছিলাম। কিছু শীত-বস্ত্রের অর্ডার দিয়া আসিলাম। তাহাতে ৩০০৲ টাকা বা তাহারও উপর পড়িবে। ইহা যে খুব ভাল কাপড় হইবে, তাহা মনে করিও না, অমনি চলনসই গোছের

হইবে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুরুষের পোষাক সম্বন্ধে বড় খুঁৎখুঁতে, আর এদেশে তাহাদেরই প্রভুত্ব। ইহারা রমাবাইকে খুব সাহায্য করিতেছে। যদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্য টাকা পাঠাইতে না পার, এ দেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য কিছু টাকা পাঠাইও। ইতি-মধ্যে যদি কিছু শুভ খবর হয়, আমি লিখিব বা তার করিব। কেব্‌লে তার করিতে প্রতি শব্দে পড়ে ৪৲ টাকা।

তোমাদেরি

বিবেকানন্দ।

(৫)

(চিকাগো বক্তৃতার অব্যবহিত পরে মান্দ্রাজী শিষ্যগণের প্রতি)

ইংরাজীর অনুবাদ।

চিকাগো।

২রা নবেম্বর, ১৮৯৩।

প্রিয়—

কাল তোমার পত্র পাইলাম। আমার এক মুহূর্ত্ত অবিশ্বাস ও দুর্ব্বলতার জন্য তোমরা সকলে এত কষ্ট পাইয়াছ, তাহার জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। যখন ছবিলদাস আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, আমি আপনাকে এত অসহায় ও নিঃসম্বল বোধ করিলাম যে, নিরাশ হইয়া তোমাদিগকে তার করিয়াছিলাম। তার পর হইতে ভগবান্

আমাকে অনেক বন্ধু ও সহায় দিয়াছেন। বোষ্টনের নিকট-বর্ত্তী এক গ্রামে রাইট মহোদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার সহিত অতিশয় সহানুভূতি দেখাইলেন, ধর্ম্ম-মহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা বুঝাইলেন—তিনি বলিলেন, উহাতে সমুদয় আমেরিকান জাতির সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারো আলাপ ছিল না, সুতরাং ঐ অধ্যাপক আমার জন্য সমুদয় বন্দোবস্ত করিবার ভার স্বয়ং লইলেন। এইরূপে আমি পুনরায় চিকাগোয় আসিলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্ম্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

"মহাসভা" খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে "শিল্প-প্রাসাদ" নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেখানে মহা-সভার অধিবেশনের জন্য একটী বৃহৎ ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থায়ী হল নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানে সর্ব্বজাতীয় লোক সমবেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া-ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইএর নগরকার; বীরচাঁদ গান্ধি জৈনসমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনিবেসাণ্ট ও চক্রবর্ত্তী থিয়সফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। মজুমদারের সহিত আমার পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল, আর চক্রবর্ত্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে

শিল্পপ্রাসাদ পর্য্যন্ত খুব ধূমধামের সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই প্লাটফর্ম্মের উপর শ্রেণীবদ্ধভাবে বসান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটি হল, তাহার পরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি; তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার সুশিক্ষিত নরনারী ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া উপবিষ্ট আর প্লাটফর্ম্মের উপর পৃথিবীর সর্ব্বজাতীয় পণ্ডিতের সমাবেশ। আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখন সাধারণের সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে! সঙ্গীতাদি, বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়মিত রীতি-পূর্ব্বক ধূমধামের সহিত সভা আরম্ভ হইল। তখন এক জন এক জন করিয়া প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল; তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্য আমার বুক দুড় দুড় করিতেছিল ও জিহ্বা শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদূর ঘাবড়াইয়া গেলাম যে, পূর্ব্বাহ্নে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুমদার বেশ বলিলেন, চক্রবর্ত্তী আরও সুন্দর বলিলেন। খুব করতালিধ্বনি হইতে লাগিল। (তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্ব্বোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই।) আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃ-বৃন্দের চিত্ত কিছু আকৃষ্ট হইয়াছিল; আমি আমেরিকা-

বাসীদিগকে ধন্যবাদ দিয়া ও আরও দু এক কথা বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যখন আমি "আমেরিকা-বাসী ভাই ও ভগিনীগণ" বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তখন দুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালিধ্বনি হইতে লাগিল যে, কান যেন কালা করিয়া দেয়। তার পর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম; যখন আমার বলা শেষ হইল, তখন আমি হৃদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিনে সব খবরের কাগজে বলিতে লাগিল, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে; সুতরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। (সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সত্যই বলিয়াছেন, "মূকং করোতি বাচালং"—হে ভগবন্, তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তুল। তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক!) সেই দিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া পড়িলাম, আর যে দিন হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে আমার বক্তৃতা পাঠ করিলাম, সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও সেরূপ হয় নাই। একটী সংবাদপত্র হইতে আমি কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"কেবল মহিলা —কেবল মহিলা—কেবল মহিলা—সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্য্যন্ত ফাঁক নাই—বিবেকানন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্ব্বে অন্য যে সমুদয় প্রবন্ধ পঠিত হইতেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্য

অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত বসিয়া ছিল।" ইত্যাদি। আমি যদি, সংবাদপত্রে আমার সম্বন্ধে যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, তাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চর্য্য হইবে। কিন্তু তুমি জান, আমি নাম-যশকে অতিশয় ঘৃণা করি। এইটুকু জানিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যখনই আমি প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াই, তখনই আমার জন্য কর্ণবধিরকারী হাততালি পড়িয়া যায়। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিয়াছে। খুব গোঁড়াদের পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইয়াছে, এই সুন্দরমুখ বৈদ্যুতিকশক্তিশালী অদ্ভুত বক্তাই মহাসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিয়াছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এইটুকু জানিলেই তোমার যথেষ্ট হইবে যে, ইহার পূর্ব্বে প্রাচ্যদেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিকান্ সমাজের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই।

আমেরিকান্দের দয়ার কথা কি বলিব! আমার এক্ষণে আর কোন অভাব নাই। আমি খুব সুখে আছি, আর ইউরোপে যাইবার আমার যে খরচ লাগিবে, তাহা আমি এখান হইতেই পাইব। অতএব তোমাদের আর আমাকে কষ্ট করিয়া টাকা পাঠাইবার আবশ্যক নাই। একটা কথা —তোমরা যে টাকা পাঠাইয়াছিলে, তাহার মধ্যে আমি কুক কোম্পানির নিকট হইতে কেবল ৩০ পাউণ্ড পাইয়াছি। নরসিংহাচার্য্য নামে একটী বালক আমাদের নিকট আসিয়া জুটিয়াছে। সে গত তিন বৎসর ধরিয়া চিকাগো

সহরে অলসভাবে কাটাইতেছিল। যাহা হউক, আমি তাহাকে ভালবাসি। কিন্তু যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা থাকে, তাহা লিখিবে। সে তোমাকে জানে। যে বৎসর প্যারিস একজিবিসন হয়, সেই বৎসর সে ইউরোপে আসে। আমার পোষাক প্রভৃতির জন্য যে গুরুতর ব্যয় হইয়াছে, তাহা সব দিয়া আমার হাতে এখন ২০০ শত পাউণ্ড আছে। আর আমার বাটীভাড়া বা খাই খরচের জন্য এক পয়সাও লাগে না। কারণ, ইচ্ছা করিলেই এই সহরের অনেক সুন্দর সুন্দর বাটীতে আমি থাকিতে পারি। আর আমি বরাবরই কাহারও না কাহারও অতিথি হইয়া রহিয়াছি। এই জাতির এত অনুসন্ধিৎসা! তুমি আর কোথাও এরূপ দেখিবে না। ইহারা সব জিনিষ জানিতে ইচ্ছা করে, আর ইহাদের রমণীগণ সকল স্থানের রমণীগণ অপেক্ষা উন্নত; আবার সাধারণতঃ আমেরিকান্ নারী, আমেরিকান্ পুরুষ অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত ও উন্নত। পুরুষে অর্থের জন্য সমুদয় জীবনটাকেই দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখে আর স্ত্রীলোকেরা সাবকাশ পাইয়া আপনাদের উন্নতির চেষ্টা করে। ইহারা খুব সহৃদয় ও খোলা লোক। যে কোন ব্যক্তির মাথায় কোনরূপ খেয়াল আছে, সেই এখানে তাহা প্রচার করিতে আইসে, আর আমায় লজ্জার সহিত বলিতে হইতেছে, এখানে এইরূপে যে সমস্ত মত প্রচার করা হয়, তাহার অধিকাংশই যুক্তিসহ নয়। ইহাদের

অনেক দোষও আছে। তা কোন্ জাতির নাই? আমি সঙ্ক্ষেপে জগতের সমুদয় জাতির কার্য্য ও লক্ষণ এইরূপে নির্দ্দেশ করিতে চাই।—এসিয়া সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছিল; ইউরোপ পুরুষের উন্নতি বিধান করিয়াছে; আর আমেরিকা নারীগণের এবং সাধারণ লোকের উন্নতি বিধান করিতেছে। এ যেন নারীগণের ও শ্রমজীবিগণের স্বর্গস্বরূপ—আমেরিকান্ রমণী ও সাধারণ লোকের সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করিলে তৎক্ষণাৎ তোমার এই ভাব উদয় হইবে; আর এই দেশ দিন দিন উদারভাবাপন্ন হইতেছে।

ভারতে যে "দৃঢ়চর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ান" (ইহা ইহাদেরই কথা) দেখিতে পাও, তাহাদের দেখিয়া ইহাদিগের বিচার করিও না। এখানেও আছে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা দ্রুতবেগে কমিয়া যাইতেছে। আর এই মহান্ জাতি দ্রুতবেগে সেই আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে, যাহা হিন্দুর প্রধান গৌরবের সামগ্রী।

হিন্দু যেন কখন তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ না করে। তবে ধর্ম্মকে উহার নির্দ্দিষ্ট সীমার ভিতর রাখিতে হইবে আর সমাজকে উন্নতি করিবার স্বাধীনতা দিতে হইবে; ভারতের সকল সংস্কারকই এই গুরুতর ভ্রমে পড়িয়াছেন যে তাঁহারা ধর্ম্মকেই সমুদয় পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও অবনতির জন্য দায়ী করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহারা হিন্দুর ধর্ম্মরূপ এই অবিনশ্বর দুর্গকে ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলেন।

ইহার ফল কি হইল? ফল হইল এই যে, সকলেই অকৃতকার্য্য হইলেন। বুদ্ধ হইতে রামমোহন রায় পর্য্যন্ত সকলেই এই ভ্রম করিয়াছিলেন যে, জাতিভেদ একটী ধর্ম্মবিধান, সুতরাং তাঁহারা ধর্ম্ম ও জাতি উভয়কেই এক সঙ্গে ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে পুরোহিত-গণ যাহাই বলুন, জাতি একটী সামাজিক বিধান মাত্র, এক্ষণে স্ফটিকের মত এক নির্দ্দিষ্ট বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। উহা উহার কার্য্য শেষ করিয়া এক্ষণে ভারত-গগনকে উহার দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন করিয়াছে। ইহা দূর হইতে পারে, কেবল যদি লোকের নিজের সামাজিক সত্ত্ববুদ্ধি জাগরিত করা যায়। এখানে যে কেহ জন্মিয়াছে, সেই জানে, আমি একজন মানুষ। (ভারতে যে কেহ জন্মায়, সেই জানে, সে সমাজের একজন ক্রীতদাস মাত্র।) আর স্বাধীনতাই উন্নতির একমাত্র সহায়ক; স্বাধীনতা হরণ করিয়া লও, তাহার ফল অবনতি। আধুনিক প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষে কত দ্রুতবেগে জাতিভেদ উঠিয়া যাইতেছে! এখন উহাকে নাশ করিতে হইলে কোন ধর্ম্মের আবশ্যকতা নাই। আর্য্যাবর্ত্তে ব্রাহ্মণ দোকানদার, ব্রাহ্মণ জুতাব্যবসায়ী ও ব্রাহ্মণ শুঁড়ি খুব দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ কেবল প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ। বর্ত্তমান গভর্ণমেণ্টের অধীনে কাহারও আর তাহার জীবিকার জন্য কোনরূপ বৃত্তি আশ্রয় করিতে বাধা নাই। ইহার ফল ঘোর প্রতি-

যোগিতা! সুতরাং সহস্র ব্যক্তি, যে উচ্চ পদের উপযুক্ত, তাহা পাইবার চেষ্টা করিয়া পাইতেছে; নীচে পড়িয়া থাকিয়া আব সুযোগ অবহেলা করিতেছে না।

আমি এই দেশে অন্ততঃ শীতকালটা থাকিব, তার পর ইউরোপে যাইব। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবান্‌ই সব যোগাইয়া দিবেন। সুতরাং তুমি সে বিষয়ে কিছু ভাবিও না। আমার প্রতি তোমার ভালবাসার জন্য তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমার অসাধ্য।

আমি দিন দিন বুঝিতেছি, প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন, আর আমি তাঁহার আদেশ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতেছি। তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হইবে। * * আমরা জগতের জন্য মহৎ মহৎ কর্ম্ম করিব, আর উহা নিঃস্বার্থভাবে করিব, নামযশের জন্য নহে।

আমাদের কার্য্য,—কায করিয়া মরা—"কেন" প্রশ্ন করিবার আমাদের অধিকার নাই। সাহস অবলম্বন কর, আমা দ্বারা ও তোমাদের দ্বারা মহৎ মহৎ কর্ম্ম হইবে, এই বিশ্বাস রাখ। ভগবান্ মহৎ মহৎ কার্য্য করিবার জন্য আমাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, আর আমরা তাহা করিব। আপনাদিগকে প্রস্তুত করিয়া রাখ, অর্থাৎ পবিত্রতা, বিশুদ্ধ স্বভাব এবং নিঃস্বার্থ-প্রেম-সম্পন্ন হও। দরিদ্র, দুঃখী, পদদলিতদিগকে ভালবাস; ভগবান্ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। সময়ে সময়ে রামনাদের রাজা ও

আর আর সকল বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবে ও যাহাতে তাঁহারা ভারতের সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হন, তাহার চেষ্টা করিবে। তাঁহাদিগকে বল, তাঁহারা তাহাদের উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ হইয়া আছেন, আর যদি তাঁহারা উহাদের উন্নতির চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা মনুষ্যনামের যোগ্য নহেন। ভয় ত্যাগ কর, প্রভু তোমার সঙ্গেই রহিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই ভারতের লক্ষ লক্ষ অনশনক্লিষ্ট ও অজ্ঞানান্ধ জনগণকে উন্নত করিবেন। এখানকার একজন রেলের কুলি তোমাদের অনেক যুবক এবং অধিকাংশ রাজা রাজড়া হইতে অধিক শিক্ষিত। আমরাও কেন না উহাদের মত শিক্ষিত হইব? অবশ্য হইব! প্রত্যেক আমেরিকান্ নারী, লক্ষ লক্ষ হিন্দুললনা হইতে অধিক শিক্ষিতা। আমাদের মহিলাগণও কেন না উহাদের মত শিক্ষিতা হইবেন? অবশ্য তাঁহাদিগকে সেইরূপ শিক্ষিতা করিতে হইবে।

মনে করিও না, আমরা দরিদ্র; অর্থ জগতে শক্তি নহে, সাধুতাই, পবিত্রতাই শক্তি। আসিয়া দেখ, সমগ্র জগতে ইহাই প্রকৃত শক্তি কি না। ইতি

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

পুঃ—ভাল কথা, —র প্রবন্ধের মত অদ্ভুত ব্যাপার আমি আর কখন দেখি নাই। এ যেন ব্যবসাদারের

বিজ্ঞাপনের মত। সুতরাং উহা ধর্ম্ম-মহাসভায় পাঠের যোগ্য বিবেচিত হয় নাই। তাই ন— একটা পাশের হলে উহা হইতে কতক কতক অংশ পাঠ করিলেন, কিন্তু কেহই উহার একটা কথাও বুঝিল না। তাহাকে এ বিষয় কিছু বলিও না। অনেকটা ভাব খুব অল্প কথার ভিতর প্রকাশ করা একটা বিশেষ শিল্পকলা বলিতে হইবে। এমন কি, —র প্রবন্ধও অনেক কাটছাঁট করিতে হইয়াছিল। প্রায় ১০০০ এর অধিক প্রবন্ধ পড়া হইয়াছিল, সুতরাং তাহাদের ওরূপ আবোল তাবোল বক্তৃতা শুনিবার সময়ই ছিল না। অন্যান্য বক্তাদিগকে সাধারণতঃ যে আধ ঘণ্টা সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা আমাকে অনেকটা অধিক সময় দেওয়া হইয়াছিল, কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় বক্তা-দিগকে—শ্রোতৃবৃন্দকে ধরিয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বশেষে রাখা হইত। ভগবান্ তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমার প্রতি তাহাদের কি সহানুভূতি! আর তাহাদের ধৈর্য্যই বা কত! তাহারা প্রাতে বেলা ১০টা হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিবে—মধ্যে কেবল খাইবার জন্য আধ ঘণ্টা ছুটি—ইতিমধ্যে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ পাঠ হইতেছে—তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বাজে ও অসার—কিন্তু তাহারা তাহাদের প্রিয় বক্তাদের বক্তৃতা শুনিবার জন্য এই সমুদয় ক্ষণ অপেক্ষা করিত। সিংহলের ধর্ম্ম-পালও তাহাদের একজন প্রিয় বক্তা ছিল। * * তিনি

বড়ই মিষ্ট লোক, আর এই মহাসভার অধিবেশনের সময় আমাদের খুব মেশামিশি হইয়াছিল।

পুনা হইতে আগত মিস্ সোরাবজী নামক জনৈক খ্রীষ্টিয়ান মহিলা আর জৈনধর্ম্মের প্রতিনিধি মিষ্টার গান্ধি এদেশে আরো কিছুদিন থাকিয়া বক্তৃতা দিয়া ঘুরিবেন। আশা করি, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে. এ দেশে বক্তৃতা করা খুব লাভজনক ব্যবসা—অনেক সময় ইহাতে টাকা পাওয়া যায়। মিঃ ইঙ্গারসোল প্রভৃতি বক্তৃতায় ৫০০ হইতে ৬০০ ডলার পর্য্যন্ত পাইয়া থাকেন। তিনি এই দেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তা।

ইতি বি—

(৬)

(শোলাপুরের ভূতপূর্ব্ব ফরেষ্ট আফিসার
শ্রীহরিপদ মিত্রকে লিখিত।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

২৮শে ডিসেম্বর ; ১৮৯৩।

জর্জ্জ, ডবলিউ, হেলের বাটী,
৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো।

কল্যাণবরেষু,

বাবাজি, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। তোমরা যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, ইহাতে আমার পরমানন্দ। ভারতবর্ষের খবরের কাগজে চিকাগো-বৃত্তান্ত হাজির—বড়

আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ, আমি যাহা করি, গোপন করিবার যথোচিত চেষ্টা করি। এদেশে আশ্চর্য্যের বিষয় অনেক। বিশেষ, এদেশে দারিদ্র্য নাই বলিলেই হয় ও এদেশের স্ত্রীদের মত স্ত্রী কোথাও দেখি নাই। সৎপুরুষ আমাদের দেশেও অনেক, কিন্তু এদেশের মেয়েদের মত মেয়ে বড়ই কম। "যে দেবী সুকৃতিপুরুষের গৃহে স্বয়ং শ্রীরূপে বিরাজমানা," একথা বড়ই সত্য। এদেশের তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার মেয়ে দেখেছি। আর এরা কেমন স্বাধীন। সকল কার্য্য এরাই করে। স্কুল কলেজ মেয়েতে ভরা। আমাদের পোড়া দেশে মেয়েছেলের পথ চল্‌বার যো নাই। আর এদের কত দয়া! যতদিন এখানে এসেছি, এদের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান দিতেছে, খেতে দিচ্ছে —লেক্‌চার দেবার সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে করে বাজারে নিয়ে যায়, কি না করে, বলিতে পারি না। শত শত জন্ম এদের সেবা করিলেও এদের ঋণমুক্ত হব না।

বাবাজি, শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে মদ ভাঙ্গ নয়, শাক্ত মানে যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি বলে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী-জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। এরা তাই দেখে; এবং মনু মহারাজ বলিয়াছেন যে, "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ"—যেখানে স্ত্রীলোকেরা সুখী, সেই পরিবারের উপর ঈশ্বরের মহাকৃপা। এরা তাই করে। আর এরা

তাই সুখী, বিদ্বান্, স্বাধীন, উদ্যোগী। আর আমরা স্ত্রী-লোককে নীচ, অধম, মহা-হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

এদেশের ধনের কথা কি বলিব? পৃথিবীতে এদের মতধনী জাতি আর নাই। ইংরেজরা ধনী বটে, কিন্তু অনেক দরিদ্র আছে। এদেশে দরিদ্র নাই বলিলেই হয়। একটা চাকর রাখ্‌তে গেলে রোজ ৬ টাকা খাওয়া পরা বাদ দিতে হয়। ইংলণ্ডে এক টাকা রোজ। একটা কুলী ৬ টাকা রোজের কম খাটে না। কিন্তু খরচও তেমনি। চারি আনার কম একটা খারাপ চুরুট মেলে না। ২৪ টাকায় এক যোড়া মজবুত জুতো। যেমন রোজকার, তেমনি খরচ। কিন্তু এরা যেমন রোজকার করিতে, তেমনি খরচ করিতে।

আর এদের মেয়েরা কি পবিত্র! ২৫ বৎসর ৩০ বৎসরের কমে কারুর বিবাহ হয় না। আর আকাশের পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন। বাজার হাট, রোজকার, দোকান, কলেজ, প্রোফেসর—সব কায করে, অথচ কি পবিত্র! যাদের পয়সা আছে, তারা দিন রাত্র গরীবদের উপকারে ব্যস্ত। আর আমরা কি করি? আমার মেয়ের ১১ বৎসরে বে না হলে খারাপ হয়ে যাবে! আমরা কি মানুষ, বাবাজি? মনু বলেছেন, "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"—ছেলেদের যেমন ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত

ব্রহ্মচর্য্য করে বিদ্যাশিক্ষা হবে, তেমনি মেয়েদেরও করিতে হইবে। কিন্তু আমরা কি কর্‌ছি? তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পার? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।

দ্বিতীয় দরিদ্র লোক। যদি কারুর আমাদের দেশে নীচ-কুলে জন্ম হয়, তার আর আশা ভরসা নাই, সে গেল। কেন হে বাপু? কি অত্যাচার! এ দেশের সকলের আশা আছে, ভরসা আছে, Opportunities (সুবিধা) আছে। আজ গরীব, কাল সে ধনী হবে, বিদ্বান্ হবে, জগৎমান্য হবে। আর সকলে দরিদ্রের সহায়তা করিতে ব্যস্ত। গড় ভারতবাসীর মাসিক আয় ২৲ টাকা। সকলে চেঁচাচ্ছেন, আমরা বড় গরীব, কিন্তু ভারতে দরিদ্রের সহায়তা করিবার কয়টা সভা আছে? কজন লোকের লক্ষ লক্ষ অনাথের জন্য প্রাণ কাঁদে? হে ভগবান্, আমরা কি মানুষ! ঐ যে পশুবৎ হাড়ি, ডোম তোমার বাড়ীর চারি দিকে, তাদের উন্নতির জন্য তোমরা কি করেছ, তাদের মুখে একগ্রাস অন্ন দেবার জন্য কি করেছ, বল্‌তে পার? তোমরা তাদের ছোঁওনা, দূর্ দূর্ কর, আমরা কি মানুষ? ঐ যে তোমাদের হাজার হাজার সাধু ব্রাহ্মণ ফির্‌ছেন, তাঁরা এই অধঃপতিত দরিদ্র পদ-দলিত গরীবদের জন্য কি করছেন? খালি বল্‌ছেন, ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা! এমন সনাতন ধর্ম্মকে কি

করে ফেলেছে! এখন ধর্ম্ম কোথায়? খালি ছুৎমার্গ—আমায় ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা।

আমি এ দেশে এসেছি, দেশ দেখ্‌তে নয়, তামাসা দেখ্‌তে নয়, নাম কর্‌তে নয়, এই দরিদ্রের জন্য উপায় দেখ্‌তে। সে উপায় কি, পরে জান্‌তে পার্‌বে, যদি ভগবান্ সহায় হন।

এদের অনেক দোষও আছে। (ফল এই ধর্ম্মবিষয়ে এরা আমাদের চেয়ে অনেক নীচে আর সামাজিক সম্বন্ধে এরা অনেক উচ্চ। এদের সামাজিক ভাব আমরা গ্রহণ করিব, আর এদের আমাদের অদ্ভুত ধর্ম্ম শিক্ষা দিব।)

কবে দেশে যাব জানি না, প্রভুর ইচ্ছা বলবান্। তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি বিবেকানন্দ।

(৭)

(মান্দ্রাজীদের প্রতি; ইংরাজীর অনুবাদ।)

জর্জ্জ ডব্‌লিউ, হেলের বাটী,
৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিন্যিউ,
চিকাগো।
২৪শে জানুয়ারি, ১৮৯৪।

প্রিয় বন্ধুগণ,

তোমাদের পত্র পাইয়াছি। আমি আশ্চর্য্য হইলাম যে, আমার সম্বন্ধে অনেক কথা ভারতে পৌঁছিয়াছে।

'ইণ্টিরিয়ার' পত্রিকার সমালোচনা—সমুদয় আমেরিকা-বাসীর ভাব বলিয়া বুঝিও না। এই পত্রিকা এখানে কেহ জানে না বলিলেই হয়, আর ইহাকে এখানকার লোকে 'নীলনাসিক প্রেস্‌বিটেরিয়ান'দের কাগজ বলে। এ সম্প্রদায় খুব গোঁড়া। অবশ্য এই নীলনাসিকগণ সকলেই যে অভদ্র, তা নয়। সাধারণে যাহাকে আকাশে তুলিয়া দিতেছে, তাহাকে আক্রমণ করিয়া একটু বিখ্যাত হইবার ইচ্ছায় এই পত্রিকা ঐরূপ লিখিয়াছিল। আমেরিকাবাসী সাধারণ, তাহার মধ্যে পুরোহিতই অধিকাংশ, আমাকে খুব যত্ন করিতেছেন। এইরূপ কোন বড় লোককে গালাগালি দিয়া পত্রিকাসকল যে খ্যাতনামা হইতে চায়, এই কৌশল এখানকার সকলেই জানে, সুতরাং এখানকার লোকে উহা কিছুই গ্রাহ্য করে না। অবশ্য ভারতীয় মিশনরিগণ যে ইহা হইতে অনেক সুবিধা পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদিগকে বলিও,—'হে য়াহুদী, লক্ষ্য কর, তোমার উপর এখন ঈশ্বরের বিচার আসিয়াছে।' তাহাদের প্রাচীন গৃহের ভিত্তি পর্য্যন্ত এক্ষণে যায় যায় হইয়াছে, আর তাহারা পাগলের মত যতই চীৎকার করুক না কেন, উহা ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে। মিশনরিদের জন্য অবশ্য আমার দুঃখ হয়। প্রাচ্যদেশবাসিগণ এখানে দলে দলে আসাতে তাহাদের ভারতে গিয়া বড়মানুষী করিবার উপায় অনেক কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ইহাদের প্রধান প্রধান

পুরোহিতগণের মধ্যে একজনও আমার বিরোধী নহেন। যাই হোক, যখন পুকুরে নামিয়াছি, তখন ভাল করিয়াই স্নান করিব। আমি তাহাদের সম্মুখে আমাদের ধর্ম্মের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে একটী সংবাদপত্র হইতে কাটিয়া পাঠাইয়া দিলাম। আমার অধিকাংশ বক্তৃতাই মুখে মুখে। আশা করি, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে পুস্তকাকারে সেগুলিকে গ্রথিত করিতে পারিব। ভারত হইতে কোন সাহায্যের আমার আবশ্যক নাই, এখানে আমার যথেষ্ট আছে। বরং তোমাদের নিকট যে টাকা আছে, তাহা দ্বারা এই ক্ষুদ্র বক্তৃতাটী মুদ্রিত ও প্রকাশিত কর এবং বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করাও। আর চারিদিকে উহার প্রচার কর। ইহাতে আমাদের জাতীয় মনের সম্মুখে আমাদের উদ্দেশ্য ও কার্য্যপ্রণালী উদিত রাখিবে। আর সেই কেন্দ্র-বিদ্যালয়ের কথা এবং উহা হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে শাখা-বিদ্যালয় সকল সংস্থাপনের কথাও ভুলিও না। আমি এখানে প্রাণপণে সহায়তা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি, তোমরা ভারতেও চেষ্টা কর। খুব দৃঢ়ভাবে কার্য্য কর। রামনাথ বা যে কোন নাথকে পাও, তাহার নিকট হইতেই সহায়তা লাভের চেষ্টা কর। এই কার্য্যের জন্য টাকা ধীরে ধীরে সঞ্চয় করিয়া রাখিতে থাক। যদিও এখানে এবার অর্থের বড়ই অনটন, তথাপি আমার যতদূর সাধ্য

করিতেছি। এখানে এবং ইউরোপে ভ্রমণ করিবার সমুদয় খরচ আমার যথেষ্ট যোগাড় হইয়া যাইবে।

আমি কিডির পত্র পাইয়াছি। জাতিভেদ উঠিয়া যাইবে কি থাকিবে, এ সম্বন্ধে আমার কিছুই করিবার নাই। আমার উদ্দেশ্য এই যে, ভারতান্তর্গত বা ভারতবহির্ভূত মনুষ্যজাতি যে মহৎ চিন্তারাশি সৃজন করিয়াছেন, তাহা অতি হীন, অতি দরিদ্রের নিকট পর্য্যন্ত প্রচার; তার পর তারা নিজেরা ভাবুক। জাতিভেদ থাকা উচিত বা উঠিয়া যাওয়া উচিত, স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত বা অনুচিত, এ বিষয়ে আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। "চিন্তা ও কার্য্যের স্বাধীনতাই জীবন, উন্নতি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের একমাত্র সহায়।" যেখানে তাহা নাই, সেই মানুষ, সেই জাতির পতন অবশ্যম্ভাবী।

জাতিভেদ থাকুক বা নাই থাকুক, কোন প্রণালীবদ্ধ মত প্রচলিত থাকুক বা নাই থাকুক, যে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণী বা বর্ণ বা জাতি বা সম্প্রদায় অপর কোন ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যে বাধা দেয়, (অবশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সে কাহারও অনিষ্ট করে) সেই অন্যায় করিতেছে বুঝিতে হইবে এবং তাহার পতন অবশ্যম্ভাবী।

আমার জীবনে এই একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যে, আমি এমন একটী চক্র প্রবর্ত্তন করিব, যাহা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ তত্ত্বরাশি বহন করিয়া লইয়া যাইবে।

তার পর প্রত্যেক নরনারী আপন আপন অদৃষ্ট আপনিই গঠন করিয়া লইবে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা' এবং অন্যান্য জাতিরা জীবনের গুরুতর সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে কি চিন্তা করিয়াছেন, তাহা তাহারা ভাবুক। বিশেষতঃ তাহাদের জানা উচিত, অপরে কি করিতেছে। তার পর তারা কি করিবে, আপনারাই স্থির করুক। রাসায়নিক দ্রব্যগুলি আমাদিগকেই একত্রে মিশাইতে হইবে, উহা কোন বিশেষ আকার ধারণ করিবে প্রকৃতির নিয়মে। আমেরিকান্ মহিলাগণ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—তাঁহারা আমার খুব বন্ধু। শুধু চিকাগোয় নয়, সমুদয় আমেরিকায়। তাঁহাদের দয়ার জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য। প্রভু তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। এই দেশে মহিলাগণ সমুদয় জাতীয় উন্নতির প্রতিনিধিস্বরূপ। পুরুষেরা কার্য্যে অতিশয় ব্যস্ত বলিয়া শিক্ষায় তত মনোযোগ দিতে পারে না। এখানকার মহিলাগণ প্রত্যেক বড় বড় কাযের জীবন-স্বরূপ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিবে, আমি তাঁহার ফনোগ্রাফের কথা বিস্মৃত হই নাই, তবে এডিসন ইহার একটী নূতন সংস্কার করিয়াছেন। যতদিন না তাহা বাহির হইতেছে, ততদিন আমি উহা ক্রয় করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি না।

দৃঢ়ভাবে কার্য্য করিয়া যাও, অবিচলিত অধ্যবসায়শীল

হও ও প্রভুতে বিশ্বাস রাখ। কাযে ভ্রমণ করিবার আসিতেছি। আমাদের কার্য্যের এই মূল হবে। মনে রাখিবে,—জনসাধারণের উন্নতি-বিধান—দ উঠিয়া বিন্দুও আঘাত না করিয়া। মনে রাখিবে—দ[illegible]ই কুটীরেই আমাদের জাতির জীবন। কিন্তু হায়! কেহই ইহাদের জন্য কিছুই করেন নাই। আমাদের আধুনিক সংস্কারকগণ বিধবাবিবাহ লইয়া বিশেষ ব্যস্ত! অবশ্য সকল সংস্কারকার্য্যেই আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু বিধবাগণের স্বামীর সংখ্যার উপরে কোন জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে না, জাতির অদৃষ্ট নির্ভর করে—জনসাধারণের অবস্থার উপর। তাহাদিগকে উন্নত করিতে পার? তাহাদের স্বাভাবিক আধ্যাত্মিক প্রকৃতি নষ্ট না করিয়া তাহাদিগকে আপনার পায় আপনি দাঁড়াইতে শিখাইতে পার? তোমরা কি সাম্য, স্বাধীনতা, কার্য্য ও উৎসাহে ঘোর পাশ্চাত্য এবং ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় ঘোর হিন্দু হইতে পার? ইহাই করিতে হইবে এবং আমরাই ইহা করিব। তোমরা সকলে ইহা করিবার জন্যই আসিয়াছ। আপনাতে বিশ্বাস রাখ। প্রবল বিশ্বাসই বড় বড় কার্য্যের জনক। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মৃত্যু পর্য্যন্ত গরিব, পদদলিতদের উপর সহানুভূতি করিতে হইবে। ইহাই আমাদের মূলমন্ত্র। এগিয়ে যাও বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

তোমাদের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ।

তার পর প্র[illegible] একটী কেন্দ্রবিদ্যালয় করিয়া সাধারণ লোকের গঠন করিয়া [illegible]র চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই বিদ্যালয়ে অন্যান্য জা[illegible] প্রচারকগণের দ্বারা গরিবের বাড়ীতে বাড়ীতে গিয়া [illegible] তাহাদের নিকট বিদ্যা ও ধর্ম্মের বিস্তার—এই [illegible]বগুলি প্রচার করিতে থাক। সকলেই যাহাতে এ বিষয়ে [illegible]নুভূতি করে, তাহার চেষ্টা কর।

ইতি বি—

(৮)

(কোন মান্দ্রাজী শিষ্যের প্রতি ; ইংরাজীর অনুবাদ।)

৫৪১ ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯৪।

প্রিয় কিডি,

আমি তোমার সব চিঠি পাইয়াছিলাম, কিন্তু কি জবাব দিব, ভাবিয়া পাই নাই। তোমার শেষ চিঠিখানিতে আশ্বস্ত হইলাম। * *

বিশ্বাসে যে অদ্ভুত অন্তর্দ্দৃষ্টি লাভ হয় এবং একমাত্র ইহাতেই যে মানুষকে পরিত্রাণ করিতে পারে, এই পর্য্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার একমত, কিন্তু উহাতে আবার গোঁড়ামা আসিবার ও ভবিষ্যৎ উন্নতির দ্বার রোধ হইবার আশঙ্কা আছে।

পত্রাবলী।

জ্ঞানমার্গ খুব ঠিক, কিন্তু উহাতে আশঙ্কা, ণ করিবার শুষ্ক বাদ-বিতণ্ডায় দাঁড়ায়।

ভক্তি খুব বড় জিনিষ, কিন্তু উহা হইতে দ উঠিয়া ভাবুকতা আসিয়া আসল জিনিষটাই নষ্ট হইবার ভয় আছে। কেহই

এই সবগুলির সামঞ্জস্যই দরকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন এইরূপ সমন্বয়পূর্ণ ছিল। কিন্তু এরূপ মহাপুরুষগণ কালে ভদ্রে জগতে আসিয়া থাকেন। তবে তাঁর জীবন ও উপদেশ আদর্শ-স্বরূপ সাম্‌নে রেখে আমরা এগুতে পারি। আর আমাদের মধ্যে একজনও যদি সেই আদর্শ পূর্ণতা লাভ না কর্‌তে পারে, তবু আমরা এক একজন জীবনে এক এক ভাবের বিকাশ করে এমন করে তুল্‌তে পারি, যাতে একঘেয়ে ভাবটা দূর হয়, যেন সবগুলো জীবন মিলে একটা পূর্ণ জীবন, এক জনের যেটা অভাব, যেন অপরের জীবনের দ্বারা তা পূর্ণ হচ্চে। এতে প্রত্যেকের জীবনেই সমন্বয়ভাবের প্রকাশ হলো না বটে, কিন্তু এতে কতকগুলি লোকের মধ্যে একটা সমন্বয় হোলো, আর তাই যে অন্য অন্য প্রচলিত ধর্ম্মমত হতে একটা সুনিশ্চিত উন্নতির সোপান হলো।

কোন ধর্ম্ম যদি মানুষের বা সমাজের জীবনে কিছু কার্য্য কর্‌তে চায়, তা হলে তাই নিয়ে একেবারে মেতে যাওয়া দরকার, এ কথা ঠিক, কিন্তু যেন উহাতে সঙ্কীর্ণ

তার পর প্রভে,ক ভাব না আসে, এটী লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে। গঠন করিয়া ই জন্যে একটী অসাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় হতে অন্যান্য জা' সম্প্রদায়ের যে সকল উপকারিতা, তাও তাতে চিন্না , আবার তাতে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের উদারভাব রক্‌বে।

ভগবান্ যদিচ সর্ব্বত্র আছেন বটে, কিন্তু তাঁকে আমরা জান্‌তে পারি কেবল মানবচরিত্রের মধ্য দিয়া। শ্রীরাম-কৃষ্ণের মত এত উন্নত চরিত্র কোন কালে কোন মহাপুরুষের হয় নাই, সুতরাং আমাদের তাঁকেই কেন্দ্রস্বরূপ করে তাঁকেই ধরে থাকা উচিত। অবশ্য যে তাঁকে যে ভাবে নিক্, তাতে কোন বাধা দেওয়া উচিত নয়। কেউ আচার্য্য বলুক, কেউ পরিত্রাতা বলুক, কেউ ঈশ্বর বলুক, কেউ আদর্শ পুরুষ বলুক, কেউ বা মহাপুরুষ বলুক, যার যা খুসি, সে তাঁকে সেই ভাবে নিক্।

আমরা সামাজিক সাম্যবাদ বা বৈষম্যবাদ কিছুই প্রচার করি না। তবে বলি যে, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে সকলেরই সমান অধিকার, আর তাঁর শিষ্যদের ভেতর যাতে কি মতে, কি কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে, এইটীর দিকেই আমাদের বিশেষ দৃষ্টি। সমাজ আপনার ভাবনা আপনি ভাবুক গে। আমরা কোন মতাবলম্বীকেই বাদ দিতে চাই না। এক মাত্র নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসীই হউক বা সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎই বলুক, অদ্বৈতবাদীই হউক বা বহুদেবে

বিশ্বাসীই হউক, অজ্ঞেয়বাদীই হউক বা নাস্তিকই
আমরা কাকেও বাদ দিতে চাই না। কিন্তু শি
গেলে তাকে কেবল এইটুকু মাত্র কর্ত্তে হবে যে,
এমন চরিত্র গঠন করতে হবে, তা যেমন উদার, তে
গভীর।

চরিত্র গঠন সম্বন্ধেও আমরা কোন বিশেষ নৈতি
মতের পোষকতা করি না বা খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধেও
সকলকে এক নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলতে বলি না। অবশ্য
যাতে অপরের কিছু অনিষ্ট হয়, তা করতে আমরা লোককে
বারণ করে থাকি।

ধর্ম্মাধর্ম্মের এইটুকু লক্ষণ বলে আমরা লোককে তার
পর নিজের বিচারের উপর নির্ভর করতে বলি। যাতে
উন্নতির বিঘ্ন করে বা পতনের সহায়তা করে, তাই পাপ
বা অধর্ম্ম, আর যাতে তাঁর মত হবার সাহায্য করে,
তাই ধর্ম্ম।

তার পর কোন্ পথ তার ঠিক উপযোগী, কোন্‌টাতে
তার উপকার হবে, সে বিষয় প্রত্যেকে নিজে নিজে বেচে
নিয়ে সেই পথে যাক্; এ বিষয়ে আমরা সকলকে
স্বাধীনতা দিই। এক জনের হয়ত মাংস খেলে উন্নতি
সহজে হতে পারে, আর এক জনের ফলমুল খেয়ে থাকলে
হয়। যার যা নিজের ভাব, সে তা করুক। কিন্তু
একজন যা কচ্চে, তা যদি অপরে করে, তার ক্ষতি হতে

তার পর প্রভ্তে.লে সেই অপরের কোন অধিকার নাই যে, সে গঠন করিয়া দ্বল দেবে। অপরকে নিজের মতে নিয়ে যাবার অন্যান্য জাপীড়াপীড়ি করা ত দূরের কথা। কতকগুলি লোকের চিন্তা গত সহধর্ম্মিণী দ্বারা উন্নতির খুব সাহায্য হতে পারে, অপরের পক্ষে হয়ত তাতে বিশেষ ক্ষতি করে। তা বলে অবিবাহিত ব্যক্তির বিবাহিত শিষ্যকে বলবার কোন অধিকার নেই যে, তুমি ভুল পথে যাচ্চ, জোর করে তাকে নিজের মতে আনবার চেষ্টা ত দূরের কথা।

আমাদের বিশ্বাস—সব প্রাণীই ব্রহ্মস্বরূপ। প্রত্যেক আত্মাই যেন মেঘে ঢাকা সূর্য্যের মত, আর একজনের সঙ্গে আর একজনের তফাত কেবল এই,—কোথাও সূর্য্যের উপর মেঘের ঘন আবরণ, কোথাও এই আবরণ একটু তরল। আমাদের বিশ্বাস—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহা সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তিস্বরূপ; আর ভৌতিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক ভূমিতে মানবের উন্নতির সমগ্র ইতিহাসের সার কথাটাই এই,—আত্মার স্বরূপের কখন ব্যক্ত, কখন বা অব্যক্ত ভাব হচ্চে।

এক আত্মাই বিভিন্ন উপাধির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছেন।

আমাদের বিশ্বাস,—ইহাই বেদের সার রহস্য।

আমাদের বিশ্বাস,—প্রত্যেক ব্যক্তির অপর ব্যক্তিকে এই ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করা ও তাহার

সহিত সেইরূপ ভাবে অর্থাৎ ঈশ্বরের মত [illegible] করা উচিত; আর তাকে কোন মতে ঘৃণা, [illegible]কে কোনরূপে তাহার অনিষ্টের চেষ্টা করা উচিত নয়। আর ইহা যে শুধু সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, তাহা নয়, সকল নর-নারীরই ইহা কর্ত্তব্য।

আমাদের বিশ্বাস,—আত্মাতে লিঙ্গভেদ বা জাতিভেদ নাই বা তাঁহাতে অপূর্ণতা নাই।

আমাদের বিশ্বাস,—সমুদয় বেদ, দর্শন, পুরাণ ও তন্ত্ররাশির ভিতর কোথাও এ কথা নাই যে, আত্মাতে লিঙ্গ, ধর্ম্ম বা জাতিভেদ আছে। এই হেতু যাঁহারা বলেন, ধর্ম্মের সহিত সমাজ-সংস্কারের কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদের সহিত আমরা একমত। কিন্তু তাঁহাদিগকে আবার আমাদের এ কথা মান্‌তে হবে যে, তা হলেই ধর্ম্মেরও কোনরূপ সামাজিক বিধান দিবার বা সকল জীবের মধ্যে বৈষম্যবাদ প্রচার কর্‌বার কোন অধিকার নেই, যখন ধর্ম্মের লক্ষ্যই হচ্চে,—এই কাল্পনিক ও ভয়ানক বৈষম্যকে একেবারে নাশ করে ফেলা।

যদি একথা বলা হয়, এই বৈষম্যের ভিতর দিয়ে গিয়েই আমরা চরমে সমত্ব ও একত্বভাব লাভ করিব,—

তাহাতে আমাদের উত্তর এই, তাঁহারা যে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন, সেই ধর্ম্মেই পুনঃপুনঃ বলেছে, পাঁক দিয়ে পাঁক ধোয়া যায় না।

বৈষম্যের ভিতর দিয়ে সমত্বে যাওয়া কি রকম, না, যেন অসৎকার্য্য করে সৎ হওয়া।

সুতরাং সিদ্ধান্ত হচ্চে, সামাজিক বিধানগুলি সমাজের নানা প্রকার অবস্থাসঙ্ঘাত হইতে উৎপন্ন—ধর্ম্মের অনুমোদনে। ধর্ম্মের ভয়ানক ভ্রম হয়েছে যে, সামাজিক ব্যাপারে ধর্ম্ম হাত দিলেন, কিন্তু এখন আবার ভণ্ডামি করে বল্‌চেন, সমাজসংস্কারের সঙ্গে ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ। এ কথা বলায় ধর্ম্ম নিজের আচরণ নিজেই খণ্ডন কচ্চেন। সত্য, এখন দরকার হচ্চে যেন ধর্ম্ম সমাজসংস্কারে না দাঁড়ান, কিন্তু আমরা সেইজন্যই একথাও বলি, ধর্ম্ম যেন সমাজের বিধানদাতা না হন, অন্ততঃ বর্ত্তমান কালে।

অপরের অধিকারে হাত দিতে যেও না, আপনার সীমার ভিতর আপনাকে রাখ, তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

১ম, শিক্ষা হচ্চে,—মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হইতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ করা।

২য়, ধর্ম্ম হচ্চে,—মানুষের ভিতর যে ব্রহ্মত্ব প্রথম হইতেই বর্ত্তমান, তারই প্রকাশ।

সুতরাং উভয় স্থলেই উপদেষ্টার কার্য্য কেবল পথ থেকে বাধাবিঘ্নগুলি সরিয়ে দেওয়া। আমি যেমন সর্ব্বদা বলে থাকি, অপরের অধিকারে হাত দিও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

অর্থাৎ আমাদের কর্ত্তব্য,—রাস্তা সাফ করে দেওয়া—তিনিই সব করেন।

সুতরাং তোমার এইটুকু বিশেষ করে মনে রাখা দরকার; কারণ, দেখ্ছি, তোমার দিন রাত মনে হয়, ধর্ম্মের কায কেবল আত্মাকে নিয়ে, সামাজিক বিষয়ের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সংস্রব রাখ্বার দরকার নেই। তোমার এ কথাও ভাবা উচিত যে, যে যুক্তিতে এখন ধর্ম্মকে সমাজসংস্কার থেকে পৃথক্ কোর্‌ছো, ঠিক সেই যুক্তিই, ধর্ম্ম, সমাজের বিধান প্রস্তুত করে দিয়ে পূর্ব্বে থেকেই যে অনর্থ কোরে বোসে আছে, ধর্ম্মের সেই অনধিকার-চর্চ্চাতেও দোষারোপ করে। এখন ধর্ম্মকে সমাজ থেকে পৃথক্ কর্‌বার চেষ্টা কি রকম জান? যেন কোন লোক জোর করে এক জনের বিষয় কেড়ে নিয়েছে। এখন সে ব্যক্তি যখন তার বিষয় পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পাচ্চে, তখন সে নাকে কেঁদে মানবাধিকারের পবিত্রতার মত ঘোষণা করছে!!!

দুষ্ট পুরুতগুলোর সমাজের প্রত্যেক খুঁটিনাটি বিষয়ে অত গায়ে পড়ে বিধান দেবার কি দরকার ছিল? তাইতেই ত লক্ষ লক্ষ মানুষ এখন কষ্ট পাচ্চে!

তুমি মাংসভুক্ ক্ষত্রিয়গণের কথা বলেছ। ক্ষত্রিয়েরা মাংসই খাক্, আর নাই খাক্, তারাই, হিন্দুধর্ম্মের ভিতর যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর জিনিষ দেখ্‌তে পাচ্চ, তার

জন্মদাতা। উপনিষদ্ লিখেছিল কারা ? রাম কি ছিলেন ? কৃষ্ণ কি ছিলেন ? বুদ্ধ কি ছিলেন ? জৈনদের তীর্থঙ্করেরা কি ছিলেন ? যখনই ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্ম উপদেশ দিয়েছেন. তাঁরা জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সব্বাইকে ধর্ম্মের অধিকার দিয়েছেন, আর যখনি ব্রাহ্মণেরা কিছু লিখেছেন, তাঁরা অপরকে সকল রকম অধিকার থেকে বঞ্চিত কর্‌বেন, এই ভাব তাঁদের দেখা যায়। আহাম্মক, গীতা আর ব্যাসসূত্র পড় অথবা আর কারু ঠেঙ্গে শুনে নাও। গীতায় মুক্তির রাস্তায় সকল নরনারী, সকল জাতি. সকল বর্ণের অধিকার দিয়েছেন আর ব্যাস গরিব শূদ্রদের বঞ্চিত কর্‌বার জন্য বেদের স্বকপোলকল্পিত অর্থ করছেন। (ঈশ্বর কি তোমার মত আহাম্মক, তিনি কি এতই ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যান যে, এক টুক্‌রা মাংসে তাঁর দয়ানদীতে চড়া পড়ে যাবে ? যদি তিনি সেই রকম হন, তবে তাঁর মূল্য এক কড়া কানা কড়িও নয়।) যাক্, ঠাট্টা থাক্—বৎস, তোমায় আমার বক্তব্য এই, কি প্রণালীতে তোমার চিন্তাকে নিয়মিত কর্‌তে হবে, এই চিঠিতে তার গোটা কতক সঙ্কেত দিলাম।

আমার কাছ থেকে কিছু আশা করো না। তোমাকে আমি পূর্ব্বেই লিখেছি, পূর্ব্বেই তোমাকে বলেছি, আমার স্থির বিশ্বাস এই, মান্দ্রাজীদের দ্বারাই ভারতের উন্নতি হবে। তাই বল্‌ছি, হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ, তোমাদের

মধ্যে গোটা কতক লোক এই নূতন ভগবান্ রামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে এই নূতন ভাবে একেবারে মেতে উঠ্‌তে পার কি? উপাদান সংগ্রহ করে একখানা সংক্ষিপ্ত রামকৃষ্ণজীবনী লেখ দেখি। সাবধান, যেন তার মধ্যে কোন অলৌকিক ঘটনাসমাবেশ কোরো না অর্থাৎ জীবনীটী লেখা হবে তাঁর উপদেশের উদাহরণস্বরূপে। কেবল তাঁর কথা তার মধ্যে থাক্‌বে। খবর্‌দার, তার মধ্যে আমাকে বা অন্য কোন জীবিতব্যক্তিকে যেন এনো না। প্রধান লক্ষ্য থাক্‌বে, তাঁর শিক্ষা, তাঁর উপদেশ জগৎকে দেওয়া আর জীবনীটী তারই উদাহরণস্বরূপ হবে। তাঁর জীবনের অন্যান্য ঘটনা সাধারণ লোকের জন্য নয়। আমি নিজে অযোগ্য হলেও আমার একটী কায ছিল এই, যে রত্নের কৌটা আমার হাতে দেওয়া হয়েছিল, তা মান্দ্রাজে নিয়ে এসে তোমাদের হাতে দেওয়া।

কপট, হিংসুক, দাসভাবাপন্ন, কাপুরুষ, যাহারা কেবল জড়ে বিশ্বাসী, তাহারা কখন কিছু করিতে পারে না। ঈর্ষ্যাই আমাদের দাসসুলভ জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কস্বরূপ। এমন কি, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ পর্য্যন্ত এই ঈর্ষ্যার দরুণ কিছু করিতে পারেন না।

আমাকে মনে কর, আমার কর্‌বার যা কিছু করে চুকিছি—এখন মরে গেছি; এইটী ভাব যে, সব কাযের ভার তোমাদের ঘাড়ে। হে মান্দ্রাজবাসী যুবকবৃন্দ,

ভাব যে, তোমরা কায কর্‌বার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট। তোমরা কাযে লাগো, ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাকে ছেড়ে দাও, আমাকে ভুলে যাও, কেবল রাম-কৃষ্ণকে প্রচার কর, তাঁর উপদেশ, তাঁর জীবনী প্রচার কর। কোন লোকের বিরুদ্ধে, কোন সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলিও না। জাতিভেদের স্বপক্ষে বিপক্ষে কিছু বলিও না, অথবা সামাজিক কোন কুরীতির বিরুদ্ধেও কিছু বল্‌বার দরকার নাই। কেবল লোককে বল, গায়ে পড়ে কারু অধিকারে হস্তক্ষেপ কর্‌তে যেও না, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাহসী, দৃঢ়নিষ্ঠ, প্রেমিক যুবকবৃন্দ, তোমরা সকলে আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি—

তোমাদেরই বিবেকানন্দ।

(৯)

(মান্দ্রাজীদের প্রতি ; ইংরাজীর অনুবাদ।)

চিকাগো,

২৮শে মে, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—

আমি তোমার পত্রের উত্তর পূর্ব্বে দিতে পারি নাই, কারণ, আমি নিউইয়র্ক হইতে বোষ্টন পর্য্যন্ত নানা স্থানে ক্রমাগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম।

জানি না, আমি কবে ভারতে যাইব। সমুদয় ভার

তাঁর উপর ফেলিয়া দেওয়া ভাল, যিনি আমার পশ্চাতে থাকিয়া আমাকে চালাইতেছেন।

আমাকে ছাড়িয়া কায করিবার চেষ্টা কর, যেন আমি কখন ছিলাম না। কোন ব্যক্তি বা কোন কিছুর জন্য অপেক্ষা করিও না। যাহা পার, করিয়া যাও, কাহারও উপর কোন আশা রাখিও না।* *

আমি এখানে অনেক বক্তৃতা করিয়া বেড়াইলাম। ** এখানে ভয়ানক খরচ হয়। যদিও প্রায় সর্ব্বদাই ও সর্ব্বত্রই আমি ভাল ভাল ও বড় বড় পরিবারের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছি, তথাপি টাকা যেন উড়িয়া যায়।

আমি বলিতে পারি না, আগামী গ্রীষ্মকালে এ দেশ হইতে চলিয়া যাইব কি না ; সম্ভবতঃ না।

ইতিমধ্যে তোমরা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে এবং আমাদের উদ্দেশ্য যাহাতে অগ্রসর হয়, তাহার চেষ্টা কর। বিশ্বাস কর যে, তোমরা সব করিতে পার। জানিয়া রাখ যে, প্রভু আমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, আর অগ্রসর হও, হে বীরহৃদয় বালকগণ!

আমার দেশ আমাকে যথেষ্ট আদর করিয়াছে। আদর করুক আর নাই করুক, তোমরা ঘুমাইয়া থাকিও না, তোমরা শিথিল-প্রযত্ন হইও না। মনে রাখিবে যে, আমাদের উদ্দেশ্যের এক বিন্দুও এখনও কার্য্যে পরিণত হয় নাই। শিক্ষিত যুবকগণের উপর কার্য্য

কর, তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া সঙ্ঘবদ্ধ কর। বড় বড় কায কেবল খুব স্বার্থত্যাগ দ্বারাই হইতে পারে। স্বার্থের আবশ্যকতা নাই, নামেরও নয়, যশেরও নয়, তা তোমারও নয়, আমারও নয় বা আমার গুরুর পর্য্যন্ত নয়। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য যাহাতে কার্য্যে পরিণত হয়, তাহার চেষ্টা কর; হে বীরহৃদয় মহদাশয় বালকগণ, উঠে পড়ে লাগো। নাম, যশ বা অন্য কিছু তুচ্ছ জিনিষের জন্য পশ্চাতে চাহিও না। স্বার্থকে একেবারে বিসর্জ্জন দাও ও কার্য্য কর। মনে রাখিও, "অনেকগুলি তৃণগুচ্ছ একত্র করিয়া রজ্জু প্রস্তুত হইলে তাহাতে মত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়।" তোমাদের সকলের উপর ভগবানের আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক! তাঁহার শক্তি তোমাদের সকলের ভিতর আসুক,—আমি বিশ্বাস করি, তাঁর শক্তি তোমাদের মধ্যে বর্ত্তমানই রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, "উঠ, জাগো, যত দিন না লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিতেছ, থামিও না।" জাগো, জাগো, দীর্ঘ রজনী প্রভাতপ্রায়। দিবার আলো দেখা যাইতেছে। মহাতরঙ্গ উঠিয়াছে। কিছুতেই উহার বেগ রোধ করিতে পারিবে না। আমি পত্রের উত্তর দিতে দেরি করিলে বিষণ্ণ হইও না বা নিরাশ হইও না। লেখায় কি ফল? উৎসাহ, বৎস, উৎসাহ—প্রেম, বৎস, প্রেম। বিশ্বাস, শ্রদ্ধা। আর ভয় করিও না, সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ভয়।

সকলকে আমার আশীর্ব্বাদ। মান্দ্রাজের যে সকল মহোদয় ব্যক্তি আমাদের কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলকেই আমার অনন্ত কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা। কিন্তু আমি তাঁহাদের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তাঁহারা কার্য্যে শৈথিল্য না দেন, আর চারিদিকে ভাব ছড়াইতে থাক।

অহঙ্কৃত হইও না। মতের বিভিন্নতার দিকে বিশেষ ঝোঁক দিও না, কোন কিছুর বিরুদ্ধেও বলিও না। আমাদের কায কেবল ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য একত্রে রাখিয়া দেওয়া। প্রভু জানেন, কিরূপে ও কখন তাহারা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিবে। সর্ব্বোপরি আমার বা তোমাদের কৃতকার্য্যতায় অহঙ্কৃত হইও না. বড় বড় কায এখনও করিতে বাকি। যাহা ভবিষ্যতে হইবে, তাহার সহিত তুলনায় এই সামান্য সিদ্ধি অতি তুচ্ছ। বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর, প্রভুর আজ্ঞা—ভারতের উন্নতি হইবেই হইবে। সাধারণে এবং দরিদ্র ব্যক্তিরা সুখী হইবে; আর আনন্দিত হও যে, তোমরাই তাঁহার কার্য্য করিবার নির্ব্বাচিত যন্ত্র। ধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছে। আমি দেখিতেছি, উহা পৃথিবীকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, কিছুতে উহাকে বাধা দিতে পারিতেছে না—অনন্ত, অনন্ত, সর্ব্বগ্রাসী; সকলেই সামনে যাও, সকলের শুভেচ্ছা উহার সহিত যোগ দাও। সকল হস্ত উহার পথের বাধা সরাইয়া দিক্। জয় প্রভুর জয়।

সু—, কৃ—, ভ— এবং আমার অন্যান্য বন্ধুগণকে আমার গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা জানাইবে। তাঁহাদিগকে বলিবে, যদিও সময়াভাবে তাঁহাদিগকে কিছু লিখিতে পারি না, কিন্তু হৃদয় তাঁহাদের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট আছে। আমি তাঁহাদিগের ধার কখন শুধিতে পারিব না। প্রভু তাঁহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমার কোন সাহায্যের আবশ্যকতা নাই। তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটী ফণ্ড করিবার চেষ্টা কর। সহরের সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর। গোটা-কতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরিবদিগকে, এমন কি, চণ্ডালগণকে পর্য্যন্ত জড় কর, তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম্ম উপদেশ দাও, তার পর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও। আর ক্রমশঃ এই দল বাড়াইতে থাক—ক্রমশঃ উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক। তোমরা যতটুকু পার, কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না, তখনই পার হইবে বলিয়া বসিয়া থাকিবে না। পত্রিকা, সংবাদপত্র প্রভৃতি পরিচালন ভাল,

সন্দেহ নাই, কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা হইতে প্রকৃত কার্য্য, যতই সামান্য হউক, অনেক ভাল। ভ—এর গৃহে একটী সভা আহ্বান কর। কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা বলিয়াছি, সেইগুলি ক্রয় কর। একটী কুটীর ভাড়া লও এবং কাযে লাগিয়া যাও। পত্রিকাদি গৌণ, কিন্তু ইহাই মুখ্য। যে কোন রূপেই হউক, সাধারণ দরিদ্রলোকের উন্নতিবিধান করিতেই হইবে। কার্য্যের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবনসমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও অর্থাৎ মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া নিঃস্বার্থ হও ও কায কর। আমার যাহা যাহা বলিবার ছিল, তোমাদিগকে সব লিখিতে পারিলাম না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, প্রভু তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। লাগো, লাগো বৎসগণ! প্রভুর জয়! কিডিকে আমার ভালবাসা জানাইবে।

তোমাদের স্নেহের

বিবেকানন্দ।

(১০)

(মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজের প্রতি)

ইংরাজীর অনুবাদ।

চিকাগো,

২৩শে জুন, ১৮৯৪।

মহারাজ,

শ্রীনারায়ণ আপনার ও আপনার পরিবারবর্গের কল্যাণ করুন। আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়াই আমি এদেশে আসিতে সমর্থ হইয়াছি। এখানে আসার পর আমাকে এদেশে সকলে বিশেষরূপ জানিতে পারিয়াছে। আর এদেশের আতিথেয় ব্যক্তিবর্গ আমার সমুদয় অভাব পূরণ করিয়া দিযাছে। অনেক বিষয়ে এ এক আশ্চর্য্য দেশ—এ এক অদ্ভুত জাতি। প্রথমতঃ, জগতের মধ্যে কল কারখানার উন্নতি বিষয়ে এ জাতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশের লোক নানাপ্রকার শক্তিকে যেমন কাযে লাগায়, অন্য কোথাও তদ্রূপ নহে—এখানে কেবল কল আর কল! আবার দেখুন, ইহাদের সংখ্যা সমুদয় জগতের লোকসংখ্যার বিশ ভাগের এক ভাগ হইবে, কিন্তু ইহারা জগতের ধন-রাশির পুরা একষষ্ঠাংশ অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। ইহাদের ঐশ্বর্য্য-বিলাসের সীমা নাই, আবার সব জিনিষই এখানে অতিশয় দুর্ম্মূল্য। এখানে পরিশ্রমের মাহিনা

জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তথাপি শ্রমজীবী ও মূলধনীদের মধ্যে নিত্য বিবাদ চলিয়াছে।

তার পর, আমেরিকান্ মহিলাগণের অবস্থার দিকে সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। পৃথিবীর আর কোথাও স্ত্রীলোকের এত অধিকার নাই। ক্রমশঃ তাহারা সব আপনাদের হাতে লইতেছে, আর আশ্চর্য্যের বিষয়, এখানে শিক্ষিতা মহিলার সংখ্যা শিক্ষিত পুরুষ হইতে অধিক। অবশ্য খুব উচ্চপ্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ অধিকাংশই পুরুষ। এই পর্য্যন্ত ইহাদের ভাল দিক্ বলা গেল। এখন ইহাদের দোষের কথা বলি। প্রথমতঃ, মিশনরিগণ ভারতবর্ষে তাঁহাদের দেশের লোকের ধর্ম্মপ্রবণতা সম্বন্ধে যতই বাজে গল্প করুন না কেন, প্রকৃত পক্ষে এদেশের ৬ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের ভিতর জোর এক কোটি নব্বই লক্ষ লোকে একটু আধটু ধর্ম্ম করিয়া থাকে। অবশিষ্ট লোকে কেবল খাওয়া দাওয়া ও টাকা রোজগার ছাড়া আর কিছুর জন্য মাথা ঘামায় না। পাশ্চাত্যেরা আমাদের জাতিভেদ সম্বন্ধে যতই তীব্র সমালোচনা করুন না কেন, তাঁহাদের আবার আমাদের অপেক্ষা জঘন্য জাতিভেদ আছে—অর্থগত জাতিভেদ। আমেরিকানরা বলে, সর্ব্বশক্তিমান্ ডলার এখানে সব করিতে পারে; এদিকে আবার গরিবদের টাকা নেই। নিগ্রোদের (যাহারা অধিকাংশ দক্ষিণবিভাগে বাস করে) উপর তাহাদের ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তব্য এই,

উহা পৈশাচিক। সামান্য অপরাধে ইহাদিগকে বিনা বিচারে জীবিত অবস্থায় চামড়া ছাড়াইয়া মারিয়া ফেলে। এদেশে যত আইন কানুন, অন্য কোন দেশে এত নাই, আবার এদেশের লোকে আইনের যত কম মর্য্যাদা রাখিয়া চলে, আর কোন দেশেই তত নয়।

মোটের উপর, আমাদের দরিদ্র হিন্দু লোক এই পাশ্চাত্যগণ হইতে অধিক নীতিপরায়ণ। ইহাদের ধর্ম্ম হয় ভণ্ডামী, না হয় গোঁড়ামী। পণ্ডিতেরা নাস্তিক, আর যাঁহারা একটু স্থিরবুদ্ধি ও চিন্তাশীল, তাঁহারা তাঁহাদের কুসংস্কার ও দুর্নীতিপূর্ণ ধর্ম্মের উপর একেবারে বিরক্ত, তাঁহারা নূতন আলোকের জন্য ভারতের দিকে তাকাইয়া আছেন। মহারাজ, আপনি না দেখিলে বুঝিতে পারিবেন না, ইহারা পবিত্র বেদের গভীর চিন্তারাশির অতি সামান্য অংশও কত আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে, কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান, ধর্ম্মের উপর যে পুনঃ পুনঃ তীব্র আক্রমণ করিতেছে, বেদই কেবল উহাকে বাধা দিতে পারে এবং ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারে। ইহাদের শূন্য হইতে সৃষ্টির মতে, আত্মা সৃষ্ট পদার্থ এই মতে—স্বর্গনামক স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট একজন মহা ক্রূর ও অত্যাচারী ঈশ্বরের মতে, অনন্ত নরকের মতে সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই বিরক্ত হইয়াছেন আর সৃষ্টির অনাদিত্ব এবং আত্মা ও আত্মায় অবস্থিত পরমাত্মা সম্বন্ধে বেদের গভীর উপদেশ-

সকল কোন না কোন আকারে গ্রহণ করিতেছেন। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে জগতের সমুদয় শিক্ষিত ব্যক্তিই আমাদের পবিত্র বেদের শিক্ষানুযায়ী আত্মা ও সৃষ্টি উভয়েরই অনাদিত্বে বিশ্বাসবান্ হইবেন, আর ঈশ্বরকে আত্মারই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণ অবস্থা বলিয়া বুঝিবেন। এক্ষণে ইহাদের সকল বিদ্বান্ পুরোহিতগণই এই ভাবে বাইবেলের ব্যাখ্যা করিতেছেন। ভারতবর্ষে যে সকল মিশনরী দেখিতে পান, তাহারা কোনরূপেই খৃষ্টধর্ম্মের প্রতিনিধি নহে। আমার সিদ্ধান্ত এই, পাশ্চাত্যগণের আরও ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজন, আর আমাদের আরও ঐহিক উন্নতির প্রয়োজন।

ভারতের সমুদয় দুর্দ্দশার মূল—জন সাধারণের দারিদ্র্য। পাশ্চাত্য দেশের দরিদ্রগণ পিশাচপ্রকৃতি আর আমাদের—দেবপ্রকৃতি। সুতরাং আমাদের পক্ষে দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন অপেক্ষাকৃত সহজ। আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্ত্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া। তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া যে, এই সংসারে তোমরাও মানুষ, তোমরাও চেষ্টা করিলে আপনাদের সব রকম উন্নতিবিধান করিতে পার। এখন তাহারা এই ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমাদের সর্ব্বসাধারণ এবং রাজন্যগণের সম্মুখে এই এক বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে কিছুই চেষ্টা করা হয় নাই। পুরোহিতগণ, বিদেশীয় রাজগণ তাহাদিগকে শত শত শতাব্দী ধরিয়া

পদদলিত করিয়াছে, অবশেষে তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তাহারাও মানুষ। তাহাদিগকে ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জগতে কোথায় কি হইতেছে, জানিতে পারে। তাহা হইলে তাহারা আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক নরনারী আপনাদের উদ্ধার আপনারাই সাধন করিয়া লইবে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে যে, তাহাদিগকে কতকগুলি ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহার ফলস্বরূপ আপনা আপনিই আসিবে। আমাদের কেবল উপাদানগুলি জোগান দরকার। সেইগুলি মিলিত হইয়া রাসায়নিক সংযোগে নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইবে—আপনা আপনি, প্রকৃতির নিয়মে। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য—কেবল তাহাদের মাথায় কতকগুলি ভাব প্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া; বাকি যা কিছু, তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।

ভারতে এই কাযটী করা বিশেষ দরকার। এই চিন্তা অনেক দিন হইতে আমার মনে রহিয়াছে। ভারতে আমি ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই, সেইজন্য আমি এদেশে আসিয়াছি। দরিদ্রদিগকে শিক্ষাদানের প্রধান বাধা এই, মনে করুন, মহারাজ, গ্রামে গ্রামে গরিব-দের জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন, তথাপি তাহাতে কোন উপকার হইবে না, কারণ, ভারতে দারিদ্র্য

এত অধিক যে, দরিদ্র বালকেরা বিদ্যালয়ে না গিয়া বরং মাঠে গিয়া পিতাকে তাহার কৃষিকার্য্যে সহায়তা করিবে, অথবা অন্য কোনরূপে জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিবে; সুতরাং যেমন পর্ব্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্ব্বতের নিকট গিয়াছিলেন, * সেইরূপ দরিদ্র বালকগণ যদি শিক্ষা লইতে আসিতে না পারে, তবে তাহাদের নিকট গিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।

আমাদের দেশে সহস্র সহস্র দৃঢ়চিত্ত নিঃস্বার্থ সন্ন্যাসী আছেন, তাঁহারা এখন গ্রামে গ্রামে যাইয়া লোককে ধর্ম্ম শিখাইতেছেন। যদি তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলিকেও সাংসারিক প্রয়োজনীয় বিদ্যাসমূহের শিক্ষকরূপে সংগঠন করা যায়, তবে তাঁহারা এখন যেমন এক স্থান হইতে অপর স্থানে, লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া বেড়াই-তেছেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাও শিখাইবেন। মনে করুন, এইরূপ দুইজন লোক একখানি ক্যামেরা, একটী

* প্রবাদ আছে, মহম্মদ একবার ঘোষণা করিয়াছিলেন, আমি পর্ব্বতকে আমার নিকট ডাকিলে উহা আমার নিকট উপস্থিত হইবে। এই অলৌকিক ব্যাপার দেখিবার জন্য মহা জনতা হয়। মহম্মদ পর্ব্বতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, তথাপি পর্ব্বত একটুও বিচলিত হইল না। তাহাতে মহম্মদ কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া বলিয়া উঠিলেন, পর্ব্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহম্মদ পর্ব্বতের নিকট যাইবে! তদবধি ইহা একটি প্রবাদবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

গোলক ও কতকগুলি ম্যাপ প্রভৃতি লইয়া কোন গ্রামে গেলেন। এই কামেরা ম্যাপ প্রভৃতির সাহায্যে তাঁহারা অজ্ঞ লোকদিগকে জ্যোতিষ ও ভূগোলের অনেক তত্ত্ব শিখাইতে পারেন। তার পর যদি বিভিন্ন জাতির—জগতের প্রত্যেক দেশের লোকের বিবরণ গল্পচ্ছলে তাহাদের নিকট বলা যায়, তবে সমস্ত জীবন বই পড়াইলে তাহারা যা না শিখিতে পারিত, তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক এইরূপ মুখে মুখে শিখিতে পারে। ইহা করিতে হইলে একটী দলগঠনের আবশ্যক হয়, তাহাতে আবার টাকার দরকার। ভারতে এইজন্য কায করিবার যথেষ্ট লোক আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, টাকা নাই। একটী চক্রকে গতিশীল করিতে প্রথমে অনেক কষ্ট; একবার ঘুরিতে আরম্ভ করিলে, উহা উত্তরোত্তর অধিকতর বেগে ঘুরিতে থাকে। আমি আমার স্বদেশে এই বিষয়ের জন্য যথেষ্ট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি; কিন্তু ধনিগণের নিকট আমি এ সম্বন্ধে কিছুমাত্র সহানুভূতি পাই নাই। এখন আমি মহারাজের সাহায্যে এখানে আসিয়াছি। ভারতের দরিদ্রেরা মরুক বাঁচুক, আমেরিকান্‌দের সে বিষয়ে খেয়াল নাই। কেনই বা থাকিবে? আমাদের দেশের লোকেই যখন কিছুই ভাবে না, কেবল নিজেদের স্বার্থ লইয়া ব্যস্ত।

হে মহামনা রাজন্‌! এই জীবন ক্ষণভঙ্গুর—জগতের ধন মান ঐশ্বর্য্য—এ সকলই ক্ষণস্থায়ী। তাহারাই যথার্থ

জীবিত, যাহারা অপরের জন্য জীবনধারণ করে! অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ বাঁচিয়া নাই, মরিয়া আছে। মহারাজের ন্যায় মহান্, উচ্চমনা একজন রাজবংশধর ইচ্ছা করিলে ইহাকে আবার ইহার নিজের পায়ে দাঁড় করাইয়া দিতে পারেন। তাহাতে চিরকালের জন্য জগতের লোক আপনার সুনাম গাহিবে ও আপনাকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিবে। (ঈশ্বর করুন, যেন আপনার মহৎ অন্তঃকরণ অজ্ঞতার গভীর অন্ধকারে নিমগ্ন ভারতের লক্ষ লক্ষ দীন হীন সন্তানের জন্য কাঁদে, ইহাই বিবেকানন্দের প্রার্থনা।)

ইতি বিবেকানন্দ।

(১১)

(মান্দ্রাজীদের প্রতি ; ইংরাজীর অনুবাদ।)

১৯শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

হে বীরহৃদয় যুবকবৃন্দ!

তোমাদের গত ১১ই অক্টোবর, ১৮৯৪ এর পত্র কাল পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। এ পর্য্যন্ত আমাদের কার্য্যে কোন বিঘ্ন না হইয়া বরং ইহার উন্নতিই হইয়াছে, ইহাতে আমি পরম আনন্দিত। যে কোন রূপেই হউক, সম্প্রদায়ের যাহাতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা করিতেই হইবে, আর আমরা ইহাতে নিশ্চয়ই কৃত-

কার্য্য হইব। নিশ্চয়ই! 'না' বলিলে চলিবে না! আর কিছুতেই আবশ্যক নাই, আবশ্যক কেবল প্রেম, অকপটতা ও সহিষ্ণুতা। জীবনের অর্থ উন্নতি, উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার, আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং (প্রেমই জীবন—উভয়ই একমাত্র জীবনগতি-নিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু ; জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যু-স্বরূপ! দেহাবসানে কিছুই থাকে না, এ কথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেততুল্য ; কারণ, হে যুবকবৃন্দ, যাহার হৃদয়ে প্রেম নাই, সে মৃত, প্রেত বই আর কি! হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচারনিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক, প্রাণ কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক! তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি ও সাহায্য আসিবে—অদম্য উৎসাহ—অনন্ত শক্তি আসিবে! গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও, এখনও আমি বলিতেছি, এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই

দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি, এগিয়ে যাও। এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি এগিয়ে যাও। বৎস, ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত-তারকাখচিত অনন্ত আকাশমণ্ডলের দিকে সভয়দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে, অল্পক্ষণের মধ্যে দেখিবে, সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না, ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

এক্ষণে আমাদের সম্মুখে সমস্যা এই,—স্বাধীনতা না দিলে কোনরূপ উন্নতিই সম্ভবপর নহে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ধর্ম্মচিন্তায় স্বাধীনতা দিয়াছিলেন; তাহাতেই আমাদের এই অপূর্ব্ব ধর্ম্ম দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা সমাজের পায়ে অতি গুরু শৃঙ্খল পরাইলেন। আমাদের সমাজ, দুচার কথায় বলিতে গেলে, ভয়াবহ পৈশাচিকতা-পূর্ণ। পাশ্চাত্য দেশে সমাজ চিরকাল স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়াছে—তাহাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখ। আবার অপর দিকে তাহাদের ধর্ম্ম কিরূপ, তাহার দিকেও দৃষ্টিপাত করিও।

উন্নতির মুখ্য সহায়—স্বাধীনতা। যেমন মানুষের চিন্তা করিবার ও উহা ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা থাকা

আবশ্যক, তদ্রূপ তাহার খাওয়া দাওয়া, পোষাক, বিবাহ ও অন্যান্য সকল বিষয়েই স্বাধীনতা আবশ্যক—যতক্ষণ না তাহার দ্বারা অপর কাহারও অনিষ্ট হয়।

আমরা মূর্খের ন্যায় বাহ্য সভ্যতার বিরুদ্ধে চীৎকার করিতেছি। না করিবই বা কেন? আঙ্গুর হাত বাড়াইয়া না পাইলে উহাকে টক বলিব না ত আর কি! ভারতের আধ্যাত্মিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিলেও ভারতে এক লক্ষ নরনারীর অধিক যথার্থ ধার্ম্মিক লোক নাই, ইহা মানিতেই হইবে। এই মুষ্টিমেয় লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ভারতের ত্রিশ কোটি লোককে অসভ্য অবস্থায় থাকিতে হইবে ও না খাইয়া মরিতে হইবে? কেন একজন লোকও না খাইয়া মরিবে? মুসলমানগণ হিন্দুগণকে জয় করিল—এ ঘটনা সম্ভব হইল কেন? এই বাহ্য সভ্যতার অভাব। মুসলমানেরা হিন্দুগণকে দরজির শেলাই করা কাপড় চোপড় পরিতে শিখাইয়াছিল। যদি হিন্দুগণ আপনাদের আহারীয় দ্রব্যের সঙ্গে রাস্তার ধূলি না মিশিতে দিয়া মুসলমানগণের নিকট পরিষ্কাররূপে আহারের প্রণালী শিখিত, ত কত ভাল হইত। বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক; শুধু তাহাই নহে; প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরিব লোকের জন্য নূতন নূতন কাযের সৃষ্টি হয়। অন্ন—অন্ন! যে ভগবান্ এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি

যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলান্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন। পৌরোহিত্য, সামাজিক অত্যাচার একবিন্দুও যাহাতে না থাকে, তাহা করিতে হইবে। প্রত্যেক লোক যাহাতে আরও ভাল করিয়া খাইতে পায় ও উন্নতি করিবার আরও সুবিধা পায়, তাহা করিতে হইবে। আমাদের নির্ব্বোধ যুবকগণ ইংরাজগণের নিকট হইতে অধিক ক্ষমতা-লাভের জন্য সভাসমিতি করিয়া থাকে—তাহারা হাস্য করে। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কোন মতেই স্বাধীনতার উপযুক্ত নয়! মনে কর, ইংরাজেরা তোমাদের হস্তে সব শক্তি দিলেন—তাতে কি হবে? রাজপুতেরা উঠিয়া সব লোকের নিকট হইতে সব শক্তি কাড়িয়া লইবে আর পুরোহিতগণকে ঘুষ দিয়া লোককে চাপিয়া ধরিতে বলিবে, ও নিজেরা উহাদের গলা কাটিবে। দাসেরা শক্তি চায়, অপরকে দাস করিয়া রাখিবার জন্য। তাই বলি, এই অবস্থা ধীরে ধীরে আনিতে হইবে—লোককে অধিক ধর্ম্মনিষ্ঠ হইতে শিক্ষা দিয়া ও সমাজকে স্বাধীনতা দিয়া। প্রাচীন ধর্ম্ম হইতে এই পুরোহিতের

অত্যাচার ও অনাচার ছাঁটিয়া ফেল—দেখিবে, এই ধর্ম্মই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আমার কথা কি বুঝিতেছ? ভারতের ধর্ম্ম লইয়া সমাজকে ইউরোপের সমাজের মত করিতে পার? আমার বিশ্বাস, ইহা কার্য্যে পরিণত করা খুব সম্ভব, আর ইহা হইবেই হইবে। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রধান উপায়—মধ্যভারতে একটী উপনিবেশস্থাপন। যে ব্যক্তি তোমাদের ভাব মানিয়া চলিবে, তাহাকেই কেবল সেখানে রাখা হইবে। তার পর এই অল্পসংখ্যক লোক সমস্ত জগতে সেই ভাব বিস্তার করিবে। অবশ্য ইহাতে টাকার দরকার, কিন্তু এ টাকা আসিবে। ইতিমধ্যে একটী কেন্দ্রসমিতি করিয়া সমুদয় ভারতে তাহার শাখাসমাজ স্থাপন করিয়া যাও। এখন কেবল ধর্ম্মভিত্তিতে এই সমিতি স্থাপন কর। এখন কোনরূপ ভয়ঙ্কর সামাজিক সংস্কার প্রচার করিও না। কেবলমাত্র এইটুকু দেখিলেই হইবে যে, অজ্ঞলোকের কুসংস্কারের প্রশ্রয় যেন না দেওয়া হয়। রামানুজ যেমন সকলের প্রতি সমভাব দেখাইয়া ও মুক্তিতে সকলেরই অধিকার আছে বলিয়া সর্ব্বসাধারণে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, সেইরূপ পূর্ব্বকালীন রামানুজের ন্যায় প্রচার করিতে হইবে। রামানুজ, চৈতন্য প্রভৃতি প্রাচীন নামের মধ্য দিয়া এ সকল সত্য প্রচারিত হইলে লোকে সহজে গ্রহণ করিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে নগর-সঙ্কীর্ত্তন প্রভৃতিরও বন্দোবস্ত কর।

মনে কর, প্রথম সমিতি খুলিবার সময় একটী মহোৎসব করিলে। নিশান প্রভৃতি লইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া নগরকীর্ত্তন হইল, বক্তৃতাদি হইল। তার পর প্রতি সপ্তাহে এক বার বা ততোধিক বার সমিতির অধিবেশন হউক। নিজের ভিতর উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত কর আর চারি দিকে বিস্তার করিতে থাক। কাযে উঠিয়া পড়িয়া লাগো। নেতৃত্বকার্য্য করিবার সময় দাসভাবাপন্ন হও, নিঃস্বার্থপর হও, আর একজন বন্ধু অপরবন্ধুকে গোপনে নিন্দা করিতেছে, শুনিও না। অনন্ত ধৈর্য্য ধরিয়া থাক, সিদ্ধি তোমার করতলে। ভারতের কোন কাগজ বা কোন ঠিকানা আর পাঠাইবার আবশ্যকতা নাই। আমার নিকট বিস্তর আসিয়াছে, আর না। এইটুকু বুঝ যে,যেখানে যেখানে তোমরা কোন সাধারণ সভা আহ্বান করিতে পারিয়াছ, সেইখানেই কায করিবার একটু সুবিধা পাইয়াছ। সেই সুবিধার সহায়তা লইয়া কায কর। কায কর, কায কর; পরের হিতের জন্য কায করাই জীবনের লক্ষণ। আমি আয়ারকে পৃথক্ কোন পত্র লিখি নাই, কিন্তু অভিনন্দন-পত্রের যে উত্তর পাঠাইয়াছি, তাহাই বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে। তাঁহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার হৃদয়ের ভালবাসা, সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে। তাঁহারা সকলেই মহাশয় ব্যক্তি। একটী বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবে। আমি তোমার নিকটেই আমার সমুদয় পত্র

পাঠাই বলিয়া, অন্যান্য বন্ধুগণের নিকট তুমি নিজে যেন একটা মস্ত লোক, এটা দেখাইতে যাইও না। আমি জানি, তুমি এত নির্ব্বোধ হইতেই পার না। তথাপি আমি তোমাকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দেওয়া আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। ইহাতেই সব সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া যায়। আমি চাই, যেন আমাদের মধ্যে কোনরূপ কপটতা, কোনরূপ লুকোচুরি ভাব, কোনরূপ দুষ্টামি না থাকে। আমি বরাবরই প্রভুর উপর নির্ভর করিয়াছি, দিবালোকের ন্যায় উজ্জ্বল সত্যের উপর নির্ভর করিয়াছি। যেন; আমার বিবেকের উপর এই কলঙ্ক লইয়া মরিতে না হয় যে, আমি নাম লইবার জন্য, এমন কি, পরের উপকার করিবার জন্য লুকোচুরি খেলিয়াছি। একবিন্দু দুর্নীতি, একবিন্দু বদ মতলবের দাগ পর্য্যন্ত যেন না থাকে।

গুপ্ত বদমায়েসি, লুকোনো জুয়াচুরি যেন কিছু আমাদের মধ্যে না থাকে ; কিছুই লুকাইয়া করা হইবে না। কেহ যেন আপনাকে গুরুর বিশেষ প্রিয়পাত্র মনে করিয়া অভিমানে স্ফীত না হন। এমন কি, আমাদের মধ্যে গুরুও কেহ থাকিবে না। গুরুগিরিও চলিবে না। হে বীরহৃদয় বালকগণ, কার্য্যে অগ্রসর হও! টাকা থাক্ বা নাই থাক্, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার ত প্রেম আছে? ভগবান্ ত তোমার সহায় আছেন? অগ্রসর হও, তোমার গতি কেহ রোধ করিতে পারিবে না।

থিওজফিষ্টদের কাগজে লিখিতেছে, তাঁহারা আমার কৃতকার্য্য হইবার পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। বটেই ত!!! খাঁটি বাজে কথা—থিওজফিষ্টেরা আমার পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছে!

গোড়া হইতে সাবধান, আমাদের মধ্যে যাহাতে কিছুমাত্র অসত্য প্রবেশ না করে। সত্যকে ধরিয়া থাক, আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইব। হইতে পারে বিলম্বে, কিন্তু নিশ্চিত যে কৃতকার্য্য হইব, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। কায করিয়া যাও। মনে কর, আমি জীবিত নাই। এই মনে করিয়া কাযে লাগ, যেন তোমাদের প্রত্যেকের উপর সমুদয় কাযের ভার। ভাবী পঞ্চাশৎ শতাব্দী তোমাদের দিকে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছে। ভারতের ভবিষ্যৎ তোমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। কায করিয়া যাও। ইংলণ্ড হইতে অক্ষয়ের একখানি সুন্দর পত্র পাইয়াছিলাম। জানি না, কবে ভারতে যাইতে পারিব। এ স্থানে প্রচারেরও যেমন সুবিধা, সাহায্যপ্রাপ্তিরও সেইরূপ আশা আছে। ভারতে আমায় খুব জোর প্রশংসা করিতে পারে, কিন্তু কেহ এক পয়সা দিতে রাজি নয়। পাবেই বা কোথায়? নিজেরাই যে ভিক্ষুক! তার পর, ভারতবাসীরা বিগত দুই সহস্র বা ততোধিক বর্ষ ধরিয়া লোকহিতকর কার্য্য করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছে। জাতি (Nation), সাধারণ (Public) প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে

তাহারা এই নূতন ভাব পাইতেছে। সুতরাং আমার তাহাদিগের উপর দোষারোপ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। পরে আরো বিস্তারিত লিখিতেছি। তোমাদিগকে অনন্তকালের জন্য আশীর্ব্বাদ।

ইতি বিবেকানন্দ।

---

(১২)

(কলিকাতার জনৈক ব্যক্তিকে লিখিত ; ইংরাজীর অনুবাদ।)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো। ২রা মে, ৯৫।

ভাই,

তোমার অনুকম্পাপূর্ণ সুন্দর পত্রখানি পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। তুমি যে আমাদের কার্য্য আদরপূর্ব্বক অনুমোদন করিয়াছ, তজ্জন্য তোমায় অগণ্য ধন্যবাদ। নাগ মহাশয় একজন মহাপুরুষ। এরূপ মহাত্মার দয়া যখন তুমি পাইয়াছ, তখন তুমি অতি সৌভাগ্যবান্। এই জগতে মহাপুরুষের কৃপালাভই জীবের সর্ব্বোচ্চ সৌভাগ্য। তুমি এই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছ। "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ," তুমি যখন তাঁহার একজন শিষ্যকে তোমার জীবনের পথপ্রদর্শকরূপে পাইয়াছ, তখন তুমি তাঁহাকেই পাইয়াছ জানিবে।

তুমি সংসার ত্যাগের কল্পনা করিতেছ। তোমার এই

ইচ্ছায় আমার সহানুভূতি আছে। স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা জগতে বড় কিছু নাই। কিন্তু তোমার বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, প্রভু যাহাদিগের ভার তোমার উপর দিয়াছেন, তাহাদের কল্যাণোদ্দেশে তোমার মনের প্রবল আবেগ দমন করা বড় কম স্বার্থত্যাগ নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশ, বিশেষতঃ, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক জীবনী প্রচার কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজের পরিবারবর্গেরও তত্ত্বাবধান করিও। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করিয়া যাও, আর যাহা কিছু, তাঁহার ভার।

প্রেমে বাঙ্গাল, বাঙ্গালী, আর্য্য, ম্লেচ্ছ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, এমন কি, নর নারী পর্য্যন্ত ভেদ নাই। প্রেম সব এক করিয়া দেয়। যথার্থ উন্নতি ধীরে ধীরে হয়, কিন্তু উহা অব্যর্থ। বাঙ্গালা দেশের এবং ভারতের অন্যান্য স্থানের যুবকদলের উপর সব নির্ভর করিতেছে। এই সকল যুবকদের—বিশেষতঃ অবিবাহিত যুবকদের মধ্যে কার্য্য কর। তাহাদিগকে জাগাও; এরূপ শত শত যুবক ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া একত্রিত হউক।

সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর—কেবল নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস ছাড়া। পরস্পরের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখন শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না, আর এইরূপ কেন্দ্রীভূত শক্তি ব্যতীত কোন বড় কায হইতে পারে না। মঠ এই কেন্দ্র। অন্যান্য সকল স্থানের ভক্তগণের এই কেন্দ্রের সহিত একযোগে কার্য্য করা উচিত।

অহংভাব ও ঈর্ষা তাড়াইয়া দাও—অপরের সহিত একযোগে এবং অপরের জন্য কায করিতে শিখ। আমাদের দেশে এইটীর বিশেষ অভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিরন্তর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমার বিবেকানন্দ।

পুঃ—নাগ মহাশয়কে আমার অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ জানাইবে।

বি—।

---

(১৩)

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক শিষ্যের প্রতি।)

দার্জ্জিলিং। ১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৭।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

শুভমস্তু। আশীর্ব্বাদপ্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকমিদং ভবতু তব প্রীতয়ে। পাঞ্চভৌতিকং মে পিঞ্জরমধুনা কিঞ্চিৎ সুস্থতরম্। অচলগুরোর্হিমনিমণ্ডিতশিখরাণি পুনরুজ্জীবয়ন্তি মৃতপ্রায়ানপি জনান্ ইতি মন্যে। শ্রমবাধাপি কথঞ্চিৎ দূরীভূতেত্যনুভবামি। যত্তে হৃদয়োদ্বেগকরং মুমুক্ষুত্বং লিপিভঙ্গ্যা ব্যঞ্জিতং, তন্ময়া অনুভূতং পূর্ব্বম্। তদেব শাশ্বতে ব্রহ্মণি মনঃ সমাধাতুং প্রসরতি। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।" জ্বলতু সা ভাবনা অধিকমধিকং যাবন্নাধিগত একান্তক্ষয়ঃ কৃতাকৃতানাম্। তদনু সহসৈব

ব্রহ্মপ্রকাশঃ সহ সমস্তবিষয়প্রধ্বংসৈঃ। আগামিনা সা জীবন্মুক্তিস্তব হিতায় তবানুরাগদার্ঢ্যেনৈবানুমেয়া। যাচে পুনস্তং লোকগুরুং মহাসমন্বয়াচার্য্যং শ্রী১০৮রামকৃষ্ণং আবির্ভবিতুং তব হৃদয়োদ্দেশং যেন বৈ কৃতকৃতার্থস্ত্বং আবিষ্কৃতমহাশৌর্য্যঃ লোকান্ সমুদ্ধর্ত্তুং মহামোহসাগরাৎ সম্যগ্ যতিষ্যসে। ভব চিরাধিষ্ঠিত ওজসি। বীরাণামেব করতলগতা মুক্তির্ন কাপুরুষাণাম্। হে বীরাঃ, বদ্ধপরিকরাঃ ভবত; সম্মুখে শত্রবঃ মহামোহরূপাঃ। "শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি" ইতি নিশ্চিতেঽপি সমধিকতরং কুরুত যত্নম্। পশ্যত ইমান্ লোকান্ মোহগ্রাহগ্রস্তান্। শৃণুত অহো তেষাং হৃদয়ভেদকরং কারুণ্যপূর্ণং শোকনাদম্। অগ্রগাঃ ভবত অগ্রগাঃ হে বীরাঃ, মোচয়িতুং পাশং বদ্ধানাং, শ্লথয়িতুং ক্লেশভারং দীনানাং, দ্যোতয়িতুং হৃদয়ান্ধকূপং অজ্ঞানাম্। অভীরভীরিতি ঘোষয়তি বেদান্তডিণ্ডিমঃ। ভূয়াৎ স ভেদায় হৃদয়গ্রন্থীনাং সর্ব্বেষাং জগন্নিবাসিনামিতি।

তবৈকান্তশুভভাবুকঃ বিবেকানন্দঃ।

বঙ্গানুবাদ।

শুভ হউক। আশীর্ব্বাদ ও প্রেমালিঙ্গনপূর্ণ পত্রখানি তোমাকে সুখী করুক। অধুনা আমার পাঞ্চভৌতিক দেহপিঞ্জর পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু সুস্থ আছে। আমার মনে

হয়, পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের হিমনিমণ্ডিত শিখরগুলি মৃতপ্রায় মানবদিগকেও সজীব করিয়া তোলে। রাস্তার শ্রমও কথঞ্চিৎ লাঘব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। লিখনভঙ্গীতে তোমার হৃদয়োদ্বেগকর যে মুমুক্ষুত্ব প্রকটিত হইয়াছে, তাহা আমি পূর্ব্বেই অনুভব করিয়াছি। সেই মুমুক্ষুত্বই ক্রমশঃ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনের একাগ্রতা আনিয়া দেয়। মুক্তিলাভের আর অন্য পন্থা নাই। সেই ভাবনা তোমার উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হউক, যত দিন না সমুদয় কর্ম্মের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় হয়। তৎপরে তোমার হৃদয়ে সহসা ব্রহ্মের প্রকাশ হইবে ও সঙ্গে সঙ্গে সমুদয় বিষয়বাসনা নষ্ট হইয়া যাইবে। তোমার অনুরাগদার্ঢ্য দ্বারা জানা যাইতেছে, তোমার পরমকল্যাণসাধিকা সেই জীবন্মুক্তি অবস্থা তুমি শীঘ্রই লাভ করিবে। এক্ষণে সেই লোকগুরু মহাসমন্বয়াচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট প্রার্থনা করি, যেন তিনি তোমার হৃদয়ে আবির্ভূত হন, যাহাতে তুমি কৃতকৃতার্থ ও মহাশৌর্য্যশালী হইয়া মহামোহসাগর হইতে লোকদিগকেও উদ্ধার করিতে সম্যক্ যত্ন করিবে। চিরদিন তেজস্বী হও। বীরদিগেরই মুক্তি করতলগতা, কাপুরুষদিগের নহে। হে বীরগণ! বদ্ধপরিকর হও, মহামোহরূপ শত্রুগণ সম্মুখে। শ্রেয়োলাভে বহুবিঘ্ন ঘটে, ইহা নিশ্চিত হইলেও, তজ্জন্য সমধিক যত্ন কর। দেখ দেখ, জীবগণ মোহরূপ হাঙ্গরের কবলে পড়িয়া

কি কষ্ট পাইতেছে। আহা! তাহাদের হৃদয়ভেদকর কারুণ্যপূর্ণ আর্ত্তনাদ শ্রবণ কর। হে বীরগণ, বদ্ধদিগের পাশ মোচন করিতে, দরিদ্রের ক্লেশভার কমাইতে ও অজ্ঞ জনগণের হৃদয়ান্ধকার দূর করিতে অগ্রসর হও—অগ্রসর হও। ঐ শুন, বেদান্তদুন্দুভি বলিতেছে—"ভয় নাই," "ভয় নাই"। সেই দুন্দুভিধ্বনি নিখিলজগদ্বাসিগণের হৃদয়গ্রন্থিভেদে সক্ষম হউক।

তোমার পরমশুভাকাঙ্ক্ষী বিবেকানন্দ।

(১৪)

(ভারতী-সম্পাদিকার প্রতি)

ওঁ তৎসৎ।

রোজ্ ব্যাঙ্ক,
বর্দ্ধমান রাজবাটী, দার্জ্জিলিং।
৬ই এপ্রেল, ১৮৯৭।

মান্যবরাসু—

মহাশয়ার প্রেরিত ভারতী পাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত বোধ করিতেছি, এবং যে উদ্দেশ্যে আমার ক্ষুদ্র জীবন ন্যস্ত হইয়াছে, তাহা যে ভবদীয়ার ন্যায় মহানুভাবাদের সাধুবাদ সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছে, তাহাতে আপনাকে ধন্য মনে করিতেছি।

এ জীবনসংগ্রামে নবীন ভাবের সমুদ্ঘাতার উত্তেজক অতি বিরল, উৎসাহয়িত্রীর কথা ত দূরে থাকুক ; বিশেষতঃ আমাদের হতভাগ্য দেশে। এজন্ম বঙ্গ-বিদুষী নারীর সাধুবাদ সমগ্র ভারতীয় পুরুষের উচ্চকণ্ঠ ধন্যবাদাপেক্ষাও অধিক শ্লাঘ্য।

প্রভু করুন, যেন আপনার মত অনেক রমণী এদেশে জন্মগ্রহণ করেন ও স্বদেশের উন্নতি-কল্পে জীবন উৎসর্গ করেন।

আপনার লিখিত ভারতী পত্রিকায় মৎসম্বন্ধী প্রবন্ধ বিষয়ে আমার কিঞ্চিৎ মন্তব্য আছে ; তাহা এই—

পাশ্চাত্যদেশে ধর্ম্মপ্রচার ভারতের মঙ্গলের জন্যই করা হইয়াছে এবং হইবে। পাশ্চাত্ত্যেরা সহায়তা না করিলে যে আমরা উঠিতে পারিব না, ইহা চিরধারণা। এদেশে এখনও গুণের আদর নাই, অর্থবল নাই, এবং সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এই যে, কৃতকর্ম্মতা (Practicality) আদৌ নাই।

উদ্দেশ্য অনেক আছে, উপায় এদেশে নাই। আমাদের মস্তক আছে, হস্ত নাই। আমাদের বেদান্ত-মত আছে, কার্য্যে পরিণত করিবার ক্ষমতা নাই। আমাদের পুস্তকে মহাসাম্যবাদ আছে, আমাদের কার্য্যে মহা ভেদবুদ্ধি। মহা নিঃস্বার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম ভারতেই প্রচারিত হইয়াছে, কিন্তু

কার্য্যে আমরা অতি নির্দ্দয়, অতি হৃদয়হীন, নিজের মাংস-পিণ্ড শরীর ছাড়া অন্য কিছুই ভাবিতে পারি না।

তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্য্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে, কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন। এক দিকে গতানুগতিক জড়পিণ্ডবৎ সমাজ, অন্য দিকে অস্থির ধৈর্য্যহীন অগ্নিবর্ষণকারী সংস্কারক; কল্যাণের পথ এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। জাপানে শুনিয়াছিলাম যে, সে দেশের বালিকাদিগের বিশ্বাস এই যে, যদি ক্রীড়াপুত্তলিকাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসা যায়, সে জীবিত হইবে। জাপানি বালিকা কখনও পুতুল ভাঙ্গে না। হে মহাভাগে, আমারও বিশ্বাস যে, যদি কেউ এই হতশ্রী, বিগতভাগ্য, লুপ্তবুদ্ধি, পরপদবিদলিত, চিরবুভুক্ষিত, কলহশীল ও পরশ্রীকাতর ভারতবাসীকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তবে ভারত আবার জাগিবে। যবে শত শত মহাপ্রাণ নরনারী সকল বিলাসভোগসুখেচ্ছা বিসর্জ্জন করিয়া কায়মনোবাক্যে দারিদ্র্য ও মূর্খতার ঘনাবর্ত্তে ক্রমশঃ উত্তরোত্তর নিমজ্জনকারী কোটী কোটী স্বদেশীয় নরনারীর কল্যাণ কামনা করিবে, তখন ভারত জাগিবে। আমার

ন্যায় ক্ষুদ্রজীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, সদুদ্দেশ্য, অকপটতা ও অনন্তপ্রেম বিশ্ববিজয় করিতে সক্ষম। উক্ত গুণশালী একজন কোটী কোটী কপট ও নিষ্ঠুরের দুর্ব্বুদ্ধি-নাশ করিতে সক্ষম।

আমার পুনর্ব্বার পাশ্চাত্য দেশে গমন অনিশ্চিত; যদি যাই, তাহাও জানিবেন ভারতের জন্য—এদেশে লোক-বল কোথায়? অর্থবল কোথায়? অনেক পাশ্চাত্য নর-নারী ভারতের কল্যাণের জন্য ভারতীয় ভাবে ভারতীয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া অতি নীচ চণ্ডালাদিরও সেবা করিতে প্রস্তুত আছেন। দেশে কয়জন? আর অর্থবল!! আমাকে অভ্যর্থনা করিবার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য কলিকাতা-বাসীরা টিকিট বিক্রয় করিয়া লেকচার দেওয়াইলেন এবং তাহাতেও সংকুলান না হওয়ায় ৩০০৲ টাকার এক বিল আমার নিকট প্রেরণ করেন!!! ইহাতে কাহারও দোষ দিতেছি না বা কুসমালোচনাও করিতেছি না, কিন্তু পাশ্চাত্য অর্থবল ও লোকবল না হইলে যে আমাদের কল্যাণ অসম্ভব, ইহারই পোষণ করিতেছি। ইতি শম্

চিরকৃতজ্ঞ ও সদা প্রভুসন্নিধানে
ভবৎকল্যাণ-কামনাকারী
বিবেকানন্দ।

(১৫)

(ভারতী-সম্পাদিকার প্রতি।)

দার্জ্জিলিং,

এম্, এন্, বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটী।

২৪ শে এপ্রিল, ১৮৯৭।

মহাশয়াসু—

আপনার সহানুভূতির জন্য হৃদয়ের সহিত আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু নানাকারণবশতঃ এসম্বন্ধে আপাততঃ প্রকাশ্য আলোচনা যুক্তিযুক্ত মনে করি না। তন্মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, যে টাকা আমার নিকট চাওয়া হয়, তাহা ইংলণ্ড হইতে আমার সমভিব্যাহারী ইংরেজ বন্ধু-দিগের আহ্বানের নিমিত্তই অধিকাংশই খরচ হইয়াছিল। অতএব এ কথা প্রকাশ করিলে, যে অপযশের ভয় আপনি করেন, তাহাই হইবে। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা, আমি উক্ত টাকা দিতে অপারক হওয়ায়, আপনা আপনির মধ্যে উহা সারিয়া লইয়াছেন, শুনিতেছি।

আপনি কার্য্যপ্রণালীসম্বন্ধে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন —তদ্বিষয়ে প্রথম বক্তব্য এই যে "ফলানুমেয়াঃ প্রারম্ভাঃ"ই হওয়া উচিত, তবে আমার অতি প্রিয়বন্ধু মিঃ মূলরের প্রমুখাৎ আপনার উদারবুদ্ধি, স্বদেশবাৎসল্য ও দৃঢ় অধ্যবসায়ের অনেক কথা শুনিয়াছি এবং আপনার বিদুষীত্বের প্রমাণ প্রত্যক্ষ। অতএব আপনি যে আমার

ক্ষুদ্র জীবনের অতি ক্ষুদ্র চেষ্টার কথা জানিতে ইচ্ছা করেন, তাহা পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া, অত্র ক্ষুদ্র পত্রে যথাসম্ভব নিবেদন করিলাম। কিন্তু প্রথমতঃ আপনার বিচারের জন্য আমার অনুভবসিদ্ধ সিদ্ধান্ত ভবৎ-সন্নিধানে উপস্থিত করিতেছি ; আমরা চিরকাল পরাধীন, অর্থাৎ এ ভারতভূমে সাধারণ মানবের আত্মস্বত্ববুদ্ধি কখনও উদ্দীপিত হইতে দেওয়া হয় নাই। পাশ্চাত্যভূমি আজ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া দ্রুতপদে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এ ভারতে কৌলীন্য-প্রথা হইতে ভোজ্যাভোজ্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় রাজাই নির্দ্ধারণ করিতেন। পাশ্চাত্যদেশে সমস্তই প্রজারা আপনারা করেন।

এক্ষণে রাজা সামাজিক কোনও বিষয়ে হাত দেন না, অথচ ভারতীয় জনমানবের আত্মনির্ভরতা দূরে থাকুক, আত্মপ্রত্যয় পর্য্যন্ত এখনও অণুমাত্র হয় নাই। যে আত্ম-প্রত্যয় বেদান্তের ভিত্তি, তাহা এখনও ব্যবহারিক অবস্থায় কিছুমাত্রও পরিণত হয় নাই। এই জন্যই পাশ্চাত্য প্রণালী অর্থাৎ প্রথমতঃ উদ্দিষ্ট বিষয়ের আন্দোলন, পরে সকলে মিলিয়া কর্ত্তব্য সাধন, এ দেশে এখনও ফলদায়ক হয় না, এই জন্যই আমরা বিজাতীয় রাজার অধীনে এত অধিক স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীত হই। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে সাধারণে আন্দোলনের দ্বারা কোনও মহৎকার্য্য সাধন করার চেষ্টা বৃথা, "মাথা নেই তার মাথা

ব্যথা”—সাধারণ কোথা? তাহার উপর আমরা এতই বীর্য্যহীন যে, কোনও বিষয়ের আন্দোলন করিতে গেলে তাহাতেই আমাদের বল নিঃশেষিত হয়, কার্য্যের জন্য কিছুমাত্রও বাকি থাকে না; এজন্যই বোধ হয়, আমরা প্রায়ই বঙ্গভূমে “বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া” সতত প্রত্যক্ষ করি। দ্বিতীয়তঃ, যে প্রকার পূর্ব্বেই লিখিয়াছি—ভারতবর্ষের ধনীদিগের নিকট কোনও আশা করি না। যাহাদের উপর আশা, অর্থাৎ যুবক-সম্প্রদায়—ধীর, স্থির অথচ নিঃশব্দে তাহাদিগের মধ্যে কার্য্য করাই ভাল। এক্ষণে কার্য্য;—“আধুনিক সভ্যতা”—পাশ্চাত্য দেশের—ও “প্রাচীন সভ্যতা”—ভারত, মিসর, রোমকাদি দেশের—মধ্যে সেই দিন হইতেই প্রভেদ আরম্ভ হইল, যে দিন হইতে শিক্ষা, সভ্যতা প্রভৃতি উচ্চজাতি হইতে ক্রমশঃ নিম্নজাতিদিগের মধ্যে প্রসারিত হইতে লাগিল। প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, যে জাতির মধ্যে জনসাধারণের ভিতর বিদ্যাবুদ্ধি যত পরিমাণে প্রচারিত, সে জাতি তত পরিমাণে উন্নত। ভারতবর্ষের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহার মূল কারণ ঐটী, দেশীয় সমগ্র বিদ্যাবুদ্ধি এক মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে রাজশাসন ও দম্ভবলে আবদ্ধ করা। যদি পুনরায় আমাদিগকে উঠিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পথ ধরিয়া অর্থাৎ সাধারণ জনগণের মধ্যে বিদ্যার প্রচার করিয়া। আজ অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সমাজসংস্কারের ধুম উঠিয়াছে। ১০ বৎসর যাবৎ ভারতের

নানা স্থল বিচরণ করিয়া দেখিলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাহাদের রুধিরশোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক" নামে প্রথিত ব্যক্তিরা "ভদ্রলোক" হইয়াছেন এবং রহিতেছেন, তাহাদের জন্য একটী সভাও দেখিলাম না! মুসলমান কয়জন সিপাহি আনিয়াছিল? ইংরাজ কয়জন আছে? ৬ টাকার জন্য নিজের পিতা ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, এমন লক্ষ লক্ষ লোক ভারত ছাড়া কোথায় পাওয়া যায়? ৭০০ বৎসর মুসলমান রাজত্বে ৬ কোটি মুসলমান, ১০০ বৎসর ক্রীশ্চান রাজত্বে ২০ লক্ষ ক্রীশ্চান—কেন এমন হয়? Originality (মৌলিকতা) একেবারে দেশকে কেন ত্যাগ করিয়াছে? আমাদের দক্ষহস্ত শিল্পী কেন ইউরোপীয়দের সহিত সমকক্ষতা করিতে না পারিয়া দিন দিন উৎসন্ন যাইতেছে? কি বলেই বা জর্ম্মান্ শ্রমজীবী ইংরাজ শ্রমজীবীর বহুশতাব্দপ্রোথিত দৃঢ় আসন টলমলায়মান করিয়া তুলিয়াছে?

কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। ইউরোপের বহু নগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রেরও সুখস্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরিবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল?—শিক্ষা, জবাব পাইলাম।—শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয়বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্চেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish

colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসী) আসিতেছে—ইংরাজ-পদ-নিপীড়িত, বিগতশ্রী, হতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটী লাঠি ও তার অগ্রবিলম্বিত একটী ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটুলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হয়ে চল্‌ছে, তার বেশভূষা বদ্‌লে গেছে, তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে ভয় ভয় ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বল্‌ছেন যে, ঐ Irishmanকে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল—সমস্ত প্রকৃতি এক-বাক্যে বল্‌ছিল, "Pat, তোর আর আশা নাই, তুই জন্মিছিস্ গোলাম্, থাক্‌বি গোলাম্"—আজন্ম শুনিতে শুনিতে Patএর তাই বিশ্বাস হল, নিজেকে Pat হিপ্‌নটাইজ্ কর্লে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক্ থেকে ধ্বনি উঠিল—"Pat, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই ত সব করেছে, তোর আমার মত মানুষ, সব কর্ত্তে পারে, বুকে সাহস বাঁধ্,"— Pat ঘাড় তুল্লে, দেখ্‌লে ঠিক কথাই ত, ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌লেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" ইত্যাদি।

ঐ প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যা শিক্ষা হচ্ছে, তাও একান্ত অনস্তিভাবপূর্ণ (Negative)—স্কুল-বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়,—ফল

"শ্রদ্ধাহীনস্থ।" যে শ্রদ্ধা বেদবেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধাবলে এই জগৎ চলিতেছে, সে "শ্রদ্ধা"র লোপ। "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানঃ বিনশ্যতি"—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়?—শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—ঐ কথা বল্লেই যে জটাজূট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে, আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হতে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয না? অবশ্যই হয়। মুক্তি, বৈরাগ্য, ত্যাগ এ সকল ত মহাশ্রেষ্ঠ আদর্শ, কিন্তু "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।" দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈত, শৈব-সিদ্ধান্ত, বৈষ্ণব, শাক্ত, এমন কি, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি যে কোনও সম্প্রদায় এ ভারতে উঠিয়াছে, সকলেই এইখানে একবাক্য যে, "এই জীবাত্মাতেই" অনন্ত শক্তি নিহিত আছে, পিপীলিকা হতে উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে সেই "আত্মা", তফাৎ কেবল "প্রকাশের তারতম্যে", "বরণভেদস্তু ততঃ ক্ষেত্রিকবৎ"—পাতঞ্জল যোগসূত্র। অবকাশ ও উপযুক্ত দেশ কাল পেলেই সেই শক্তির বিকাশ হয়। কিন্তু বিকাশ হউক বা না হউক, সে শক্তি প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান—আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত। এই শক্তির উদ্বোধন কর্ত্তে হবে দ্বারে দ্বারে যাইয়া। দ্বিতীয়,

এই সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যা শিক্ষা দিতে হবে। কথা ত হলো সোজা, কিন্তু কার্য্যে পরিণত হয় কি প্রকারে? এই আমাদের দেশে সহস্র সহস্র নিঃস্বার্থ, দয়াবান্, ত্যাগী পুরুষ আছেন, ইঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ এক অর্দ্ধেক ভাগকে, যেমন তাঁহারা বিনা বেতনে পর্য্যটন করে ধর্ম্মশিক্ষা দিচ্চেন, ঐ প্রকার বিদ্যাশিক্ষক করান যেতে পারে। তাহার জন্য চাই, প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব্বস্থানে ব্যাপ্ত হওয়া। মান্দ্রাজ ও কলিকাতায় সম্প্রতি দুইটী কেন্দ্র হইয়াছে, আরও শীঘ্র হইবার আশা আছে। তার পর দরিদ্রদের শিক্ষা অধিকাংশই শ্রুতির দ্বারা হওয়া চাই। স্কুল ইত্যাদির এখনও সময় আইসে নাই। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখান যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্ম্মশালা খুলা যাবে, ঐ কর্ম্মশালার মালবিক্রয় যাহাতে ইউরোপে ও আমেরিকায় হয়, তজ্জন্য উক্ত দেশসমূহেও সভা স্থাপনা হইয়াছে ও হইবে। কেবল মুস্কিল এক, যে প্রকার পুরুষদের জন্য হইবে, ঠিক ঐ ভাবেই স্ত্রীলোক-দের জন্য চাই, কিন্তু এদেশে তাহা অতীব কঠিন, আপনি বিদিত আছেন। পুনশ্চ এই সমস্ত কার্য্যের জন্য যে অর্থ চাই, তাহাও ইংলণ্ড হইতে আসিবে। যে সাপে কামড়ায়, সে নিজের বিষ উঠাইয়া লইবে, ইহা আমার

দৃঢ় বিশ্বাস এবং তজ্জন্য আমাদের ধর্ম্ম ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচার হওয়া চাই। আধুনিক বিজ্ঞান খ্রীষ্টাদি ধর্ম্মের ভিত্তি একেবারে চূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে, তাহার উপর বিলাস ধর্ম্মবৃত্তিই প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলিল। ইউরোপ ও আমেরিকা আশাপূর্ণনেত্রে ভারতের দিকে তাকাইতেছে—এই সময় পরোপকারের, এই সময় শত্রুর দুর্গ অধিকার করিবার। পাশ্চাত্য দেশে নারীর রাজ্য, নারীর বল, নারীর প্রভুত্ব। যদি আপনার ন্যায় তেজস্বিনী বিদুষী বেদান্তজ্ঞ কেউ এই সময়ে ইংলণ্ডে যায়, আমি নিশ্চিত বলিতেছি, এক এক বৎসর অন্ততঃ দশ হাজার নরনারী ভারতের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। এক রমাবাই অস্মদ্দেশ হইতে গিয়াছিলেন, তাঁহার ইংরাজী ভাষা বা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিল্পাদি বোধ অল্পই ছিল, তথাপি তিনি সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। যদি আপনার ন্যায় কেউ যান ত ইংলণ্ড তোলপাড় হইয়া যাইতে পারে, আমেরিকার কা কথা। দেশীয় নারী দেশীয় পরিচ্ছদে ভারতের ঋষিমুখাগত ধর্ম্মপ্রচার করিলে, আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, এক মহান্ তরঙ্গ উঠিবে, যাহা সমগ্র পাশ্চাত্যভূমি প্লাবিত করিয়া ফেলিবে। এ মৈত্রেয়ী, খনা, লীলাবতী, সাবিত্রী ও উভয় ভারতীর জন্মভূমিতে কি আর কোনও নারীর এ সাহস হইবে না? প্রভু জানেন। ইংলণ্ড, ইংলণ্ড, ইংলণ্ড আমরা ধর্ম্মবলে অধিকার করিব, জয়

করিব, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়, এ দুর্দ্দান্ত অসুরের হস্ত হইতে কি সভা সমিতি দ্বারা উদ্ধার হয়? অসুরকে দেবতা করিতে হইবে। আমি দীন ভিক্ষুক পরিব্রাজক কি করিতে পারি, আমি একা অসহায়। আপনাদের ধন-বল, বুদ্ধি-বল, বিদ্যা-বল, আপনারা এ সুযোগ ত্যাগ করিবেন কি? এই এখন মহামন্ত্র—ইংলণ্ড বিজয়, ইউরোপ বিজয়, আমেরিকা বিজয়, তাহাতেই দেশের কল্যাণ। Expansion is the sign of life and we must spread the world over with our spiritual ideals. * হায় হায়! শরীর ক্ষুদ্র জিনিষ, তায় বাঙ্গালীর শরীর, এই পরিশ্রমেই অতি কঠিন প্রাণহর ব্যাধি আক্রমণ করিল; কিন্তু আশা এই—"উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্ম্মা, কালো হ্যয়ং নিরবধির্বিপুলা চ পৃথ্বী।" †

নিরামিষ ভোজন সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—প্রথমতঃ আমার গুরু নিরামিষাশী ছিলেন, তবে দেবীর প্রসাদ মাংস কেহ দিলে অঙ্গুলি দ্বারা মস্তকে স্পর্শ করিতেন। জীবহত্যা পাপ, তাহাতে আর সন্দেহও নাই, তবে যত দিন রাসায়নিক উন্নতির দ্বারা উদ্ভিজ্জাদি মনুষ্যশরীরের উপযোগী খাদ্য না

* বিস্তারই জীবনের চিহ্ন, এবং আমাদিগকে সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আমাদের ধর্ম্মাদর্শগুলি প্রচার করিতে হইবে।

† আমার সমানধর্ম্মা অন্ত কোন ব্যক্তি আছেন বা উৎপন্ন হইবেন। কারণ, কালের অন্ত নাই এবং পৃথিবীও বিপুলা। (মালতীমাধব)

হয়, তত দিন মাংসভোজন ভিন্ন উপায় নাই। যতদিন মনুষ্যকে আধুনিক অবস্থার মধ্যে থাকিয়া রজোগুণের ক্রিয়া করিতে হইবে, ততদিন মাংসাদন বিনা উপায় নাই। মহারাজ অশোক তরবারির দ্বারা দশ বিশ লক্ষ জানোয়ারের প্রাণ বাঁচাইলেন বটে, কিন্তু ১০০শ বৎসরের দাসত্ব কি তদপেক্ষা আরও ভয়ানক নহে? দু দশটা ছাগলের প্রাণ-নাশ বা আমার স্ত্রী-কন্যার মর্য্যাদা রাখিতে অক্ষমতা ও আমার বালকবালিকার মুখের গ্রাস পরের হাত হইতে রক্ষা করিতে অক্ষমতা, এ কয়েকটার মধ্যে কোন্‌টী অধিকতর পাপ? যাঁহারা উচ্চশ্রেণীর, এবং শারীরিক পরিশ্রম করিয়া অন্ন সংগ্রহ করেন না, তাঁহারা বরং না খান, যাহাদের দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতে হইবে, বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরামিষাশী করা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা বিলুপ্তির অন্যতম কারণ। উত্তম পুষ্টিকর খাদ্য কি করিতে পারে, জাপান তাহার নিদর্শন। সর্ব্বশক্তিমতী বিশ্বেশ্বরী আপনার হৃদয়ে অবতীর্ণা হউন। ইতি—

বিবেকানন্দ।

(১৬)

(শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক শিষ্যের প্রতি)।

আলমোড়া ;

৩রা জুলাই ; ১৮৯৭ ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

যস্য বীর্য্যেণ কৃতিনো বয়ং চ ভুবনানি চ।
রামকৃষ্ণং সদা বন্দে শর্ব্বং স্বতন্ত্রমীশ্বরম্॥

"প্রভবতি ভগবান্ বিধি"-রিত্যাগমিনঃ অপ্রয়োগ-নিপুণাঃ প্রয়োগনিপুণাশ্চ পৌরুষং বহুমন্যমানাঃ। তয়োঃ পৌরুষাপৌরুষেয়-প্রতীকারবলয়োঃ বিবেকাগ্রহনিবন্ধনঃ কলহ ইতি মত্বা যতস্বায়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র আক্রমিতুম্ জ্ঞানগিরি-গুরোর্গরিষ্ঠং শিখরম্।

যদুক্তং "তত্ত্বনিকষগ্রাবা বিপদিতি" উচ্যেত তদপি শতশঃ "তৎ ত্বমসি" তত্ত্বাধিকারে। ইদমেব তন্নিদানং বৈরাগ্যরুজঃ। ধন্যং কস্যাপি জীবনং তল্লক্ষণাক্রান্তস্য। অরোচিষ্ণু অপি নির্দ্দিশামি পদং প্রাচীনং—"কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্" ইতি। সমারূঢ়ক্ষেপণীক্ষেপণশ্রমঃ বিশ্রাম্যতাং তন্নির্ভরঃ। পূর্ব্বাহিতো বেগঃ পারং নেষ্যতি নাবম্। তদেবোক্তং,—"তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি।" "ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্ব-মানশুঃ" ইত্যত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমেব লক্ষ্যতে। তদ্বৈরাগ্যং

বস্তুশূন্যং বস্তুভূতং বা। প্রথমং যদি, ন তত্র যতেত কোঽপি কীটভক্ষিতমস্তিষ্কেন বিনা; যদ্যপরং, তদেদং আপততি,—ত্যাগঃ মনসঃ সঙ্কোচনং অন্যস্মাৎ বস্তুনঃ, পিণ্ডীকরণঞ্চ ঈশ্বরে বা আত্মনি। সর্ব্বেশ্বরস্তু ব্যক্তি-বিশেষো ভবিতুং নার্হতি, সমষ্টিরিত্যেব গ্রহণীয়ং। আত্মেতি বৈরাগ্যবতো জীবাত্মা ইতি নাপদ্যতে, পরন্তু সর্ব্বগঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বস্যাত্মরূপেণাবস্থিতঃ সর্ব্বেশ্বর এব লক্ষ্যী-কৃতঃ। স তু সমষ্টিরূপেণ সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষঃ। এবং সতি জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপতঃ অভেদভাবাৎ তয়োঃ সেবাপ্রেমরূপ-কর্ম্মণোরভেদঃ। অয়মেব বিশেষঃ,—জীবে জীববুদ্ধ্যা যা সেবা সমর্পিতা সা দয়া, ন প্রেম, যদাত্মবুদ্ধ্যা জীবঃ সেব্যতে, তৎ প্রেম। আত্মনো হি প্রেমাস্পদত্বং শ্রুতিস্মৃতি-প্রত্যক্ষপ্রসিদ্ধত্বাৎ। তদ্ যুক্তমেব যদবাদীৎ ভগবান্ চৈতন্যঃ,—প্রেম ঈশ্বরে, দয়া জীবে ইতি। দ্বৈতবাদিত্বাৎ তত্রভগবতঃ সিদ্ধান্তো জীবেশ্বরয়োর্ভেদবিজ্ঞাপকঃ সমীচীনঃ। অস্মাকন্তু অদ্বৈতপরাণাং জীববুদ্ধির্বন্ধনায় ইতি। তদস্মাকং প্রেম এব শরণং, ন দয়া। জীবে প্রযুক্তঃ দয়াশব্দোঽপি সাহসিকজল্পিত ইতি মন্যামহে। বয়ং ন দয়ামহে, অপি তু সেবামহে; নানুকম্পানুভূতিরস্মাকং অপি তু প্রেমানুভবঃ স্বানুভবঃ সর্ব্বস্মিন্।

সৈব সর্ব্ববৈষম্যসাম্যকরী ভবব্যাধিনীরুজকরী প্রপঞ্চা-বশ্যম্ভাব্যত্রিতাপহরণকরী সর্ব্ববস্তুস্বরূপপ্রকাশকরী মায়া-

ধ্বান্তবিধ্বংসকরী আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তস্বাত্মরূপপ্রকটনকরী প্রেমানুভূতির্বৈরাগ্যরূপা ভবতু তে শর্ম্মণে শর্ম্মন্।

ইত্যনুদিবসং প্রার্থয়তি

ত্বয়ি ধৃতচিরপ্রেমবন্ধঃ বিবেকানন্দঃ।

ঐ বঙ্গানুবাদ।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

যাঁহার শক্তিতে আমরা এবং সমুদয় জগৎ কৃতার্থ, সেই শিবস্বরূপ স্বাধীন ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণকে আমি সদা বন্দনা করি।

হে আয়ুষ্মন্ শরচ্চন্দ্র, যে সকল বিধিবাদী মীমাংসক উদ্যোগশীল নহেন, তাঁহারা বলেন, সর্ব্বকর্ম্মকৃত অদৃষ্টবিধিই প্রবল, তিনি যাহা করেন, তাহাই হয়; আর যাঁহারা উদ্যোগী ও কর্ম্মকুশল, তাঁহারা পুরুষকারকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। এই যে কেহ পুরুষকারকে দুঃখ প্রতীকারের উপায় মনে করিয়া সেই বলের উপর নির্ভর করেন, আবার কেহ কেহ বা দৈববলের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের বিবাদ কেবল অজ্ঞানজনিত, ইহা জানিয়া তুমি জ্ঞানরূপ গিরিবরের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণের জন্য যত্ন কর।

"বিপদই তত্ত্বজ্ঞানের কষ্টিপাথর-স্বরূপ", নীতিশাস্ত্রে এই যে বাক্য কথিত হইয়াছে, তত্ত্বমসি জ্ঞান সম্বন্ধেও সে কথা শত শত বার বলা যাইতে পারে। ইহাই (অর্থাৎ,

বিপদে অবিচলিত ভাবই) বৈরাগ্যরূপ রোগের নিদান অর্থাৎ লক্ষণ-স্বরূপ।

ধন্য তিনি, যাঁহার জীবনে ইহার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইয়াছে। তোমার ভাল না লাগিলেও আমি সেই প্রাচীন উক্তি তোমায় বলিতেছি, "কিছু সময় অপেক্ষা কর।" দাঁড় চালাইতে চালাইতে শ্রম হইয়াছে, এক্ষণে উহার উপর নির্ভর করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর; পূর্ব্বের বেগই নৌকাকে পারে লইয়া যাইবে। এই জন্যই বলা হইয়াছে, "যোগে সিদ্ধ হইলে কালে আত্মায় আপনা আপনি সেই জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে।" আর এই যে কথিত হইয়াছে, "ধন বা সন্তান দ্বারা অমরত্ব লাভ হয় না, কিন্তু একমাত্র ত্যাগ দ্বারাই অমরত্ব লাভ হয়," এখানে ত্যাগ শব্দের দ্বারা বৈরাগ্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই বৈরাগ্য দুই প্রকার হইতে পারে, হয় বস্তুশূন্য বা অভাবাত্মক, নয় বস্তুভূত বা ভাবাত্মক। যদি বৈরাগ্য অভাবাত্মক হয়, তবে কীটভক্ষিতমস্তিষ্ক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই তল্লাভে যত্ন করিবে না। আর যদি বৈরাগ্য ভাবাত্মক হয়, তবে এই দাঁড়ায় যে, ত্যাগ অর্থে অন্যবস্তুসমূহ হইতে মনকে সরাইয়া আনিয়া ঈশ্বর বা আত্মায় সংগৃহীত ও সংলগ্ন করা। সর্ব্বেশ্বর যিনি, তিনি ব্যক্তিবিশেষ হইতে পারেন না, তিনি সকলের সমষ্টিস্বরূপ। বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির নিকট আত্মা বলিতে জীবাত্মা বুঝায় না, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী,

সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্ব্বেশ্বরই বুঝিতে হইবে। তিনি সমষ্টিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ। অতএব যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন, তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয়, তাহা দয়া, প্রেম নহে, আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয়, তাহা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ, তাহা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্ব্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যাইতেছে। এই জন্যই ভগবান্ চৈতন্য যে ঈশ্বরে প্রেম ও জীবে দয়া করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত; তিনি দ্বৈতবাদী ছিলেন; অতএব তাঁহার এই সিদ্ধান্ত, যাহা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সূচনা করে, তাহা সমীচীনই হইয়াছে। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমাদের কিন্তু জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। অতএব আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নহে। জীবে প্রযুক্ত দয়া শব্দও আমাদের বোধ হয় জোর করিয়া বলা মাত্র। আমরা দয়া করি না, সেবা করি। কাহাকেও দয়া করিতেছি, এ অনুভব আমাদের নাই, তৎপরিবর্ত্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি এবং আত্মানুভব করিয়া থাকি।

হে শর্ম্মন্ (ব্রাহ্মণ), সেই বৈরাগ্যরূপ প্রেমানুভব, যাহাতে সমস্ত বৈষম্যের সমতা সাধন করে, যাহা দ্বারা ভবরোগ আরোগ্য হয়, যাহা দ্বারা—এই জগতে যাহার হাত এড়াইবার উপায় নাই—সেই ত্রিতাপ নাশ হয়, যাহা দ্বারা

সমুদয় বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়, যাহা দ্বারা মায়ারূপ অন্ধকার একেবারে নাশ হইয়া যায়, যাহা দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎকেই আত্মস্বরূপ বলিয়া বোধ হয়, তাহাই তোমার কল্যাণের জন্য তোমার হৃদয়ে উদিত হউক। ইহাই তোমার প্রতি চিরপ্রেমে আবদ্ধ বিবেকানন্দ দিবারাত্র প্রার্থনা করিতেছে।

---

(১৭)

(বড়-জাগুলিয়া-নিবাসিনী জনৈক শিষ্যার প্রতি।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

দেবঘর, বৈদ্যনাথ,

৩রা জানুয়ারী, ১৮৯৮।

মা,

তোমার পত্রে কয়েকটী অতি গুরুতর প্রশ্নের সমুত্থান হইয়াছে। একখানি ক্ষুদ্র লিপিতে ঐ সকল প্রশ্নের সদুত্তর সম্ভব নহে, তবে যথাসম্ভব সংক্ষেপে উত্তর লিখিতেছি।

১। ঋষি, মুনি, দেবতা কাহারও সাধ্য নাই যে, সামাজিক নিয়মের প্রবর্ত্তন করেন। সমাজের পশ্চাতে যখন তাৎকালিক আবশ্যকতার বেগ লাগে, তখন আত্ম-রক্ষার জন্য আপনা আপনি কতকগুলি আচারের আশ্রয় লয়। ঋষিরা ঐ সকল আচার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মাত্র।

আত্মরক্ষার জন্য মনুষ্য যেমন অনেক সময় তৎকালে রক্ষা পাইবার উপযোগী অনেক আগামী অতি অহিতকর উপায় অবলম্বন করে, সেই প্রকার সমাজও অনেক সময় সেই সময়ের জন্য রক্ষা পান, কিন্তু যে উপায়ে বাঁচেন, তাহা পরিণামে ভয়ঙ্কর হয়।

যথা আমাদের দেশে বিধবা-বিবাহ প্রতিষেধ। মনে করিও না যে, ঋষি বা দুষ্ট পুরুষেরা ঐ সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছে। পুরুষ জাতির স্ত্রীকে সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীন রাখিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমাজের সাময়িক আবশ্যকতার সহায় অবলম্বন ব্যতিরেকে কখনও সফলকাম হয় না। এই আচারের মধ্যে দুটী অঙ্গ বিশেষ দ্রষ্টব্য।

(ক) ছোট জাতিদের মধ্যে বিধবার বিবাহ হয়।

(খ) ভদ্র জাতিদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর সংখ্যা অধিক।

এক্ষণে যদি প্রত্যেক কন্যাকেই বিবাহ দেওয়া নিয়ম হয়, তাহা হইলে এক একটীর এক একটী পাত্র মিলাই কঠিন, এক এক জনের দুই তিনটী কোথা হইতে হয়? কাজেই সমাজ এক পক্ষের হানি করিয়াছে অর্থাৎ যে একবার পতি পাইয়াছে তাহাকে আর পতি দেয় না; দিলে একটী কুমারী পতি পাইবে না। যে সকল জাতিতে আবার স্ত্রীর সংখ্যা অধিক, তাহাদের পূর্ব্বোক্ত বাধা না থাকায় বিধবার বিবাহ হয়।

ঐ প্রকার জাতিভেদ বিষয়েও এবং অন্যান্য সামাজিক আচার সম্বন্ধেও।

পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রকার কুমারীদের পতি পাওয়া বড়ই সঙ্কট হইতেছে।

ঐ প্রকার যদি সামাজিক কোনও আচারের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে হয়, তাহা হইলে ঐ আচারের মূলে কি আবশ্যকতা আছে, সেইটী প্রথমে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেইটী পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেই উক্ত আচারটী আপনা হইতে নষ্ট হইয়া যাইবে. তদ্ভিন্ন নিন্দা বা স্তুতির দ্বারা কায হইবে না।

২। এক্ষণে কথা এই, সমাজ এই যে সকল নিয়ম করেন, অথবা সমাজ যে সংগঠিত হয়, তাহা কি সামাজিক সাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত? অনেকে বলেন, হাঁ, আবার কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, তাহা নহে। কতকগুলি লোক অপেক্ষাকৃত শক্তিমান্ হইয়া ধীরে ধীরে অপর সকলকে আপনার অধীন করিয়া ফেলে এবং ছলে বলে বা কৌশলে স্বকামনা পূর্ণ করে। যদি ইহাই সত্য হয়, তাহা হইলে অজ্ঞ লোকদিগকে স্বাধীনতা দেওয়ায় ভয় আছে, একথার মানে কি? স্বাধীনতা মানেই বা কি?

আমার তোমার ধনাদি অপহরণের কোনও বাধা না থাকার নাম কিছু স্বাধীনতা নহে, কিন্তু আমার নিজের শরীর বা বুদ্ধি বা ধন অপরের অনিষ্ট না করিয়া যে প্রকার ইচ্ছা,

সে প্রকার ব্যবহার করিতে পাইব, ইহা আমার স্বাভাবিক অধিকার, এবং উক্ত ধন বা বিদ্যা বা জ্ঞানার্জ্জনের, সকল সামাজিক ব্যক্তির সমান সুবিধা যাহাতে থাকে, তাহাও হওয়া উচিত। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাঁহারা বলেন যে, অজ্ঞ বা গরিবদিগকে স্বাধীনতা দিলে অর্থাৎ তাহাদের শরীর, ধন ইত্যাদিতে তাহাদের পূর্ণ অধিকার দিলে এবং তাহাদের সন্তানদেব ধনী এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের সন্তানদের ন্যায়, জ্ঞানার্জ্জনের এবং আপনার অবস্থার উন্নতি করিবার সমান সুবিধা হইলে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইবে, তাঁহারা কি একথা সমাজের কল্যাণের জন্য বলেন অথবা স্বার্থে অন্ধ হইয়া বলেন? ইংলণ্ডেও একথা শুনিয়াছি,—"ছোট লোকেরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদের চাকুরী কে করিবে?"

মুষ্টিমেয় ধনীদের বিলাসের জন্য লক্ষ লক্ষ নারীনর অজ্ঞতার অন্ধকারে ও অভাবের নরকে ডুবিয়া থাকুক, তাহাদের ধন হইলে বা তাহারা বিদ্যা শিখিলে সমাজ উচ্ছৃঙ্খল হইবে!!!

সমাজ কে? লক্ষ লক্ষ তাহারা? না, এই তুমি আমি দশ জন বড় জাত!!!

আর যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলেও তোমার আমার কি অহঙ্কার যে, আমরা অন্য সকলকে পথ দেখাই? আমরা কি সবজান্তা?

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং"—আপনিই আপনার উদ্ধার কর। যে যার আপনার উদ্ধার করুক। সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীনতা অর্থাৎ মুক্তির দিকে অগ্রসর হওয়াই পুরুষার্থ। যাহাতে অপরে—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, সে বিষয়ে সহায়তা করা ও নিজে সেই দিকে অগ্রসর হওয়াই পরমপুরুষার্থ। যে সকল সামাজিক নিয়ম এই স্বাধীনতার স্ফূর্ত্তির ব্যাঘাত করে, তাহা অকল্যাণকর এবং যাহাতে তাহার শীঘ্র নাশ হয়, তাহাই করা উচিত। যে সকল নিয়মের দ্বারা জীবকুল স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হয়, তাহার সহায়তা করা উচিত।

এ জন্মে যে হঠাৎ দেখিবামাত্র তাদৃক্‌গুণাদিসম্পন্ন না হইলেও ব্যক্তিবিশেষের উপর আমাদের আন্তরিক প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা পূর্ব্ব-জন্মজনিত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নটী বড়ই সুন্দর এবং ঐটীই বুঝিবার বিষয়। সকল ধর্ম্মের ইহাই সার—বাসনার বিনাশ, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিত ইচ্ছারও বিনাশ হইল, কারণ, বাসনা ইচ্ছাবিশেষের নাম মাত্র। তবে আবার এ জগৎ কেন? এ সকল ইচ্ছার বিকাশই বা কেন? কয়েকটী ধর্ম্ম বলেন যে, অসদিচ্ছারই নাশ হওয়া উচিত; সতের নহে। বাসনাত্যাগ ইহলোকে, পরলোকে ভোগের দ্বারা পরিপূরিত হইবে। এ উত্তরে

অবশ্যই পণ্ডিতেরা সন্তুষ্ট নহেন। বৌদ্ধাদি অপর দিকে বলিতেছেন যে, বাসনা দুঃখের মূল, তাহার নাশই শ্রেয়ঃ, কিন্তু মশা মারতে মানুষ মারার মত বৌদ্ধাদি মতে দুঃখ-নাশ করতে নিজেকেও নাশ করে ফেললুম!

সিদ্ধান্ত এই যে, যাহাকে আমরা ইচ্ছা বলি, তাহা তদপেক্ষা আরও উচ্চতর অবস্থার নিম্নপরিণাম। নিষ্কাম মানে ইচ্ছাশক্তিরূপ নিম্নপরিণামের ত্যাগ এবং উচ্চ পরিণামের আবির্ভাব। ঐ রূপ মনোবুদ্ধির অগোচর, কিন্তু যেমন মোহর দেখিতে টাকা এবং পয়সা হইতে অত্যন্ত পৃথক্ হইলেও নিশ্চিত জানি যে, মোহর দুয়ের অপেক্ষা বড়, সেই প্রকার ঐ উচ্চতম অবস্থা বা মুক্তি বা নির্ব্বাণ যাহাই বল, মনোবুদ্ধির অগোচর হইলেও ইচ্ছাদি সমস্ত শক্তি অপেক্ষা বড়; যদিও তাহা শক্তি নহে, কিন্তু শক্তি তাহার পরিণাম, এ জন্য সে বড়; যদিও সে ইচ্ছা নহে, কিন্তু ইচ্ছা তাহার নিম্নপরিণাম, এজন্য তাহা বড়। এখন বোঝ, সকাম ও পরে নিষ্কাম ভাবে যথাযথ ইচ্ছাশক্তির পরিচালনার ফল এই যে, ইচ্ছাশক্তিটাই তদপেক্ষা অনেক উন্নত অবস্থা লাভ করিবে।

গুরুমূর্ত্তি প্রথমে ধ্যান করিতে হয়, পরে তাহা লয় করিয়া ইষ্টমূর্ত্তি বসাইতে হয়। এস্থলে প্রীতিপাত্রই ইষ্টরূপে গ্রাহ্য। * * *

মনুষ্যে ঈশ্বর আরোপ বড়ই মুস্কিল, কিন্তু চেষ্টা

করিতে করিতে নিশ্চয়ই সফল হওয়া যায়। প্রতি মনুষ্যে তিনি আছেন, সে জানুক বা না জানুক, তোমার ভক্তিতে সেই ঈশ্বরত্ব উদয় তাহার মধ্যে হইবেই হইবে।

সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

---

(১৮)

(ভারতী-সম্পাদিকার প্রতি)

বেলুড় মঠ।

১৬ই এপ্রেল, ১৮৯৯।

মহাশয়াসু—

আপনার পত্রে সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। যদি আমার বা আমার গুরুভ্রাতাদিগের কোনও একটী বিশেষ আদরের বস্তু ত্যাগ করিলে অনেক শুদ্ধসত্ত্ব এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী মহাত্মা আমাদের কার্য্যে সহায় হন, তাহা হইলে সে ত্যাগে আমাদের মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইবে না বা এক ফোঁটাও চক্ষের জল পড়িবে না জানিবেন এবং কার্য্যকালে দেখিবেন। তবে এতদিন কাহাকেও ত দেখি নাই সে প্রকার সহায়তায় অগ্রসর। দু একজন আমাদের hobbyর (বদ খেয়ালের) জায়গায় তাঁহাদের hobby বসাইতে চাহিয়াছেন এই পর্য্যন্ত। যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা,

কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃষ্টীয়ানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি জানিবেন। তবে মানুষ দেখ্‌তে দেখ্‌তে বৃদ্ধ হ'তে চলিলাম। এ সংসার বড়ই কঠিন স্থান। গ্রীক্‌দার্শনিকের লাণ্ঠান হাতে করিয়া অনেক দিন হইতেই বেড়াইতেছি। আমার গুরুঠাকুর সর্ব্বদা একটী বাউলে গান গাহিতেন—সেইটী মনে পড়্‌ল।

"মনের মানুষ হয় যে জনা
নয়নে তার যায় গো জানা,
সে দু এক জনা,
সে রসের মানুষ উজান পথে করে আনাগোনা।"

এইত গেল আমার তরফ্‌ থেকে। এর একটীও অতিরঞ্জিত নয় জানিবেন এবং কার্য্যকালে দেখিবেন।

তার পর যে সকল দেশহিতৈষী মহাত্মা গুরুপূজাটী ছাড়্‌লেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন, তাঁদের সম্বন্ধেও আমার একটুকু খুঁৎ আছে। বলি এত দেশের জন্য বুক ধড়ফড়, কলিজা ছেঁড় ছেঁড়, প্রাণ যায় যায়, কণ্ঠে ঘড় ঘড় ইত্যাদি—আর একটা ঠাকুরেই সব বন্ধ করে দিলে?

এই যে প্রবল তরঙ্গশালিনী নদী, যার বেগে পাহাড় পর্ব্বত যেন ভেসে যায়, একটী ঠাকুরে একেবারে হিমালয়ে ফিরিয়ে দিলে! বলি ওরকম দেশহিতৈষিতাতে কি বড় কায হবে মনে করেন, বা ওরকম সহায়তায় বড় বিশেষ

উপকার হতে পারে? আপনারা জানেন, আমিত কিছুই বুঝিতে পারিনা। তৃষ্ণার্ত্তের এত জলের বিচার, ক্ষুধায় মৃতপ্রায়ের এত অন্নবিচার, এত নাক সিট্‌কান? কে জানে কার কি মতি গতি। আমার যেন মনে হয় ও সব লোক গ্লাসকেসের ভিতর ভাল, কাজের সময় যত ওরা পিছনে থাকে, ততই কল্যাণ।

প্রীত না মানে জাত্ কুজাত্
ভুখ না মানে বাসি ভাত।

আমি ত এই জানি। তবে আমার সব ভুল হতে পারে, ঠাকুরের আঁটিটা গলায় আট্‌কে যদি সব মারা যায় তা না হয় আঁটিটা ছাড়িয়ে দেওয়া যায়।

যাহা হউক, এ সম্বন্ধে আপনাদের সঙ্গে অনেক কথা কহিবার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা রহিল।

এ সকল কথা কহিবার জন্য রোগ শোক মৃত্যু সকলেই আমায় এ পর্য্যন্ত সময় দিয়াছেন, বিশ্বাস এখনও দিবেন।

এই নববর্ষে আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ হউক।

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ।

(১৯)

(বড় জাগুলিয়া নিবাসিনী জনৈক শিষ্যার প্রতি)

দেওঘর, বৈদ্যনাথ।
C/O বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায়।
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯০০।

মা, তোমার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম; তুমি যা বুঝিয়াছ, তাহা ঠিক। "স ঈশ অনির্ব্বচনীয়প্রেম-স্বরূপঃ," সেই ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ, এই নারদোক্ত লক্ষণটী যে প্রত্যক্ষ এবং সর্ব্ববাদিসম্মত, আমার জীবনের ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত। অনেকগুলি ব্যক্তি একত্রের নাম "সমষ্টি", এক একটীর নাম "ব্যষ্টি"। তুমি আমি "ব্যষ্টি," সমাজ "সমষ্টি"। তুমি আমি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ বৃক্ষ লতা পৃথিবী গ্রহ নক্ষত্রাদি এক একটী "ব্যষ্টি," আর এই জগৎটা "সমষ্টি"—বেদান্তে ইহাকেই বিরাট্ বা হিরণ্যগর্ভ বা ঈশ্বর বলে। পৌরাণিক ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দেবী ইত্যাদি নাম।

ব্যষ্টির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আছে কি না এবং কত পরিমাণে হওয়া উচিত, সমষ্টির নিকট ব্যষ্টির একেবারে সম্পূর্ণ আত্মেচ্ছা, আত্মসুখ ত্যাগ করা উচিত কি না, এই প্রশ্নই সমাজের অনাদি কালের বিচার্য্য। এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত লইয়াই সকল সমাজ ব্যস্ত; আধুনিক পাশ্চাত্য

সমাজে ইহাই প্রবল তরঙ্গরূপ ধারণ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। যে মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে সমাজের প্রভুতার সম্মুখে বলি দিতে চায়, তাহার ইংরাজী নাম সোসিয়ালিস্‌ম্, ব্যক্তিত্বসমর্থক মতের নাম ইন্‌ডিভিডুয়ালিস্‌ম্।

সমাজের নিকট ব্যক্তির—নিয়মের ও শিক্ষার শাসন দ্বারা চিরদাসত্বের ও বলপূর্ব্বক আত্মবিসর্জ্জনের কি ফল ও পরিণাম, আমাদের মাতৃভূমিই তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজনপানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেই প্রকার; এমন কি, মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণত্যাগ করে। এ কঠোর শিক্ষায় একটী মহৎগুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটী এই যে, দুটী একটী কার্য্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকত কাষ্ঠ লইয়া এ দেশের রাঁধুনি যে সুস্বাদ অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই। একটা মান্ধাতার আমলের একটাকা দামের তাঁত ও একটা গর্ত্তের ভিতর পা, এই সরঞ্জামে ২০৲ টাকা গজের কিংখাব কেবল এদেশেই হওয়া সম্ভব। একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এদেশেই হয়। খেঁদা বোঁচা স্ত্রীর উপর

সর্ব্বসহিষ্ণু মমত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এদেশেই হয়। এই ত গেল গুণ।

কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্যে প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, আশার তরঙ্গ নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্রসুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিষের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখন কাটে না, প্রাতঃসূর্য্যের উজ্জ্বলচ্ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না। এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।

নিয়মে চলিতে পারিলেই যদি ভাল হয়, পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে সমাগত রীতিনীতির অখণ্ড অনুসরণ করাই যদি ধর্ম্ম হয়, বল, বৃক্ষের অপেক্ষা ধার্ম্মিক কে? রেলের গাড়ীর চেয়ে ভক্ত সাধু কে? প্রস্তরখণ্ডকে কে কবে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে দেখিয়াছে? গোমহিষাদিকে কে কবে পাপ করিতে দেখিয়াছে?

অতি প্রকাণ্ড কলের জাহাজ, মহাবলবান্ রেলের গাড়ীর ইঞ্জিন,—তাহারাও জড়; চলে ফেরে, ধাবমান হয়, কিন্তু

জড়। আর ঐ যে ক্ষুদ্র কীটাণুটী রেলের গাড়ীর পথ হইতে আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া গেল, ওটী চৈতন্যশালী কেন? যন্ত্রে ইচ্ছাশক্তির বিকাশ নাই, যন্ত্র নিয়মকে অতিক্রম করিতে চায় না; কীটটী নিয়মকে বাধা দিতে চায়, পারুক বা নাই পারুক, নিয়মের বিপক্ষে উত্থিত হয়, তাই সে চেতন। এই ইচ্ছাশক্তির যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক, সে জীব তত বড়। ঈশ্বরের ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্ব্বোচ্চ।

বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বইপড়া? না; নানাবিধ জ্ঞানার্জ্জন? তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও স্ফূর্ত্তি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। এখন বোঝ, যে শিক্ষার ফলে এই ইচ্ছাশক্তি ক্রমাগত পুরুষানুক্রমে বলপূর্ব্বক নিরুদ্ধ হইয়া এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, যাহার শাসনে নূতন ভাবের কথা দূরে থাক্, পুরাতনগুলিই একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, যাহা মনুষ্যকে ধীরে ধীরে যন্ত্রের ন্যায় করিয়া ফেলিতেছে, সে কি শিক্ষা? চালিত যন্ত্রের ন্যায় ভাল হওয়ার চেয়ে স্বাধীন ইচ্ছা, চৈতন্যশক্তির প্রেরণায় মন্দ হওয়াও আমার মতে কল্যাণকর। আর এই মৃৎপিণ্ডপ্রায়, প্রাণহীন যন্ত্রগুলির মত, উপলরাশির ন্যায় স্তূপীকৃত মনুষ্যসমষ্টির দ্বারায় যে সমাজ গঠিত হয়, সে কি সমাজ? তাহার কল্যাণ কোথায়? কল্যাণ যদি সম্ভব হইত, তবে সহস্র বৎসরের দাস না হইয়া

আমরাই পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ জাতি হইতাম, মহামূর্খতার আকর না হইয়া ভারতভূমিই বিদ্যার চিরপ্রস্রবণ হইত।

তবে কি আত্মত্যাগ ধর্ম্ম নহে? বহুর জন্য একের সুখ, একের কল্যাণ উৎসর্গ করা কি একমাত্র পুণ্য নহে? ঠিক কথা, কিন্তু আমাদের ভাষায় বলে, "ঘষে মেজে রূপ কি হয়? ধরে বেঁধে প্রীতি কি হয়?" চিরভিখারীর ত্যাগে কি মাহাত্ম্য? ইন্দ্রিয়হীনের ইন্দ্রিয়সংযমে কি পুণ্য? ভাব-হীন, হৃদয়হীন, উচ্চ-আশাহীনের, সমাজের অস্তিত্ব-নাস্তিত্ব-জ্ঞানহীনের আবার আত্মোৎসর্গ কি? বলপূর্ব্বক সতীদাহে কি সতীত্বের বিকাশ? কুসংস্কার শিখাইয়া পুণ্য করানই বা কেন? আমি বলি, বন্ধন খোল, জীবের বন্ধন খোল, যতদূর পার, বন্ধন খোল। কাদা দিয়ে কি কাদা ধোয়া যায়? বন্ধনের দ্বারা কি বন্ধন কাটে? কার কেটেছে? সমাজের জন্য যখন সমস্ত নিজের সুখেচ্ছা বলি দিতে পার্‌বে, তখন ত তুমিই বুদ্ধ হবে, তুমিই মুক্ত হবে, সে ঢের দূর। আবার তার রাস্তা কি জুলুমের উপর দিয়ে? আহা!! আমাদের বিধবাগুলি কি নিঃস্বার্থ ত্যাগের দৃষ্টান্ত, এমন রীতি কি আর হয়!!! আহা, বাল্য-বিবাহ কি মধুর!! সে স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা না হয়ে কি যায়!!! এই বলে নাকে কান্নার এক ধুয়া উঠেছে। আর পুরুষের বেলা অর্থাৎ যাঁহাদের হাতে চাবুক, তাঁদের বেলা ত্যাগের কিছুই দরকার নাই। সেবাধর্ম্মের চেয়ে কি আর ধর্ম্ম আছে?

কিন্তু সেটা বামুন ঠাকুরের বেলা নহে, তোমরাই কর। আসল কথা, মা বাপ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি এদেশের, নিজের স্বার্থের জন্য, নিজের সামাজিক অবমাননা হইতে বাঁচিবার জন্য পুত্র-কন্যাদি সব নির্ম্মম হইয়া বলিদান করিতে পারেন, এবং পুরুষানুক্রমে শিক্ষা মানসিক জড়ত্ব বিধান করিয়া উহার দ্বারা উন্মুক্ত করিয়াছে। যে বীর, সেই ত্যাগ কর্‌তে পারে; যে কাপুরুষ, সে চাবুকের ভয়ে এক হাতে চোক মুচ্‌ছে আর এক হাতে দান কর্‌ছে; তার দানে কি ফল? জগৎপ্রেম অনেক দূর। চারাগাছটাকে ঘিরে রাখ্‌তে হয়, যত্ন কর্‌তে হয়। একটাকে নিঃস্বার্থ ভালবাস্‌তে শিখতে পার্‌লে ক্রমে বিশ্বব্যাপী প্রেমের আশা করা যায়। ইষ্টদেবতাবিশেষে ভক্তি হলে ক্রমে বিরাট্ ব্রহ্মে প্রীতি হইতে পারে।

অতএব একজনের জন্য আত্মত্যাগ কর্‌তে পার্‌লে তবে সমাজের জন্য ত্যাগের কথা কহা উচিত, তার আগে নয়। সকাম থেকেই নিষ্কাম হয়। কামনা না আগে থাক্‌লে কি কখন তাহার ত্যাগ হয়? আর তার মানেই বা কি? অন্ধকার না থাক্‌লে কি কখন আলোকের মানে হয়?

সকাম, সপ্রেম পূজাই প্রথম। ছোটর পূজাই প্রথম, তার পর আপনা আপনি বড় আস্‌বে।

মা, তুমি চিন্তিত হয়ো না। বড় গাছেই বড় ঝড় লাগে। "কাঠ নেড়ে দিলে বেশী জ্বলে, সাপের মাথায়

আঘাত লাগ্‌লে তবে সে ফণা ধরে" ইত্যাদি। যখন হৃদয়ের মধ্যে মহাযাতনা উপস্থিত হয়, (চারিদিকে দুঃখের ঝড় ওঠে, বোধ হয় যেন এ যাত্রা আলো দেখ্‌তে পাব না, যখন আশা ভরসা প্রায় ছাড়ে ছাড়ে, তখনই এই মহা আধ্যাত্মিক দুর্য্যোগের মধ্য হইতে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মজ্যোতি স্ফূর্ত্তি পায়। ক্ষীরননী খেয়ে, তুলোর উপর শুয়ে, এক ফোঁটা চোখের জল কখনও না ফেলে কে কবে বড় হয়েছে, কার ব্রহ্ম কবে বিকসিত হয়েছেন? কাঁদ্‌তে ভয় পাও কেন? কাঁদ। কেঁদে কেঁদে তবে চোখ সাফ হয়, তবে অন্তর্দৃষ্টি হয়, তবে আস্তে আস্তে মানুষ জন্তু গাছপালা দূর হয়ে তার জায়গায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন হয়।)

তখন

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্॥

সর্ব্বত্র সমানভাবে বিদ্যমান ঈশ্বরকে জানিয়া নিজে আর নিজেকে হিংসা করেন না (অর্থাৎ সবই তিনি); তখনই পরমা গতি প্রাপ্ত হন।

সদা শুভাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ।

সমাপ্ত।
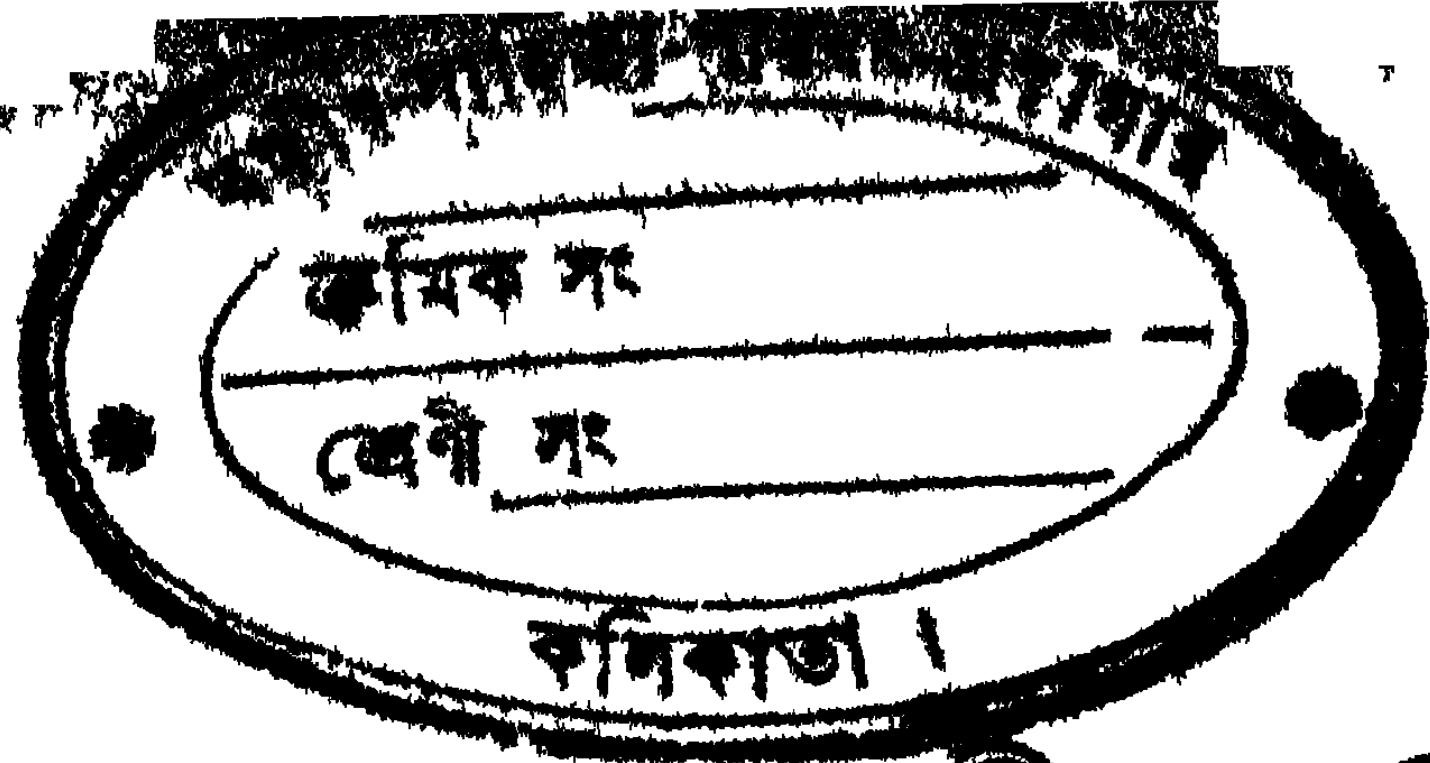
পত্রাবলী।

দ্বিতীয় ভাগ।
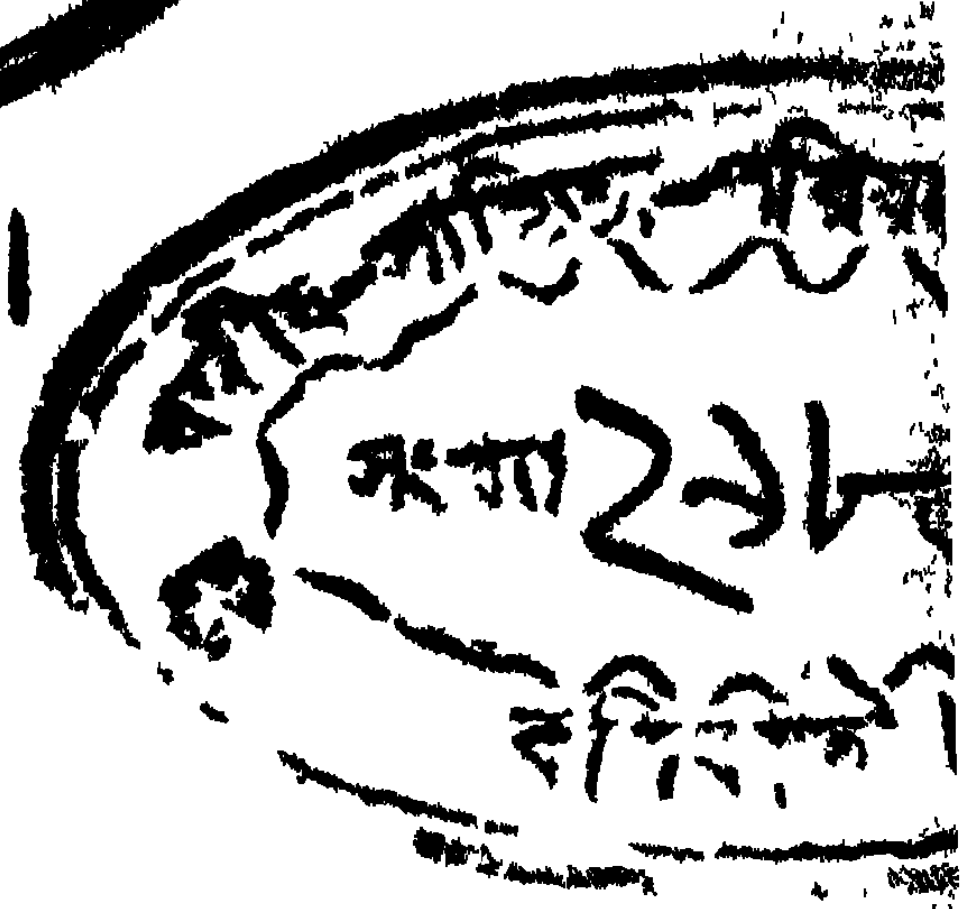
(১)

[স্বামীজি আমেরিকা যাত্রাব পূর্ব্বে খেতড়িনিবাসী পণ্ডিত শঙ্করলালকে ইংবাজীতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন—ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ।]

বোম্বাই।
২০।৯।১৮৯২

প্রিয় পণ্ডিতজী মহারাজ,

আমি যথাসময়ে আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি প্রশংসার উপযুক্ত না হইলেও, আমাকে কেন যে প্রশংসা করা হয়, তাহা বুঝিতে পারি না। প্রভু যীশুর কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয়, 'ভাল একজন মাত্রই আছেন—স্বয়ং প্রভু ভগবান্‌ই একমাত্র ভাল।' অপর সকলে তাঁহারই হস্তের যন্ত্রমাত্র। মহতো মহীয়ান্ ঈশ্বর এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগণই গৌরবপাত্র, আমার ন্যায় অনুপযুক্ত ব্যক্তি নহে। এ ক্ষেত্রে 'ভৃত্য তাহার বেতনের অধিকারী নহে।' বিশেষতঃ, ফকিরের কোনরূপ প্রশংসা-লাভের অধিকার

নাই। ভৃত্য যদি শুধু তাহার কার্য্য করিয়া থাকে, তবে কি আপনি তাহার প্রশংসা করেন?

আশা করি, আপনি সপরিবারে সম্পূর্ণ কুশলে আছেন। পণ্ডিত সুন্দরলালজী ও মদীয় অধ্যাপক* যে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

এখন আপনাকে আমি অন্য এক বিষয় বলিতে চাই :—হিন্দুগণ চিরকালই সাধারণ সত্য হইতে বিশেষ সত্যে উপনীত হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কখনই বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা সত্যের বিচার দ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হইবার চেষ্টা করেন নাই। আমাদের সকল দর্শনেই আমরা দেখিতে পাই,—প্রথমে একটী সাধারণ প্রতিজ্ঞা ধরিয়া লইয়া, তার পর চুলচেরা বিচার চলিতেছে; কিন্তু সেই প্রতিজ্ঞাটিই হয়ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক ও বালকোচিত। কেহই এই সকল সাধারণ প্রতিজ্ঞার সত্যাসত্য জিজ্ঞাসা অথবা অনুসন্ধান করে নাই। তাঁহাদের স্বাধীন চিন্তা একরূপ নাই বলিলেই হয়। সেইজন্যই আমাদের দেশে পর্য্যবেক্ষণ ও সামান্যীকরণ (Generalisation, বিশেষ বিশেষ সত্য হইতে এক সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ বিজ্ঞানসমূহের অত্যন্তাভাব দেখিতে পাই। ইহার কারণ কি? ইহার দুইটী কারণ আছে :—প্রথমতঃ,

---

* স্বামীজি খেতড়ীতে জনৈক পণ্ডিতের নিকট পাণিনি শিক্ষা করেন। তাঁহাকেই উদ্দেশ করিয়া 'মদীয় অধ্যাপক' বলিতেছেন।

এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্তাধিক্য হেতু আমাদিগকে কর্ম্মপ্রিয় না করিয়া শান্তি ও চিন্তাপ্রিয় করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পুরোহিত ব্রাহ্মণেরা কখনই দূরদেশে ভ্রমণ অথবা সমুদ্র-যাত্রা করিতেন না। সমুদ্রযাত্রা করিতে বা দূরভ্রমণ করিতে লোকে যে যাইত না, তাহা নহে; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে বণিক্‌গণের সংখ্যাই অধিক ছিল—পৌরোহিত্যের অত্যাচার ও তাহাদের নিজেদের ব্যবসায়ে লাভের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা, ইহাদিগের মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা একেবারে রোধ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের ফলে মনুষ্যজাতির জ্ঞানভাণ্ডার বর্দ্ধিত না হইয়া উহার অবনতিই হইয়াছিল। কারণ, তাহাদের পর্য্যবেক্ষণ সদোষ ছিল। ইহারা বিভিন্ন দেশের যে বিবরণ প্রদান করিত, তাহা অত্যুক্তিপূর্ণ ও কাল্পনিক ছিল—সুতরাং উহা লোকগ্রাহ্য হয় নাই।

সুতরাং আপনি বুঝিতেছেন, আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজযন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় এক জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংশ্রব রাখিতে হইবে। সর্ব্বোপরি, আমাদিগকে দরিদ্রের উপর অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। আমরা এখন যে বিষম অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, তাহা ভাবিলে হাস্যের উদ্রেক হয়।

যদি কোন ভাঙ্গী কাহারও নিকট উপস্থিত হয়, সে যেন সংক্রামক রোগের ন্যায় তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে, কিন্তু যখনই পাদরি সাহেব আসিয়া মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার মাথায় খানিকটা জল ছিটাইয়া দেয়, আর সে একটা (যতই ছিন্ন ও জর্জ্জরিত হউক) জামা পরিতে পায়, তখনই সে খুব গোঁড়া হিন্দুর বাড়ীতেও প্রবেশাধিকার পায়। আমি ত এমন লোক দেখিতে পাই না, যে তখন ভরসা করিয়া তাহাকে একখানা চেয়ার দিতে ও তাহার সহিত সপ্রেম করমর্দ্দনে অস্বীকার করিতে পারে!! এর চেয়ে আর অদৃষ্টের পরিহাস কতদূর হইতে পারে? এখন এই পাদরিরা দক্ষিণে কি কর্চ্চে, দেখ্‌বেন আসুন দেখি। উহারা লাখ্ লাখ্ নীচ জাতকে খ্রীষ্টান করে ফেল্‌চে—আর পৌরোহিত্যের অত্যাচার ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা যেখানে বেশী, সেই ত্রিবাঙ্কুরে, যেখানে ব্রাহ্মণগণ সমুদয় ভূমির স্বামী, এবং স্ত্রীলোকেরা, এমন কি, রাজবংশীয়া মহিলাগণ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীরূপে বাস করা খুব সম্মানের বিষয় জ্ঞান করিয়া থাকে, তথাকার সিকি ভাগ খ্রীষ্টান হইয়া গিয়াছে। আর আমি তাদের দোষও দিতে পারি না। তাদের আর কোন্ বিষয়ে অধিকার আছে বলুন? হে প্রভু, কবে মানুষ অপর মানুষকে ভাইএর ন্যায় দেখিবে?

আপনারই

বিবেকানন্দ।

(২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

George W. Hale,
541, Dearborn Avenue
Chicago.
১৯শে মার্চ্চ, ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু,—

এদেশে আসিয়া অবধি তোমাদের পত্র লিখি নাই। কিন্তু হরিদাস ভাইএর* পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। G. C. Ghosh † এবং তোমরা যে হরিদাস ভাইএর যথোচিত খাতির করিয়াছ, তাহা বড়ই ভাল।

এদেশে আমার কোনও অভাব নাই; তবে ভিক্ষা চলে না, পরিশ্রম অর্থাৎ উপদেশ করিতে হয় স্থানে স্থানে। এদেশে যেমন গরম, তেম্নি শীত। গরমি কলিকাতার অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। শীতের কথা কি বলিব, সমস্ত দেশ দু হাত তিন হাত, কোথাও ৪।৫ হাত বরফে ঢাকা। দক্ষিণভাগে বরফ নাই। বরফ তো ছোট জিনিষ।

---

* হরিদাস ভাই—জুনাগড়ের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান। স্বামীজির আমেরিকা যাইবার পূর্ব্বেই ইঁহার সহিত বিশেষ পরিচয় হয় এবং ইঁহার সাহায্যেই তাঁহার ভারতবর্ষের অনেক রাজারাজড়ার সহিত বিশেষ আলাপ হয়।

† ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ—বিখ্যাত নাটকরচয়িতা ও অভিনেতা।

যখন পারা জিরোর উপর ৩২ থাকে, তখন বরফ পড়ে। কলিকাতায় কদাচ ৬০ হয়—জিরোর উপর, ইংলণ্ডে কদাচ জিরোর কাছে যায়। এখানে পারার পো জিরোর নীচে ৪০।৫০ তক নেবে যান। উত্তরভাগে কানাডায় পারা জমে যায়। তখন আল্‌কোহল্ থার্‌মোমিটর্ ব্যবহার করিতে হয়। যখন বড্ড ঠাণ্ডা, অর্থাৎ যখন পারা জিরোর উপর ২০° ডিগ্রিরও নীচে থাকে, তখন বরফ পড়ে না। আমার বোধ ছিল বরফ পড়া একটা বড় ঠাণ্ডা। তা নয়, বরফ অপেক্ষাকৃত গরম দিনে পড়ে। বেজায় ঠাণ্ডায় একরকম নেশা হয়। গাড়ী চলে না, শ্লেজ চক্রহীন ঘস্‌ড়ে যায়! সব জমে কাঠ—নদী নালা লেকের (হ্রদের) উপর হাতী চলে যেতে পারে। নায়াগারার প্রচণ্ড প্রবাহশালী বিশাল নির্ঝর জমে পাথর !!! কিন্তু আমি বেশ আছি। প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল, তার পর গরজের দায়ে একদিন রেলে করে কানাডার কাছে, দ্বিতীয় দিন দক্ষিণ আমেরিকা লেক্‌চার করে বেড়াচ্চি। গাড়ী ঘরের মত Steam pipe (ষ্টিম্ পাইপ্—নলযোগে চালিত বাষ্প) যোগে খুব গরম,আর চারি দিকে বরফের রাশি ধপ্‌ধপে সাদা—সে অপূর্ব্ব শোভা।

বড় ভয় ছিল যে, আমার নাক কাণ খসে যাবে, কিন্তু আজিও কিছু হয় নাই। তবে রাশীকৃত গরম কাপড় তার উপর সলোম চামড়ার কোট, জুতো, জুতোর উপর পশমের জুতো ইত্যাদি আবৃত হয়ে বাহিরে যেতে হয়। নিঃশ্বাস বেরুতে না বেরুতেই দাড়িতে জমে যাচ্চেন। তাতে

তামাসা কি জান? বাড়ীর ভেতর জলে এক ডেলা বরফ না দিয়ে এরা পান করে না। বাড়ীর ভেতর গরম কি না, তাই। প্রত্যেক ঘরে, সিঁড়িতে Steam pipe গরম রাখ্‌চে। কলা-কৌশলে এরা অদ্বিতীয়, ভোগে বিলাসে অদ্বিতীয়,পয়সা রোজগারে অদ্বিতীয়, খরচে অদ্বিতীয়। কুলিয় রোজ ৬৲ টাকা, চাকরের তাই, ৩৲ টাকার কম ঠিকা গাড়ী পাওয়া যায় না। চারি আনার কম চুরুট নাই। ২৪ টাকার মধ্যবিৎ জুতো একজোড়া। ৫০০ টাকায় একটা পোষাক। যেমন রোজগার, তেমনি খরচ। একটা লেক্‌চার ২০০।৩০০ ৫০০।২০০০।৩০০০ পর্য্যন্ত। আমি ৫০০ টাকা* পর্য্যন্ত পাইয়াছি। অবশ্য—আমার এখানে এখন পোহাবার। এরা আমায় ভালবাসে, হাজার হাজার লোক আমার কথা শুনিতে আসে।

---

* বিখ্যাত চিকাগো বক্তৃতার পর স্বামীজি একটী Lecture Bureauর (বক্তৃতা কোম্পানি—ইহারা ভাল ভাল বক্তা সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইয়া থাকে এবং বক্তৃতার সমুদয় বন্দোবস্ত করে। টিকিট বিক্রয় করিয়া যে টাকা পায়, তাহার কতকাংশ ঐ বক্তাকে দিয়া থাকে) সহিত মিলিত হইয়া কিছুদিন আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে অনেকে ইহাকে এইরূপ বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, পয়সা না লইলে এখানে কেহ বক্তৃতা শুনেনা। কিন্তু পরে যখন দেখিলেন, ইহাতে স্বাধীনভাবে কার্য্য করা অসম্ভব, তখন ইহাদের সহিত সমুদয় সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া বক্তৃতালব্ধ অর্থের অধিকাংশ ভারতের নানা সৎকার্য্যে দান করিয়া বিনা পয়সায় বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেন।

পত্রাবলী।

প্রভুর ইচ্ছা —মশায়ের সঙ্গে এখানে দেখা। প্রথমে বড়ই প্রীতি, পরে যখন চিকাগো শুদ্ধ নরনারী আমার উপর ভেঙ্গে পড়্‌তে লাগ্‌ল, তখন —ভায়ার মনে আগুন জ্বল্‌লো! * * * *

ভায়া, সব যায়, ওই পোড়া হিংসেটা যায় না। * * আমাদের জাতের ঐটে দোষ, খালি পরনিন্দা আর পরশ্রীকাতরতা। হাম্ বড়, আর কেউ বড় হবে না। "যে নিঘ্নন্তি পরহিতং নিরর্থকং তে কে ন জানীমহে।"* ভর্ত্তৃহরি। এদেশের মেয়ের মত মেয়ে জগতে নাই। কি পবিত্র, স্বাধীন, স্বাপেক্ষ, আর দয়াবতী—মেয়েরাই এদেশের সব। বিদ্যে বুদ্ধি সব তাদের ভেতর। "যা শ্রীঃ স্বয়ং সুকৃতীনাং ভবনেষু" (যিনি পুণ্যবান্‌দের গৃহে স্বয়ং লক্ষ্মীস্বরূপিণী) এদেশে, আর "পাপাত্মনাং হৃদয়েষ্বলক্ষ্মীঃ" (পাপাত্মাগণের হৃদয়ে অলক্ষ্মীস্বরূপিণী) আমাদের দেশে, এই বোঝ। হরে, হরে, এদের মেয়েদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম্, "ত্বং শ্রীস্ত্বমীশ্বরী ত্বং হ্রীঃ" ইত্যাদি। (তুমিই লক্ষ্মী, তুমিই ঈশ্বরী, তুমিই লজ্জা-স্বরূপিণী)। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" (যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা) ইত্যাদি। এ দেশের বরফ যেমনি সাদা, তেমন হাজার হাজার মেয়ে আছে, যাদের মন তেমনি পবিত্র। আর আমাদের দশ

---

* যাহারা নিরর্থক পরের অনিষ্টসাধন করে, তাহারা যে কিরূপ লোক, তাহা বলিতে পারি না।

বৎসরের বেটা-বিউনিরা! * * প্রভো, এখন বুঝ্‌তে পারছি। আরে দাদা, "যত্র নার্য্যস্তু নন্দ্যন্তে নন্দন্তে তত্র দেবতাঃ" (যেখানে স্ত্রীলোকেরা আনন্দে থাকে, দেবতারাও তথায় আনন্দ করেন) বুড় মনু বলেছে। আমরা মহাপাপী; স্ত্রীলোককে ঘৃণ্যকীট, নরকমার্গ ইত্যাদি বলে বলে অধোগতি হয়েছে। বাপ্‌, আকাশ পাতাল ভেদ!! "যাথাতথ্যতো অর্থান্‌ ব্যদধাতি।" ইশ-উপ। (যথোপযুক্তভাবে কর্ম্মফল বিধান করেন)। প্রভু কি গপ্পিবাজিতে ভোলেন? প্রভু বলেছেন, "ত্বম্‌ স্ত্রী ত্বম্‌ পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী," ইত্যাদি। শ্বেতাশ্বতর-উপ। (তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই বালক ও তুমিই বালিকা)। আর আমরা বল্‌ছি,—"দূরমপসর রে চণ্ডাল।" (ওরে চণ্ডাল, দূরে সরিয়া যা); "কেনৈষা নির্ম্মিতা নারী মোহিনী," ইত্যাদি। (কে এই মোহিনী নারীকে নির্ম্মাণ করিয়াছে?) দক্ষিণ দেশে যা দেখেছি, উচ্চজাতির নীচের উপর যে অত্যাচার! * * যে ধর্ম্ম গরীবের দুঃখ দূর করে না, মানুষকে দেবতা করে না, তা কি আবার ধর্ম্ম! আমাদের কি আর ধর্ম্ম? আমাদের "ছুৎমার্গ," খালি "আমায় ছুঁয়ো না," "আমায় ছুঁয়ো না"। হে হরি! যে দেশের বড় বড় মাথাগুলো আজ দু হাজার বৎসর খালি বিচার করছে, ডান হাতে খাব, কি বাঁ হাতে, ডান্‌ দিক থেকে জল নেব, কি বাঁ দিক্‌ থেকে—* * তাদের অধোগতি হবে না ত কার হবে? "কালঃ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কালো হি দুরতিক্রমঃ।"

(সকলেই নিদ্রিত হইয়া থাকিলেও কাল জাগরিত থাকেন, কালকে অতিক্রম করা বড়ই কঠিন)। তিনি জানিতেছেন, তাঁর চক্ষে কে ধূলো দেয় বাবা!

যে দেশে কোটি কোটি মানুষ মহুয়ার ফুল খেয়ে থাকে, আর দশ বিশ লাখ্ সাধু আর ক্রোর দশেক ব্রাহ্মণ ঐ গরীবদের রক্ত চুষে খায়, আর তাদের উন্নতির কোনও চেষ্টা করে না, সে কি দেশ, না নরক! সে ধর্ম্ম, না পৈশাচ নৃত্য! দাদা, এইটী তলিয়ে বোঝ—ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখেছি। এ দেশ দেখেছি। কারণ বিনা কার্য্য হয় কি? পাপ বিনা সাজা মিলে কি?

সর্ব্বশাস্ত্রপুরাণেষু ব্যাসস্য বচনদ্বয়ং।
পরোপকারস্তু পুণ্যায় পাপায় পরপীড়নম্॥

(সমুদয় শাস্ত্র ও পুরাণে ব্যাসের দুইটী বাক্য আছে—পরোপকার করিলে পুণ্য ও পরপীড়ন করিলে পাপ উৎপন্ন হয়।)

সত্য নয় কি?

দাদা, এই সব দেখে—বিশেষ দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; একটা বুদ্ধি ঠাওরালুম—Cape কমোরিণে (কুমারিকা অন্তরীপে) মা কুমারীর মন্দিরে বসে—ভারতবর্ষের শেষ পাথর টুক্‌রার উপর বসে—এই যে আমরা এত জন সন্ন্যাসী আছি, ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি, লোককে metaphysics (দর্শন) শিক্ষা দিচ্ছি, এসব পাগ্‌লামি। খালি পেটে ধর্ম্ম হয় না—গুরুদেব বল্‌তেন না?

ঐ যে গরীবগুলো পশুর মত জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; আমরা আজ চার যুগ ওদের রক্ত চুসে খেয়েছি, আর দু পা দিয়ে দলিয়েছি।

মনে কর, * * যদি কতকগুলি নিঃস্বার্থ পরহিতচিকীর্ষু সন্ন্যাসী গ্রামে গ্রামে বিদ্যা বিতরণ করে বেড়ায়, নানা উপায়ে নানা কথা, map, camera, globe (মানচিত্র, ক্যামেরা, গোলক) ইত্যাদি সহায়ে আচণ্ডালের উন্নতি-কল্পে বেড়ায়, তা হলে কালে মঙ্গল হতে পারে কিনা। এ সমস্ত প্ল্যান আমি এইটুকু চিঠিতে লিখ্‌তে পারি না। ফল কথা—If the mountain does not come to Mahomet, Mahomet must to the mountain. (১) গরীবরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসিতে পারে না, আর কবিতা ফবিতা পড়ে তাদের কোনও উপকার নাই। We as a nation have lost our individuality and that is the cause of all mischief in India. We have to give back to the nation its lost individuality and *raise the masses.* The Hindu, the Mahommedan, the Christian, all have trampled them under foot. Again the force to raise

---

(১) পাহাড় যদি মহম্মদের নিকট না যায়, মহম্মদ পাহাড়ের নিকট যাবে। অর্থাৎ গরীবের ছেলেরা যদি স্কুলে এসে লেখাপড়া শিখ্‌তে না পারে, তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদের শিখাতে হবে।

them must come from inside, i, e,, from the orthodox Hindus. In every country the evils exist not with but against religion. Religion therefore is not to blame—but men. (১)

এটী করতে গেলে প্রথম চাই লোক, দ্বিতীয় চাই পয়সা। গুরুর কৃপায় প্রতি সহরে আমি ১০।১৫ লোক পাব। পয়সার চেষ্টায় তার পর ঘুরলাম, ভারতবর্ষের লোক পয়সা দেবে !!! * * Selfishness Personified (২)—তারা দেবে! তাই আমেরিকায় এসেছি, নিজে রোজকার করিব, করে দেশে যাব and devote the rest of my life to the realization of this one aim of my life. (৩)

---

(১) আমাদের জাতটা নিজেদের বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলেছে, সেই জন্যই ভারতে এত দুঃখকষ্ট। সেই জাতীয় বিশেষত্বের বিকাশ যাতে হয়, তাই কর্ত্তে হবে—নীচ জাতকে তুলতে হবে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই তাদের পায়ে দলেছে। আবার তাদের ওঠাবার যে শক্তি, তাও আমাদের নিজেদের ভিতর থেকে আনতে হবে—খাঁটি হিন্দুদেরই এ কাজ কর্ত্তে হবে। সব দেশেই যা কিছু দোষ দেখা যায়, তা তাদের দেশের ধর্ম্মের দোষ নয়, ধর্ম্ম ঠিক ঠিক পালন না করার দরুণই এই সব দোষ দেখা যায়। সুতরাং ধর্ম্মের কোন দোষ নাই, লোকেরই দোষ।

(২) মূর্ত্তিমান্ স্বার্থপরতা।

(৩) আর আমার জীবনের অবশিষ্ট ভাগ আমার জীবনের এই এক উদ্দেশ্যের সিদ্ধির জন্য লাগ্‌বো।

যেমন আমাদের দেশে Social virtueর (যে সকল গুণে সমগ্র সমাজ উপকৃত হয়, সেই সকল গুণের) অভাব, তেমনি এ দেশে Spirituality নাই, এদের spirituality দিচ্চি, এরা আমায় পয়সা দিচ্চে। কতদিনে সিদ্ধকাম হব জানিনা, * * এরা hypocrite (কপট) নয়, আর jealousy (ঈর্ষ্যা) একেবারে নাই। হিন্দুস্থানের কারও উপর depend (নির্ভর) করি না। নিজে প্রাণপণ করে রোজকার করে নিজের plans carry out (উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত) কর্‌বো or die in the attempt (কিম্বা ঐ চেষ্টায় মর্‌বো)। "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।" (যখন মৃত্যু নিশ্চিত, তখন সৎ উদ্দেশ্যে দেহত্যাগ করা বরং ভাল)।

তোমরা হয়ত মনে করিতে পার, কি Utopian nonsense (অসম্ভব বাজে কথা) ! **কিন্তু গুরুদেব will show me the way out (আমাকে পথ দেখাইবেন) ইতি। Jealousy ত্যাগ করে এককাট্টা হয়ে থাক্‌তে পারে না, ঐটে আমাদের জাতের দোষ, national sin (জাতীয় পাপ) !!! এদেশে ঐটে নাই, তাই এরা এত বড়।

আমাদের মত কূপমণ্ডূক ত দুনিয়ায় নাই। কোনও একটা নূতন জিনিস কোনও দেশ থেকে আসুক দিকি, আমেরিকা সকলের আগে নেবে। আর আমরা? আমাদের মত দুনিয়ায় কেউ নেই "আর্য্য" বংশ !!! * * *

কিমধিকমিতি—বিবেকানন্দ।

(৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আমেরিকা, ১৮৯৪।

প্রিয় ধর্ম্মপাল,

আমি তোমার কলিকাতার ঠিকানা ভুলিয়া গিয়াছি, তাই মঠের ঠিকানায় এই পত্র পাঠাইলাম। আমি তোমার কলিকাতার বক্তৃতার কথা এবং উহা দ্বারা কিরূপ আশ্চর্য্য ফল হইয়াছিল, তাহা সব শুনিয়াছি। * * *

এখানকার জনৈক কর্ম্ম হইতে অবসরপ্রাপ্ত মিশনরি আমাকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া একখানি পত্র লেখেন, তার পর তাড়াতাড়ি আমার সংক্ষিপ্ত উত্তরটী ছাপিয়ে একটা হুজুক কর্‌বার চেষ্টা করেন। তবে তুমি অবশ্য জানো, এখানকার লোকে এরূপ ভদ্রলোকদের কিরূপ ভাবিয়া থাকে। আবার সেই মিশনরিটীই গোপনে আমার কতকগুলি বন্ধুর কাছে গিয়ে তাঁরা যাতে আমার কোন সহায়তা না করেন, তার চেষ্টা করেন। অবশ্য তিনি তাঁদের কাছ থেকে অবিমিশ্র ঘৃণাই পেলেন। আমি এই লোকটার ব্যবহারে একেবারে অবাক্ হয়ে গেছি। একজন ধর্ম্মের প্রচারক—তাঁর এইরূপ সব কপট ব্যবহার! দুঃখের বিষয়—সব দেশে, সব ধর্ম্মেই এইরূপ ভাব বেজায়।

গত শীতকালে আমি এ দেশে খুব বেড়িয়েছি—যদিও শীত অতিরিক্ত ছিল, আমার তত শীত বোধ হয়নি। মনে করেছিলুম—ভয়ানক শীত ভোগ করতে হবে, কিন্তু

ভালয় ভালয় কেটে গেছে। 'স্বাধীন ধর্ম্মসভার' (Free Religious Societyর) সভাপতি কর্ণেল নেগিন্‌সনকে তোমার অবশ্য স্মরণ আছে—তিনি খুব যত্নের সহিত তোমার খবরাখবর সব নিয়ে থাকেন। সেদিন অক্সফোর্ডের (ইংলণ্ড) ডাঃ কার্পেণ্টারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। তিনি প্লাইমাউথে বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। বক্তৃতাটী বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি খুব সহানুভূতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ। তিনি তোমার সম্বন্ধে আর তোমার কাগজের সম্বন্ধে খোঁজ করলেন। আশা করি, তোমার মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। যিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' এসেছিলেন, তুমি তাঁর উপযুক্ত দাস।

তোমার যখন অবকাশ থাক্‌বে, তখন দয়া করে আমার সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখ্‌বে। তোমার কাগজে আমি সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য তোমার সাক্ষাৎ পেয়ে থাকি। ইণ্ডিয়ান্ মিররের মহামনা সম্পাদক মহাশয় আমার প্রতি সমানভাবে অনুগ্রহ করিয়া আসিতেছেন—তজ্জন্য তাঁহাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার পরম ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

কবে আমি এদেশ ছাড়্‌ব, জানি না। তোমাদের থিওজফিক্যাল্ সোসাইটির মিঃ জজ্ ও অন্যান্য অনেক সভ্যের সহিত আমার পরিচয় হয়েছে। তাঁরা সকলেই খুব ভদ্র ও সরল, আর অধিকাংশই বেশ শিক্ষিত।

মিঃ জজ খুব কঠোর পরিশ্রমী—তিনি থিওজফি

প্রচারের জন্য সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করেছেন। এদেশে তাঁদের ভাব লোকের ভিতর খুব প্রবেশ করেছে, কিন্তু গোঁড়া ক্রিশ্চান্‌রা তাঁদের পছন্দ করে না। সে ত তাদেরই ভুল। ছয় কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের মধ্যে এক কোটি নব্বই লক্ষ লোক কেবল খ্রীষ্টধর্ম্মের কোন না কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত। খ্রীষ্টীয়ান্‌গণ বাকি লোকদের কোন রকম ধর্ম্ম দিতে পারেন না। যাদের আদতে কোন ধর্ম্ম নেই, থিওজফিষ্টরা যদি তাদের কোন না কোন আকারে ধর্ম্ম দিতে কৃতকার্য্য হন, তাতে গোঁড়াদেরই বা আপত্তির কারণ কি, তা ত বুঝ্‌তে পারিনি। কিন্তু খাঁটি গোঁড়া খ্রীষ্টধর্ম্ম এদেশ হতে দ্রুতগতিতে উঠে যাচ্ছে। এখানে খ্রীষ্টধর্ম্মের যে রূপ দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তা ভারতের খ্রীষ্টধর্ম্ম হতে এত তফাৎ যে, বল্‌বার নয়। ধর্ম্মপাল, তুমি শুনে আশ্চর্য্য হবে যে, এ দেশে এপিস্কোপ্যাল্* এমন কি, প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ † চার্চ্চের ধর্ম্মাচার্য্যদের মধ্যে আমার অনেক বন্ধু আছেন। তাঁরা তোমারই মত উদার, আবার তাঁদের নিজের ধর্ম্ম অকপটভাবে বিশ্বাস করেন। প্রকৃত ধার্ম্মিক লোক সর্ব্বত্রই উদার হয়ে থাকেন। তাঁর ভিতরে যে প্রেম আছে, তাইতে তাঁকে বাধ্য হয়ে উদার

---

* এপিস্কোপ্যাল্ চার্চ্চ্—যাহাতে শাসনভার বিশপগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইঁহাদের অধীনে আর দুই শ্রেণীর যাজক থাকেন।

† প্রেস্‌বিটেরিয়ান্ চার্চ্চ্—যাহাতে শাসনভার সমানপদস্থ প্রীষ্ট বা যাজকগণের হস্তে ন্যস্ত থাকে।

হতে হয়। কেবল যাঁদের কাছে ধর্ম্ম একটা ব্যবসামাত্র, তাঁরাই ধর্ম্মের ভিতর সংসারের ঝগড়া বিবাদ স্বার্থপরতা এনে—ব্যবসার খাতিরে এইরূপ সঙ্কীর্ণ ও বিকটভাবাপন্ন হ'তে বাধ্য হন।

তোমার চিরভ্রাতৃপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

---

(৪)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

অভিন্নহৃদয়েষু, ১৮৯৪, গ্রীষ্মকাল।

তোমাদের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। —শোকসম্বাদে দুঃখিত হইলাম। প্রভুর ইচ্ছা। এ কার্য্য-ক্ষেত্র, ভোগক্ষেত্র নহে, সকলেই কায ফুরুলে ঘরে যাবে, কেউ আগে কেউ পাছে।—গেছে, প্রভুর ইচ্ছা। মহোৎসব বড়ই ধূমধামে হয়েছে, বেশ কথা, তাঁর নাম যতই ছড়ায়, ততই ভাল। তবে একটী কথা—মহাপুরুষেরা বিশেষ শিক্ষা দিতে আসেন, নামের জন্য নহে, কিন্তু চেলারা তাঁদের উপদেশ বানের জলে ভাসাইয়া নামের জন্য মারামারি করে—এই ত পৃথিবীর ইতিহাস। তাঁর নাম লোকে নেয় বা না নেয়, আমি কোনও খাতিরে আনি না, তবে তাঁর উপদেশ, জীবন, শিক্ষা যাতে জগতে ছড়ায়, তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে প্রস্তুত। আমার মহা-ভয়-ঠাকুরঘর। ঠাকুরঘর মন্দ নয়, তবে ঐটী all in all

(সর্ব্বস্ব) করে সেই পুরোণ ফ্যাসানের nonsense (বাজে ব্যাপার) করে ফেল্‌বার একটা tendency (ঝোঁক) আছে, আমার তাই ভয়। আমি জানি, তারা কেন ঐ পুরোণ ছেঁড়া ceremonial (অনুষ্ঠানপদ্ধতি) নিয়ে ব্যস্ত। ওদের spirit (অন্তরাত্মা) চায় work (কায), কোনও outlet (বাহির হবার পথ) নেই, তাই ঘণ্টা নেড়ে energy (শক্তি) খরচ করে।

তোকে একটা নূতন মতলব দিচ্চি। যদি কার্য্যে পরিণত কর্‌তে পারিস্, তবে জান্‌ব, তোরা মরদ আর কাযে আস্‌বি। সকলে মিলে একটা যুক্তি কর্। গোটা-কত ক্যামেরা, কতকগুলো ম্যাপ, গ্লোব, কিছু chemicals (রাসায়নিক দ্রব্য) ইত্যাদি চাই। তার পর একটা মস্ত কুঁড়ে চাই। তার পর কতকগুলো গরীব গুরবো জুটিয়ে আনা চাই। তার পর তাদের Astronomy, Geography (জ্যোতিষ, ভূগোল) প্রভৃতির ছবি দেখাও আর রামকৃষ্ণ পরমহংস উপদেশ কর। কোন্ দেশে কি হয়, কি হচ্চে, এ দুনিয়াটা কি, তাদের যাতে চোক খুলে, তাই চেষ্টা কর। সন্ধ্যের পরে দিন দুপুরে কত গরীব মূর্খ ওখানে আছে, তাদের ঘরে ঘরে যাও—চোক খুলে দাও। পুঁতি পাতড়ার কর্ম্ম নয়—মুখে মুখে শিক্ষা দাও। তারপর ধীরে ধীরে centre extend (কেন্দ্রের প্রসার) কর—পার কি? না, শুধু ঘণ্টা নাড়া?

—র কথা মান্দ্রাজ হইতে সকল পাইয়াছি। তারা

তাঁর উপর বড়ই প্রীত।—তুমি যদি কিছুদিন মান্দ্রাজে গিয়ে থাক, তা হলে অনেক কায হয়। কিন্তু প্রথমে এই কাযটা স্থরু করে যাও। মেয়ে ভক্তেরা কতকগুলি বিধবা মেয়ে চেলা বনাতে পারে না কি? আর তোমরা তাদের মাথায় কিঞ্চিৎ বিদ্যে সাদ্ধি দিতে পার না কি? তার পর তাদের ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ ভজাতে আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যে শেখাতে পাঠিয়ে দিতে পার না কি? * *

উঠে পড়ে লেগে যাও দেখি। গল্প মারা ঘণ্টা নাড়ার কাল গেছে হে বাপু, কার্য্য করিতে হইবেক। দেখি, বাঙ্গালীর ধর্ম্ম কতদূর গড়ায়।—গরম কাপড় চাই লিখেছে। এরা গরম কাপড় ইউরোপ আর ইণ্ডিয়া থেকে আনায়। যে দামে এখানে গরম কাপড় কিন্‌ব, তার সিকি দামে সেই কাপড় কল্‌কাতায় মিল্‌বে। * কবে ইউরোপে যাব জানি না, আমার সকলই অনিশ্চিত—এদেশে এক রকম চলেছে, এই পর্য্যন্ত।

এ বড় মজার দেশ। গরমি পড়েছে—আজ সকাল-বেলা আমাদের বৈশাখের গরম আর এখন এলাহাবাদের মাঘমাসের শীত!! চার ঘণ্টার ভেতর এত পরিবর্ত্তন! এখানের হোটেলের কথা কি বলিব! নিউইয়র্কে এক হোটেল আছেন, যেখানে ৫০০০ টাকা পর্য্যন্ত রোজ ঘর ভাড়া, খাওয়া দাওয়া ছাড়া। ভোগবিলাসের দেশ ইউরোপেও এমন নাই। এরা হল পৃথিবীর মধ্যে ধনী দেশ—টাকা খোলামকুচির মত খরচ হয়ে যায়। আমি

কদিচ হোটেলে থাকি। * * এখন মুলুক শুদ্ধ লোক আমায় জানে, সুতরাং যেখানে যাই, আগ বাড়িয়ে আমায় ঘরে তুলে নেয়। হ— যার বাড়িতে চিকাগোয় আমার centre (কেন্দ্র), তাঁর স্ত্রীকে আমি মা বলি আর তাঁর মেয়েরা আমাকে দাদা বলে। এমন মহা পবিত্র দয়ালু পরিবার আমি ত আর দেখি না। আরে ভাই, তা নইলে কি এদের উপর ভগবানের এত কৃপা ? কি দয়া এদের ! যদি খবর পেলে যে, একজন গরীব ফলানা জায়গায় কষ্টে রয়েছে, মেয়েমদ্দে চল্‌ল। তাকে খাবার কাপড় দিতে—কায জুটিয়ে দিতে ! আর আমরা কি করি !

এরা গরমিকালে বাড়ী ছেড়ে বিদেশে অথবা সমুদ্রের কিনারায় যায়। আমিও যাব একটা কোনও জায়গায়—এখনও ঠিক করি নাই। আর সকল যেমন ইংরেজদের দেখেছ, তেম্নি আর কি। বইপত্র সব আছে বটে, কিন্তু মহা মাগ্‌গি, সে দামে ৫ গুণো সেই জিনিস কল্‌কাতায় মেলে অর্থাৎ এরা বিদেশী মাল দেশে আস্‌তে দেবে না। মহা কর বসিয়ে দেয়—কাযেই আগুন হয়ে দাঁড়ায়। আর এরা বড় একটা কাপড় চোপড় বনায় না—এরা যন্ত্র আওজার আর গম, চাল, তুলা ইত্যাদি তৈয়ার করে—তা সস্তা বটে।

ভাল কথা, এখানে ইলিস মাছ অপর্য্যাপ্ত আজকাল। ভরপেট খাও, সব হজম। ফল অনেক—কলা, লেবু, পেয়ারা, আপেল, বাদাম, কিসমিস, আঙ্গুর যথেষ্ট, আরও

অনেক ফল কালিফোর্ণিয়া হতে আসে। আনারস ঢের—তবে আম, নিচু ইত্যাদি নাই।

একরকম শাক আছে, spinach—যা রাঁধিলে ঠিক আমাদের নটে শাকের মত খেতে লাগে আর যেগুলোকে এরা asparagus বলে, তা ঠিক যেন কচি ডেঙ্গোর ডাঁটা, তবে চচ্চড়ি নেই বাবা। কলায়ের দাল কি কোনও দাল নেই, এরা জানেও না। ভাত আছে, পাঁউরুটি আছেন, হর রঙ্গের নানা রকমের মাছমাংস আছেন। এদের খানা ফরাসীদের মত। দুধ আছেন, দই কদাচ, ঘোল অপর্য্যাপ্ত। মাঠা (cream) সর্ব্বদাই ব্যবহার। চায়ে, কাফিতে, সকল তাতেই ঐ মাঠা—cream—সর নয়, দুধের মাঠা। আর মাখনও আছেন, আর বরফজল,—শীত কি গ্রীষ্ম, দিন কি রাত্রি, ঘোর সর্দ্দি কি জ্বর, এন্তের বরফজল। এরা scientific (বৈজ্ঞানিক) মানুষ, সর্দ্দিতে বরফজল খেলে বাড়ে শুন্‌লে হাসে। খুব খাও, খুব ভাল। আর কুল্পি এন্তের নানা আকারের। নায়াগারা falls (জলপ্রপাত) হরির ইচ্ছায় ৭।৮ বার ত দেখ্‌লুম। খুব grand (মহান্ ও উচ্চভাবোদ্দীপক) বটে, তবে যত শুনেছ, তা নয়। একদিন শীতকালে aurora borealis* হয়েছিল।

—বোধ হয় এতদিনে বেশ সেরে গেছে।—র ঘুরঘুরে

* পৃথিবীর উত্তরভাগে রাত্রিকালে কখনও কখনও নভোমণ্ডলে একপ্রকার কম্পমান বৈদ্যুতিক আলোক দেখা দিয়া থাকে। উহা নানা আকারের এবং নানাবর্ণের হইয়া থাকে।

রোগ এখনও শান্তি হয় নাই। একটা power of organization (সঙ্ঘপরিচালনাশক্তি) চাই—বুঝেছ?—র originality (মৌলিকতা) ভারি কম, তবে খুব good workman, persevering (ভাল কাযের লোক—অধ্যবসায়শীল), সেটা বড়ই দরকার, আর খুব executive (কাযের লোক)। কতকগুলো চেলা চাই—fiery young men (অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবক), বুঝ্‌তে পার্‌লে? —intelligent and brave (বুদ্ধিমান ও সাহসী), যমের মুখে যেতে পারে, সাঁতার দিয়ে সাগর পারে যেতে প্রস্তুত, বুঝ্‌লে? Hundreds (শত শত) ঐ রকম চাই, মেয়ে মদ্দ both (দুই)। প্রাণপণে তারই চেষ্টা কর। চেলা বনাও আর আমাদের purity drilling (পবিত্রতার সাধন) যন্ত্রে ফেলে দাও।

Indian Mirrorকে পরমহংস মশায় নরেনকে হেন বল্‌তেন তেন বল্‌তেন, কেন বল্‌তে গেলে—আর আজগুবি ফাজগুবি যত—পরমহংস মহাশয়ের বুঝি আর কিছুই ছিল না? খালি thought reading আর nonsense (পরচিত্তবিজ্ঞান আর বাজে) আজগুবি!! * * *—কে আর—কে আমার বহুত বহুত দণ্ডবৎ লাষ্টিবৎ ইষ্টিকবৎ ছতরীবৎ দিবে।—আনাগোনা কর্‌ছে, বেশ বেশ।—কে তোমরা চিঠিপত্র লেখ—আমার ভালবাসা জানিও ও যত্ন ক'রো। সব ঠিক আস্‌বে ধীরে ধীরে। আমার বহুত চিঠি লিখ্‌বার সময় বড় একটা হয় না। Lecture ফেক্‌চার

ত কিছু লিখে দিই না, একটা লিখে দিয়েছিলুম, যা ছাপিয়েছ। বাকি সব দাঁড়াঝাঁপ, যা মুখে আসে, গুরুদেব যুটিয়ে দেন। কাগচ পত্রের সঙ্গে কোনও সম্বন্ধও নাই। একবার ডিট্রয়েটে তিন ঘণ্টা ঝাড়া বুলি ঝেড়েছিলুম। আমি নিজে অবাক্ হয়ে যাই সময়ে সময়ে; 'মধো তোর পেটে এতও ছিল'!! এরা সব বলে পুঁথি লেখ, একটা এইবার লিখ্‌তে ফিক্‌তে হবে দেখ্‌ছি। ঐ ত মুস্কিল, কাগজ কলম নিয়ে কে হেঙ্গাম করে বাবা! * * *

সমাজকে, জগৎকে electrify (বৈদ্যুতিক শক্তিতে অনুপ্রাণিত) করিতে হইবে। বসে বসে গল্পবাজির আর ঘণ্টানাড়ার কায? ঘণ্টানাড়া গৃহস্থের কর্ম্ম, তোমাদের কায distribution and propagation of thought currents (ভাবপ্রবাহ বিস্তার)। * * *

Character formed (চরিত্র গঠিত) হয়ে যাগ্, তার পর আমি আস্‌ছি, বুঝ্‌লে? দু হাজার, দশ হাজার, বিশ হাজার সন্ন্যাসী চাই, মেয়ে মদ্দ—বুঝ্‌লে? চেলা চাই at any risk (যে কোন রকমে হোক্)। তাঁদের গিয়ে বল্‌বে আর তোমরা প্রাণপণে চেষ্টা করো। গৃহস্থ চেলার কাম নয়, ত্যাগী—বুঝলে? এক এক জনে ১০০ মাথা মুড়িয়ে ফেল, young educated men—not fools (শিক্ষিত যুবক—আহাম্মক নয়), তবে বলি বাহাদুর। হুলস্থুল বাঁধাতে হবে, হুঁকো ফুঁকো ফেলে কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে যাও—মান্দ্রাজ কলিকাতার মাঝে বিদ্যুতের মত চক্র মার

দিকি বার কতক, যায়গায় যায়গায় centre (কেন্দ্র) কর, খালি চেলা কর, মেয়ে মদ্দ যে আসে দে মাথা মুড়িয়ে, তার পর আমি আস্‌ছি। মহা spiritual tidal wave (আধ্যাত্মিক বন্যা) আস্‌ছে—নীচ মহৎ হয়ে যাবে, মূর্খ মহাপণ্ডিতের গুরু হয়ে যাবে তাঁর কৃপায়—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ (goal) নিবোধত।"

Life is in ever expanding, contraction is death. (সদাই বিস্তার—জীবন, সঙ্কোচই মৃত্যু।) যে আত্মম্ভরী আপনার আয়েস খুঁজ্‌ছে, কুড়েমি কর্‌ছে, তার নরকেও যায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্য্যন্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র, ইতরে কৃপণাঃ (অপরে হীনবুদ্ধি)। যে এই মহা সন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করিবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। এই test (পরীক্ষা), যে রামকৃষ্ণের ছেলে, সে আপনার ভাল চায় না, প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকীর্ষবঃ (প্রাণত্যাগ হইলেও পরের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তাঁরা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক্ এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও। এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আস্‌ছে,

onward, onward, (এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও)। মেয়েমদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। Onward, onward, নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তাঁর মহান্ চরিত্রের, তাঁর মহান্ জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেখানে তাঁর নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে, হয়ে যাচ্চে, দেখেও দেখ্‌চ না? একি ছেলেখেলা, এ কি জ্যেঠামি, একি চেঙ্গড়ামি,—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—-হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখ্‌তে পারছি না—onward. এই কথাটা খালি বল্‌ছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার spirit (ভাব) আস্‌বে, বিশ্বাস কর। Onward, হরে হরে। চিঠি বাজার ক'রনা। আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে। Onward, হরে হরে। সব ভেসে যাবে—হুঁসিয়ার—তিনি আস্‌ছেন। যে যে তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব গুরবো, পাপা তাপা, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আস্‌বেন। তাদের মুখে সরস্বতী বস্‌বে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন। যেগুলো নাস্তিক, অবিশ্বাসী, নরাধম, বিলাসী, তারা কি করতে আমাদের ঘরে এসেছে? তারা চলে যাক্‌।

আমি আর লিখতে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুনগে। ইতি

বিবেকানন্দঃ।

---

(৫)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো,
C/o জর্জ্জ ডবলিউ হেল।
১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের পত্র পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ম—লীলা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত। গুরুমারা বিদ্যে করতে গেলে ঐ রকম হয়। আমার অপরাধ বড় নাই। সে দশ বৎসর আগে এখানে এসেছিল,—বড় খাতির ও সম্মান; এবার আমার পোহাবারো। গুরুদেবের ইচ্ছা, আমি কি করিব? এতে চটে যাওয়া ম—র ছেলেমানুষি। যাক্, উপেক্ষিতব্যং তদ্বচনং ভবৎসদৃশানাং মহাত্মনাং। অপি কীটদংশনভীরুকাঃ বয়ং রামকৃষ্ণতনয়াঃ তদ্ধৃদয়রুধির-পোষিতাঃ? "অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং নিন্দন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাং" ইত্যাদীনি সংস্মৃত্য ক্ষন্তব্যোঽয়ং জাল্মঃ † প্রভুর ইচ্ছা—এ দেশের লোকের মধ্যে অন্তর্দ্দৃষ্টি

---

† তোমাদের ন্যায় মহাত্মাগণের তাহার কথা উপেক্ষা

প্রবোধিত হয়।—র কর্ম্ম তাঁর গতি রোধ করে? আমার নামের আবশ্যক নাই—I want to be a voice without a form (১)। হ—প্রভৃতি কাহারও আমাকে সমর্থন করিবার আবশ্যক নাই—কোঽহং তৎপাদপ্রসরং প্রতিরোদ্ধুং সমর্থয়িতুং বা কে বান্যে—দয়ঃ? তথাপি মম হৃদয়কৃতজ্ঞতা —প্রতি। "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" —নৈষঃ প্রাপ্তবান্ তৎপদবীমিতি মত্বা করুণাদৃষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোঽয়মিতি। (২) প্রভুর ইচ্ছায় এখনও নামযশের ইচ্ছা হৃদয়ে আসে নাই। বোধ হয় আসিবেও না। আমি যন্ত্র তিনি যন্ত্রী। তিনি এই যন্ত্রদ্বারা সহস্র সহস্র হৃদয়ে এই দূরদেশে ধর্ম্মভাব উদ্দীপিত করিতেছেন। * * * মূকং

করা উচিত। আমরা রামকৃষ্ণতনয়, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত দিয়া তিনি আমাদিগকে পুষ্ট করিয়াছেন, আমরা সামান্য পোকার কামড়ে ভয় পাইব? "মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ মহাত্মাগণের অসাধারণ ও যাহার কোন কারণ সহজে নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, এইরূপ আচরণের নিন্দা করিয়া থাকে," (কুমারসম্ভব)—ইত্যাদি বাক্য স্মরণ করিয়া এই মূর্খকে ক্ষমা করা উচিত।

(১) আমি নিরাকার বাণী হইতে চাই।

(২) তাঁহার প্রভাববিস্তারের গতিতে বাধা দিবার বা সাহায্য করিবার আমি কে?—প্রভৃতিই বা কে? তথাপি—র প্রতি আমার হৃদয় হইতে কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। "যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া লোকে গুরুতর দুঃখেও বিচলিত না হয়" (গীতা)—এ ব্যক্তি এখনও সেই অবস্থা পায় নাই মনে করিয়া ইহার প্রতি সদয়ভাবে দৃষ্টি করা উচিত।

করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং (১),—আমি তাঁহার কৃপায় আশ্চর্য্য। যে সহরে যাই, তোলপাড় হয়। এরা আমার নাম দিয়াছে—Cyclonic Hindu (২)। তাঁর ইচ্ছা মনে রাখিও—I am a voice without a form.

ইংলণ্ডে যাব কি যমলাণ্ডে যাব, প্রভু জানেন। তিনি সব যোগাড় করে দেবেন। এদেশে একটা চুরটের দাম এক টাকা। একবার ঠিকাগাড়ী চড়্‌লে ৩৲ টাকা—একটা জামার দাম ১০০৲ টাকা। ৯৲ টাকা রোজ হোটেল—প্রভু সব যুগিয়ে দেন। * * জয় প্রভু, আমি কিছুই জানি না। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ।'(৩) 'বিগতভীঃ' হওয়া চাই। কাপুরুষে ভয় করে, আত্মসমর্থন করে। আমাদের মধ্যে কেহও যেন আমাকে সমর্থন করিতে অগ্রসর না হয়।

---

(১) বোবাকে বাক্‌শক্তিসম্পন্ন ও খোঁড়াকে পর্ব্বত লঙ্ঘন করিতে সমর্থ করে।

(২) ঝড়ের মত সামনে যাহাকে পায়, নিজ শক্তিবলে তাহাকেই উলটিয়া পালটিয়া দেয়, এরূপ শক্তিশালী হিন্দু।

(৩) সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যা কখনও জিতিতে পারে না; সত্যবলেই দেবযানমার্গ লাভ হয় (প্রশ্নোপনিষৎ)। বেদান্ত মতে মৃত্যুর পর যে বিভিন্ন গতি হয়, তন্মধ্যে দেবযানের দ্বারা গতি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ গতি। অরণ্যে উপাসনা ও ভিক্ষাপরায়ণ-নিষ্কাম সন্ন্যাসিগণেরই এই গতি হয়।

মান্দ্রাজের খবর সব আমি মধ্যে মধ্যে পাই, ও রাজপুতানার। Indian Mirror উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে দিয়ে আমাকে অনেক ঠাট্টা করেছে—কার কথা কার মুখে দিয়ে। সব খবর পাচ্চি। আর দাদা—এমন চক্ষু আছে, যা ৭০০০ ক্রোশ দূরে দেখে—একথা সত্য বটে। চুপে যেও, কালে কালে সব বেরুবে—যতটুকু তাঁর ইচ্ছা। তাঁর একটা কথাও মিথ্যে হয় না। দাদা, কুকুর বেরালের ঝগড়া দেখে মানুষে কি দুঃখু করে? তেমনি সাধারণ মানুষের ঈর্ষ্যা হিংসা গুঁতাগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোনও ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা, আজ ছমাস থেকে বলছি যে, পর্দ্দা হঠ্‌ছে, সূর্য্যোদয় হচ্চে। পর্দ্দা উঠ্‌ছে—উঠ্‌ছে ধীরে ধীরে, slow but sure (ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত) —কালে প্রকাশ। তিনি জানেন—"মনের কথা কইব কি সই কইতে মানা।" দাদা, এসব লিখিবার নহে। * * হাল ছেড় না, টিপে ধরে থেক—পাকড় ঠিক বটে, তাতে আর ভুল নাই—তবে পারে যাওয়া, আজ আর কাল—এই মাত্র। দাদা, Leader (নেতা) কি বনাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝ্‌তে পারলে কি না? লিডারি করা আবার বড় শক্ত—দাসস্য দাসঃ—হাজারো লোকের মন যোগান। Jealousy—selfishness (ঈর্ষ্যা, স্বার্থপরতা) আদপে থাক্‌বে না—তবে Leader. প্রথম by birth (জন্মের দ্বারা), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে Leader. সব ঠিক হচ্চে, সব ঠিক আস্‌বে, তিনি

জাল ফেল্‌ছেন, ঠিক জাল গুটাচ্চেন—বয়মনুসরামঃ, বয়মনুসরামঃ। প্রীতিঃ পরমসাধনম্ (১)। বুঝ্‌লে কিনা? Love couquers in the long run (২), দিক্ হলে চল্‌বে না—wait wait (অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর)—সবুরে মেওয়া ফলবেই ফলবে। * * *

তোমায় বলি ভায়া, যেমন চল্‌ছে চল্‌তে দেও—তবে দেখো—কোন form (বাহ্য অনুষ্ঠানপদ্ধতি) যেন necessary (একান্ত আবশ্যক) না হয়—unity in variety (বহুত্বে একত্ব)—সার্ব্বজনীন ভাবের যেন কোন মতে ব্যাঘাত না হয়। Everything must be sacrificed if necessary for that one sentiment, universality (৩)। আমি মরি আর বাঁচি, আর দেশে যাই বা না যাই, তোমরা বিশেষ করে মনে রাখিবে যে, সার্ব্বজনীনতা—Perfect acceptance, not tolerance only, we preach and perform. Take care how you trample on the least rights of others (৪).

(১) আমরা কেবল তাঁহার পদানুসরণ করিব—প্রীতিই পরম সাধন।

(২) প্রেম আখেরে জয়ী হইয়া থাকে।

(৩) যদি প্রয়োজন হয়, তবে "সার্ব্বজনীনতা"—এই ভাব রক্ষার জন্য সমস্তই ছাড়িতে হইবে।

(৪) আমরা শুধু "পরধর্ম্মে বিদ্বেষ করিও না"—এই ভাব প্রচার করি না—আমরা সকল ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া থাকি। আর শুধু প্রচার নহে, আমরা ইহা কার্য্যেও পরিণত

ঐ দয়ে বড় বড় জাহাজ ডুবি হয়ে যায়। পূর্ণ ভক্তি গোঁড়ামি ছাড়া—এইটী দেখাতে হবে মনে রেখ। তাঁর কৃপায় সব ঠিক চল্‌বে। * * * সকলের ইচ্ছা যে Leader (নেতা) হয়—কিন্তু সে যে জন্মায়—ঐটী ঝুঝ্‌তে না পারাতেই এত অনিষ্ট হয়। * * *

* * * আমরা সকলকে চাই—It is not at all necessary that all should have the same faith in our Lord as we have, but we want to unite all the powers of goodness against all the powers of evil. (১) * * সন্ন্যাসী আর গৃহস্থ কোন ভেদ থাকিবে না, তবে যথার্থ সন্ন্যাসী। * * ৫।৭টা ছোঁড়াতে মিলে, যাদের এক পয়সাও নাই, একটা কার্য্য আরম্ভ কর্‌লে—যা এখন এমন accelerated (ক্রমবর্দ্ধমান) গতিতে বাড়িতে চলিল—এ হুজ্জুক, কি প্রভুর ইচ্ছা? যদি প্রভুর ইচ্ছা, তবে তোমরা দলাদলি Jealousy (ঈর্ষ্যা) পরিত্যাগ করে united action (সমবেতভাবে কার্য্য) কর। Shameful

---

করিয়া থাকি। বিশেষ সাবধান থাকিও—যেন অপরের ক্ষুদ্রতম অধিকারেও হস্তক্ষেপ করিও না।

(১) আমাদের ঠাকুরের উপর আমাদের যেরূপ বিশ্বাস, সকলেরই সেইরূপ থাকিতে হইবে, তাহার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমরা জগতের সমুদয় অহিতকরী শক্তির বিরুদ্ধে সমুদয় কল্যাণকরী শক্তি সমবেত করিতে চাই।

(লজ্জার কথা)—আমরা Universal religion (সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম) কর্‌ছি দলাদলি করে। * * *

সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি বড় হব বল্‌লেই বড় হওয়া যায় না, যাকে তিনি তোলেন সে ওঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে পড়ে যায়, তা হলে সকল ল্যাটা চুকে যায়। কিন্তু ঐ যে 'অহং'—ফাঁকা 'অহং'—তার আবার আঙ্গুল নাড়্‌বার শক্তি নাই, কিন্তু কাউকে উঠ্‌তে দেব না—বল্‌লে কি চলে? ঐ Jealousy (ঈর্ষা), ঐ absence of conjoined action (সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার শক্তির অভাব) গোলামের জাতের nature (স্বভাব) কিন্তু আমাদের ঝেড়ে ফেল্‌তে চেস্টা করা উচিত * *। ঐ terrible jealousy characteristic আমাদের (ঐ ভয়ানক ঈর্ষা আমাদের বিশেষ লক্ষণ), বিশেষ বাঙ্গালীর। কারণ, We are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus(১)। পাঁচটা দেশ দেখ্‌লে ঐটী বেশ করে বুঝ্‌তে পারবে। আমাদের সমাত্মা এই গুণে এদের স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রিরা—যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, অমনি সবগুলোয় পড়ে তার পিছু লাগে—white (শ্বেতাঙ্গ) দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেল্‌বার চেষ্টা করে।

---

(১) সমুদয় হিন্দুগণের ভিতর আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও কামুক।

আমরাও ঠিক ঐ রকম।—কীটগুলো—এক পা নড়বার ক্ষমতা নাই—মাগের আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐ গুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে—হরে হরে। At any cost, any price, any sacrifice (কোন রকমে, ওর জন্য আমাদের যতই কষ্ট স্বীকার করতে হ'ক্) ঐটী আমাদের ভিতর না ঢোকে—আমরা দশজন হই, দুজন হই, do not care—(কুছ পরোয়া নেই) কিন্তু ঐ কয়টা perfect characters (সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ চরিত্র) হওয়া চাই। * * * 'মাঙ্গনা ভালা না বাপ্‌সে যব্ রঘুবীর রাখে টেক্'। রঘুবীর টেক্ রাখবেন দাদা—সে বিষয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত থেক। * * রাজপুতানা—পঞ্জাব, N. W. P. (উত্তর পশ্চিম প্রদেশ)—মান্দ্রাজ—ঐ সকল দেশে তাঁকে ছড়াতে হবে—রাজপুতানায়—যেখানে "রঘুকুলরীত সদা চলি আই, প্রাণ যাও পুনঃ বচন না যাই"—এখনও বাস করে।

পাখী উড়্‌তে উড়্‌তে এক জায়গায় পৌঁছায়—যেখান থেকে অত্যন্ত শান্ত ভাবে নীচের দিকে দেখে। সে যায়গায় পৌঁছেছ কি? যিনি সেখানে পৌঁছান নাই, তাঁর অপরকে শিক্ষা দিবার অধিকার নাই। হাত পা ছেড়ে দিয়ে ভেসে যাও—ঠিক পৌঁছে যাবে।

ঠাণ্ডার পো ধীরে ধীরে পালাচ্চেন—শীতকাল কাটিয়ে দেওয়া গেল। শীতকালে এদেশে সর্ব্বাঙ্গে electricity

(তড়িৎ) ভরে যায়। Shake hand (করমর্দ্দন) করতে গেলে shock (ধাক্কা) লাগে আর আওয়াজ হয়—আঙ্গুল দিয়ে গ্যাস জ্বালান যায়। আর শীতের কথা ত লিখেছি। সারা দেশটা দাব্‌ড়ে বেড়াচ্চি—কিন্তু চিকাগো আমার 'মঠ'—ঘুরে ফিরে আবার চিকাগোয় আসি। এখন পূর্ব্বদিকে যাচ্চি—কোথায় যে বেড়া পার লাগ্‌বে, তিনি জানেন। * * *

—কেমন আছে?—র তোমাদের উপর সেই প্রীতি আছে কি না? সে ঘন ঘন আসে কি না?—কেমন আছে, কি করছে? তোমরা তার কাছে যাও কি না—তোমরা তাকে শ্রদ্ধা ভক্তি কর কি না? হাঁ হে বাপু, সন্ন্যাসী ফন্ন্যাসী মিছে কথা—মূকং করোতি, ইত্যাদি। বাবা, কার ভেতর কি আছে, বুঝা যায় না। তিনি ওকে বড় করেছেন—ও আমাদের পূজ্য। এত দেখে শুনেও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়, ধিক্ তোমাদের। সে তোমাদের ভালবাসে কি না? তাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রীতি ও ভালবাসা দিও।—কে আমার ভালবাসা দিও—তিনি অতি উন্নতচিত্ত ব্যক্তি।—কেমন আছে? তার একটু বিশ্বাস ভক্তি হয়েছে কি না?—কে আমার প্রীতি সম্ভাষণ দিও।—ঘানিতে ঠিক ঘুরছে বোধ হয়—ধৈর্য্য ধরিতে কহিবে—ঘানি ঠিক্ যাবে। সকলকে আমার হৃদয়ের প্রীতি।

অনুরাগৈকহৃদয়ঃ—

বিবেকানন্দঃ।

পুঃ—কে তাঁহার জন্মজন্মান্তরের দাসের পুনঃ পুনঃ ধূল্যাবলুণ্ঠিত সাষ্টাঙ্গ দিবে—তাঁহার আশীর্ব্বাদে আমার সর্ব্বতোমঙ্গল।

---

(৬)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

২০শে মে, ১৮৯৪।

প্রিয়—

আমি তোমার পত্র পাইলাম ও শ— আরোগ্য লাভ করিয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমি তোমাকে একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিতেছি শুন। যখনই তোমাদের মধ্যে কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িবে, তখন সে নিজে অথবা তোমাদের মধ্যে অপর কেহ তাহাকে মনশ্চক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে। ঐরূপে দেখিতে দেখিতে মনে মনে বলিবে ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করিবে যে, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। ইহাতে সে শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিবে। অসুস্থ ব্যক্তিকে না জানাইয়াও তুমি এরূপ করিতে পার। সহস্র মাইলের ব্যবধানেও এই কার্য্য চলিতে পারে। এইটী সর্ব্বদা মনে রাখিয়া আর কখনও অসুস্থ হইও না।

* * *

—তাহার কন্যাগণের বিবাহের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া এত অস্থির হইয়াছে কেন, বুঝিতে পারি না। সে নিজে

যে সংসার পলায়নে ইচ্ছুক, তাহার কন্যাগণকে সেই পঙ্কিল সংসারে নিমগ্ন করিতে চাহে !!! এ বিষয়ে আমার এক-মাত্র মত আছে—সম্পূর্ণ অসম্মতি ও ঘৃণা। বালক বালিকা যাহারই হউক না আমি বিবাহের নাম পর্য্যন্ত ঘৃণা করি। তুমি কি বলিতে চাও, আমি একজনের বন্ধনের সহায়তা করিব ? যদি আমার ভাই আজ বিবাহ করে, আমি তাহার সহিত কোন সংস্রব রাখিব না। আমি এ বিষয়ে স্থির-সঙ্কল্প। এখন বিদায়—

তোমাদের

বি—

---

(৭)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

চিকাগো,

২৩শে জুন, ১৮৯৪।

রায় বাহাদুর নরসিংহাচার্য্য—

প্রিয় মহাশয়,

আপনি আমাকে বরাবর যে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহাতেই আমি আপনার নিকট একটী বিশেষ অনুরোধ করিতে সাহসী হইতেছি। মিসেস্ পটার পামার যুক্ত-রাজ্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা মহিলা। তিনি জগন্মেলার

স্ত্রীসভাপতি ছিলেন। তিনি সমগ্র জগতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, সেবিষয়ে বিশেষ উৎসাহী এবং একটী খুব বড় স্ত্রীলোকদের সভার অধ্যক্ষ। তিনি লেডী ডফরিণের বিশেষ বন্ধু এবং তাঁহার ধন ও পদ-মর্য্যাদাগুণে ইউরোপের রাজগণের নিকট হইতে অনেক অভ্যর্থনা পাইয়াছেন। তিনি এদেশে আমার প্রতি বিশেষ সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। এক্ষণে তিনি চীন, জাপান, শ্যাম ও ভারতে সফরে বাহির হইতেছেন। অবশ্য ভারতের শাসনকর্ত্তারা এবং বড় বড় লোকেরা তাঁহার আদর অভ্যর্থনা করিবেন। কিন্তু ইংরাজ রাজকর্ম্মচারীদের সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া আমাদের সমাজ দেখিবার জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক। আমি অনেক সময় তাঁহাকে ভারতীয় রমণীগণের অবস্থা উন্নত করিবার জন্য আপনার মহতী চেষ্টার কথা এবং মহীশূরে আপনার আশ্চর্য্য কলেজের কথা বলিয়াছি। আমার মনে হয়, আমাদের দেশের লোক আমেরিকায় আসিলে ইঁহারা যেরূপ যত্ন ও আতিথ্য সৎকার করিয়া থাকেন, তাহার প্রতিদানস্বরূপ এইরূপ ব্যক্তিদিগকে একটু আতিথেয়তা দেখান কর্ত্তব্য। আমি আশা করি, আপনারা তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিবেন ও আমাদের স্ত্রীলোকদের যথার্থ অবস্থা একটু দেখাইতে সাহায্য করিবেন। তিনি মিশনরি বা গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান নহেন—আপনি সে ভয় করিবেন না। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামতের বিবাদে প্রবিষ্ট না হইয়া তিনি সমগ্র জগতের

স্ত্রীলোকদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টাই করিতে চান। তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে এইরূপে সহায়তা করিলে এদেশে আমাকেও অনেকটা সাহায্য করা হইবে। প্রভু আপনাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরস্নেহাস্পদ

বিবেকানন্দ।

---

(৮)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২১ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—,

* * * আমি ক্রমাগত এক স্থান থেকে অপর স্থানে ঘুরে বেড়াচ্চি—সর্ব্বদা কায কচ্চি—বক্তৃতা দিচ্চি, ক্লাস কচ্চি, এবং লোককে নানা রকমে বেদান্ত শিক্ষা দিচ্চি।

আমি যে বই লেখ্‌বার সংকল্প করেছিলুম, তার জন্য এখনও এক পংক্তিও লিখ্‌তে পারি নি। সম্ভবতঃ পরে একায হাতে নিতে পারব। এখানে উদারমতাবলম্বীদের মধ্যে আমি কতকগুলি পরম বন্ধু পেয়েছি, গোঁড়া-খ্রীষ্টানদের মধ্যেও কয়েকজনকে করিছি। আশা করি,

শীঘ্রই ভারতে ফির্‌ব। এদেশ ত যথেষ্ট ঘাঁটা হ'ল, বিশেষতঃ অতিরিক্ত কার্য্যের দরুণ আমাকে দুর্ব্বল করে ফেল্‌ছে। সাধারণের সমক্ষে বিস্তর বক্তৃতা করার দরুণ ও একস্থানে স্থিরভাবে না থেকে ক্রমাগত তাড়াতাড়ি এখান থেকে সেখানে ঘোরার দরুণ এই দুর্ব্বলতা এসেছে। * * সুতরাং বুঝ্‌ছো, আমি শীঘ্রই ফির্‌ছি। কতকগুলি লোকের আমি খুব প্রিয় হ'য়ে উঠিছি আর তাদের সংখ্যা ক্রমশঃই বাড়্‌ছে ; তারা অবশ্য চাইবে, আমি এখানে বরাবর থেকে যাই। কিন্তু আমার মনে হচ্চে—খবরের কাগজে নাম বেরোনো এবং সর্ব্বসাধারণের ভিতর কায করার দরুণ ভূয়ো লোকমান্য ত যথেষ্ট হ'ল—আর কেন ? আমার ওসবের একদম ইচ্ছা নেই।

* * * কোন দেশের অধিকাংশ লোকই কখনও কেবল সহানুভূতির বশে লোকের উপকার করে না। খ্রীষ্টানদের দেশে কতকগুলি লোক যে সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করে, অনেক সময়ে তার ভিতর কোন মতলব থাকে, কিম্বা নরকের ভয়ে ঐরূপ করে থাকে। আমাদের বাঙ্গালাদেশে যেমন চলিত কথায় বলে, "গরু মেরে জুতো দান।" এখানে সেই রকম দানই বেশী! সব যায়গায়ই তাই। আবার আমাদের জাতের তুলনায় পাশ্চাত্যদেশবাসীরা অধিক কৃপণ। আমি অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি যে, এসিয়াবাসীরা জগতের সকল জাতের চেয়ে বেশী দানশীল জাত, তবে তারা যে বড় গরীব।

কয়েক মাস আমি নিউইয়র্কে বাস কর্‌বার জন্য যাচ্চি। ঐ সহরটী সমস্ত যুক্তরাজ্যের যেন মাথা, হাত ও ধনভাণ্ডার স্বরূপ। অবশ্য বোষ্টনকে 'ব্রাহ্মণের সহর' (বিদ্যাচর্চ্চা-বহুল স্থান) বলে বটে। আমেরিকায় হাজার হাজার লোক রয়েছে, যারা আমার সহিত সহানুভূতি করে থাকে। * * * নিউইয়র্কের লোকগুলি খুব খোলা মন। সেখানে আমার কতকগুলি বিশিষ্ট গণ্যমান্য বন্ধু আছেন। দেখি, সেখানে কি কত্তে পারা যায়। কিন্তু সত্য কথা বল্‌তে কি, এই বক্তৃতা ব্যবসায়ে আমি দিন দিন বিরক্ত হয়ে পড়্‌ছি। পাশ্চাত্য দেশের লোকের পক্ষে ধর্ম্মের উচ্চাদর্শ বুঝ্‌তে এখনও বহুদিন লাগ্‌বে। তাদের টাকাই হ'ল সর্ব্বস্ব। যদি কোন ধর্ম্মে টাকা হয়, রোগ সেরে যায়, রূপ হয়, দীর্ঘজীবন লাভের আশা হয়, তবেই সকলে সেই ধর্ম্মের দিকে ঝুঁক্‌বে, নতুবা নয়। * * *

বা—, জি, জি এবং আমাদের বন্ধুবর্গের সকলকে আমার আন্তরিক ভালবাসা জানাবে।

তোমার প্রতি চিরপ্রেমসম্পন্ন

বিবেকানন্দ।

---

(৯)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২৭ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—,

* * * কল্‌কেতা থেকে আমার বক্তৃতা ও কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে যে সব বই ছাপা হয়েছে, তাতে একটা জিনিস আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। তাদের মধ্যে কতকগুলি এরূপ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে, পড়্‌লে বোধ হয় যেন আমি রাজনীতি নিয়ে আলোচনা কচ্চি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিজ্ঞ নই অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভিতরের আত্মতত্ত্বের দিকে—সেইটে যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে—এই আমার মত। * * * অতএব তুমি কল্‌কেতার লোকদের অবশ্য অবশ্য সাবধান করে দেবে, যেন আমার কোন লেখা বা কথার ভিতর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মিথ্যা করে আরোপিত করা না হয়। কি আহাম্মকি! * * শুন্‌লাম, রেভারেণ্ড কালীচরণ বাঁড়ুয্যে নাকি খ্রীষ্টীয় মিশনরিদের সমক্ষে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি। যদি সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে একথা বলা হয়ে থাকে, তবে আমার তরফ থেকে উক্ত বাবুকে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করবে,

তিনি তাঁহার উক্ত কথাটা কল্‌কেতার যে কোন সংবাদপত্রে লিখে হয় প্রমাণ করুন, নতুবা তাঁহার ঐ বাজে আহাম্মকি কথাটার প্রত্যাহার করুন। এটা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে অপদস্থ কর্‌বার খ্রীষ্টান মিশনরিদের একটা কৌশলমাত্র। আমি সাধারণভাবে সমুদয় খ্রীষ্টিয়ান পরিচালিত শাসনতন্ত্রকে লক্ষ্য করে সরলভাবে সমালোচনার ছলে কয়েকটা কড়া কথা বলেছি। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, আমার রাজনৈতিক বা তথাবিধ চর্চ্চার দিকে কিছু ঝোঁক আছে অথবা রাজনীতি বা তৎসদৃশ কিছুর সঙ্গে আমার কোনরূপ সংশ্রব আছে। যাঁরা ভাবেন, ঐ সব বক্তৃতা থেকে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করে ছাপান একটা খুব জমকাল ব্যাপার, আর যাঁরা প্রমাণ কত্তে চান যে, আমি একজন রাজনৈতিক প্রচারক, তাঁদের আমি বলি, "হে ঈশ্বর, আমার বন্ধুদের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।" * * *

* * * আমার বন্ধুগণকে বল্‌বে, যাঁরা আমার নিন্দাবাদ কচ্চেন, তাঁদের কথার আমার একমাত্র উত্তর—একদম চুপ থাকা। আমি তাদের ঢিলটা খেয়ে যদি তাদের পাট্‌কেল মার্‌তে যাই, তবে ত আমি তাদের সঙ্গে এক দরের হয়ে পড়্‌লুম। তাদের বল্‌বে,—সত্য নিজের প্রতিষ্ঠা নিজেই ক'র্‌বে, আমার জন্য তাদের কারও সঙ্গে বিরোধ কর্ত্তে হবে না। তাদের (আমার বন্ধুদের) এখনও ঢের শিখ্‌তে হবে, তারা ত এখনও শিশুতুল্য। তারা বালক—তারা এখনও আহাম্মকের মত সোণার স্বপন দেখ্‌ছে!

* * * সাধারণের সাম্‌নে বেরোনোর দরুণ এই ভূয়ো নাম যশ পেয়ে ও খবরের কাগজে নাম বেরিয়ে বেরিয়ে আমি একেবারে দিক্‌ হয়ে গিয়েছি। এখন প্রাণের ভিতর আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে—হিমালয়ের সেই শান্তিময় ক্রোড়ে ফিরে যাই।

তোমার প্রতি চিরস্নেহসম্পন্ন

বিবেকানন্দ।

---

(১০)

নিউইয়র্ক,

২৫ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের কয়েকখান পত্র পাইলাম। শ—প্রভৃতি যে ধূমক্ষেত্র মাচাচ্ছে, এতে আমি বড়ই খুসি। ধূমক্ষেত্র মাচাতে হবে, এর কম চল্‌বে না। কুছ পরোয়া নেই। দুনিয়াময় ধূম-ক্ষেত্র মেচে যাবে, 'বা গুরুকা ফতে'! আরে দাদা 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,' (ভাল কাযে অনেক বিঘ্ন হয়), ঐ বিঘ্নের গুঁতোয় বড় লোক তৈরী হয়ে যায়। * * মিসনরি ফিসনরির কি কর্ম্ম এ ধাক্কা সাম্‌লায়? * * * মোগল পাঠান হদ্দ হল, এখন কি তাঁতির কর্ম্ম ফার্সি পড়া? ও সব চল্‌বে না, ভায়া কিছু চিন্তা ক'র না। সকল কাজেই একদল বাহবা দেবে, আর একদল দুষমনাই করবে।

আপনার কার্য্য করে চলে যাও—কারুর কথার জবাব দেবার আবশ্যক কি? সত্যমেব জয়তে নানৃতং সত্যেনৈব পন্থা বিততো দেবযানঃ। (সত্যেরই জয়লাভ হয়, মিথ্যার কখন জয় হয় না; সত্যবলেই দেবযান মার্গে গতি হইয়া থাকে।) * * সব হবে ধীরে ধীরে।

এ দেশের গরমির দিনে সকলে দরিয়ার কিনারায় যায়—আমিও গিয়াছিলাম। এদের নৌকা আর জাহাজ চালাইবার বড়ই বাতিক। ইয়াট ব'লে ছোট ছোট জাহাজ ছেলে বুড় যার পয়সা আছে, তারই একটা আছে। তাইতে পাল তুলে দরিয়ায় যায় আর ঘরে আসে, খায় দায়—নাচে কোঁদে—গান বাজনা ত দিবারাত্র। পিয়ানোর জ্বালায় ঘরে তিষ্ঠাবার যো নাই।

ঐ যে হে—র ঠিকানায় চিঠি দাও, তাদের কথা কিছু বলি। সে আর তার স্ত্রী বুড় বুড়ী। আর দুই মেয়ে, দুই ভাইঝী, এক ছেলে। ছেলে রোজগার করতে দোসরা যায়গায় থাকে। মেয়েরা ঘরে থাকে। এদের দেশে মেয়ের সম্বন্ধে সম্বন্ধ। ছেলে বে করে পর হয়ে যায়—মেয়ের স্বামী ঘন ঘন স্ত্রীর বাপের বাড়ী যায়। এরা বলে—

'Son is son till he gets a wife,
The daughter is daughter all her life.' *

চারিজনেই যুবতী—বে থা করে নি। বে হওয়া এদেশে

* পুত্রের যতদিন না বিবাহ হয়, ততদিনই সে পুত্র; কিন্তু কন্যা চিরদিনই কন্যা থাকে।

বড়ই হাঙ্গাম। প্রথম মনের মত বর চাই। দ্বিতীয় পয়সা চাই। ছোঁড়া বেটারা ইয়ারকি দিতে বড়ই মজবুত—ধরা দেবার বেলা পগার পার। ছুঁড়িরা নেচে কুঁদে একটা স্বামী যোগাড় কর্‌বার চেষ্টা করে, ছোঁড়া বেটারা ফাঁদে পা দিতে বড়ই নারাজ। এই রকম কর্ত্তে কর্ত্তে একটা লভ হয়ে পড়ে—তখন সাদি হয়। এই হ'ল সাধারণ—তবে হে—র মেয়েরা রূপসী, বড় মানষের ঝী, ইউনিভার্সিটি গার্ল (বিশ্ববিত্থালয়ের ছাত্রী)—নাচ্‌তে গাইতে পিয়ানো বাজাতে অদ্বিতীয়া—অনেক ছোঁড়া ফেঁ ফেঁ করে—তাদের বড় পসন্দয় আসে না—তারা বোধ হয় বে-থা কর্‌বে না—তার উপর আমার সংস্রবে ঘোর বৈরিগ্যি উপস্থিত। তারা এখন ব্রহ্মচিন্তায় ব্যস্ত।

মেয়ে দুটীর চুল সোনালি অর্থাৎ ব্লণ্ড আর ভাইঝা দুটী Brunette অর্থাৎ কালচুল। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ এরা সব জানে। ভাইঝীদের তত পয়সা নাই—তারা একটা Kindergarten School (কিণ্ডারগার্টেন স্কুল) করে—মেয়েরা কিছু রোজগার করে না। এদের দেশের অনেক মেয়ে রোজগার করে। কেউ কারুর উপর নির্ভর করে না। ক্রোড়পতির ছেলেও রোজগার করে, তবে বে করে আর আপনার বাড়ী ভাড়া করে থাকে। মেয়েরা আমাকে দাদা বলে, আমি তাদের মাকে মা বলি। আমার মালপত্র সব তাদের বাড়ীতে। আমি যেখানেই কেন যাই না, তারা সব ঠিকানা করে। এ দেশের ছেলেরা

সব ছোট বেলা থেকেই রোজগার কর্ত্তে যায় আর মেয়েরা ইউনিভার্সিটিতে লেখাপড়া শেখে—তাইতে ক'রে একটা সভায় দেখ্‌বে যে 90 per cent (শতকরা ৯০ জন) মেয়ে। ছোঁড়ারা তাদের কাছে কল্‌কেও পায় না।

এদেশে ভূতুড়ে অনেক। মিডিয়ম হ'ল যে ভূত আনে। মিডিয়ম একটা পরদার আড়ালে যায় আর পর্দ্দার ভেতর থেকে ভূত বেরুতে আরম্ভ করে, বড় ছোট, হর রঙ্গের। আমি গোটাকতক দেখ্‌লাম বটে, কিন্তু ঠগ্‌বাজি বলেই বোধ হল। আর গোটাকতক দেখে তবে ঠিক সিদ্ধান্ত ক'র্‌ব। ভূতুড়েরা আমাকে অনেকে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

দোসরা হচ্চেন কৃশ্চিয়ান সায়ান্স—এরাই হচ্চে আজ-কালকার বড় দল—সর্ব্ব ঘটে। বড়ই ছড়াচ্চে—গোঁড়াদের বুকে শেল বিঁধ্‌ছে। এরা হচ্চে বেদান্তী অর্থাৎ গোটাকত অদ্বৈতবাদের মত যোগাড় করে তাই বাইবেলের মধ্যে ঢুকিয়েছে আর সোঽহং সোঽহং ব'লে রোগ ভাল করে দেয়—মনের জোরে। এরা সকলেই আমাকে বড় খাতির করে।

আজকাল গোঁড়াদের ত্রাহি ত্রাহি এদেশে। Devil worship* আর বড় একখানা চলছে না। আমাকে তারা যমের মত দেখে। বলে, কোথা থেকে এ বেটা

---

* ভূতোপাসনা—গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানেরা হিন্দু প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীকে 'ভূতোপাসক' বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে।

এল, রাজ্যির মাগি মদ্দ ওর পিছু পিছু ফেরে—গোঁড়ামীর জড় মারবার যোগাড়ে আছে। আগুন ধরে গেছে বাবা! গুরুর কৃপায় যে আগুন ধরে গেছে, তা নিব্‌বার নয়। কালে গোঁড়াদের দম্ নিক্‌লে যাবে। * * *

থিওসফিষ্টদের জোর বড় একটা নাই। তবে তারাও গোঁড়াদের খুব পিছু লেগে আছে।

এই কৃশ্চিয়ান সায়ান্স ঠিক আমাদের কর্ত্তাভজা। বল্ রোগ নেই—বস্, ভাল হয়ে গেল, আর বল্ সোঽহং বস্—ছুট্টি, চরে খাওগে। এদেশ ঘোর Materialist (জড়বাদী)—এই কৃশ্চিয়ান দেশের লোক—ব্যামো ভাল কর, আজগুবি কর, পয়সার রাস্তা হয়, তবে ধর্ম্ম মানে—অন্য কিছু বড় বোঝে না। তবে কেউ কেউ বেশ আছে। যত দুষ্ট মিসনরিরা তাদের ঘাড় ভাঙ্গে আর তাদের পাপ মোচন করে।

আমি এখন মান্দ্রাজিদের Address (অভিনন্দন), যা এখানকার সব কাগচে ছেবে ধূমক্ষেত্র মেচে গিয়েছিল, তারই জবাব লিখ্‌তে ব্যস্ত। যদি সস্তা হয় ত ছাপিয়ে পাঠাব, যদি মাগ্‌গি হয় ত Type-writing (টাইপরাইটিং) করে পাঠিয়ে দিব। তোমাদেরও এক কাপি পাঠাব—ইণ্ডিয়ান মিরারে ছাপিয়ে দিও। এদেশের অবিবাহিতা মেয়েরা বড়ই ভাল, তারা ভয় ডর করে। * * * এরা হল বিরোচনের জাত। শরীর হল এদের ধর্ম্ম, তাই মাজা, তাই ঘস্যা—তাই নিয়ে আছে। নখ্ কাট্‌বার হাজার যন্ত্র, চুল্

কাট্‌বার দশ হাজার, আর কাপড় পোষাক গন্ধমসলার ঠিক ঠিকানা কি! * * এরা ভাল মানুষ, দয়াবান্‌, সত্যবাদী। সব ভাল কিন্তু ঐ যে "ভোগ," ঐ ওদের ভগবান্‌। টাকার নদী, রূপের তরঙ্গ, বিদ্যের ঢেউ, বিলাসের ছড়াছড়ি।

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা॥

(কর্ম্মের সিদ্ধি আকাঙ্ক্ষা করিয়া ইহলোকে দেবতা যজন করে; যেহেতু মনুষ্যলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র লাভ হইয়া থাকে।)

অদ্ভুত তেজ আর বলের বিকাশ—কি জোর, কি কার্য্য-কুশলতা, কি ওজস্বিতা! হাতীর মত ঘোড়া বড় বাড়ীর মত গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্চে। এইখান থেকেই সুরু ঐ ডৌল সব। মহাশক্তির বিকাশ—এরা বামাচারী। তারই সিদ্ধি এখানে, আর কি! যাক্‌—এদের মেয়ে দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম বাবা! আমাকে বাচ্চাটীর মত ঘাটে মাঠে দোকান হাটে নিয়ে যায়। সব কায করে—আমি তার সিকির সিকিও কর্ত্তে পারি নি। এরা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী—এরা সাক্ষাৎ জগদম্বা, বাবা, এদের পূজা কল্লে সর্ব্ব সিদ্ধি লাভ হয়। আরে রাম বল, আমরা কি মানুষের মধ্যে? এই রকম মা জগদম্বা যদি ১০০০ আমাদের দেশে তৈরী করে মর্ত্তে পারি, তবে নিশ্চিন্তি হয়ে মর্‌ব। তবে তোদের দেশের লোক মানুষের মধ্যে হবে। তোদের পুরুষগুলো এদের মেয়েদের কাছে ঘেঁস্‌বার যুগ্যি নয়—

তোদের মেয়েদের কথাই বা কি! হরে হরে, আরে বাবা, কি মহাপাপী! ১০ বৎসরের মেয়ের বে দেয়। হে প্রভু, হে প্রভু! কিমধিকমিতি।

আমি এদের এই আশ্চয্যি মেয়ে দেখি। এ কি মা জগদম্বার কৃপা! একি মেয়ে রে বাবা! মদ্দগুলোকে কোণে ঠেসে দেবার যোগাড় করেছে। মদ্দগুলো হাবুডুবু খেয়ে যাচ্চে। মা তোরই কৃপা।—মেয়ে পুরুষের ভেদটার জড় মেরে তবে ছাড়্‌ব। আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা। শরীরাভিমান ছেড়ে দাঁড়াও। বল অস্তি অস্তি, নাস্তি নাস্তি করে দেশটা গেল। সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত! প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে; ওরে নেই নেই বলে কি কুকুর বেরাল হয়ে যাবি নাকি? কিসের নেই? কার নেই? শিবোঽহং শিবোঽহং। নেই নেই শুন্‌লে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে। ঐ যে দীনাহীনা ভাব, ও হ'ল ব্যারাম—ও কি দীনতা? ও গুপ্ত অহঙ্কার। ন লিঙ্গং ধর্ম্মকারণং, সমতা সর্ব্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণং। অস্তি অস্তি, সোঽহং সোঽহং, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ! (১)

---

(১) বাহ্যচিহ্ন ধর্ম্মের কারণ নহে; সর্ব্বভূতে সমভাব—ইহাই মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। [বল]—অস্তি অস্তি (তিনি আছেন, তিনি আছেন), আমিই সেই, আমিই সেই, আমি চিদানন্দ স্বরূপ

Avalanche (১) এর মত দুনিয়ার উপর পড়্—দুনিয়া ফেটে যাগ্ চড় চড় করে, হর, হর মহাদেব। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ (আপনিই আপনাকে উদ্ধার করিবে)।

* * * এমন দিন কি হবে যে, পরোপকারায় জান যাবে ? দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন—এই হয়ে আস্‌ছে চিরকাল—একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে নদী পার হয়। এবমস্তু এবমস্তু, শিবোঽহং শিবোঽহম্ (এইরূপই হউক, এইরূপই হউক—আমিই শিব, আমিই শিব)। * *

মান্দ্রাজে হুজুক খুব মেচেছে, ভাল কথা বটে।

তোমাদের একটা কি না কাগজ ছাপাবার কথা ছিল, তার কি খবর ? সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে, কাউকে চটালে হবে না। All the powers of good against all the powers of evil—এই হচ্চে কথা। * Do not insist upon everybody's believing in our Guru. (২) * * একটা খবরের কাগজ তোমাদের edit (সম্পাদন) কর্ত্তে হবে, আদ্দেক বাঙ্গালা, আদ্দেক

শিব। সিংহ যেমন পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ তিনি জগজ্জাল হইতে বহির্গত হন। বলহীন ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

(১) যে বৃহৎ বরফরাশি পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া যায়।

(২) অশুভকারিণী সমুদয় শক্তির বিরুদ্ধে শুভকারিণী সমুদয়

হিন্দী—পার ত আর একটা ইংরাজীতে। * * যেখানে যাবে, সেইখানেই একটা permanent (স্থায়ী) টোল পাত্তে হবে। তবে লোক change (পরিবর্ত্তিত) হতে থাক্‌বে। আমি একটা পুঁথি লিখ্‌ছি—এটা শেষ হ'লেই এক দৌড়ে ঘর আর কি। * * সর্ব্বদা মনে রেখ যে, পরমহংসদেব জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন—নামের বা মানের জন্য নয়। তিনি যা শেখাতে এসেছিলেন, তাই ছড়াও। তাঁর নামের দরকার নাই—তাঁর নাম আপনা হতে হবে। 'আমার গুরুজীকে মান্‌তেই হবে' বল্‌লেই দল বাঁধ্‌বে, আর সব ফাঁস হ'য়ে যাবে—সাবধান। সকলকেই মিষ্টিবচন—চট্‌লে সব কায পণ্ড হয়। যে যা বলে বলুক, আপনার গোঁয়ে চলে যাও—দুনিয়া তোমার পায়ের তলায় আস্‌বে, ভাবনা নাই। বলে—একে বিশ্বাস কর, ওকে বিশ্বাস কর—বলি, প্রথমে আপনাকে বিশ্বাস কর দিকি। Have faith in yourself—all power is in you—be conscious and bring it out (১)—বল, আমি সব কর্ত্তে পারি। "নেই নেই বল্‌লে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।" No নেই নেই, বল, হাঁ হাঁ, 'সোঽহং সোঽহং।'

শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে। সকলকে জোর করে আমাদের গুরুর উপর বিশ্বাস কর্ত্তে ব'লো না।

(১) নিজের উপর বিশ্বাস রাখ—সমুদয় শক্তি তোমার ভিতরে - এইটী জান এবং ঐ শক্তিকে অভিব্যক্ত কর।

কিন্নাম রোদিষি সখে ত্বয়ি সর্ব্বশক্তিঃ
আমন্ত্রয়স্ব ভগবন্ ভগদং স্বরূপম্।
ত্রৈলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে
আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ং কদাচিৎ ॥(১)

মহা হুহুঙ্কারের সহিত কার্য্য আরম্ভ করে দাও। ভয় কি? কার সাধ্য বাধা দেয়? কুর্ম্মস্তারকচর্ব্বণং ত্রিভুবন-মুৎপাটয়ামঃ বলাৎ। কিং ভো ন বিজানাস্থস্মান্ —রাম-কৃষ্ণদাসা বয়ম্। (২) ডর? কার ডর? কাদের ডর?

ক্ষীণা স্ম দীনাঃ সকরুণা জল্পন্তি মূঢ়া জনাঃ
নাস্তিক্যন্ত্বিদন্তু অহহ দেহাত্মবাদাতুরাঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম বীরা গতভয়া অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদা
আস্তিক্যন্ত্বিদন্তু চিনুমঃ রামকৃষ্ণদাসা বয়ম্ ॥
পীত্বা পীত্বা পরমমমৃতং বীতসংসাররাগাঃ
হিত্বা হিত্বা সকলকলহপ্রাপিণীং স্বার্থসিদ্ধিম্।
ধ্যাত্বা ধ্যাত্বা গুরুবরপদং সর্ব্বকল্যাণরূপং
নত্বা নত্বা সকলভুবনং পাতুমামন্ত্রয়ামঃ ॥

---

(১) হে সখে, তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমাতেই ত সব শক্তি রহিয়াছে। হে ভগবন্, তোমার ঐশ্বর্য্যশালী স্বরূপ প্রকাশ কর। এই ত্রিভুবন সমস্তই তোমার পাদমূলে। জড়ের কোন ক্ষমতা নাই—আত্মারই শক্তি প্রবল।

(২) তারকা চর্ব্বণ করিব, ত্রিভুবন বলপূর্ব্বক উৎপাটন করিব, আমাদের কি জান না? আমরা রামকৃষ্ণদাস।

প্রাপ্তং যদ্বৈ ত্বনাদিনিধনং বেদোদধিং মথিত্বা
দত্তং যস্য প্রকরণে হরিহরব্রহ্মাদিদেবৈর্ব্বলম্।
পূর্ণং যত্তু প্রাণসারৈর্ভৌমনারায়ণানাম্।
রামকৃষ্ণস্তনুং ধত্তে তৎপূর্ণপাত্রমিদং ভোঃ ॥(১)

ইংরেজী লেখাপড়া জানা Youngmenদের (যুবকদের) ভিতর কার্য্য কর্‌তে হবে। 'ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ' (একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অনেকে অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন)। ত্যাগ ত্যাগ—এইটী খুব প্রচার করা চাই। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না। * * *

—অত ভুগ্‌ছে কেন? দীনাহীনা ভাবের জ্বালায়। ব্যাম ফ্যাম সব ঝেড়ে ফেলে দিতে বল—এক ঘণ্টার মধ্যে

---

(১) দেহকেই যাহারা আত্মা বলিয়া জানে, তাহারা কাতর হইয়া সকরুণভাবে বলে,—আমরা ক্ষীণ ও দীন; ইহাই নাস্তিক্য। আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত, তখন আমরা ভয়শূন্য এবং বীর হইব. ইহাই আস্তিক্য। আমরা রামকৃষ্ণদাস।

সংসারে আসক্তিশূন্য হইয়া সকল কলহের মূল স্বার্থসিদ্ধি ত্যাগ করিয়া পরমামৃত পান করিতে করিতে সর্ব্বকল্যাণস্বরূপ শ্রীগুরুর চরণ ধ্যান করিয়া, সমস্ত পৃথিবীকে প্রণাম করিয়া, তাহাদিগকে ঐ অমৃত পান করিতে আহ্বান করিতেছি।

অনাদি অনন্ত বেদরূপ সমুদ্র মন্থন করিয়া যাহা পাওয়া গিয়াছে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদি দেবতা যাহাতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা পার্থিব নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের অবতারগণের প্রাণসারের দ্বারা পূর্ণ, শ্রীরামকৃষ্ণ সেই অমৃতের পূর্ণপাত্রস্বরূপ দেহ ধারণ করিয়াছেন।

সব ব্যাম ফ্যাম সেরে যাবে। আত্মাতে কি ব্যাম ধরে না কি? ছুট্! ঘণ্টাভর বসে ভাব্তে বল—আমি আত্মা—আমাতে আবার রোগ কি? সব চলে যাবে। তোমরা সকলে ভাব—আমরা অনন্ত বলশালী আত্মা—দেখ দিকি কি বল বেরোয়। কিসের দীনাহীনা? আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা। কিসের রোগ, কিসের ভয়, কিসের অভাব? দীনাহীনা ভাবকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় কর দিকি। সব মঙ্গল হবে। No negative, all positive, affirmative. I am, God is, everything is in me. I *will* manifest health, purity, knowledge, whatever I want.* আরে, এরা ম্লেচ্ছগুলো আমার কথা বুঝ্তে লাগ্ল আর তোমরা বসে বসে দীনাহীনা ব্যাময় ভোগো? কার ব্যাম—কিসের রোগ? ঝেড়ে ফেলে দে! * * বীর্য্যমসি বীর্য্যং বলমসি বলম্ ওজোঽসি ওজঃ সহোঽসি সহো ময়ি দেহি। (তুমি বীর্য্যস্বরূপ, আমাকে বীর্য্য দাও, তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বল দাও, তুমি ওজঃস্বরূপ, আমাকে ওজঃ দাও, তুমি সামর্থ্যস্বরূপ, আমাকে সামর্থ্য প্রদান কর।) রোজ ঠাকুরপূজার সময় যে

* নাস্তিভাবদ্যোতক কিছু থাক্‌বে না—সবই অস্তিভাবদ্যোতক হওয়া চাই। (বল) আমি আছি, ঈশ্বর আছেন, আর সমুদয়ই আমার মধ্যে আছে। আমার যাহা কিছু প্রয়োজন—স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, জ্ঞান—সমুদয়ই আমি আমার ভিতর হইতে অভিব্যক্ত করিব।

আসনপ্রতিষ্ঠা—আত্মানম্ অচ্ছিদ্রং ভাবয়েৎ (আত্মাকে অচ্ছিদ্র ভাবনা করিবে)—ওর মানে কি? বল—আমার ভেতর সব আছে—ইচ্ছা হলেই বেরুবে। তুমি নিজের মনে মনে বল—আত্মা,—তারা পূর্ণ, তাদের আবার রোগ কি? বল ঘণ্টাখানেক দুচারিদিন। সব রোগ বালাই চুর হয়ে যাবে।

(১১)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—,

তুমি যে সকল কাগজ পাঠাইয়াছিলে, তাহা যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। আর এতদিনে তুমিও নিশ্চিত আমেরিকার কাগজে যে সকল মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিছু কিছু পাইয়া থাকিবে। এখন সব ঠিক হইয়াছে। সর্ব্বদা কলিকাতায় চিঠি পত্র লিখিবে। বৎস, এ পর্য্যন্ত তুমি সাহস দেখাইয়া আপনাকে গৌরবমণ্ডিত করিয়াছ। জিজিও বড়ই অদ্ভুত ও সুন্দর কার্য্য করিয়াছে। হে মদীয় সাহসী নিঃস্বার্থ সন্তানগণ, তোমরা সকলেই বড়ই সুন্দর কার্য্য করিয়াছ। আমি তোমাদের কথা স্মরণ করিয়া বড়ই গৌরব অনুভব করিতেছি। ভারত তোমাদের লইয়া গৌরব অনুভব করিতেছে। তোমাদের যে খবরের কাগজ বাহির করিবার সঙ্কল্প ছিল, তাহা ছাড়িও না। খেতড়ীর রাজা ও কাঠিয়াওয়াড়স্থ লিম্‌ডির ঠাকুর সাহেব যাহাতে আমার কার্য্যের বিষয় সর্ব্বদা সংবাদ পান,

তাহা করিবে। আমি মান্দ্রাজ অভিনন্দনের একটী সঙ্ক্ষিপ্ত উত্তর লিখিতেছি। যদি সস্তা হয়, এখান হইতেই ছাপাইয়া পাঠাইয়া দিব, নতুবা টাইপরাইট করিয়া পাঠাইয়া দিব। ভরসায় বুক বাঁধ—নিরাশ হইও না। এরূপ সুন্দরভাবে কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার পর, যদি আবার তোমার নৈরাশ্য আসে, তাহা হইলে তুমি মূর্খ। আমাদের কার্য্যের আরম্ভ যেরূপ সুন্দর হইয়াছে, আর কোন কার্য্যের আরম্ভ তদ্রূপ দেখা যায় না; আমাদের কার্য্য ভারতে ও তাহার বাহিরে যেরূপ শীঘ্র শীঘ্র বিস্তৃত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত ভারতে আর কোন আন্দোলন তদ্রূপ হয় নাই।

আমি ভারতের বাহিরে কোনরূপ প্রণালীবদ্ধ কার্য্য বা সভাসমিতি করিতে ইচ্ছা করি না। ঐরূপ করিবার কোন উপকারিতা বুঝি না। ভারতই আমাদের কার্য্যক্ষেত্র, আর বিদেশে আমাদের কার্য্যের আদরের এইটুকু মূল্য যে, উহাতে ভারত জাগিবে। এই পর্য্যন্ত। আমেরিকার ব্যাপার ভারতে আমাদের কার্য্য করিবার অধিকার ও সুযোগ উপস্থিত করিয়াছে। এখন ভাববিস্তারের জন্য আমাদিগের দৃঢ়মূল ভিত্তির প্রয়োজন। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা—এক্ষণে এই দুইটী কেন্দ্র হইয়াছে। অতি শীঘ্রই ভারতে আরও শত শত কেন্দ্র হইবে।

যদি পার, তবে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র উভয়ই বাহির কর। আমার যে সকল ভ্রাতৃগণ চারিদিকে ঘুরিতেছেন, তাঁহারা গ্রাহক সংগ্রহ করিবেন—আমিও অনেক

গ্রাহক যোগাড় করিব এবং মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু টাকা পাঠাইব। মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইও না—সব ঠিক হইয়া যাইবে।

ইচ্ছাশক্তিই জগৎকে পরিচালিত করিয়া থাকে। হে বৎস, যুবকগণ খ্রীষ্টিয়ান হইয়া যাইতেছে বলিয়া দুঃখিত হইও না। আমাদের নিজের দোষেই ইহা ঘটিতেছে। (এইমাত্র রাশীকৃত সংবাদপত্র ও পরমহংসের জীবনী আসিল—আমি সমুদায় পড়িয়া, তার পর আবার কলম ধরিতেছি।) আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ মান্দ্রাজে এক্ষণে যে প্রকার অযথা নিয়ম ও আচারবন্ধন রহিয়াছে, তাহাতে তাহারা ঐরূপ না হইয়াই বা করে কি? উন্নতির জন্য প্রথম চাই—স্বাধীনতা। তোমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আত্মার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, তাই ধর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহারা দেহকে যতপ্রকার বন্ধনের মধ্যে ফেলিলেন, কাযেকাযেই সমাজের বিকাশ হইল না। পাশ্চাত্য দেশে ঠিক ইহার বিপরীত—সমাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা—ধর্ম্মে কিছুমাত্র নাই। ইহার ফলে তথায় ধর্ম্ম নিতান্ত অপরিণত ও সমাজ সুন্দর উন্নত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্যদেশীয় সমাজের চরণ হইতে বন্ধন-শৃঙ্খল ক্রমশঃ দূর হইতেছে, পাশ্চাত্য ধর্ম্মেরও ঠিক তাহাই হইতেছে। তোমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে ও সহিষ্ণুতার সহিত কায করিয়া যাইতে হইবে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আদর্শ আবার ভিন্ন ভিন্ন। ভারত

ধর্ম্মমুখী বা অন্তর্ম্মুখী, পাশ্চাত্য বহির্ম্মুখী। পাশ্চাত্যদেশ ধর্ম্মের এতটুকু উন্নতি করিতে হইলে সমাজের উন্নতির ভিতর দিয়া করিতে চায়, আর প্রাচ্য এতটুকু সামাজিক শক্তি লাভ করিতে হইলে, তাহা ধর্ম্মের মধ্য দিয়া লাভ করিতে চায়।

এই কারণে আধুনিক সংস্কারকগণ প্রথমেই ভারতের ধর্ম্মকে নাশ না করিয়া সংস্কারের আর কোন উপায় দেখিতে পান না। তাঁহারা উহার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে বিফলমনোরথও হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? কারণ, তাঁহাদের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই তাঁহাদের নিজের ধর্ম্ম উত্তমরূপে অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়াছেন—আর তাঁহাদের একজনও 'সকল ধর্ম্মের প্রসূতি'কে বুঝিবার জন্য যে সাধনের প্রয়োজন, সেই সাধনের মধ্য দিয়া যান নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় আমি এই সমস্যার মীমাংসা করিয়াছি বলিয়া দাবী করি। আমি বলি, হিন্দুসমাজের উন্নতির জন্য হিন্দুধর্ম্মনাশের কোন প্রয়োজন নাই এবং হিন্দুর ধর্ম্ম, প্রাচীন রীতিনীতি ও আচার পদ্ধতি প্রভৃতি সমর্থন করিয়া রহিয়াছে বলিয়া যে সমাজের এই অবস্থা, তাহা নহে, কিন্তু ধর্ম্মভাবসকলকে সামাজিক সকল ব্যাপারে যেরূপ ভাবে লাগান উচিত, তাহা হয় নাই বলিয়াই সমাজের এই অবস্থা। আমি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ হইতে ইহা বিস্তারিত-ভাবে প্রমাণ করিতে প্রস্তুত। আমি ইহাই শিক্ষা দিতেছি, আর আমাদিগকে ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সারা জীবন চেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ইহাতে সময়

লাগিবে—অনেক সময় ও দীর্ঘকালব্যাপী আলোচনার প্রয়োজন। সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর ও কায করিয়া যাও। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্'—নিজ আত্মার দ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

আমি তোমাদের অভিনন্দনের উত্তর দিবার জন্য ব্যস্ত আছি। ইহা ছাপাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবে। তা যদি সম্ভবপর না হয়, খানিকটা খানিকটা করিয়া ইণ্ডিয়ান মিরর ও অন্যান্য কাগজে ছাপাইবে।

তোমারই—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ কেবল উন্নত আধ্যাত্মিক-ভাবাপন্ন জনগণের জন্য গঠিত—আর সকলকেই উহা নির্দ্দয়ভাবে পিষিয়া ফেলে। কিন্তু যাহারা সাংসারিক অসার বিষয়, যথা রূপরসাদি, একটু আধটু সম্ভোগ করিতে চায়, তাহারা কোথা যাইবে? তোমাদের ধর্ম্ম যেমন উত্তম মধ্যম ও অধম—সকল প্রকার অধিকারীকেই গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমাদের সমাজেরও উচিত—তদ্রূপ উচ্চ নীচ ভাবাপন্ন সকলকে গ্রহণ করা। ইহার উপায়—প্রথমে তোমাদের ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে হইবে, তৎপরে—সামাজিক বিষয়ে উহা লাগাইতে হইবে। ইহা অতি ধীরে ধীরে হইবে, কিন্তু ইহাতে পাকা কায হইবে।

ইতি বি—

---

(১২)

২২শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

বাল্টিমোর, আমেরিকা।

প্রেমাস্পদেষু—

তোমার পত্র পাঠে সকল সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান্ অক্ষয়কুমার ঘোষের এক পত্র লণ্ডন নগর হইতে অদ্য পাইলাম, তাহাতেও অনেক বিষয় জ্ঞাত হইলাম।

* * * *

এক্ষণে তোমরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পাইলে—Strike the iron while it is hot. (১) কুড়েমির কায নয়। ঈর্ষ্যা অহমিকাভাব গঙ্গাজলে জন্মের মত বিসর্জ্জন দাও। মহাশক্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কর ও মহাবলে কাযে লাগিয়া যাও। বাকী প্রভু সব পথ দেখাইয়া দিবেন। মহাবন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। Work, work, work, (কায, কায, কায) এই মূল মন্ত্র। আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। এদেশে কার্য্যের বিরাম নাই—সমস্ত দেশ দাব্ড়ে বেড়াচ্ছি। যেখানে তাঁর তেজের বীজ পড়্বে, সেই খানেই ফল ফল্বে—অদ্য বাব্দ-শতান্তে বা। সকলের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তবে আশু ফল হইবে।

* * জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, আপনাদের

(১) গরম থাকিতে থাকিতে লোহার উপর ঘা মার।

নাম বাজান উদ্দেশ্য নহে। নি—সিলোনে, পালিভাষা শিক্ষা কেন না করে এবং বৌদ্ধ গ্রন্থ অধ্যয়ন কেন না করে? অনর্থক ভ্রমণে কি ফল? তা ত বুঝিতে পারি না, * * * তাঁহার যাহারা শরণাগত, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, পদতলে, মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে। তোমাদের নিকট এই চাই—হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষ্যা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ হইতে হইবে; এইটী যদি পার, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে।

* * * মহোৎসবাদিতে পেটের খাওয়া কম করিয়া মস্তিষ্কের খাওয়া কিছু দিতে চেষ্টা করিবে। * *

বিবেকানন্দ।

---

১৩)

(ইংরাজ হইতে অনূদিত)

২৩ শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

ভিহিমিয়া চাঁদ, লিমড়ি—

আমি এদেশে বেশ ভাল আছি। এতদিনে আমি ইহাদের নিজেদের আচার্য্যগণের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইয়াছি। ইহারা সকলে আমাকে এবং আমার উপদেশ পছন্দ করে। সম্ভবতঃ আমি আগামী শীতে ভারতে ফিরিব। আপনি বোম্বাইয়ের মিঃ গান্ধিকে জানেন কি? তিনি এখনও চিকাগোতেই আছেন। কিন্তু ভারতে যেমন আমার অভ্যাস ছিল, এখানেও সেইরূপ আমি সমস্ত দেশের

ভিতর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। প্রভেদ এইটুকু যে, এখানে উপদেশ দিয়া প্রচার করিয়া বেড়াইতেছি। সহস্র সহস্র ব্যক্তি খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত আমার কথা শুনিয়াছে। এদেশে থাকা খুব ব্যয়সাধ্য, কিন্তু প্রভু সর্ব্বত্রই আমার যোগাড় করিয়া দিতেছেন।

বিবেকানন্দ।

---

(১৪)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত ২য় পত্র)

"ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়"

১৮৯৪।

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি খেতড়ীতে থাকিয়া অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

তা—দাদা মান্দ্রাজে অনেক কার্য্য করিয়াছেন। বড়ই আনন্দের কথা! তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিলাম মান্দ্রাজবাসীদের নিকট। রা—ও হ—লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাদের শারীরিক কুশল। মঠের সকল সংবাদ অবগত হইলাম—শীর পত্রে।

* * * *

রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্ম্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য্য করিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া কার্য্য হয় না। মাল্‌সিসর,

আল্‌সিসর আর যত সব ওখানে আছে, মধ্যে মধ্যে পরি-ভ্রমণ করিতে থাক। আর সংস্কৃত ইংরাজী সযত্নে অভ্যাস করিবে।—নিধি পঞ্জাবে আছে বোধ হয়, তাহাকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া খেত্‌ড়ীতে আনিবে ও তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাহাকে ইংরাজী শিখাইবে। যে প্রকারে পার তাহার ঠিকানা আমায় দিবে।—নিধি অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

* * * *

খেত্‌ড়ী সহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্য অন্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদি, মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজভোগ খাওয়ায়, আর হে প্রভু রামকৃষ্ণ বলায়, কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরীবদের উপকার না করিতে পার। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম্ম, উপাসনা, জ্ঞান—এই কর্ম্ম কর তবে চিত্ত-শুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিষ্ফল হইবে। —নিধি আসিলে দুইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরীব দরিদ্রদের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয় তদ্দণ্ডেই ত্যাগ করিবে। পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্য্যের নিশান—কায়মনো-বাক্যে "জগদ্ধিতায়" দিতে হইবে। পড়েছ, "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব," আমি বলি "দরিদ্রদেবো ভব,

মূর্খদেবো ভব”—দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম্ম জানিবে। কিমধিকমিতি।

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

---

(১৫)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

১৮৯৪।

প্রাণাধিকেষু—

* * * ধর্ম্ম কি আর ভারতে আছে দাদা: জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, যোগমার্গ সব পলায়ন। এখন আছেন কেবল ছুৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা, আমায় ছুঁয়োনা। দুনিয়া অপবিত্র, আমি পবিত্র। সহজ ব্রহ্মজ্ঞান! ভালা মোর বাপ!! হে ভগবান! এখন ব্রহ্ম হৃদয়কন্দরেও নাই, গোলোকেও নাই, সর্ব্বভূতেও নাই, এখন ভাতের হাঁড়িতে। পূর্ব্বে মহতের লক্ষণ ছিল "ত্রিভুবনমুপকার-শ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ," এখন হচ্চে আমি পবিত্র আর দুনিয়া অপবিত্র—লাও রূপেয়া, ধরো হামারা পায়েরকা নীচে। * * যে মহাপুরুষ হুজ্জুক সাঙ্গ করে দেশে ফিরে যেতে লিখ্‌চেন তাঁকে বল, * * এ দেশ আমার more (অধিক) ঘর—হিন্দুস্থানে কি আছে? কে ধর্ম্মের আদর করে? কে বিদ্যের আদর করে?

ঘরে ফিরে এস !!! ঘর কোথা ? আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না, আমি লাখ নরকে যাব, বসন্তবল্লোক-হিতং চরন্তঃ" (বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করেন)—এই আমার ধর্ম্ম। অলস, নিষ্ঠুর, নির্দ্দয়, স্বার্থপর ব্যক্তিদের সহিত আমি কোন সংস্রব রাখিতে চাই না। যার ভাগ্যে থাকে, সে এই মহাকার্য্যে সহায়তা কর্ত্তে পারে।

* * সকলকে আমার ভালবাসা দিবে, সকলের help (সাহায্য) আমি চাই। Neither money pays, nor name, nor fame, nor learning, it is character that can cleave through adamantine walls of difficulties, * মনে রেখো। * * কিমধিক-মিতি।

চিরস্নেহাস্পদ !

বিবেকানন্দ

---

* টাকায় কিছু হয় না, নাম যশে কিছু হয় না, বিদ্যায় কিছু হয় না, চরিত্রই বাধাবিঘ্নের বজ্রদৃঢ় প্রাচীর ভেদ কর্ত্তে পারে।

(১৬)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

ওয়াশিংটন।

২৭শে অক্টোবর, ১৮৯৪।

প্রিয় আ—

আমার শুভ আশীর্ব্বাদ জানিবে। এতদিনে তুমি নিশ্চয়ই আমার অপর পত্রখানি পাইয়াছ। আমি কখন কখন তোমাদিগকে কড়া চিঠি লিখি; তজ্জন্য কিছু মনে করিও না। তোমাদিগের সকলকে আমি কতদূর ভালবাসি তাহা তুমি ভালরূপই জান।

তুমি অনেকবার আমি কোথায় কোথায় ঘুরিতেছি, কি করিতেছি, তাহার সমুদয় বিবরণ ও আমার বক্তৃতা-গুলির সংক্ষিপ্ত আভাস জানিতে চাহিয়াছ। মোটামুটি জানিয়া রাখ, ভারতেও যা করিতাম, এখানেও ঠিক তাহাই করিতেছি। ভগবান্ যেখানে লইয়া যাইতেছেন, তথায়ই যাইতেছি—পূর্ব্ব হইতে সংকল্প করিয়া আমার কোন কার্য্য হয় না। আরও একটী বিষয় স্মরণ রাখিও, আমাকে অবিশ্রান্ত কার্য্য করিতে হয়, সুতরাং আমার চিন্তারাশি একত্র করিয়া পুস্তকাকারে গ্রথিত করিবার অবসর নাই। এত বেশী কায দিন রাত ধরিয়া করিতে হইতেছে যে, আমার স্নায়ুগুলি দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে—আমি ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। ভারত হইতে যথেষ্ট কাগজ পত্র আসিয়াছে, আর আবশ্যক নাই। তুমি এবং মান্দ্রাজের

অন্যান্য বন্ধুগণ আমার জন্য যে নিঃস্বার্থভাবে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছ, তাহার জন্য তোমাদের নিকট আমি যে কি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ, তাহা বলিতে পারি না। তবে ইহা জানিয়া রাখ, তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহার উদ্দেশ্য আমার নাম বাজান নহে—ঐ কার্য্যের উদ্দেশ্য এই—যাহাতে তোমরা তোমাদের শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত হও। সম্প্রদায় গঠন করা আমার প্রকৃতিসিদ্ধ নয়—ধ্যানধারণা ও স্বাধ্যায়—ইহাই আমার প্রকৃতির উপযোগী। আমার মনে হয়, যথেষ্ট কায করিয়াছি—এখন একটু বিশ্রাম করিতে চাই—আমি এক্ষণে আমার গুরুদেবের নিকট হইতে যাহা পাইয়াছি, তাহাই লোককে একটু শিক্ষা দিব। তোমরা এখন জানিয়াছ, তোমরা কি করিতে পার। মান্দ্রাজের যুবক তোমরাই প্রকৃত পক্ষে সব করিয়াছ—আমি সাক্ষী গোপাল মাত্র! আমি একজন ত্যাগী। আমি কেবল একটী জিনিস চাই ঃ—যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি উহাকে ধর্ম্ম নাম দিই না। চক্ষু আমাদের পৃষ্ঠের দিকে নয়, সামনের দিকে—অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও, আর যে ধর্ম্ম তোমরা নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার

উপদেশগুলি কার্য্যে পরিণত কর—ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন।

আমার উপর নির্ভর করিও না, নিজের নিজের উপর নির্ভর করিতে শিখ। আমি যে সর্ব্বসাধারণের ভিতর একটা উৎসাহ উদ্দীপিত করিবার উপলক্ষস্বরূপ হইয়াছি, ইহাতে আমি আপনাকে সুখী বিবেচনা করিতেছি। এই উৎসাহের সহায়তা লইয়া অগ্রসর হও—এই উৎসাহ-স্রোতে গা ঢালিয়া দাও, সব ঠিক হইয়া যাইবে।

হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা কখন বিফল হয় না। আজই হউক, কালই হউক, শত শত যুগ পরেই হউক, সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্য-জাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তি-মত্তায় বিশ্বাসসম্পন্ন হও। নামযশের ফাঁকা চাকচিক্যে কি হইবে? খবরের কাগজে কি বলে না বলে, আমি তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকি না। তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? তাহা থাকিলেই তুমি সর্ব্বশক্তিমান হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করিতে পারে? চরিত্রবলে মানুষ সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভেও রক্ষা করিয়া থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীর সন্তান

চাহিতেছেন—তোমরা বীর হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশী-র্ব্বাদ করুন। সকলেই আমাকে ভারতে আসিতে বলি-তেছে। তাহারা মনে করে, আমি গেলে তাহারা বেশী কায করিতে পারিবে। বন্ধো, সকলে ভুল বুঝিয়াছ। আজকাল যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, ইহা একটু স্বদেশ-হিতৈষিতামাত্র—ইহাতে কোন কায হইবে না। যদি ইহা খাঁটী হয়, তবে দেখিবে, অল্পকালের মধ্যেই শত শত বীর অগ্রসর হইয়া আসিবে এবং কার্য্যে লাগিয়া যাইবে। অতএব জানিয়া রাখ যে, তোমরাই সব করিয়াছ—ইহা জানিয়া আরও কার্য্য করিতে থাক, আমার দিকে দেখিও না। অক্ষয় এক্ষণে লণ্ডনে আছেন—তিনি লণ্ডনে মিস মুলারের নিকট যাইবার জন্য আমাকে একখানি সুন্দর নিমন্ত্রণ পত্র লিখিয়াছেন। বোধ হয়, আগামী জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারিতে লণ্ডন যাইব। ভট্টাচার্য্য আমাকে ভারতে যাইতে লিখিতে-ছেন। আ—,এস্থান প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আমি বিভিন্ন মতবাদ লইয়া কি করিব ? আমি ভগবানের দাস। উচ্চ উচ্চ তত্ত্ব প্রচার করিবার উপযুক্ত ক্ষেত্র ইহার অপেক্ষা আর কোথায় পাইব ? এখানে যদি একজন আমার বিরুদ্ধে থাকে ত শত শত জন আমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এখানে মানুষ মানুষের জন্য ভাবে, নিজের ভ্রাতাদের জন্য কাঁদে, এখানকার রমণীগণ দেবীস্বরূপা। মূর্খদিগকেও যদি প্রশংসা করা যায়, তবে তাহারাও কার্য্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। যদি সব দিকে সুবিধা হয়, তবে অতি কাপুরুষও বীরের ভাব

ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কার্য্য করিয়া চলিয়া যান। একজন বুদ্ধ জগতে প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শত শত বুদ্ধ নীরবে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। প্রিয় বৎস আ—,আমি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করি, আমি মানুষকে বিশ্বাস করি, দুঃখী দরিদ্রকে সাহায্য করা, পরের সেবার জন্য নরকে যাইতে প্রস্তুত হওয়া আমি খুব বড় কায বলিয়া বিশ্বাস করি। পাশ্চাত্যগণের কথা কি বলিব আ—, তাহারা আমাকে খাইতে দিয়াছে, পরিতে দিয়াছে, আশ্রয় দিয়াছে, তাহারা আমার সহিত পরম বন্ধুর ব্যবহার করিয়াছে—খুব গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান পর্য্যন্ত। তাহাদের একজন পাদরী যদি ভারতে যায়, আমাদের দেশের লোক তাহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করে ? তোমরা তাহাদিগকে স্পর্শ পর্য্যন্ত কর না, তাহারা যে ম্লেচ্ছ !!! বৎস, কোন ব্যক্তি, কোন জাতিই অপরের প্রতি ঘৃণাসম্পন্ন হইলে জীবিত থাকিতে পারে না ! যখনই ভারতবাসীরা ম্লেচ্ছ শব্দ আবিষ্কার করিল ও অপর জাতির সহিত সর্ব্ববিধ সংস্রব পরিত্যাগ করিল, তখনই ভারতের অদৃষ্টে ঘোর সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। তোমরা ভারতেতর দেশবাসীদের প্রতি উক্ত ভাব পোষণ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হইও। বেদান্তের কথা ফস্‌ফস্ মুখে আওড়ান খুব ভাল বটে, কিন্তু উহার একটী ক্ষুদ্র উপদেশও কার্য্যে পরিণত করা কি কঠিন !

আমি শীঘ্রই এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি, সুতরাং এখানে আর খবরের কাগজ পাঠাইবার প্রয়োজন

নাই। প্রভু তোমাকে চিরদিনের জন্য আশীর্ব্বাদ করুন।

তোমারই চিরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী
বিবেকানন্দ।

পুঃ—দুইটী জিনিস হইতে বিশেষ সাবধানে থাকিবে—ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈর্ষ্যা। সর্ব্বদা আত্মবিশ্বাস অভ্যাস করিতে চেষ্টা কর।—ইতি বি।

---

(১৭)

কলিকাতাবাসিগণের অভিনন্দনপত্রের উত্তর।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

[চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যজাতির নিকট হিন্দুধর্ম্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত জনসাধারণ টাউনহলে সভা করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ও আমেরিকাবাসিগণকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। ঐ সভায় কতকগুলি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইয়া আমেরিকায় প্রেরিত হয়। এই পত্রখানি তাহার উত্তরস্বরূপ স্বামিজী লিখিয়াছেন।]

নিউইয়র্ক,
১৮ই নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মহাশয়,

সম্প্রতি কলিকাতা টাউনহলের সভায় যে প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে এবং আমার স্বীয় নগরনিবাসিগণ আমাকে

উদ্দেশ করিয়া যে মধুর কথাগুলি পাঠাইয়াছেন, তাহা আমি পাইয়াছি।

হে মহাশয়, আমার ক্ষুদ্র কার্য্যও যে আপনারা সাদরে অনুমোদন করিয়াছেন, তজ্জন্য আমার হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আমার দৃঢ় ধারণা—কোন ব্যক্তি বা জাতি অপর জাতি হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ পৃথক্ রাখিয়া বাঁচিতে পারে না। আর যেখানেই শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা বা নীতি (Policy) সম্বন্ধীয় ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ চেষ্টা হইয়াছে, সেখানেই যে জাতি আপনাকে পৃথক্ রাখিয়াছে, তাহারই পক্ষে ফল অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে।

আমার মনে হয়—ভারতের পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ—এই জাতির চারিদিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া। প্রাচীনকালে এই আচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল—হিন্দুরা যেন চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বৌদ্ধজাতিদের সংস্পর্শে না আসে। ইহার ভিত্তি—অপরের প্রতি ঘৃণা।

প্রাচীন বা আধুনিক তার্কিকগণ মিথ্যা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, যতই ইহা ঢাকিবার চেষ্টা করুন না কেন,— অপরকে ঘৃণা করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত না হইয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্মনীতির এই অব্যর্থ নিয়মের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ স্বরূপ—ইহার অনিবার্য্য ফল এই হইল যে, যে জাতি প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল তাহাই এক্ষণে সমুদয় জাতির

মধ্যে তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও ঘৃণার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ যে নিয়ম প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরাই সেই নিয়মের অব্যর্থ ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া রহিয়াছি।

আদান প্রদানই প্রকৃতির নিয়ম আর ভারতকে যদি আবার উঠিতে হয়, তবে তাঁহাকে নিজ ঐশ্বর্য্য বাহির করিয়া পৃথিবীর সমুদয় জাতির ভিতর অবিচারিতভাবে ছড়াইয়া দিতেই হইবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে অপরে যাহা কিছু দেয়, তাহাই গ্রহণে প্রস্তুত হইতে হইবে। বিস্তারই জীবন—সঙ্কোচই মৃত্যু; প্রেমই জীবন—দ্বেষই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে সঙ্কুচিত হইতে লাগিলাম, যেদিন হইতে অপর জাতিসকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেই দিন হইতে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হইল, আর যতদিন না পুনরায় জীবনে ফিরিতেছি—যতদিন না আবার বিস্তারশীল হইতেছি—ততদিন কিছুতেই আমাদের মৃত্যু আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে। আর শত শত কুসংস্কারাবিষ্ট ও স্বার্থপর ব্যক্তি (প্রবাদবাক্যস্থ কুকুর যেমন গরুর জাবপাত্রে শুইয়া থাকিয়া, নিজেরাও তাহা খায় না অথচ গরুরও খাবার ব্যাঘাত উৎপাদন করে, ইহারাও সেইরূপ।) অপেক্ষা প্রত্যেক হিন্দু যিনি বিদেশ ভ্রমণ করিতে যান, তিনি স্বদেশের অধিকতর কল্যাণ সাধন করেন। পাশ্চাত্য জাতিগণ জাতীয় জীবনের যে অপূর্ব্ব

প্রাসাদসমূহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেগুলি চরিত্ররূপ স্তম্ভ-সমূহ অবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত—যতদিন না আমরা এইরূপ শত শত উৎকৃষ্ট চরিত্র সৃষ্টি করিতে পারিতেছি, ততদিন এই শক্তি বা ঐ শক্তির বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ ও চীৎকার করা বৃথা।

যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, সে কি স্বয়ং স্বাধীনতা পাইবার যোগ্য? আসুন আমরা বৃথা চীৎকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া, ধীরতার সহিত মনুষ্যোচিতভাবে কাযে লাগিয়া যাই। আর আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি যে, কোন ব্যক্তি যাহা পাইবার প্রকৃতপক্ষে উপযুক্ত হইয়াছে, জগতের কোন শক্তিই তাহা পাইবার প্রতি-বন্ধকতাচরণ করিতে সমর্থ নহে। আমাদের জাতীয় জীবন অতীতকালে মহৎ ছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি অকপটভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের ভবিষ্যৎ আরও গৌরবান্বিত। শঙ্কর আমাদিগকে পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ে অবিচলিত রাখুন।

ভবদীয় বশম্বদ
বিবেকানন্দ।

---

(১৮)*

৩০ শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রেমাস্পদেষু,

তোমার মনোরম পত্রখানি এইমাত্র পেলাম। তুমি যে শ্রীরামকৃষ্ণের মহিমা বুঝ্‌তে পেরেছ, তা জেনে আমার বড়ই আনন্দ হল। আরও আনন্দ হল তোমার তীব্র বৈরাগ্যের পরিচয় পেয়ে। এই বৈরাগ্যই ত হল ভগবান্ লাভ কর্‌বার সাধনসমূহের মধ্যে অন্যতম প্রথম সাধন। আমি মান্দ্রাজ-বাসীর উপর চিরকাল প্রবল আশা পোষণ করে এসেছি—এখনও আমার দৃঢ় বিশ্বাস—মান্দ্রাজ হতে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ উঠে সমগ্র ভারতকে বন্যায় ভাসিয়ে দেবে। আমি তোমার পত্রোত্তরে কেবল এই কথা বলি যে, ঈশ্বর তোমার শুভসংকল্পসিদ্ধিতে শীঘ্র সহায় হোন। তবে হে বৎস, তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিঘ্নগুলির কথাও আমার বলা উচিত। প্রথমতঃ, এইটী দেখ্‌তে হবে যে, হঠাৎ কিছু করে ফেলা কারও পক্ষে উচিত নয়। দ্বিতীয়তঃ, তোমার মা ও স্ত্রীর জন্যও একটু ভাবা উচিত। অবশ্য তুমি বল্‌তে পার, শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যেরা সংসার ত্যাগ কর্‌বার সময় তাঁদের মা বাপের মতামতে কি সব সময় চলেছিলেন? আমি জানি

* মান্দ্রাজবাসী জনৈক শিষ্যকে লিখিত একখানি পত্র ডাঃ নঞ্জুণ্ডা রাও কর্ত্তৃক মান্দ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—ইহা তাহারই বঙ্গানুবাদ।

—নিশ্চিত জানি—বড় বড় কায খুব স্বার্থত্যাগ ব্যতীত হতে পারে না। আমি নিশ্চিত জানি—ভারতমাতা তাঁর উন্নতির জন্য তাঁর শ্রেষ্ঠ সন্তানগণের জীবনবলি চান, আর আমার অকপট আশা এই যে, তুমিও তাঁর কৃপায় তাদেরই মধ্যে অন্যতম হবার সৌভাগ্য লাভ কর্‌বে।

সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা কর্‌লে দেখ্‌তে পাবে, সকল মহাপুরুষেরাই চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন আর সাধারণ লোকে তার শুভফল ভোগ করেছে। তুমি যদি তোমার নিজের মুক্তির জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ কর, সে আর কি ত্যাগ হল? তুমি কি জগতের কল্যাণের জন্য তোমার নিজের মুক্তিবাঞ্ছা পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে প্রস্তুত আছ? তুমি স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ—একথাটা ভেবে দেখ। আমি তোমাকে উপস্থিত এই পরামর্শ দিই যে, তুমি কিছুদিন ব্রহ্মচারীর জীবন যাপন কর অর্থাৎ কিছুদিনের জন্য স্ত্রীর সংস্রব একেবারে ছেড়ে দিয়ে তোমার পিতার গৃহেই বাস কর—ইহাই 'কুটীচক' অবস্থা। জগতের কল্যাণের জন্য তুমি যে মহা স্বার্থত্যাগ কর্‌তে যাচ্ছ, তাতে তোমার স্ত্রীকেও সম্মতা কর্‌বার চেষ্টা কর। আর তোমার যদি জ্বলন্ত বিশ্বাস, সর্ব্ববিজয়িনী প্রীতি ও সর্ব্বশুভফলদায়িনী চিত্তশুদ্ধি থাকে, তবে তুমি যে তোমার উদ্দেশ্যসাধনে শীঘ্রই সফলতা লাভ কর্‌বে, তদ্বিষয়ে আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তুমি দেহ মন প্রাণ অর্পণ করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশ প্রচারকার্য্যে লেগে যাও দিকি—কারণ, সাধনার প্রথম সোপান হচ্চে

কর্ম্ম। খুব মনোযোগ দিয়ে সংস্কৃত অধ্যয়ন কর আর খুব সাধনভজনের অভ্যাস কর। কারণ, তোমাকে মানবজাতির একজন শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হতে হবে, আর আমার গুরু মহারাজ বল্‌তেন, "আপনাকে মার্‌তে হলে একটী নরুন্‌ দিয়ে হয়; কিন্তু অপরকে মার্‌তে গেলে ঢাল তরবারের দরকার হয়। তেমনি লোকশিক্ষা দিতে হলে অনেক শাস্ত্র পড়্‌তে হয় ও অনেক তর্ক যুক্তি করে বোঝাতে হয়; কিন্তু আপনার ধর্ম্মলাভ কেবল একটী কথায় বিশ্বাস কল্লেই হয়।" আর যখন ঠিক সময় হবে, তখন তুমি সমগ্র জগতে গিয়ে তাঁর নাম প্রচার কর্‌বার অধিকারী হবে। তোমার সংকল্প অতি শুভ ও পবিত্র, সন্দেহ নাই—ভগবান্‌ শীঘ্র তোমার সংকল্পসিদ্ধির সহায় হোন, কিন্তু হঠাৎ একটা কিছু করে ফেলো না। প্রথমে কর্ম্ম ও সাধনভজনের দ্বারা নিজেকে পবিত্র কর।

ভারত দীর্ঘকাল ধরে যন্ত্রণা সয়েছে, সনাতন ধর্ম্মের উপর বহুকাল ধরে অত্যাচার হয়েছে। কিন্তু প্রভু দয়াময়—তিনি আবার তাঁর সন্তানগণের পরিত্রাণের জন্য এসেছেন—পতিত ভারতকে আবার জাগরিত হবার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদতলে বসে শিক্ষা গ্রহণ কর্‌লেই কেবল ভারত উঠ্‌তে পার্ব্বে। তাঁর জীবন, তাঁর উপদেশ, চারিদিকে প্রচার কর্‌তে হবে—যেন হিন্দুসমাজের সর্ব্বাংশে—প্রতি অণুতে পরমাণুতে এই উপদেশ ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত

হয়ে যায়। কে এ কায কর্‌বে ?—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পতাকা গ্রহণ করে সমগ্র জগতের উদ্ধারের জন্য যাত্রা কর্‌বে ? কে নামযশ, ঐশ্বর্য্যভোগ, এমন কি, ইহলোক পরলোকের সব আশা ত্যাগ করে অবনতির স্রোত রোধ করতে এগুবে ? কয়েকটী যুবক দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নপ্রদেশে লাফিয়ে পড়েছে —তারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছে। তারা খুব অল্প-সংখ্যক—এইরূপ কয়েক সহস্র যুবকের প্রয়োজন—তারা নিশ্চিত আস্‌বে। আমি বড় আনন্দিত হলাম যে, আমাদের প্রভু তোমার মনে তাদের মধ্যে একজন হবার ইচ্ছা জাগিয়ে দিয়েছেন। প্রভু যাকে মনোনীত কর্‌বেন, সেই ধন্য—সেই মহাগৌরবের অধিকারী। তোমার সংকল্প উত্তম, তোমার আশা উচ্চ, তমোহ্রদে মজ্জমান লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সেই প্রভু ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে আনয়নরূপ তোমার লক্ষ্য অতি মহৎ।

কিন্তু হে বৎস, নির্ব্বিঘ্নে এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করতে হলে হঠাৎ তাড়াতাড়ি কিছু করে ফেলা উচিত নয়। পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা ও অধ্যবসায়—এই তিনটী গুণ—আবার সর্ব্বোপরি প্রেম—সিদ্ধিলাভের জন্য একান্ত আবশ্যক। তোমার সাম্‌নে ত অনন্ত সময় পড়ে আছে, অতএব তাড়াতাড়ি হুড়োহুড়ির কোন প্রয়োজন নাই। তুমি যদি পবিত্র ও অকপট হও, সবই ঠিক হয়ে যাবে। আমরা তোমার মত শত শত যুবক এমন চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহা-বেগে পড়্‌বে এবং যেখানে যাবে, সেখানেই নবজীবন ও

আধ্যাত্মিক মহাশসিক্ত ঞ্চার র্কবে। ভগবান্ শীঘ্র তোমার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করুন। ইতি

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

---

(১৯)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।

৩রা জানুয়ারি, ১৮৯৫।

প্রিয় মহাশয়,

প্রেম, কৃতজ্ঞতা, ও বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে অদ্য আপনাকে পত্র লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। প্রথমেই বলিয়া রাখি, আমার জীবনে এমন অল্প কয়েকজনের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় ভাব ও জ্ঞোনর অপূর্ব্ব সম্মিলনে সম্পূর্ণ, আবার যাঁহারা তাহার উপর মনের ভাবসমূহকে কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি রাখেন—আপনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। বিশেষতঃ আপনি অকপট—তাই আমি আপনার নিকট আমার কয়েকটী মনের ভাব বিশ্বাস করিয়া প্রকাশ করিতেছি।

ভারতে কার্য্য আরম্ভ বেশ হইয়াছে, আর উহা শুধু যে কোনক্রমে বজায় রাখিতে হইবে, তাহা নহে, মহা উদ্যমের সহিত উহার উন্নতি ও বিস্তার সাধন করিতে হইবে। এই—সময়; এখন আলস্য করিলে পরে আর

কার্য্যের সুযোগ থাকিবে না। আমি কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে নানাবিধ চিন্তা করিয়া এক্ষণে উহাকে নিম্নলিখিত প্রণালীতে সীমাবদ্ধ করিয়াছি। প্রথমে মান্দ্রাজে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা দিবার জন্য একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে, ক্রমশঃ উহাতে অন্যান্য অবয়ব সংযোজন করিতে হইবে। আমাদের যুবকগণ যাহাতে বেদসমূহ, বিভিন্ন দর্শন ও ভাষ্যসকল সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা পায় তাহা করিতে হইবে, উহার সহিত অবৈদিক অন্যান্য ধর্ম্ম সমূহের তত্ত্বও তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিদ্যালয়ের মুখপত্রস্বরূপ একখানি ইংরাজী ও একখানি দেশীয় ভাষার কাগজ থাকিবে।

প্রথমেই এইটী করিতে হইবে—আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার হইতেই বড় বড় বিষয় দাঁড়াইয়া থাকে। কয়েকটী কারণে মান্দ্রাজই এক্ষণে এই কার্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র। বোম্বাইএ সেই চিরদিনের জড়ত্ব; বাঙ্গালায় ভয়—এখন যেমন পাশ্চাত্য ভাবের মোহ, তেমনি পাছে তাহার বিপরীত ঘোর প্রতিক্রিয়া হয়। মান্দ্রাজই এক্ষণে প্রাচীন ও আধুনিক উভয়বিধ ভাবই সামঞ্জস্য করিয়া ধারণা করিবার উপযুক্ত মধ্যপথে অবস্থিত রহিয়াছে।

সমাজের যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন আবশ্যক—এ বিষয়ে ভারতীয় শিক্ষিত সমাজের সহিত আমি সম্পূর্ণ একমত। কিন্তু ইহা করিবার উপায় কি? সংস্কারকগণ সমাজকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যেরূপে সমাজসংস্কারের প্রণালী দেখাইলেন,

তাহাতে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। আমার প্রণালী এই। আমি কখনও এটা মনে করিনা যে, আমার জাতি এতদিন ধরিয়া কেবল অন্যায় করিয়া আসিতেছে; কখনই নহে। আমাদের সমাজ যে মন্দ, তাহা নহে—আমাদের সমাজ ভাল। আমি কেবল চাই—আরও ভাল হোক। সমাজকে মিথ্যা হইতে সত্যে, মন্দ হইতে ভালতে যাইতে হইবে না; সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে, ভাল হইতে আরও ভালয়, আরও ভালয় যাইতে হইবে। আমি আমার স্বদেশবাসীকে বলি—এতদিন তোমরা যাহা করিয়াছ, তাহা বেশ হইয়াছে, এখন আরও ভাল করিবার সময় আসিয়াছে। এই জাতিবিভাগের কথাই ধরুন—সংস্কৃতে জাতি শব্দের অর্থ শ্রেণীবিশেষ। এখন সৃষ্টির মূলেই ইহা বিদ্যমান। বিচিত্রতা অর্থাৎ জাতির অর্থই সৃষ্টি। 'আমি এক—বহু হইব'—বিভিন্ন বেদে এইরূপ কথা দেখা যায়। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক থাকে—বহুত্ব বা বিচিত্রতাই সৃষ্টি। যদি এই বিচিত্রতা না থাকে, তবে সৃষ্টিই লোপ পাইবে।

যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে, ততদিনই তাহা নানা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে। যখনই উহা বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয়, অথবা যখন উহার বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই উহা মরিয়া যায়। জাতির আদিম অর্থ ছিল—এবং সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই অর্থ প্রচলিত ছিল—প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ

প্রকৃতি, নিজ বিশেষত্ব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা। এমন কি, খুব আধুনিক শাস্ত্রগ্রন্থসমূহেও বিভিন্ন জাতির একত্র ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই; আর প্রাচীনতর গ্রন্থসমূহের কোথাও বিভিন্ন জাতিতে বিবাহ নিষিদ্ধ হয় নাই। ভারতের পতন হইল কখন? যখন এই জাতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। যেমন গীতা বলিতেছেন, জাতি বিনষ্ট হইলে জগৎও বিনষ্ট হইবে। এখন ইহা আমাদের সত্য বলিয়াই বোধ হয় যে, এই বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দিলে জগৎও নষ্ট হইবে। আধুনিক জাতিভেদ প্রকৃত জাতিভেদ নহে, উহা প্রকৃত জাতির উন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উহা যথার্থই প্রকৃত জাতি অর্থাৎ বিচিত্রতার স্বাধীন গতির ব্যাঘাত করিয়াছে। কোন বদ্ধমূল প্রথা বা জাতিবিশেষের বিশেষ সুবিধা বা কোন আকারের বংশানুক্রমিক জাতি প্রকৃতপক্ষে যথার্থ 'জাতি'র প্রভাবকে অব্যাহত গতিতে যাইতে দেয় না, আর যখনই কোন জাতি আর এইরূপ নানা বিচিত্রতা প্রসব করে না, তখনই উহা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। অতএব আমি আমার স্বদেশবাসিগণকে এই বলিতে চাই যে, জাতি উঠাইয়া দেওয়াতেই ভারতের পতন হইয়াছে। প্রত্যেক বদ্ধমূল আভিজাত্য অথবা সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ই জাতির প্রতিবন্ধক—উহারা জাতি নহে। জাতি নিজ প্রভাব বিস্তার করুক, জাতির পথে যাহা কিছু বাধা বিঘ্ন আছে, সব ভাঙ্গিয়া ফেলা হউক—তাহা হইলেই আমরা উঠিব। এক্ষণে ইউরোপের দিকে দৃষ্টিপাত করুন।

যখনই উহা জাতিকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কৃতকার্য্য হইল, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ জাতি গঠন করিতে যে সকল বাধা আছে, সেই সকল বাধার অধিকাংশই দূর করিয়া দিল, তখনই ইউরোপ উঠিল। আমেরিকায় প্রকৃত জাতির বিকাশের সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা—সেই জন্য তাহারা বড়। প্রত্যেক হিন্দুই জানে যে, জ্যোতিষীরা জন্মিবামাত্র বালক-বালিকার জাতি নির্ব্বাচন করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। উহাই প্রকৃত জাতি, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজত্ব, ব্যক্তিত্ব, আর জ্যোতিষ ইহা মানিয়াছেন। আমরা যদি পুনরায় ইহাকে পূর্ণ তেজে চলিতে দিই, তবেই আমরা কেবল উঠিতে পারিব। আবার এই বিচিত্রতার অর্থ বৈষম্য বা কাহারও বিশেষ সুবিধা নহে। আমার ইহাই কার্য্যপ্রণালী—হিন্দুদের দেখান যে, তাহাদিগকে কিছুই ছাড়িতে হইবে না, কেবল ঋষিগণ-প্রদর্শিত পথে চলিতে হইবে ও শত শত শতাব্দীর দাসত্বের ফলস্বরূপ এই জড়ত্ব ছাড়িতে হইবে। অবশ্য মুসলমানগণের অত্যাচারের সময় আমাদের উন্নতিস্রোত বন্ধ হইয়াছিল তাহার কারণ—তখন জীবনমরণের সমস্যা—উন্নতির সময় কৈ? এখন আর সেই অত্যাচারের ভয় নাই—এখন আমাদিগকে সম্মুখে অগ্রসর হইতেই হইবে—স্বধর্ম্মত্যাগী ও মিশনরিগণের উপদিষ্ট ভাঙ্গাচোরার পথে নয়—আমাদের নিজেদের ভাবে, নিজেদের পথে উন্নতি করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় প্রাসাদের গঠন অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহা বীভৎস দেখাইতেছে। শত শত শতাব্দীর

অত্যাচারে প্রাসাদ-নির্ম্মাণ একেবারে বন্ধ রাখিতে হইয়াছিল। এখন নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ করা হউক—তাহা হইলে সবই যথাস্থানে স্থাপিত বলিয়া মানাইবে ও সুন্দর দেখাইবে। ইহাই আমার কার্য্য-প্রণালী। আমি যাহা বলিলাম, তাহাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ বা দ্বিধা নাই। প্রত্যেক জাতির জীবনে একটী করিয়া মূল প্রবাহ থাকে। ভারতের মূল স্রোত ধর্ম্ম; উহাকে প্রবল করা হউক—তবেই পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্রোতগুলিও উহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবে। আমার চিন্তাপ্রণালী অনুযায়ী একটা বিষয় বলা হইল। আশা করি, সময়ে আমার সমুদয় চিন্তারাশি প্রকাশ করিতে পারিব।

কিন্তু এক্ষণে দেখিতে পাইতেছি, এই দেশেও আমার বিশেষ কার্য্য রহিয়াছে। বিশেষতঃ এই দেশে এবং কেবল এখানেই সাহায্যের প্রত্যাশা করি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেবল আমার ভাববিস্তার ব্যতীত আর কিছু করিতে পারি নাই। এখন আমার ইচ্ছা—ভারতেও একটা চেষ্টা হউক। কেবল একমাত্র মান্দ্রাজেই আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা। আ— ও অন্যান্য যুবকগণ খুব খাটিতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও তাহারা "উৎসাহশীল যুবক" মাত্র। এই কারণে আমি তাহাদিগকে আপনার নিকট সমর্পণ করিলাম। যদি আপনি ইহাদের পরিচালক হন, আমার নিশ্চয় ধারণা—উহারা কৃতকার্য্য হইবে। আমি জানি না, কবে আমি ভারতে যাইব। তিনি যেমন

চালাইতেছেন, আমি সেইরূপ চলিতেছি। আমি তাঁহার হাতে।

"এই জগতে ধনের অনুসন্ধান করিতে গিয়া তোমাকে শ্রেষ্ঠ রত্নরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি—হে প্রভো, তোমার নিকট আমি নিজেকে বলি দিলাম।"

"ভালবাসার পাত্র খুঁজিতে গিয়া তোমাকেই একমাত্র ভালবাসার পাত্র পাইয়াছি। আমি তোমার নিকট আপনাকে বলি দিলাম।"

——যজুর্ব্বেদসংহিতা।

প্রভু আপনাকে চিরকাল আশীর্ব্বাদ করুন।

ভবদীয় চিরকৃতজ্ঞ

বিবেকানন্দ।

পুঃ—এই পত্র প্রকাশ করিবার প্রয়োজন নাই।

---

(২০)

১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু,

তোমাদের এক পত্রে অনেক সমাচার জ্ঞাত হইলাম। তবে সকলের বিশেষ সমাচার লিখ নাই।—র এক পত্রমধ্যে সে সিলোন যাইতেছে সম্বাদ পাই।—যা করিতেছে, তাহাই আমার অভিমত, তবে রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি

প্রচার করিবার আবশ্যক নাই। তিনি পরোপকার করিতে আসিয়াছিলেন, নিজের নাম ঘোষণা করিতে নহে। চেলারা গুরুর নাম ক'রে, গুরু যা শেখাতে এসেছিলেন তাতে জলাঞ্জলি দেয়, আর দলাদলি ইত্যাদি তার ফল। * * কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিবে, * যাবৎ জ্ঞান না হয় তাবৎ কর্ম্ম। দলাদলি, দলবাঁধা কূপমণ্ডুকের মধ্যে আমি নাই, আর আমি যেথায় থাকি। আমি এক-মাত্র কর্ম্ম বুঝি পরোপকার, বাকি সমস্ত কুকর্ম্ম। তাই শ্রীবুদ্ধদেবের পদানত হই। আমি বৈদান্তিক; সচ্চিদানন্দ আমার নিজের আত্মার মহান্ রূপ ছাড়া অন্য ঈশ্বর বড় একটা দেখ্‌তে পাচ্ছি না। অবতার মানে যাঁহারা সেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত—অবতারবিশেষত্ব আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি না—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী কালে জীবন্মুক্তি প্রাপ্ত হবে এবং আমাদের উচিত সকলের সেই অবস্থা পেতে সহায় হওয়া। এই সহায়তার নাম ধর্ম্ম—বাকি অধর্ম্ম। এই সহায়তার নাম কর্ম্ম, বাকি কুকর্ম্ম; আর আমি কিছু দেখ্‌ছি না। অন্যবিধ তান্ত্রিক বা বৈদিক কর্ম্মে ফল থাকিতে পারে—কিন্তু তদবলম্বন কেবল বৃথা জীবনক্ষয়—কারণ, কর্ম্মের ফল যে পবিত্রতা, তাহা কেবল পরোপকারমাত্রে ঘটে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে ভোগাদি সম্ভব, আত্মার পবিত্রতা অসম্ভব। * * * সমস্তই প্রত্যেকের আত্মাতে বর্ত্তমান, যে বলে আমি মুক্ত সেই মুক্ত হবে। যে বলে আমি বদ্ধ, সে বদ্ধ হবে। দীনাহীনা-

ভাব আমার মতে পাপ এবং অজ্ঞতা। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" (১) অস্তি ব্রহ্ম বদসি চেদস্তি ভবিষ্যতি, নাস্তি ব্রহ্ম বদসি চেৎ নাস্ত্যেব ভবিষ্যতি।" (২) যে সদা আপনাকে দুর্ব্বল ভাবে, সে কোনও কালে বলবান্ হইবে না; যে আপনাকে সিংহ জানে, সে "নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।" (৩) দ্বিতীয়তঃ, রামকৃষ্ণ পরমহংস কোনও নূতন তত্ত্ব প্রচার করিতে আইসেন নাই— প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন বটে, অর্থাৎ He was the embodiment of all the past religious thought of India. His life alone made me understand what the Shastras really meant, and the whole plan and scope of the old Shastras. (৪)

---

(১) দুর্ব্বল ব্যক্তি এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।

(২) ব্রহ্ম আছেন যদি বল, ত ব্রহ্ম আছেন—এইরূপ হইবে, আর ব্রহ্ম নাই যদি বল ত ব্রহ্ম নাই—এইরূপই হইয়া যাইবে।

(৩) পিঞ্জর হইতে সিংহের ন্যায় জগজ্জাল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়া যায়।

(৪) তিনি ভারতের সমগ্র অতীত চিন্তার সাকার বিগ্রহ-স্বরূপ। প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য, তাহারা কি প্রণালীতে এবং কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা আমি কেবল তাঁহার জীবন হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি।

মিসনরি ফিসনরি এদেশে বড় চ'লল না। এরা ঈশ্বরেচ্ছায় আমায় খুব ভালবাসে, কারুর কথায় ভোলবার নয়। এরা আমার ideas (ভাব) যেমন বোঝে, আমার দেশের লোক তেমন পারে না এবং এরা বড় স্বার্থপর নয়। অর্থাৎ ঐ jealousy (ঈর্ষ্যা) আর হামবড়া ভাবগুলো এরা কাযের বেলা দূর করে দেয়। তখন সকলে মিলে একজন কাযের লোকের কথামত চলে। তাইতেই এরা এত বড়। তবে এরা হচ্চে টাকা-দেবতার জাত, সকল কথায় পয়সা, আমাদের দেশের লোক টাকার বিষয়ে বড় উদার, এরা তত নয়। কৃপণ ঘরে ঘরে। ওটা ধর্ম্মের মধ্যে। তবে অন্যায় কর্ম্ম কর্‌লে পর পাদরিদের হাতে পড়ে। তখন টাকা দিয়ে স্বর্গে যায়। ওগুলো সব দেশেই সমান—priestcraft (পুরোহিতদের তুক্‌তাক্)। আমি কবে দেশে যাব, কি না যাব, কিছুই বল্‌তে পারি না। এখানেও ঘুরে বেড়ান, সেখানেও তাই, তবে এখানে হাজারো লোক আমার কথা শোনে বোঝে—হাজারো লোকের উপকার হয়। সেখানে কি? * * * মান্দ্রাজ ও বম্বেতে আমার মনের মত লোক অনেক আছে। তারা বিদ্বান্ এবং সকল কথা বুঝে এবং তারা দয়াল অতএব পরহিতচিকীর্ষা বুঝতে পারে। * * আমার জীবনের প্রতি দেখে আমার আপশোষ হয় না। দেশে দেশে কিছু না কিছু লোকশিক্ষা দিয়ে বেড়িয়েছি, তার বদলে রুটীর টুকরা খেয়েছি। যদি দেখ্‌তুম যে,

কোনও কায করিনি, কেবল লোক ঠকিয়ে খেয়েছি, তা হ'লে আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্ত্তুম। যারা লোকশিক্ষা দিতে আপনাকে অযোগ্য মনে করে, তারা শিক্ষকের কাপড় পরে লোক ঠকিয়ে কেন খায়?

ইতি
বিবেকানন্দ।

---

(২১)
(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫।

প্রিয় আ—

* * কার্য্য ভয়ানক কঠিন, আর যতই কায বাড়িতেছে, ততই কঠিনতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমার দীর্ঘকাল বিশ্রামের বড়ই প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? এখনি আমার সম্মুখে ইংলণ্ডে বিস্তর কায করিবার রহিয়াছে। * * ধৈর্য্য ধরিয়া থাক বৎস, অভাবনীয়রূপে কার্য্যের উন্নতি হইবে। সকল কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইবার পূর্ব্বে শত শত বাধাবিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। যাহারা অধ্যবসায়ের সহিত লাগিয়া থাকে, তাহারাই শীঘ্র বা বিলম্বে আলো দেখিতে পাইবে।**

আমি এক্ষণে মার্কিণ সভ্যতার কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্ককে জাগাইতে সমর্থ হইয়াছি; কিন্তু ইহার জন্য আমাকে ভয়ানক কঠোর চেষ্টা করিতে হইয়াছে। * * আমার যাহা

কিছু ছিল, তাহা সবই এই নিউইয়র্ক ও ইংলণ্ডের কার্য্যে ব্যয় করিয়াছি। এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কাষ চলিয়া যাইবে।

হিন্দুভাবগুলি ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করা, আর শুষ্ক দর্শন, জটিল পুরাণ ও অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানের মধ্য হইতে এমন ধর্ম্ম বাহির করা, যাহা একদিকে সহজ, সরল ও সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইবে, আবার অন্যদিকে বড় বড় মনীষিগণের উপযোগী হইবে,—এ যারা চেষ্টা করিয়াছে, তারাই বলিতে পারে কি কঠিন ব্যাপার। সূক্ষ্ম অদ্বৈত-তত্ত্বকে জীবন্ত, কবিত্বময়, প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী করিতে হইবে, জটিল, মহাজটিল পৌরাণিক তত্ত্ব সকলের মধ্য হইতে জীবন্ত প্রকৃত চরিত্রের দৃষ্টান্ত সকল বাহির করিতে হইবে, আর গোলমেলে যোগশাস্ত্রের মধ্য হইতে বৈজ্ঞানিক ও কার্য্যে পরিণত করিবার উপযোগী মনস্তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে,—আর এগুলিকে এমন ভাবে প্রকাশ করিতে হইবে যে, একটী শিশুও উহা বুঝিতে পারে। ইহাই আমার জীবনব্রত। প্রভুই কেবল জানেন, আমি কতদূর কৃতকার্য্য হইব। কর্ম্মে আমাদের অধিকার, ফলে নহে। বড়ই কঠিন কার্য্য, বৎস, বড়ই কঠিন; যতদিন না শিষ্যগণ অপরোক্ষানুভূতি ও পূর্ণ ত্যাগের ভাব ধারণা করিতে পারিতেছে, ততদিন এই কামকাঞ্চনের ঘুর্ণিপাকের মধ্যে আপনাকে স্থির করিয়া নিজ আদর্শের অনুযায়ী হইয়া থাকা প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ইহার

মধ্যেই অনেকটা কৃতকার্য্য হওয়া গিয়াছে। আমার ভাব না বুঝিবার দরুণ আমি মিশনরিগণ বা অন্য কাহাকেও দোষ দিতে পারি না—তাহারা, কামিনীকাঞ্চনের কোন ধার ধারে না, এমন লোক পূর্ব্বে দেখিয়াছে কি না সন্দেহ। প্রথমে তাহারা উহা বিশ্বাস করিতে পারে নাই—কিরূপেই বা করিবে? মনে করিও না ইহাদেরও ভারতবাসীর ন্যায় ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা-সম্বন্ধীয় ধারণা। উহারা ধর্ম্ম বলিতে সাহস মাত্র বুঝে; * * লোকেরা এক্ষণে দলে দলে আমার নিকট আসিতেছে। শত শত ব্যক্তি বুঝিয়াছে যে, এমন লোক যথার্থই আছে, যাহারা নিজেদের দৈহিক সুখবাসনা সমুদয়-সংযম করিতে পারে। আর এই সকল ভাবের উপর ভক্তিশ্রদ্ধা ক্রমশঃ বাড়িতেছে। যাহারা অপেক্ষা করে, তাহাদের নিকট সবই আসিয়া থাকে। অনন্তকালের জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ। ইতি—

তোমার
বিবেকানন্দ।

---

(২২)

১৮৯৫।

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

হে ভ্রাতৃবৃন্দ, ইতিপূর্ব্বে তোমাদের এক পত্র লিখি, সময়াভাবে তাহা অতি অসম্পূর্ণ। * * * *।

আমাদের জাতের কোনও ভরসা নাই। কোনও একটা স্বাধীন চিন্তা কাহারও মাথায় আসে না—সেই ছেঁড়া কাঁথা সকলে পড়ে টানাটানি—রামকৃষ্ণ পরমহংস এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন; আর আষাঢ়ে গপ্পি—গপ্পির আর সীমাসীমান্ত নাই। হরে হরে—বলি একটা কিছু করে দেখাও যে, তোমরা কিছু অসাধারণ—খালি পাগলামি! আজ ঘণ্টা হল, কাল তার উপর ভেঁপু হল, পরশু তার উপর চামর হল, আজ খাট হল, কাল খাটের ঠেঙ্গে রূপা বাঁধান হল—আর লোকে খিচুড়ি খেলে আর লোকের কাছে আষাঢ়ে গল্প ২০০০০ মারা হল—চক্রগদাপদ্মশঙ্খ—আর শঙ্খগদাপদ্মচক্র—ইত্যাদি, একেই ইংরাজীতে imbecility (শারীরিক ও মানসিক বলহীনতা) বলে—যাদের মাথায় ঐ রকম বেল্কোমো ছাড়া আর কিছু আসে না, তাদের নাম imbecile—ঘণ্টা ডাইনে বাজ্‌বে বা বাঁয়ে, চন্দনের টিপ মাথায় কি কোথায় পরা যায়—পিদ্দীম ২ বার ঘুর্‌বে বা চার বার, ঐ নিয়ে যাদের মাথা দিন রাত ঘামতে চায়, তাদেরই নাম হতভাগা; আর ঐ বুদ্ধিতেই আমরা লক্ষ্মীছাড়া

জুতো খেকো, আর এরা ত্রিভুবনবিজয়ী। কুড়েমিতে আর বৈরাগ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।

যদি ভাল চাও ত ঘণ্টাফণ্টাগুলোকে গঙ্গার জলে সঁপে দিয়ে সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণের—মানবদেহধারী হরেক মানুষের পূজা করগে—বিরাট্ আর স্বরাট্। বিরাট্ রূপ এই জগৎ—তার পূজা মানে তার সেবা—এর নাম কর্ম্ম—ঘণ্টার উপর চামর চড়ান নয়—আর ভাতের থালা সাম্‌নে ধরে ১০ মিনিট বস্‌ব কি আধঘণ্টা বস্‌ব—এ বিচারের নাম কর্ম্ম নয়, ওর নাম পাগলা গারদ। ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুল্‌চে আর পড়্‌ছে। এই ঠাকুব কাপড় ছাড়্‌চেন, ত এই ঠাকুর ভাত খাচ্চেন, ত এই ঠাকুর আঁঠকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি কর্‌ছেন—এদিকে জেন্ত ঠাকুর অন্ন বিনা বিদ্যা বিনা মরে যাচ্চে। বোম্বায়ের বেনেগুলো ছারপোকার হাঁস-পাতাল বনাচ্ছে—মানুষগুলো মরে যাক্। তোদের বুদ্ধি নাই যে, এ কথা বুঝিস—আমাদের দেশের মহাব্যারাম—পাগলা গারদ, দেশ নয়। * * তাঁরা আগুনের মত ছড়িয়ে পড়ুন—এই বিরাটের উপাসনা প্রচার করুন—যা আমাদের দেশে কখনও হয় নাই। লোকের সঙ্গে ঝগড়া করা নয়, সকলের সঙ্গে মিশ্‌তে হবে। * * *

Idea (ভাব) ছড়া—গাঁয়ে গাঁয়ে, ঘরে ঘরে যা—তবে যথার্থ কর্ম্ম হবে। নইলে চিৎ হয়ে পড়ে থাকা, আর মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা নাড়া, কেবল রোগবিশেষ। Indepen-

dent (স্বাধীন) হ, স্বাধীন বুদ্ধি খরচ করতে শেখ্—অমুক তন্ত্রের অমুক পটলে ঘণ্টার বাঁটের যে দৈর্ঘ্য দিয়েছে, তাতে আমার কি ? প্রভুর ইচ্ছায় ক্রোর তন্ত্র, বেদ, পুরাণ তোদের মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাবে। যদি কায করে দেখাতে পারিস, যদি এক বৎসরের মধ্যে ২।৪ লাখ চেলা ভারতে যায়গায় যায়গায় কর্‌তে পারিস্, তবেই বুঝি।

সেই যে বোম্বাই থেকে এক ছোক্‌রা মাথা মুড়িয়ে রামেশ্বরে যায়, সে বলে, আমি রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিষ্য !! না দেখা, না শুনা—একি চেঙ্গড়ামো নাকি ? গুরুপরম্পরা ভিন্ন কোনও কায হয় না—ছেলেখেলা নাকি ? উড়ধামারা আমি শিষ্য—কচুপোড়া খাও। সে ছোঁড়াটা যদি দস্তুর মত পথে না চলে, দূর করে দিবে। গুরুপরম্পরা অর্থাৎ সেই শক্তি যা গুরু হতে শিষ্যে আসে আবার তাঁর শিষ্যে যায়, তা ভিন্ন কিছুই হবার নয়। উড়ধা আমি রামকৃষ্ণের শিষ্য—একি ছেলেখেলা নাকি ? আমাকে জ—বলেছিল যে, একজন বলে তোমার গুরুভাই, আমি এখন ঠাউরে ধরেছি, সেই ছোকরা। গুরুভাই কি রে ? হাঁ, চেলা বল্‌তে লজ্জা করে। একদম গুরু বন্‌বে। দূর করে দিও যদি দস্তুর মত পথে না চলে।

ঐ যে —র মনের অশান্তি, তার মানে কোন কায নাই—গাঁয়ে গাঁয়ে যা, ঘরে ঘরে যা, লোকহিত, জগতের কল্যাণ কর—নিজে নরকে যাও, পরের মুক্তি হোক,—আমার মুক্তির বাপ নির্ব্বংশ। নিজের ভাবনা যখনি ভাব্‌বে,

তখনি মনে অশান্তি। তোমার শান্তির দরকার কি বাবাজী? সব ত্যাগ করেছ, এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও ত বাবা। কোনও চিন্তা রেখ না; নরক, স্বর্গ, ভক্তি বা মুক্তি সব don't care (গ্রাহ্য ক'রোনা) আর ঘরে ঘরে নাম বিলোও দিকি বাবাজী। আপনার ভাল কেবল পরের ভালয় হয়, আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও। ঠাকুর যেমন তোমাদের ভাল বাসতেন, আমি যেমন তোমাদের ভালবাসি, তোমরা তেমনি জগৎকে ভালবাস দেখি।

সকলকে একত্র কর।— কোথায়? তাকে তোমাদের কাছে আন্‌বে। তাকে আমার অনন্ত ভালবাসা।— কোথা? সে আস্‌তে চায় আসুক। আমার নাম করে তাকে ডেকে আন। এই কটী কথা মনে রেখ।

১। আমরা সন্ন্যাসী, ভক্তি ভুক্তি মুক্তি সব ত্যাগ।

২। জগতের কল্যাণ করা, আচণ্ডালের কল্যাণ করা—এই আমাদের ব্রত।

তাতে মুক্তি আসে বা নরক আসে।

৩। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বল বা ঈশ্বর বল বা অবতার বল, আপনার আপনার ভাবে নাও।

৪। যে তাঁকে নমস্কার করবে, সে সেই মুহূর্ত্তে সোনা হয়ে যাবে। এই বার্ত্তা নিয়ে ঘরে ঘরে যাও দিকি বাবাজী

—সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। ভয় ক'রো না—ভয়ের যায়গা কোথা? তোমরা ত কিছুই চাওনা—এতদিন তাঁর নাম, তোমাদের চরিত্র চারিদিকে ছড়িয়েছ, বেশ করেছ—এখন organised (সঙ্ঘবদ্ধ) হয়ে ছড়াও—প্রভু তোমাদের সঙ্গে, ভয় নাই।

আমি মরি আর বাঁচি, দেশে যাই বা না যাই, তোমরা ছড়াও, প্রেম ছড়াও। —কেও এই কাযে লাগাও। কিন্তু মনে রেখ, পরকে মারতে ঢাল খাঁড়ার দরকার—"সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তে সতি।" (যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন সৎ বিষয়ের জন্য দেহত্যাগই শ্রেয়ঃ।) ইতি

পুঃ—পূর্ব্বের চিঠি মনে রেখ—মেয়ে মদ্দ দুই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষের ভেদ নাই, তাঁকে অবতার বল্লেই হয় না,—শক্তির বিকাশ চাই—হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই—যারা আগুনের মত হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী—উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলেখেলার কায নাই—ছেলেখেলার সময় নাই—যারা ছেলেখেলা করতে চায়, তফাৎ হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া) চাই—কুড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মত যাও সব যায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখ না। আমি মরি বাঁচি তোমরা ছড়াও, ছড়াও। ইতি

বিবেকানন্দ।

(২৩)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

১৮৯৫।

প্রাণাধিকেষু,

এক্ষণে বহুত খবরের কাগজ ইত্যাদি এককাট্টা হইয়া গেল। আর পাঠাইবার আবশ্যক নাই। হুজ্জুক এক্ষণে ভারতের মধ্যেই চলুক। * * *

* * * কিন্তু এই যে দেশময় একটা হুজ্জুক উঠিয়াছে, ইহার আশ্রয়ে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়। অর্থাৎ স্থানে স্থানে branch শাখা) স্থাপন করিবার প্রযত্ন কর। ফাঁকা আওয়াজ না হয়। মান্দ্রাজবাসীদের সহিত যোগদান করিয়া স্থানে স্থানে সভা প্রভৃতি স্থাপন করিতে হইবে। * * * বাহাদুরি দেখাও দেখি। দাদা, মুক্তি নাই বা হল, দুচারবার নরককুণ্ডে গেলেই বা। এ কথা কি মিথ্যে ?—

মনসি বচসি কায়ে পুণ্যপীযূষপূর্ণঃ।
ত্রিভুবনমুপকারশ্রেণীভিঃ প্রীয়মানঃ।
পরগুণপরমাণুং পর্ব্বতীকৃত্য কেচিৎ।
নিজ হৃদি বিকসন্তঃ সন্তি সন্তঃ কিয়ন্তঃ॥ (১)

---

(১) কতকগুলি সাধু আছেন, যাঁহারা কায়মনোবাক্যে পুণ্যরূপ অমৃতপূর্ণ হইয়া নানারূপ উপকার করিয়া ত্রিভুবনকে প্রীত করিয়া পরের গুণ পরমাণুতুল্য অল্প হইলেও উহাকে পাহাড়ের মত বাড়াইয়া নিজ হৃদয়ের বিকাশ সাধন করেন।

পত্রাবলী।

নাইক হল তোমাদের মুক্তি। কি ছেলেমানসি কথা! রাম রাম! আবার নেই নেই বল্‌লে সাপের বিষ ক্ষয় হয়ে যায় কি না? ও কোন্ দিশি বিনয়—আমি কিছু জানি না—আমি কিছুই নই—ও কোন্ দেশী বৈরাগ্যি আর বিনয় হে বাপু—ও রকম দীনাহীনা ভাবকে দূর করে দিতে হবে। আমি জানিনি ত কোন্ শালা জানে? তুমি জাননা ত এতকাল কল্লে কি? ও সব নাস্তিকের কথা—লক্ষ্মীছাড়ার বিনয়। আমরা সব কর্ত্তে পারি, সব কর্‌ব, যার ভাগ্যে আছে, সে আমাদের সঙ্গে হুহুঙ্কারে চলে আস্‌বে, আর লক্ষ্মীছাড়াগুলো বেরালের মত কোণে বসে মেউ মেউ কর্‌বে। — লিখ্‌ছেন, আর কেন, হুজ্জুক খুব হল, ঘরে ফিরে এস। —কে মরদ বল্‌তুম, যদি একটা ঘর করে আমায় ডাক্‌তে পারতিস্। ও সব আমি দশ বৎসর দেখে দেখে পাকা হয়ে গেছি। কথায় আর চিঁড়ে ভেজে না। যার মনে সাহস, হৃদয়ে ভালবাসা আছে, সে আমার সঙ্গে আসুক, বাকি কাউকে আমি চাই না—মার কৃপায় আমি একা এক লাখ আছি—বিশ লাখ হব। * * * আমার দেশে যাওয়া অনিশ্চিত। সেখানেও ঘোরা, এখানেও ঘোরা—তবে এখানে পণ্ডিতের সঙ্গ, সেখানে মূর্খের সঙ্গ—এই স্বর্গ নরকের ভেদ। এদেশের লোকে এককাট্টা হয়ে কায করে আর আমাদের সকল কায বৈরিগ্যি (অর্থাৎ কুড়েমি), হিংসা প্রভৃতির মধ্যে পড়ে চুরমার।

— মধ্যে মধ্যে এক দিগ্‌গজ পত্র লেখেন—তা আমি অর্দ্ধেক পড়িতে পারি না—ইহা আমার পক্ষে পরম মঙ্গল। কারণ, অধিকাংশ খবরই এই ঢোলের যথা "অমুক —র দোকানে বসে অমুক — আপনার বিরুদ্ধে এই সকল কথা বলিতেছিল আর তাহাতে আমি অসহ্য বোধে তাহার সহিত কলহ করিলাম ইতি।" আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য তাহাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কে কি বলিতেছে, ইহা সবিশেষ শুনিবার বিশেষ বাধা এই যে, "স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ" (সময় অল্প, বিঘ্ন অনেক)। * * *

একটা organized society (সঙ্ঘবদ্ধ সমিতি) চাই, — ঘরকন্না দেখুক, — টাকাকড়ি বাজারপত্রের ভার নিক, — সেক্রেটারী হ'ক অর্থাৎ চিঠিপত্র সব লেখা ইত্যাদি। একটা ঠিকানা কর—মিছে হাঙ্গাম কি কর্‌ছ—বুঝ্‌তে পার্‌লে কি না? খবরের কাগজের ঢের হয়ে গেছে, এক্ষণে তোমরা কিছু কর দিকি দেখি। যদি একটা মঠ বনাতে পার, তবে বলি বাহাদুর, নইলে ঘোঁড়ার ডিম। মান্দ্রাজের লোকদের সঙ্গে যুক্তি করে কায ক'রবে। তাদের কায করিবার অনেক শক্তি আছে। * * *

আমি একটা ইংরাজীতে রামকৃষ্ণের জীবনী (very short—অতি সংক্ষিপ্ত) লিখিয়া পাঠাইতেছি। সেটা ছাপাইয়া ও বঙ্গানুবাদ করিয়া মহোৎসবে বিক্রী করিবে, বিতরণ করিলে লোকে পড়ে না। কিঞ্চিৎ দাম চাই। খুব ধুমধামের সঙ্গে মহোৎসব করিবে। * * *

চৌরস বুদ্ধি চাই, তবে কায হয়। যে গ্রামে বা সহরে যাও, যেখানে দশজন লোক পরমহংসদেবকে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, সেখানেই একটা সভা স্থাপন করিবে। এত গ্রামে গ্রামে কি ভেরাণ্ডা ভাজ্‌লে নাকি? হরিসভা প্রভৃতি গুলোকে ধীরে ধীরে স্বাহা করিতে হইবে। কি ব'লব তোদের? আর একটা ভূত যদি আমার মত পেতুম! ঠাকুর কালে সব জুটিয়ে দেবেন। * * শক্তি থাক্‌লেই বিকাশ দেখাতে হবে। * * মুক্তি ভক্তির ভাব দূর করে দে। এই একমাত্র রাস্তা আছে দুনিয়ায় —পরোপকারায় হি সতাং জীবিতং পরার্থং প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ (পরোপকারের জন্যই সাধুদিগের জীবন, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি পরের জন্য সমুদয় ত্যাগ করিবেন)। তোমার ভাল কল্লেই আমার ভাল হয়, দোসরা আর উপায় নাই, একেবারেই নাই। * * তুই ভগবান, আমি ভগবান, মানুষ ভগবান দুনিয়াতে সব কচ্চে, আবার ভগবান্ কি গাছের উপর বসে আছেন? অতএব কাযে লেগে যা।

* * পুঁথি পড়ে বি— অবগত হয়েছেন যে, এ দুনিয়াতে যত লোক আছে, তারা সকলে অপবিত্র এবং তাদের প্রকৃতিতে আসলে ধর্ম্ম হবার যোটী নাই, কেবল ভারতবর্ষের এক মুষ্টি ব্রাহ্মণ যাঁরা আছেন, তাঁদেরই ধর্ম্ম হতে পারবে। আবার তাদের মধ্যে শ— ও বি— এঁরা হচ্ছেন চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপ। সাবাস, কি ধর্ম্মের জোর রে বাপ! বিশেষ বাঙ্গালা দেশে ঐ ধর্ম্মটা বড়ই সহজ। অমন সোজা রাস্তা ত আর নাই।

তপ জপের সার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি পবিত্র আর সব অপবিত্র। পৈশাচিক ধর্ম্ম, রাক্ষসী ধর্ম্ম, নারকী ধর্ম্ম! যদি আমেরিকার লোকের ধর্ম্ম হতে পারে না, যদি এদেশে ধর্ম্ম প্রচার করা ঠিক নয়, তবে তাহাদের সাহায্য গ্রহণে আবশ্যক কি? এদিকে অযাচিত বৃত্তির ধূম, আবার পুঁথিময় আক্ষেপ, আমায় কেউ কিছু দেয় না। বি— সিদ্ধান্ত করেছেন যে, যখন ভারত শুদ্ধ লোক শ— আর বি—র পদপ্রান্তে ধনরাশি ঢেলে দেয় না, তখন ভারতের সর্ব্বনাশ উপস্থিত। কারণ, শ— বাবু সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা অবগত আছেন এবং বি— তৎপাঠে নিশ্চিত অবগত হয়েছেন যে, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কেহই পবিত্র নাই। এ রোগের ঔষধ কি? বলি, শ— বাবুকে মালাবারে যেতে বলো। সেখানকার রাজা সমস্ত প্রজার জমি ছিনিয়ে নিয়ে ব্রাহ্মণগণের চরণার্পণ করেছেন, গ্রামে গ্রামে বড় বড় মঠ, চর্ব্ব্য চোষ্য খানা, আবার নগদ। * * * ভোগের সময় ব্রাহ্মণেতর জাতের স্পর্শে দোষ নাই—ভোগ সাঙ্গ হইলেই স্নান, কেন না ব্রাহ্মণেতর অপবিত্র জাতি—অন্য সময় তাদের স্পর্শ করাও নাই। সাধু সন্ন্যাসী, আর ব্রাহ্মণ বদমাস দেশটা উৎসন্ন দিয়েছে। দেহি দেহি চুরি বদমাসি— এরা আবার ধর্ম্মের প্রচারক! পয়সা নেবে, সর্ব্বনাশ করবে, আবার বলে ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা—আর কায ত ভারি—"আলুতে বেগুনেতে যদি ঠেকাঠেকি হয়, তা হলে কতক্ষণে ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যাবে?" "১৪ বার হাতে মাটী

না করিলে ১৪ পুরুষ নরকে যায় কি ২৪ পুরুষ," এই সকল দুরূহ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেছেন আজ ২ হাজার বৎসর ধরে। এদিকে ¼ of the people are starving (সিকিভাগ লোক না খেতে পেয়ে মর্‌ছে)। ৮ বৎসরের মেয়ের সঙ্গে ৩০ বৎসরের পুরুষের বে দিয়ে মেয়ের মা বাপ আহ্লাদে আট খানা। ৬ বৎসরের মেয়ের গর্ভাধানের যাঁরা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের কোন দেশী ধর্ম্ম? আবার অনেকে এই প্রথার জন্য মুসলমানদের ঘাড়ে দোষ দেন। মুসলমানদের দোষ বটে!! সব গৃহ্যসূত্রগুলো পড়ে দেখ দেখি, 'হস্তাৎ যোনিং ন গূহতি' যতদিন ততদিন কন্যা। এর পূর্ব্বেই তার বে দিতে হবে। সমস্ত গৃহ্যসূত্রের এই আদেশ।

বৈদিক অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যাপার স্মরণ কর—"তদনন্তরং মহিষীং অশ্বসন্নিধৌ পাতয়েৎ" ইত্যাদি। আর হোতা পোতা ব্রহ্মা উদ্‌গাতা প্রভৃতিরা বেড়োল মাতাল হয়ে কেলেঙ্কারি ক'র্‌ত। বাবা, জানকী বনে গিয়েছিলেন, রাম একা অশ্বমেধ কর্‌লেন শুনে হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌লেম বাবা!

একথা সমস্ত ব্রাহ্মণেই আছে—সমস্ত টীকাকার স্বীকার কর্‌ছেন। না কর্‌বার যোটী কি!

এ সকল কথা বলবার মানে এই,—প্রাচীনকালে ঢের ভাল জিনিস ছিল, খারাপ জিনিসও ছিল। ভালগুলি রাখতে হবে, কিন্তু আসছে যে ভারত—Future India—

ancient Indiaর (ভবিষ্যৎ ভারত—প্রাচীন ভারতের) অপেক্ষা অনেক বড় হবে। যে দিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেই দিন থেকেই modern India (বর্ত্তমান ভারত)—সত্যযুগের আবির্ভাব। আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।

তাইতেই যখন তোমরা বল রামকৃষ্ণ অবতার, আবার তার পরই বল, আমরা কিছুই জানি না, তখনই আমি বলি Liar (মিথ্যাবাদী), চোর, ঝুঠ্‌ বেলকুল। যদি রামকৃষ্ণ পরমহংস সত্য হয়, তোমরাও সত্য। কিন্তু দেখাতে হবে। * * তোমাদের সকলের ভেতর মহাশক্তি আছে, নাস্তিকের ভিতর ঘোঁড়ার ডিম আছে। যারা আস্তিক, তারা বীর; তাদের মহাশক্তির বিকাশ হবে। দুনিয়া ভেসে যাবে—"দয়া, দীন উপকার"—মানুষ ভগবান্‌ নারায়ণ—"আত্মায় স্ত্রী পুং নপুং ব্রহ্ম ক্ষত্রাদি ভেদ নাই—ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত নারায়ণ। কীট less manifested (অল্প অভিব্যক্ত), ব্রহ্মা more manifested (অধিক অভিব্যক্ত)। Every action that helps a being manifest its divine nature more and more is *good*, every action that retards is evil.

The only way of getting our divine nature manifested is by helping others do the same.

If there is inequality in nature still there

must be equal chance for all—or if greater for some and for some less—the weaker should be given more chance than the stronger. (১)

অর্থাৎ চণ্ডালের বিদ্যাশিক্ষার যত আবশ্যক, ব্রাহ্মণের তত নহে। যদি ব্রাহ্মণের ছেলের একজন শিক্ষকের আবশ্যক, চণ্ডালের ছেলের দশ জনের আবশ্যক। কারণ, যাহাকে প্রকৃতি স্বাভাবিক প্রখর করেন নাই, তাহাকে অধিক সাহায্য করিতে হইবে। তেলা মাথায় তেল দেওয়া পাগলের কর্ম্ম। The poor, the down-trodden, the ignorant, let these be your God. (২)

মহা দঁক সামনে—সাবধান, ঐ দঁকে সকলে পড়ে মারা যায়—ঐ দঁক হচ্ছে যে, হিঁদুর (এখনকার) ধর্ম্ম বেদে নাই, পুরাণে নাই, ভক্তিতে নাই, মুক্তিতে নাই—ধর্ম্ম ঢুকেছেন ভাতের হাঁড়িতে। (এখনকার) হিঁদুর ধর্ম্ম

---

(১) যে কোন কার্য্য জীবের ব্রহ্মভাব ধীরে ধীরে পরিস্ফুট করিবার সহায়তা করে, তাহাই ভাল। যে কোন কার্য্যে উহার বাধা হয়, তাহাই মন্দ। আমাদের ব্রহ্মভাব পরিস্ফুট করিবার একমাত্র উপায়—অপরকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করা। যদি প্রকৃতিতে বৈষম্য থাকে, তথাপি সকলের পক্ষে সমান সুবিধা থাকা উচিত। কিন্তু যদি কাহাকেও অধিক, কাহাকেও কম সুবিধা দিতেই হয়, তবে বলবান অপেক্ষা দুর্ব্বলকে অধিক সুবিধা দিতে হইবে।

(২) দরিদ্র পদদলিত, অজ্ঞ—ইহারাই তোমার ঈশ্বর হউক।

বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়, ছুৎমার্গ, আমায় ছুঁয়োনা আমায় ছুঁয়োনা, বস্। এই ঘোর বামাচার ছুৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইওনা। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু" কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি? যারা একটুকরা রুটী গরিবের মুখে দিতে পারে না, তারা আবার মুক্তি কি দিবে! যারা অপরের নিঃশ্বাসে অপবিত্র হয়ে যায়, তারা আবার অপরকে কি পবিত্র কর্‌বে? ছুৎমার্গ is a form of mental disease (একপ্রকার মানসিক ব্যাধি), সাবধান। All expansion is life, all contraction is death. All love is expansion, all selfishness is contraction. Love is therefore the only law of life. He who loves lives, he who is selfish is dying. Therefore love for love's sake, because it is the only law of life, just as you breathe to live. (১) This is the secret of নিষ্কাম প্রেম, কর্ম্ম &c. (ইহাই নিষ্কাম প্রেম, কর্ম্ম প্রভৃতির রহস্য)। শ—র যদি কিছু

---

(১) সর্ব্বপ্রকার বিস্তারই জীবন, সর্ব্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু। যেখানে প্রেম, সেখানেই বিস্তার; যেখানে স্বার্থপরতা, সেখানেই সঙ্কোচ। অতএব প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি। যিনি প্রেমিক তিনিই জীবিত; যিনি স্বার্থপর, তিনি মৃত। অতএব যেহেতু প্রেমই জীবনের একমাত্র বিধি,—যেমন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস না লইলে বাঁচা যায় না, প্রেম ব্যতীত যখন সেইরূপ জীবনধারণই অসম্ভব, সেই হেতুই অহেতুক প্রেম প্রয়োজন।

উপকার করিতে পার চেষ্টা করিবে। সে অতি উদার ব্যক্তি ও নিষ্ঠাবান্, তবে সঙ্কীর্ণপ্রাণ। পরদুঃখকাতরতা সকলের ভাগ্যে হয় না—হে প্রভো! হে প্রভো। সকল অবতারের মধ্যে চৈতন্য প্রভু বড়, কিন্তু তাঁহাতে (প্রেমের সমান) জ্ঞানের অভাব ছিল—রামকৃষ্ণাবতারে জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেম, অনন্ত কর্ম্ম, অনন্ত জীবে দয়া। তোরা এখনও বুঝতে পারিস নি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ (কেহ কেহ ইঁহার বিষয় শুনিয়াও ইঁহাকে জানিতে পারে না)। What the whole Hindu race has thought in ages, he *lived* in one life. His life is the living commentary to the Vedas of all the nations. (১) ক্রমশঃ লোকে বুঝবে—আমার পুরাণ বোল—struggle, struggle up to light. Onward. (প্রাণপণে আলোকের দিকে অগ্রসর হও)।

অলমিতি দাস—বিবেকানন্দ।

---

(১) সমগ্র হিন্দুজাতি সহস্র সহস্র যুগ ধরিয়া যে চিন্তা করিয়া অসিয়াছেন, তিনি একজীবনেই সেই সমুদয় ভাব উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার জীবন সকল জাতির শাস্ত্রসমূহের জীবন্ত টীকাস্বরূপ।

(২৪)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত তৃতীয় পত্র।)

C/o E. T. Sturdy Esq.,
High View,
Caversham,
Reading, Eng.

১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমার সংকল্প বড়ই উত্তম। কিন্তু আমাদের জাতির মধ্যে Organisation (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কায করিতে একেবারেই নারাজ। Organisationএর প্রথম আবশ্যক এই যে, obedience (আজ্ঞাবহতা), যখন ইচ্ছা হল একটু কিছু করিলাম—তার পর ঘোঁড়ার ডিম—তাতে কায হয় না—plodding industry and perseverance (স্থির ধীরভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই। Regular correspondence—(নিয়মিত পত্রব্যবহার) অর্থাৎ কি কায কচ্চ—কি ফল হল, প্রতি মাসে বা মাসে দুইবার রীতিমত লিখিয়া পাঠাইবে। এক জন উত্তম ইংরাজী ও সংস্কৃত জানা সন্ন্যাসী এখানে (ইংলণ্ডে) আবশ্যক। আমি এখান

হইতে শীঘ্রই পুনরায় আমেরিকায় যাইব, আমার অবর্ত্তমানে সে এখানে কার্য্য করিবে। শ— ও —শী এই দুই জন ছাড়া আমি ত আর কাকেও দেখ্‌ছি না। শ—কে টাকা পাঠিয়েছি ও পত্রপাঠ চলে আস্‌তে লিখেছি। রাজাজীকে লিখেছি যে, তাঁর বম্বের agent (এজেণ্ট—ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী) যেন শ—কে দেখে শুনে জাহাজে চাপিয়ে দেয়। আমি লিখ্‌তে ভুলে গেছি, তুমি যদি মনে করে পার শ—র সঙ্গে এক বস্তা মুগের ডাল, ছোলার ডাল, অড়র ডাল ও কিঞ্চিৎ মেথি পাঠিয়ে দিবে।* পণ্ডিত নারাণ দাস, মাঃ শঙ্কর লাল ও ওঝাজী ও ডাক্তার সকলকে আমার প্রণয় বলিবে। গোপীর চোকের ওষুধ এখানে কি আছে, পেটেণ্ট ওষুধ সব জুয়াচুরি সর্ব্বত্র। তাকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবে ও আর আর সব চেলাগুলোকে। য— মিরাটে একটা কি নি— সভা করেছেন ও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কায কর্ত্তে চান। ভাল তাঁর একটা কি কাগজও আছে, কা—কে সেইখানে পাঠিয়ে দাও, কা— যদি পারে একটা মিরাট Centre (কেন্দ্র) করুক্ এবং সেই কাগজটা যাতে হিন্দি ভাষাতে হয় এমন চেষ্টা করুক্—আমি কিছু কিছু টাকা পাঠিয়ে দেব। কা— মিরাট গিয়ে আমাকে যথাযথ রিপোর্ট কর্‌লে আমি টাকা পাঠিয়ে

---

* স্বামিজী সেই সময়ে একেবারেই নিরামিষাশী ছিলেন।

দেব। আজমীরে একটা centre (কেন্দ্র) কর্‌বার চেষ্টা কর। ** সাহারানপুরে পণ্ডিত অগ্নিহোত্রী কি একটা সভা করেছেন। তাঁরা আমাকে এক চিঠি লেখেন। তাঁদের সঙ্গে correspondence (পত্রব্যবহার) রাখিবে। সকলের সঙ্গে মেলামেশা etc., work, work (কায, কায)। এই রকম centre (কেন্দ্র) কর্ত্তে থাক—কল্‌কেতায়—মান্দ্রাজে already (পূর্ব্ব হইতেই) আছে, যদি মিরাটে ও আজমীরে পার ত বড়ই ভাল হয়। ঐ প্রকার ধীরে ধীরে যায়গায় যায়গায় centre (কেন্দ্র) কর্ত্তে থাক। এখানে আমার সকল চিঠি পত্র C/o E. T. Sturdy Esq., High View, Caversham Reading, England, আমেরিকায় C/o Miss Phillips, 19, W. 38 Street, New York. ক্রমে দুনিয়া ছাপিয়ে ফেল্‌তে হবে। Obedience প্রথম দরকার। আগুনে ঝাঁপ দিতে তৈয়ার হতে হবে—তবে কায হয়। * * * ঐ রকম রাজপুতানায় গ্রামে গ্রামে সভা কর etc.

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

---

(২৫)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু,

তোমার এক পত্র কাল পাই, তাহাতে কতকমত সমাচার পাই। সবিশেষ কিছুই নাই, এই মাত্র। আমার শরীর এক্ষণে অনেক ভাল। এ বৎসরের প্রচণ্ড শীত প্রভুর কৃপায় কিছুই লাগে না; কি দোর্দ্দণ্ড শীত! তবে এদের বিত্তের জোরে সব দাবিয়ে রাখে। প্রত্যেক বাটীর নীচের তলা মাটীর ভিতর, তার মধ্যে বৃহৎ বয়লার—সেখান হতে গরম হাওয়া বা ষ্টীম ঘরে ঘরে রাত দিন ছুটিতেছে। তাইতে সব ঘর গরম, কিন্তু ইহার এক দোষ যে, ঘরের ভিতর গরমি কাল আর বাইরে জিরোর নীচে ৩০।৪০ ডিগ্রি! এদেশের বড় মানুষেরা অনেকেই শীতকালে ইউরোপে পালায়—ইউরোপ অপেক্ষাকৃত গরম দেশ।

যাক্ এক্ষণে তোমাকে গোটা দুই উপদেশ দিই। এই চিঠি তোমার জন্য লেখা হচ্ছে। তুমি এই উপদেশ-গুলি রোজ একবার করে পড়বে এবং সেই রকম কায কর্ব্বে। — র চিঠি পাইয়াছি—সে উত্তম কার্য্য করিতেছে—কিন্তু এক্ষণে Organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য্য করা) চাই। * * * তোমাকে আমার এই কটী উপদেশ দিবার কারণ এই যে, তোমাতে Organizing

power (সঙ্ঘগঠন ও পরিচালন শক্তি) আছে—একথা ঠাকুর আমায় বল্‌লেন, কিন্তু এখনও ফোটে নাই। শীঘ্রই তাঁর আশীর্ব্বাদে ফুট্‌বে। তুমি যে কিছুতেই centre of gravity (ভারকেন্দ্র) * ছাড়িতে চাওনা, ইহাই তাহার নিদর্শন, তবে intensive and extensive (গভীর ও উদার) দুই হওয়া চাই।

১। এ জগতে যে ত্রিবিধ দুঃখ আছে, সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, তাহা নৈসর্গিক (Natural) নহে অতএব অপনেয়।

২। বুদ্ধাবতারে প্রভু বলিতেছেন যে, এই আধিভৌতিক দুঃখের কারণ জাতি, অর্থাৎ জন্মগত বা গুণগত বা ধনগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই এই দুঃখের কারণ। আত্মাতে স্ত্রী পুং বর্ণাশ্রমাদি ভাব নাই এবং যে প্রকার পঙ্ক দ্বারা পঙ্ক ধৌত হয় না, সেই প্রকার ভেদবুদ্ধি দ্বারা অভেদ সাধন হওয়া সম্ভব নহে।

৩। কৃষ্ণাবতারে বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ "অবিদ্যা।" নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্তু কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি &c.

৪। যে কর্ম্মের দ্বারা এই আত্মভাবের বিকাশ হয়, তাহাই কর্ম্ম। যদ্দারা অনাত্মভাবের বিকাশ, তাহাই অকর্ম্ম।

---

* এখানে তাৎপর্য্য এই যে, 'তুমি যে এদিক্ ওদিক্ না ঘুরিয়া একস্থানে থাকিতেই ভালবাস।'

৫। অতএব ব্যক্তিগত দেশগত এবং কালগত কর্ম্মা-কর্ম্মের সাধন।

৬। যজ্ঞাদি কর্ম্ম প্রাচীন কালে উপযুক্ত ছিল, তথা জাত্যাদি কর্ম্ম, আধুনিক সময়ের জন্য তাহা নহে।

*　　*　　*　　*

৭। রামকৃষ্ণ অবতারে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা নাস্তিকতা-রূপ ম্লেচ্ছনিবহ ধ্বংস হইবে এবং ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা সমস্ত জগৎ একীভূত হইবে। অপিচ এ অবতারে রজোগুণ অর্থাৎ নামযশাদির আকাঙ্ক্ষা একেবারেই নাই অর্থাৎ যে তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে, সেই ধন্য ; তাঁহাকে মানে বা নাই মানে, ক্ষতি নাই।

৮। প্রাচীনকালে বা আধুনিককালে সাম্প্রদায়িকেরা ভুল করে নাই। They have done well but they must do better. (তাহারা ভালই করিয়াছে, তবে তাহাদিগকে আরও ভাল করিতে হইবে)। কল্যাণ—তর—তম।

৯। অতএব সকলকে যেখানে তাহারা আছে, সেই-খানেই গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ কাহারও ভাবে ব্যাঘাত না করিয়া উচ্চতর ভাবে লইয়া যাইতে হইবে। তথা সামাজিক অবস্থামধ্যে যাহা আছে, তাহা উত্তম কিন্তু উৎকৃষ্টতর—তম হইবে।

১০। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।

১১। সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে "স্ত্রীগুরু" গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার।

১২। সেই জন্যই আমার স্ত্রীমঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতরভাবাপন্না নারীকুলের আকরস্বরূপ হইবে।

১৩। চালাকী দ্বারা কোনও মহৎ কার্য্য হয় না। প্রেম সত্যানুরাগ ও মহাবীর্য্যের সহায়তায় সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। তৎ কুরু পৌরুষম্ (সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর)।

১৪। কাহারও সহিত বিবাদ বিতর্কে আবশ্যক নাই। তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও—অন্যের খবরে আবশ্যক নাই। Give your message, leave others to their own thoughts. (তোমার যাহা শিখাইবার আছে শিখাও, অপরে নিজ নিজ ভাব লইয়া থাকুক।) "সত্যমেব জয়তে নানৃতং," তদা কিং বিবাদেন? (সত্যেরই জয় হয়, মিথ্যার জয় কখনও হয় না; তবে বিবাদে প্রয়োজন কি?)

* * বাল্যগাম্ভীর্য্যভাব মিশ্রিত করিবে। সকলের সহিত মিশিয়া চলিবে। অহংভাব দূর করিবে, সম্প্রদায়বুদ্ধি-বিহীন হইবে, বৃথা তর্ক মহাপাপ।

* * * * *

ইতি তোমারই

বিবেকানন্দ।

---

(২৬)

১৮৯৫।

প্রিয়তমেষু,

* * * দেশে আসিবার কথা যে লিখিয়াছ, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু এদেশে একটী বীজ বপন করা হইয়াছে—সহসা চলিয়া গেলে উহা অঙ্কুরে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা, এজন্য কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইবে। অপিচ এখান হইতে সকল কার্য্য উত্তমরূপে সমাধা হইতে পারিবে। — প্রভৃতি সকলেই দেশে আসিতে লেখেন। সত্য বটে, কিন্তু ভায়া, পরের ভরসা করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। আপনার পায়ের জোর বেঁধে চলাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। সকলই হইবে ধীরে ধীরে, আপাততঃ একটা যায়গা দেখার কথাটা বিস্মৃত হইও না। একটা বিকট জায়গা চাই—১০ হাজার থেকে ২০ হাজার পর্য্যন্ত—এক দম গঙ্গার উপর হওয়া চাই। যদিও হাতে পুঁজি অল্প, তথাপিও ছাতি বড় বেজায়, জায়গার উপর নজরটা রাখ্‌বে। একটা নিউইয়র্কে, একটা কলিকাতায় এবং একটা মাদ্রাজে এখন এই তিনটী আড্ডা চালাতে হবে, তার পর ধীরে ধীরে যেমন প্রভু যোগান। * * *

—দেশপর্য্যটনে উৎসুক—বেশ কথা, তবে এসব দেশে বড়ই মাগ্‌গি, ১০০০৲ টাকার কম মাসে চলে না (ধর্ম্ম প্রচারকের)। তবে —র ছাতি আছে, খোদা দেনেওয়ালা সকলি ঠিক, তবে একটু ইংরাজী ভাষাটা দুরস্ত কর্ত্তে হবে অর্থাৎ ফল কথা এই যে, এদের দেশের বাঘভাল্লুকে পাদ্রি

পণ্ডিতদের মুখ হতে রুটী ছিনিয়ে নিয়ে খেতে হবে, এই বোঝ। অর্থাৎ বিদ্যের জোরে এদের দাবিয়ে দিতে হবে, নইলে ফু করে উড়িয়ে দেবে। এরা না বোঝে সাধু, না বোঝে সন্ন্যাসী, না বোঝে ত্যাগবৈরাগ্য, বোঝে বিদ্যের তোড়, বক্তৃতার ধূম আর মহা উদ্যোগ—তার উপর দেশ শুদ্ধ লোক ছল খুঁজ্‌বে—পাদ্রিরা ছলে বলে দাবাবার চেষ্টা কর্‌বে দিন রাত—এ সকল বোঝা ছাড়িয়ে মত চালাতে হবে। জগদম্বার ইচ্ছায় সকলি সম্ভব। আমার মতে কিন্তু যদি — পঞ্জাব বা মাদ্রাজে কতকগুলি সভা ইত্যাদি স্থাপন করে বেড়ান ও তোমরা একত্র হয়ে organised (সঙ্ঘ-বদ্ধ) হও ত বড়ই ভাল হয়; নূতন পথ আবিষ্কার করা বড় কায বটে, কিন্তু উক্ত পথ পরিষ্কার করা ও প্রশস্ত ও সুন্দর করাও কঠিন কায। আমি যেখানে যেখানে প্রভুর বীজ বপন করে এসেছি, তোমরা যদি সেই সেই স্থানে কিয়ৎকাল বাস করে উক্ত বীজকে বৃক্ষে পরিণত কর্ত্তে পার, তাহা হইলে আমার অপেক্ষাও অনেক অধিক কায তোমরা কর্‌বে। উপস্থিত যারা রক্ষা কর্ত্তে পারে না, তারা অনুপস্থিতে কি কর্ব্বে? তৈয়ারী রান্নায় একটু নুন তেল দিতে যদি না পার, তা হলে কেমন করে বিশ্বাস হয় যে, সকল যোগাড় কর্ব্বে? না হয় — আলমোড়ায় একটা হিমালয়ান মঠ স্থাপন করুন এবং একটা সেথায় লাইব্রেরী করুন, আমরা দু দণ্ড ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করি এবং সাধন ভজন করি। যা হক, প্রভু যাকে যেমন বুদ্ধি দেন, আমার

তাতে আপত্তি কি? অপিচ god speed—শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ (শুভ হউক, তোমাদের পথ কল্যাণকর হউক)।
* * * *

আমি ক্ষুদ্র জীব—কিন্তু প্রভুর অনন্ত ঐশ্বর্য্য—মাভৈঃ মাভৈঃ, বিশ্বাস যেন না টলে। * * প্রভু অতি শীঘ্রই সকল বন্দোবস্ত করে দেবেন। * * মাভৈঃ। খুব আনন্দ কর্ত্তে বল--তাঁর আশ্রিতের কি নাশ আছে রে, বোকারাম?

ইতি সদৈকহৃদয়ঃ

বিবেকানন্দ।

---

(২৭)

C/o E. T. Sturdy Esq.,
High View,
Caversham,
Reading.
4th October, 1895.

অভিন্নহৃদয়েষু,

তুমি অবগত আছ যে, আমি এক্ষণে ইংলণ্ডে। প্রায় একমাস যাবৎ এস্থানে থাকিয়া পুনঃ আমেরিকা যাত্রা করিব। আগামী গ্রীষ্মকালে পুনঃ ইংলণ্ডে আসিব।

এক্ষণে ইংলণ্ডে বিশেষ কিছু হইবার আশা নাই, তবে প্রভু সর্ব্বশক্তিমান্। ধীরে ধীরে দেখা যাউক।

* * * *

তাঁহার এক্ষণে আসা অসম্ভব। অর্থাৎ Sturdy সাহেবের টাকা, সে যে প্রকার লোক চায়, সেই প্রকার আনাইতে হইবে। উক্ত মিঃ Sturdy আমার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে এবং বড়ই উদ্যমী ও সজ্জন। থিয়োসফির হাঙ্গামায় পড়িয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়াছে বলিয়া বড়ই আপশোস।

প্রথমতঃ এরূপ লোক চাই, যাহার ইংরাজী এবং সংস্কৃত বিশেষ বোধ। — শীঘ্রই ইংরাজী শিখিতে পারিবেন এস্থানে আসিলে, সত্য বটে, কিন্তু আমি এদেশে শিখিতে লোক এখনও আনিতে পারি না, যাহারা শিখাইতে পারিবে, তাহাদের প্রথম চাই। দ্বিতীয় কথা এই যে, যাহারা সম্পদে বিপদে আমায় ত্যাগ করিবে না, তাহাদের আমি বিশ্বাস করি। * * অত্যন্ত বিশ্বাসী লোক চাই, তারপর গোড়াপত্তন হয়ে গেলে যার ইচ্ছা গোলমাল কর, ভয় নাই। * দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা বড় ভুল কর্ম্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কি? একটা জন্ম নয় বাজেই গেল, মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোনও আপত্তি নাই কিছু মাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখ্‌ছি যে, তাঁর

ঘর ছাড়া আর সকল ঘরেই "ভাবের ঘরে চুরি।" তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করিব? একঘেয়ে বল বল্‌বে, কিন্তু ঐটী আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালবাসি। আমার মত অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ঐটুকু আমার গোঁড়ামি, মাফ কর্‌বে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেব? আস্‌ছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।

পেটের কথা খুলে বল্লুম দাদা, রাগ ক'রো না। আমি তোমাদের গোলাম যতক্ষণ তোমরা তাঁর গোলাম—একচুল তার বাইরে গেলে তোমরা আর আমি এক সমান। * * সমাজ ফমাজ যত দেখ্‌ছ, দেশে বিদেশে, সব যে তিনি গিলে রেখেছেন দাদা—"ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্।" (ইহারা পূর্ব্বেই মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, হে অর্জ্জুন, তুমি নিমিত্তমাত্র হও।) আজ বা কাল ও সব তোমাদের অঙ্গে মিশিয়ে যাবে যে। হায় রে অল্প বিশ্বাস! তাঁর কৃপায় "ব্রহ্মাণ্ডম্ গোষ্পদায়তে।" (ব্রহ্মাণ্ড গোষ্পদ হইয়া যায়।) নিমকহারাম হয়ো না, ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই। নাম যশ সুকায যজ্জুহোষি যত্তপস্যসি যদশ্নাসি &c. সব তাঁর পায়ে সঁপে দেও। আমাদের আর কি চাই? তিনি শরণ দিয়েছেন, আবার

কি চাই ? ভক্তি নিজেই যে ফলস্বরূপা—আবার চাই কি ? হে ভাই, যিনি খাইয়ে পরিয়ে বুদ্ধি বিদ্যে দিয়ে মানুষ ক'র্‌লেন, যিনি আত্মার চক্ষু খুলে দিলেন, যাঁকে দিন রাত দেখ্‌লে যে জীবন্ত ঈশ্বর, যাঁর পবিত্রতা আর প্রেম আর ঐশ্বর্য্য রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, চৈতন্য প্রভৃতিতে এক কণা মাত্র প্রকাশ, তাঁর কাছে নিমকহারামি ! ! ! * বুদ্ধ কৃষ্ণ প্রভৃতি তিন ভাগ গল্প বই ত নয়, * * * অমন ঠাকুরের দয়া ভোল ! বুদ্ধ, কেষ্ট, যীশু জন্মেছিলেন কি না, তার কোনও প্রমাণ নাই। আর সাক্ষাৎ ঠাকুরকে দেখেও তোদের মাঝে মাঝে মতিভ্রম হয় ! ধিক্ তোদের জীবনে ! ! আর আমি কি বলিব ? দেশে বিদেশে নাস্তিক পাষণ্ডে তাঁর ছবি পূজা কর্‌ছে আর তোদের মতিভ্রম হয় সময়ে সময়ে ! ! ! তোদের মত লাখ লাখ তিনি নিঃশ্বাসে তৈরী করে নেবেন। তোদের জন্ম ধন্য, কুল ধন্য, দেশ ধন্য যে, তাঁর পায়ের ধূলা পেয়েছিস্। আমি কি করিব, আমাকে কাজেই গোঁড়া হতে হচ্চে। আমি যে তাঁর জন ছাড়া আর কোথাও পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা দেখ্‌তে পাই না। সকল যায়গাতেই যে ভাবের ঘরে চুরি। কেবল তাঁর ঘর ছাড়া। তিনি যে রক্ষে কচ্ছেন, দেখ্‌তে পাচ্ছি যে। ওরে পাগল্, পরীর মত মেয়ে সব, লাখ লাখ টাকা এ সকল তুচ্ছ হয়ে যাচ্ছে, এ কি আমার জোরে ! না, তিনি রক্ষা কচ্ছেন ! তাঁর জন ছাড়া যে আমি কাউকেই একটা টাকা একটা মেয়ে মানুষের কাছে বিশ্বাস করিনে। যার তাঁকে

বিশ্বাস নাই, আর—তে ভক্তি নাই, তার ঘোড়ার ডিমও হবে না, সাদা বাঙ্গালা বল্লুম মনে রেখ।

* * * *

* * * হ—দুরবস্থা জানিয়েছেন এবং শীঘ্রই স্থানছাড়া হতে হবে বল্‌ছেন। লেক্‌চার চেয়েছেন—লেক্‌চার ফেক্‌চার এখনও কিছু নাই, তবে কিছু টাকা এখনও গাঁটে আছে—তাকে পাঠিয়ে দেব, ভয় নাই। পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু সন্দেহ হচ্চে যে, আমার টাকা মারা গেছে—সে জন্যই পাঠাই নাই। দ্বিতীয়তঃ, কোন্ ঠিকানায় পাঠাব, তা ত জানি না। মান্দ্রাজীরা দেখ্‌ছি, কাগজ বার কর্ত্তে পারলে না। বিষয়বুদ্ধি হিন্দুজাতির যে একেবারেই নাই। যে সময়ে যে কায প্রতিশ্রুত হও, ঠিক সেই সময়ে তা করা চাই, নতুবা লোকের বিশ্বাস চলে যায়। টাকাকড়ির কথা পত্রপাঠ জবাব দিতে হয়। * *—মহাশয় যদি রাজি হন, তা হলে তাঁকে কলিকাতার এজেণ্ট হতে বল্‌বে, কারণ, তাঁর উপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং তিনি এই সকল বিষয় অনেক বুঝেন, ছেলেমানুষী হুড়দঙ্গুলের কায নয়। একটা Centre ঠিকানা তাঁকে কর্ত্তে বল্‌বে, যে ঠিকানা—ঘড়ি ঘড়ি বদ্‌লাবেনা ও যে ঠিকানায় আমি কল্‌কেতার সমস্ত চিঠিপত্র পাঠিয়ে দেব। * *

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

---

(২৮).

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত চতুর্থ পত্র)

London.
13th Nov., 1895.

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া সবিশেষ প্রীত হইলাম। যেরূপ কার্য্য করিতেছ, তাহা অতি উত্তম। রা— অতি উদার ও মুক্তহস্ত, কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার না হয়। শ্রীমান্ —এর অর্থসংগ্রহ উত্তরকল্প বটে, কিন্তু ভায়া, এ সংসার বড়ই বিচিত্র, কাম কাঞ্চনের হাত এড়ান ব্রহ্মা বিষ্ণুরও দুষ্কর। টাকা কড়ির সম্বন্ধ মাত্রেই গোলমালের সম্ভাবনা। অতএব মঠের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহ করা ইত্যাদি কাহাকেও করিতে দিবে না। রা— ছাড়া ভারতবর্ষের কোনও গৃহস্থকে আমি এখনও নিঃসন্দেহ মিত্র বলিয়া জানি না। আমার বা আমাদের নামে কোনও গৃহস্থ মঠ বা কোনও উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন শুনিলেই সন্দেহ করিবে এবং তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। বিশেষ দরিদ্র গৃহস্থ লোকেরা অভাব পূরণের নিমিত্ত বহুবিধ ভাণ করে। অতএব যদি কখনও কোনও ধনী বিশ্বাসী ভক্ত ও হৃদয়বান্ গৃহস্থ মঠাদি নির্ম্মাণের জন্য উদ্যোগ করেন অথবা সংগৃহীত অর্থ কোনও ধনী এবং বিশ্বাসী গৃহস্থের নিকট জমা হয়—উত্তম কল্প—নতুবা তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবে না। উপরন্তু অন্যকে এ কার্য্যে বিরত করিবে। তুমি

বালক, কাঞ্চনের মায়া বোঝ না। অবসরক্রমে মহানীতি-পরায়ণ লোকও প্রতারক হয়। এই হচ্ছে সংসার। রা—কে টাকা কড়ি সম্বন্ধে কোন কথা বলিবে না। পাঁচ জনে মিলে কোনও কায করা আমাদের স্বভাব আদতেই নয়। এই জন্যই আমাদের দুর্দ্দশা। He who knows how to obey, knows how to command. Learn obedience first. (যিনি হুকুম তামিল করিতে জানেন, তিনিই হুকুম করিতে জানেন। প্রথমে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর।) এই সকল মহা স্বাধীনভাবপূর্ণ পাশ্চাত্যজাতিদের মধ্যে Obedience এর ভাব সেই প্রকার বলবান। আমরা সকলেই হম্‌বড়া, তাতে কখনও কায হয় না। মহা উদ্যম, মহাসাহস, মহাবীর্য্য এবং সকলের আগে মহতী আজ্ঞাবহতা, এই সকল গুণ ব্যক্তিগত ও জাতিগত উন্নতির একমাত্র উপায়। এই সকল গুণ আমাদের আদৌ নাই।

তুমি যে প্রকার কার্য্য কর্‌ছ করে যাও—তবে পড়া শুনার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে—ইতি। য—বাবু একখানি পত্রিকা—হিন্দি ভাষায়—প্রেরণ করিয়াছেন। তাহাতে আমার চিকাগো স্পাচের অনুবাদ আলোয়ারের রা— পণ্ডিত করিয়াছেন। উভয়কেই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাইবে।

তোমার নিমিত্ত এক্ষণে লিখি—রাজপুতানায় একটী centre (কেন্দ্র) করিবার বিশেষ যত্ন করিবে। জয়পুর বা আজমীর প্রভৃতি কোনও central (মধ্যবর্ত্তী) স্থানে হওয়া

উচিত—তদনন্তর আলোয়ার, খেতড়ী প্রভৃতি সহরে ব্র্যাঞ্চ স্থাপন করিবে। সকলের সঙ্গে মিশিবে, কাহারও সহিত বিরোধ আবশ্যক নাই। পঃ না—জীকে আমার প্রেমালিঙ্গন দিবে—ঐ লোকটী খুব উদ্যমী—কালে বিশেষ কার্য্যক্ষম হইবে। মাঃ—সাহেব ও—জীকেও আমার যথাযোগ্য প্রেম সম্ভাষণ দিও। ঐ ধর্ম্মমণ্ডলা বলে কি একটা আজমীরে হয়েছে—সেটা ব্যাপার কি? বিশেষ লিখিবে। য— বাবু লিখেন যে, তাঁহারা আমায় পত্রাদি লিখিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত পাই নাই। * * * মঠ মড়ি কল্‌কেতায় কি কর্‌বে, কাশীতে আড্ডা করিতে হইবে। সে সকল অনেক মতলব আছে, পরন্তু অর্থসাপেক্ষ। ধীরে ধীরে প্রকাশ পাবে। খবরের কাগজে দেখে থাকবে যে, ইংলণ্ডে হুজ্জুক ধীরে ধীরে মাচ্‌ছে। এ দেশে সকল কায ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু ইংরেজ বাচ্ছা কোনও কাযে হাত একবার দিলে আর ছাড়ে না। আমেরিকান্‌রা চট্‌পটে কিন্তু অনেকটা খড়ের আগুনের মত। রামকৃষ্ণ পরমহংস অবতার ইত্যাদি সাধারণে প্রচার করিবে না। * * * —তে আমার কতকগুলো চেলাপত্র আছে, সে গুলোকে নিয়ে তদারক কর্‌বে। * * মহাশক্তি তোমাতে আস্‌বে—ভয় নাই—Be pure, have faith, be obedient. (পবিত্র হও, বিশ্বাসী হও, আজ্ঞাবহ হও।)

ছেলের বের বিপক্ষে শিক্ষা দিবে। বালকের বে কোনও শাস্ত্রে নাই। তবে ছোট ছোট মেয়ের বের বিপক্ষে

এখন কিছুই ব'লো না। ছেলের বে বন্দ কর্ত্তে পাল্লেই মেয়ের বে আপনা হতে বন্দ হয়ে যাবে। মেয়েতে ত আর মেয়ে বে কর্‌বে না। লাহোর আর্য্যসমাজের সেক্রেটারীকে লিখ্‌বে যে, অ—বলে যে একজন সন্ন্যাসী তাঁদের কাছে থাক্‌তেন তিনি এক্ষণে কোথায়? সে লোকটার বিশেষ সন্ধান করিবে। * * * ভয় কি?

বিবেকানন্দ।

---

(২৯)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৬৩, সেণ্টজর্জ্জের রোড।
লণ্ডন দক্ষিণ-পশ্চিম।
৬ই জুলাই, ১৮৯৬।

প্রিয়—

* * * *

আট্‌লাণ্টিকের এপারে এসে আমি বেশ আছি এবং আমার কার্য্যাদিও অতি সুন্দররূপে চল্‌ছে।

আমার রবিবাসরীয় বক্তৃতাগুলি লোকের খুব হৃদয়-গ্রাহিণী হয়েছিল—ক্লাসগুলিও বেশ চলেছিল। এখন কাযের মরসুম শেষ হয়ে গেছে—আমিও সম্পূর্ণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন আমি মিস্‌ মুলারের সঙ্গে সুইজ-র্লণ্ডে বেড়াতে যাচ্চি। —রা আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যব-হার করেছেন। জো—বড় অদ্ভুতভাবে তাঁদের এদিকে

ফিরিয়েছেন। আমি জো—র বুদ্ধিমত্তা ও নীরব কার্য্য প্রণালীর শতমুখে প্রশংসা না করে থাকতে পার্‌ছি না। তাঁকে একজন সুচতুর রাজনীতিবিশারদ রমণী বল্‌তে পারা যায়। তিনি প্রয়োজন হলে একটা রাজ্য চালাতে পারেন। আমি, মানুষের ভিতর এমন চট্‌ করে সব বিষয় ধর্‌বার তীক্ষ্ণ সহজ বুদ্ধি, আবার উহাকে ভাল বিষয়ে প্রয়োগ কর্‌বার ক্ষমতা খুব অল্পই দেখেছি। আমি আগামী শরৎ-কালে আমেরিকা ফির্‌ব ও তথাকার কার্য্যভার আবার গ্রহণ ক'র্‌ব।

গত পরশ্ব সন্ধ্যায় আমি মিসেস্‌ ম—র বাটীতে একটা পার্টিতে নিমন্ত্রিত হয়েছিলাম। উক্ত মহিলার সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিত ইতিমধ্যেই জো—র পত্রে অনেক খবর পেয়েছ।

যা হ'ক, ইংলণ্ডে কায খুব আস্তে আস্তে অথচ সুনিশ্চিত-ভাবে বেড়ে চলেছে। এখানকার অন্ততঃ অর্দ্ধেক নরনারী আমার সঙ্গে দেখা করে আমার কার্য্যসম্বন্ধে আলোচনা করেছে। এই ব্রিটিশ্‌সাম্রাজ্যের যতই ত্রুটি থাকুক, ইহা যে চার্‌দিকে ভাব ছড়াবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্র, তাতে আর কোন সন্দেহ নাই। আমার সংকল্প—এই যন্ত্রের কেন্দ্রস্থলে আমার ভাবরাশি প্রদান ক'র্‌ব—তা হলেই সেগুলি সমগ্র জগতে ছড়িয়ে যাবে। অবশ্য সব বড় বড় কাযই খুব আস্তে আস্তে হয়ে থাকে—উহার বাধাবিঘ্নও অনেক—বিশেষ আমরা হিন্দুরা—বিজিত জাতি ব'লে। কিন্তু তাও বলি—যেহেতু আমরা বিজিত, সেই

হেতু আমাদের ভাব চারিদিকে ছড়াতে বাধ্য—কারণ, দেখা যায়—আধ্যাত্মিক আদর্শ চিরকালই বিজিত পদদলিত জাতির মধ্য হতে উদ্ভূত হয়েছে। দেখ না—য়াহুদীরা তাদের আধ্যাত্মিক আদর্শে রোম সাম্রাজ্যকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল।

তুমি জেনে সুখী হবে যে, আমিও দিন দিন সহিষ্ণুতা ও সর্ব্বোপরি, সহানুভূতির শিক্ষা আয়ত্ত করছি। মনে হয়, প্রবলপ্রতাপশালী এঙ্গ্‌লোইণ্ডিয়ান্‌দের মধ্যেও যে ভগবান্‌ রয়েছেন, আমি তা উপলব্ধি করতে আরম্ভ করেছি। মনে হয়, আমি ধীরে ধীরে সেই অবস্থার দিকে অগ্রসর হচ্চি, যেখানে, শয়তান বলে যদি কেউ থাকে, তাকে পর্য্যন্ত ভালবাস্‌তে পার্‌বো।

বিশ বছর বয়সের সময় আমি এমন গোঁড়া বা একঘেয়ে ছিলুম যে, কারও সঙ্গে সহানুভূতি কত্তে পার্‌তাম না—আমার ভাবের বিরুদ্ধ হলে কারও সঙ্গে বনিয়ে চল্‌তে পার্‌তাম না—কল্‌কেতার যে ফুটপাথে থিয়েটার, সেই ফুটপাথের উপর দিয়ে পর্য্যন্ত চল্‌তাম না। এখন তেত্রিশ বৎসর বয়স—এখন বেশ্যাদের সঙ্গে অনায়াসে এক বাড়ীতে বাস করতে পারি—তাদের তিরস্কার করবার কথা একবার মনেও উঠবে না। এ কি আমি ক্রমশঃ খারাপ হয়ে যাচ্ছি—না—আমার হৃদয় ক্রমে উদার হয়ে হয়ে অনন্ত প্রেম বা সাক্ষাৎ সেই ভগবানের দিকে আমি অগ্রসর হচ্ছি? আবার লোকে বলে শুনতে পাই—যে ব্যক্তি

চার দিকে মন্দ, অমঙ্গল দেখ্‌তে না পায়, সে ভাল কায কর্‌তে পারে না—সে একরকম অদৃষ্টবাদী হয়ে নিশ্চেষ্ট মেরে যায়। আমি ত তা দেখ্‌ছি না। বরং আমার কার্য্যশক্তি প্রবলভাবে বেড়ে যাচ্ছে—সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যের সফলতাও খুব অধিক হচ্ছে। কখনও কখনও আমার এক প্রকার ভাবাবেশ হয়—আমার মনে হয়, জগতের সব্বাইকে—সব জিনিসকে আশীর্ব্বাদ করি—সব জিনিসকে ভাল-বাসি—আলিঙ্গন করি। তখন দেখি—যাকে মন্দ বলে, সেটা একটা ভ্রান্তিমাত্র! প্রিয়— এখন আমি সেই রকম ভাবের ঘোরে রয়েছি—আর তুমি ও মিসেস্ ল—আমায় কত ভালবাস ও আমার প্রতি তোমাদের কত দয়া, তাই ভেবে সত্যসত্যই আনন্দাশ্রু বিসজ্জন কচ্ছি। আমি যেদিন এই পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করেছি, সেই দিনটাকে ভেবে তাকে ধন্য ধন্য করছি। আমি এখানে এসে কত দয়া, কত ভালবাসা পেয়েছি, আর যে অনন্ত প্রেমস্বরূপ হতে আমার আবির্ভাব, তিনি আমার ভাল মন্দ ('মন্দ' কথাটীতে ভয় পেয়ো না) প্রত্যেক কাযটী লক্ষ্য করে আস্‌ছেন—কারণ, আমি তাঁর হাতের একটা যন্ত্র বই আর কি—কোন্ কালেই বা তা ছাড়া আর কিছু ছিলাম? তাঁর সেবার জন্য আমি আমার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছি—আমার প্রেমাস্পদদের ত্যাগ করেছি—সব সুখের আশা ছেড়েছি—জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়েছি। তিনি আমার সদাক্রীড়াশীল আদরের ধন—আমি তাঁর খেলুড়ে।

এই জগতের কাণ্ডকারখানার কোন খানে কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না—সব তাঁর খেলা, সব তাঁর খেয়াল। তিনি আবার কোন্ হেতুতে বা যুক্তিতে চালিত হবেন? লীলা-ময় তিনি—এই জগৎনাট্যের সকল অংশেই তিনি এই সব হাসিকান্নার অভিনয় কচ্চেন। জো— যেমন বলে—ভারি তামাসা, ভারি তামাসা।

এ ত বড় মজার জগৎ আর সকলের চেয়ে মজার লোক তিনি—সেই অনন্ত প্রেমাস্পদ প্রভু। সব জগৎটা খুব মজা নয় কি? আমাদের পরস্পরে পরস্পরে ভ্রাতৃভাবই বল আর খেলুড়েগিরিই বল, এ যেন জগতের এই ক্রীড়া-ক্ষেত্রে একদল ইস্কুলের ছেলেকে খেল্‌তে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে—আর সকলে খুব চেঁচামেচি করে খেলা কচ্চে—তাই নয় কি? কাকে সুখ্যাতি ক'র্‌ব—কাকে নিন্দা ক'র্‌ব—এ যে সবই তাঁর খেলা। লোকে জগতের ব্যাখ্যা চায়—কিন্তু তাকে ব্যাখ্যা কর্‌বে কিরূপে? তাঁর ত মাথা মুণ্ডু কিছু নেই—তিনি যুক্তিবিচারেরও কোন ধার ধারেন না। তিনি আমাদের সকলকে ছোটখাট মাথা ও বুদ্ধি দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছেন—কিন্তু এবার আর আমায় ঠকাতে পাচ্চেন না—অমি এবার খুব হুসিয়ার ও সজাগ আছি।

আমি এতদিনে দুএকটা বিষয় শিখেছি। শিখেছি যে, ভাব, প্রেম, প্রেমাস্পদ—এ সকল যুক্তিবিচার, বিদ্যা বুদ্ধি, বাক্যাড়ম্বরের বাইরে—ও সব হতে অনেক দূরে।

ওহে 'সাকি', * পেয়ালা পূর্ণ কর—আমরা প্রেম-মদিরা পান করে পাগল হয়ে যাই—

ইতি

তোমারই পাগল বিবেকানন্দ।

---

(৩০)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

৮ই আগষ্ট, ১৮৯৬।

প্রিয়—

তোমায় কয়েক দিন পূর্ব্বে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি তোমায় জানাইতেছি যে, আমি ব্রহ্মবাদিনের † জন্য মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে পারিব, তাহাতে তুমি নিজে স্বাধীন হইয়া ব্রহ্মবাদিনের জন্য কার্য্য করিতে ও উহাকে ভাল করিয়া দাঁড় করাইতে পারিবে।—

---

* প্রাচীন পারসীকদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অভ্যাগতগণের পানপাত্রে সুরা ঢালিয়া দিত, তাহাকে সাকি বলিত। হাফেজ প্রভৃতির কবিতায় এই সাকি শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

† ব্রহ্মবাদিন্ একখানি বেদান্তবিষয়ক সুপরিচালিত ইংরাজী মাসিক। মান্দ্রাজ হইতে এখনও প্রকাশিত হইতেছে।

এবং অন্য কয়েকটী বন্ধু কিছু টাকা তুলিয়া উহার মুদ্রাঙ্কন প্রভৃতি ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তাহা হইলে গ্রাহক-দিগের নিকট হইতে যে মূল্য পাওয়া যাইবে, তাহাতে ভাল ভাল লেখককে টাকা দিয়া উত্তম উত্তম প্রবন্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। এই ব্রহ্মবাদিনে যে যে লেখা বাহির হইবে, তাহা যে সকলকে বুঝিতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই, কিন্তু স্বদেশহিতৈষিতাপ্রণোদিত হইয়াও পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য সকলের ইহার গ্রাহক হওয়া উচিত—অবশ্য আমি হিন্দু-গণকে লক্ষ্য করিয়া এ কথা বলিতেছি।

কয়েকটী বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক——

১। হিসাব পত্র সম্বন্ধে বিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক —অবশ্য আমার মনে একথা স্থান পায় না যে, তোমাদের মধ্যে কেহ কখনও অসচ্চরিত্র হইয়া দাঁড়াইবে; আমার এ কথা বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য যে, আমরা হিন্দুগণ কাযকর্ম্ম ও হিসাব পত্র বড় নেতাজোবড়া রাখিতে ভালবাসি। হয় ত কোন বিশেষ ফণ্ডের টাকা নিজের খরচের জন্য লাগাইয়া উহা শীঘ্রই সুধিয়া দিব—মনে করা; দস্তুর মত সব জিনিসের ঠিক ঠিক হিসাব না রাখা, ইত্যাদি।

২। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সম্পূর্ণ দৃঢ়নিষ্ঠা। তোমায় জানিতে হইবে যে, ব্রহ্মবাদিনটীকে উত্তমরূপে পরিচালনা করার উপর তোমার মুক্তি নির্ভর করে, উহা তোমার ইষ্ট-দেবতার স্বরূপ হউক; তাহা হইলে দেখিবে, সব সুবিধা হইয়া যাইবে। আমি ইতিপূর্ব্বেই অভেদানন্দকে ভারতবর্ষ

হইতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি * * * মনে রাখিও—সম্পূর্ণ পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা এবং গুরুর একান্ত আজ্ঞাবহতা সকল সিদ্ধির মূল।

দুই বৎসরের মধ্যে আমরা ব্রহ্মবাদিনটীকে এইরূপ দাঁড় করাইব যে, উহার আয় হইতেই উহার খরচ চলিয়া যাইবে; শুধু তাহা নহে, উহা হইতে স্বতন্ত্র একটী আয়ও দাঁড়াইবে। বিদেশে ধর্ম্মপত্রিকার বেশী কাটতি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং হিন্দুগণকে উহার পৃষ্ঠপোষক হইতে হইবে। আর যদি তাহাদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান বা কৃতজ্ঞতা থাকে, তবে উহারা নিশ্চয়ই ইহা করিবে।

ভাল কথা, এনি বেশান্ত একদিন আমাকে তাঁহাদের সমিতিতে ভক্তি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। আমি এক রাত্রি বক্তৃতা দিই—কর্ণেল অলকটও উপস্থিত ছিলেন। সকলের সহিতই যে আমার সহানুভূতি আছে, ইহা দেখাইবার জন্যই আমি এইরূপ করিয়াছিলাম, কিন্তু, আমি কোনও পাগলামিতে যোগ দিব না। আমাদের দেশের আহাম্মকদের বলিও, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমরা জগতের শিক্ষক—ফিরিঙ্গিরা নহে। ইহ-লোকের বিষয়ে অবশ্য তাহাদের নিকট হইতে আমাদের শিক্ষা করিতে হইবে।

আমি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলারের প্রবন্ধ পড়িলাম। ছয় মাস পূর্ব্বে যখন তিনি উহা লিখেন, তখন তাঁহার নিকট প্রতাপ মজুমদারের ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাড়া

লিখিবার আর কোন উপাদান ছিল না; সুতরাং তাঁহার প্রবন্ধটী ভালই হইয়াছে বলিতে হইবে। সম্প্রতি তিনি আমাকে একখানি সুন্দর সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন; তাহাতে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে একখানি বৃহৎ পুস্তক লিখিবার সংকল্প প্রকাশ করিয়া আমার নিকট সেই গ্রন্থের উপাদান চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে কতকটা দিয়াছি, ভারত হইতে আরও পাঠাইতে হইবে। কায করিয়া যাও। লাগিয়া থাক, সাহসী হও, ভরসা করিয়া সব বিষয়ে লাগ। ব্রহ্মচর্য্যের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে; তোমার ত যথেষ্ট ছেলেপুলে আছে, আর কেন? এই সংসারটা কেবল দুঃখময়। কি বল?

ইতি তোমারই

বিবেকানন্দ।

---

(৩১)

লেক লুজার্ণ, সুইজর্লণ্ড।

২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৬।

কল্যাণবরেষু,—

অদ্য রা—বাবুর এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন যে, দক্ষিণেশ্বরের মহোৎসবে অনেক বেশ্যা

যাইয়া থাকে এবং সেজন্য অনেক ভদ্রলোকের তথায় যাইবার ইচ্ছা কম হইতেছে। পুনশ্চ তাঁহার মতে পুরুষদিগের এক দিন এবং মেয়েদিগের আর একদিন হওয়া উচিত। তদ্বিষয়ে আমার বিচার এই—

১। বেশ্যারা যদি দক্ষিণেশ্বর মহাতীর্থে যাইতে না পায় ত কোথায় যাইবে? পাপীদের জন্য প্রভুর বিশেষ প্রকাশ, পুণ্যবানের জন্য তত নহে।

২। মেয়ে পুরুষ ভেদাভেদ, জাতিভেদ, ধনভেদ, বিদ্যাভেদ ইত্যাদি নরক-দ্বাররূপ বহুভেদ সংসারের মধ্যেই থাকুক। পবিত্র তীর্থস্থলে ঐরূপ ভেদ যদি হয়, তাহা হইলে তীর্থ আর নরকে ভেদ কি?

৩। আমাদের মহা জগন্নাথপুরী—যথায় পাপী অপাপী, সাধু অসাধু, আবালবৃদ্ধবনিতা নরনারী, সকলের সমান অধিকার। বৎসরের মধ্যে একদিন অন্ততঃ, সহস্র সহস্র নরনারী পাপবুদ্ধি ও ভেদবুদ্ধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়া হরিনাম করে ও শোনে, ইহাই পরম মঙ্গল।

৪। যদি তীর্থস্থলেও লোকের পাপবৃত্তি একদিনের জন্য সঙ্কুচিত না হয়, তাহা তোমাদের দোষ, তাহাদের নহে। এমন মহা ধর্ম্মস্রোত তোল যে, যে জীব তাহার নিকট আসিবে, সেই ভেসে যাক্।

৫। যাহারা ঠাকুরঘরে গিয়াও ঐ বেশ্যা, ঐ নীচ-জাতি, ঐ গরীব, ঐ ছোটলোক ভাবে, তাহাদের (অর্থাৎ যাহাদের তোমরা ভদ্রলোক বল) সংখ্যা যতই কম হয়,

ততই মঙ্গল। যাহারা ভক্তের জাতি বা যোনি বা ব্যবসায় দেখে, তাহারা কি আমাদের ঠাকুরকে বুঝিবে? প্রভুর কাছে প্রার্থনা করি যে, শত শত বেশ্যা আসুক তাঁর পায়ে মাথা নোয়াতে, বরং একজনও ভদ্রলোক না আসে নাই আসুক। বেশ্যা আসুক, মাতাল আসুক, চোর ডাকাত আসুক—তাঁর অবারিত দ্বার। "It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God."* এ সকল নিষ্ঠুর রাক্ষসী ভাব মনেও স্থান দিবে না।

৬। তবে কতকটা সামাজিক সাবধানতা চাই—সেটা কি প্রকারে কর্‌তে হবে? জনকতক লোক (বৃদ্ধ হইলেই ভাল হয়) ছড়িদারের কার্য্য ঐ দিনের জন্য লইবেন। তাঁহারা মহোৎসবস্থলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবেন ও কোন পুরুষ বা স্ত্রীকে কদাচার ও কুকথা ইত্যাদিতে নিযুক্ত দেখিলে তাহাদিগকে উদ্যান হইতে তৎক্ষণাৎ বাহির করিয়া দিবেন। কিন্তু যতক্ষণ তাহারা ভালমানুষের মত ব্যবহার করে, ততক্ষণ তারা ভক্ত ও পূজ্য—মেয়েই হউক আর পুরুষই হউক—গৃহস্থ হউন বা অসতী হউন।

আমি এক্ষণে সুইজর্লণ্ডে ভ্রমণ করিতেছি—

---

* ধনী ব্যক্তির ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা একটী উষ্ট্রের পক্ষে সূচীছিদ্রের মধ্যে প্রবেশও অপেক্ষাকৃত সহজ।—বাইবেল।

শীঘ্রই জর্ম্মানিতে যাইব, প্রোফেসার ডয়সনের * সহিত দেখা করিতে। তথা হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন ২৩।২৪ সেপ্টেম্বর নাগাৎ এবং আগামী শীতে পুনরাগমন দেশে।

আমার প্রণয় জানিবে এবং সকলকে জানাইবে। ইতি।

বিবেকানন্দ।

---

(৩২)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৪, গ্রে কোট গার্ডেন,
ওয়েষ্ট মিনিষ্টার,
লণ্ডন, ১৮৯৬।

প্রিয় আ—

আমি প্রায় তিন সপ্তাহ হইল, সুইজর্লণ্ড হইতে ফিরিয়াছি, কিন্তু তোমাকে এ পর্য্যন্ত বিস্তারিত পত্র লিখিতে পারি নাই। আমি গত মেলে কীলনিবাসী পল ডয়সন † সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি।

---

* অধ্যাপক ডয়সন জর্ম্মানির একজন বিখ্যাত দার্শনিক। ইনি ভারতীয় বেদান্তশাস্ত্র উত্তমরূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং উহার বিশেষ পক্ষপাতী। বেদান্ত সম্বন্ধে উঁহার অনেকগুলি গ্রন্থ আছে।

† জর্ম্মানির অন্তর্গত কীল নামক স্থানে অধ্যাপক পল

ষ্টার্ডির * কাগজ বাহির করিবার মতলব এখনও কিছু কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তুমি দেখিতেছ, আমি সেণ্ট জর্জ্জ রোডের বাসা ছাড়িয়াছি। আমাদের একটী বক্তৃতা দিবার হল হইয়াছে। ৹৩৯, ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, কেয়ার অব ই, টি, ষ্টার্ডি এই ঠিকানায় এক বৎসর পর্য্যন্ত পত্রাদি আসিলে আমার নিকট পৌঁছিবে।

গ্রেকোট গার্ডেনের যে বাসা তাহা আমার ও অপর স্বামীর থাকিবার উদ্দেশ্যে, মাত্র তিন মাসের জন্য ভাড়া লওয়া হইয়াছে। লণ্ডনের কার্য্য দিন দিন বাড়িয়া

ডয়সন বাস করেন। তাঁহার সম্বন্ধে স্বামিজী মান্দ্রাজের ব্রহ্মবাদিন্ পত্রে প্রবন্ধ লিখেন—এই এক পত্রে সেই সম্বন্ধেই তিনি বলিতেছেন। কীলে স্বামিজীর সহিত অধ্যাপকের সাক্ষাতের বিস্তারিত বিবরণ প্রবুদ্ধ ভারত পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* E. T. Sturdy.—ইনি লণ্ডননিবাসী। থিওজফিষ্ট সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তিনি ভারতে আসিয়া অনেক দিন ধরিয়া হিমালয় প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। এই ভ্রমণ উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিসনের স্বামী শিবানন্দের সহিত ইহার পরিচয় হয়। পরে স্বামী বিবেকানন্দ ইংলণ্ডে গমন করিলে ইনি তাঁহার কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করেন। স্বামিজীর বক্তৃতার বন্দোবস্ত করা, সেইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ প্রভৃতি সমুদয় কার্য্য তিনি করিতেন। স্বামিজীর উৎসাহে তিনি ইংরাজীতে নারদীয় ভক্তি-সূত্রের একখানি উত্তম সংস্করণ প্রকাশিত করেন।

চলিয়াছে। যতই দিন যাইতেছে ততই ক্লাসে অধিক লোকসমাগম হইতেছে। শ্রোতৃসংখ্যা যে ঐ হারে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। আর ইংরাজ জাতি বড়ই দৃঢ়প্রকৃতি ও নিষ্ঠাবান্। অবশ্য আমি চলিয়া গেলেই যতটা গাঁথনি হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই পড়িয়া যাইবে। কিন্তু তার পর হয়ত কোন অসম্ভাব্য ঘটনা হইবে, হয়ত কোন দৃঢ়চেতা ব্যক্তি আসিয়া এই কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন—প্রভুই জানেন, কিসে ভাল হইবে। আমেরিকায় বেদান্ত ও যোগ শিক্ষা দিবার জন্য বিশ জন প্রচারকের স্থান হইতে পারে, কিন্তু কোথা হইতেই বা প্রচারক পাওয়া যাইবে আর তাহাদিগকে তথায় আনিবার জন্য টাকাই বা কোথায় পাওয়া যাইবে? যদি কয়েক জন দৃঢ়চেতা খাঁটি লোক পাওয়া যায়, তবে দশ বৎসরের মধ্যে যুক্তরাজ্যের অর্দ্ধেক জয় করিয়া ফেলা যাইতে পারে। কোথায় এরূপ লোক? আমরা যে সবাই আহাম্মকের দল—স্বার্থপর, কাপুরুষ—মুখে স্বদেশহিতৈষিতার কতকগুলি বাজে বুলি আওড়াইতেছি আর আমরা মহা ধার্ম্মিক এই অভিমানে ফুলিয়া রহিয়াছি। মান্দ্রাজিরা অপেক্ষাকৃত চট্‌পটে ও দৃঢ়তাসহকারে একটা বিষয়ে লাগিয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু হতভাগাগুলো সকলেই বিবাহিত! বিবাহ, বিবাহ, বিবাহ! পাষণ্ডেরা যেন ঐ একটী কর্ম্মেন্দ্রিয় লইয়া জন্মিয়াছে—যোনিকীট—এদিকে নিজেদের ধার্ম্মিক ও সনাতনপথাবলম্বী বলিয়া

পরিচয়টুকু দেওয়া আছে! অনাসক্ত গৃহস্থ হওয়া অতি উত্তম কথা কিন্তু এখন মান্দ্রাজে উহার ততটা প্রয়োজন নাই, কিন্তু চাই এখন অবিবাহিত জীবন। যাক্ বালাই! বেশ্যালয়ে গমন করিলে লোকের মনে ইন্দ্রিয়াসক্তির যতটা বন্ধন উপস্থিত হয়, আজকালকার বিবাহপ্রথায় ছেলেদের ঐ বিষয়ে প্রায় তদ্রূপ বন্ধনই উপস্থিত হয়। এ আমি বড় শক্ত কথা বলিলাম, কিন্তু বৎস, আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্ম্মিত হইবে আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষত্রবীর্য্য, ব্রহ্মতেজ। আমাদের সুন্দর সুন্দর ছেলেগুলি—যাহাদের উপর সব আশা করা যায়, তাদের সব গুণ, সব শক্তি আছে—কেবল যদি এইরূপ লাখ লাখ ছেলেকে বিবাহ নামে কথিত এই পশুত্বের বেদীর সমক্ষে হত্যা না করা হইত! হে প্রভো, আমার কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত কর। মান্দ্রাজ তখনই জাগিবে, যখন উহার হৃদয়ের শোণিত-স্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার হইতে একেবারে স্বতন্ত্র হইয়া কোমর বাঁধিবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইবে। ভারতের বাহিরে এক ঘা দিতে পারিলে উহার ভিতরের ১০০০০ ঘায়ের তুল্য হয়। যাহা হউক, যদি প্রভুর ইচ্ছা হয়, সব হইবে।

আমি তোমাদের যে টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম,

মিস মুলার * সেই টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার নূতন প্রস্তাবের বিষয় বলিয়াছি। তিনি উহা ভাবিয়া দেখিতেছেন। ইতিমধ্যে আমার বিবেচনায় তাঁহাকে কিছু কায দেওয়া ভাল। তিনি ব্রহ্মবাদিন্ ও প্রবুদ্ধভারতের এজেণ্ট হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে লিখিবে। তাঁহার ঠিকানা—এয়ার্লিলজ, রিজওয়ে গার্ডেন্স, উইমব্ল্‌ডন, ইংলণ্ড। আমি গত কয়েক সপ্তাহ তাঁহার নিকটেই বাস করিতেছিলাম, কিন্তু আমি লণ্ডনে বাস না করিলে লণ্ডনের কার্য্য চলিতে পারে না সুতরাং আমি বাসা বদলাইয়াছি। মিস মুলার ইহাতে একটু বিরক্ত হইয়াছেন এবং আমিও তজ্জন্য দুঃখিত। কিন্তু কি করিব! উঁহার পুরা নাম—মিস হেন্‌রিয়েটা মুলার। ম্যাক্সমুলার দিন দিন অধিকতর মিত্রভাবাপন্ন হইতেছেন। আমাকে অক্সফোর্ডে শীঘ্রই দুইটী বক্তৃতা দিতে হইবে।

আমি বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে একখানা বড় বই লিখিতে ব্যস্ত রহিয়াছি। বেদান্তের ত্রিবিধ ভাব লইয়া ভিন্ন ভিন্ন বেদে যে সকল বচন আছে, সেই সমুদয় সংগ্রহ করিতেছি। তুমি যদি এখন একটী লোক যোগাড় করিতে পার, যে

---

* মিস মুলার লণ্ডনের একজন বিদুষী ধনী রমণী। ইনিও থিওজফিষ্ট ছিলেন। স্বামিজীর প্রচারকার্য্যে ইনি নানাভাবে সাহায্য করেন।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ ও পুরাণ সকল হইতে প্রথমতঃ দ্বৈত, পরে বিশিষ্টাদ্বৈত এবং তৎপরে সম্পূর্ণ অদ্বৈত-বাদাত্মক যত পারে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে, তবে আমার খুব সাহায্য হয়। ঐ গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে পৃথক্‌রূপে সন্নিবেশিত করিতে হইবে এবং প্রত্যেক শ্লোকটী কোন্ গ্রন্থের কোন্ অধ্যায় হইতে গৃহীত, তাহা লিখিতে হইবে। লেখাগুলিও যেন খুব পরিষ্কার হয়। বেদান্ত দর্শনের কিয়দংশ অন্ততঃ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া গিয়া পাশ্চাত্যদেশ হইতে চলিয়া যাওয়া ভাল বোধ হইতেছে না।

মহীশূরে তামিল অক্ষরে সমগ্র ১০৮ উপনিষদ্ সমন্বিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ডয়সনের পুস্তকাগারে আমি উহা দেখিলাম। উহার কি কোন দেবনাগরী সংস্করণ আছে? যদি থাকে ত আমায় একখানি পাঠাইবে। যদি না থাকে, আমাকে তামিল সংস্করণটীই পাঠাইবে এবং একখানা কাগজে তামিল অক্ষরগুলি (সংযুক্ত অক্ষর সকলও) পাশে পাশে নাগরীতে লিখিয়া পাঠাইও—যাহাতে আমি তামিল অক্ষর শিখিয়া লইতে পারি। সে দিন আমার সহিত সত্যনাধান মহাশয়ের লণ্ডনে সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে তাঁহার বেদান্তের উপর একটী বক্তৃতা এবং তাঁহার মৃত সহধর্ম্মিণীকৃত একখানি উপন্যাস উপহার প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন, মান্দ্রাজের প্রধান এঙ্গলো ইণ্ডিয়ান পত্র মান্দ্রাজ মেলে রাজযোগ পুস্তকখানির

একটী অনুকূল সমালোচনা বাহির হইয়াছে। আমি শুনিলাম, আমেরিকার প্রধান শারীরবিধানশাস্ত্রবিৎ উক্ত পুস্তকে প্রকাশিত আমার মত ও সিদ্ধান্তসমূহ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। এদিকে আবার ইংলণ্ডে কতকগুলি ব্যক্তি আমার মতগুলি লইয়া উপহাস করিয়াছেন। অবশ্য আমার মতবাদগুলি অতি সাহসপূর্ণ আর উহার অধিকাংশই চিরকালই লোকের নিকট নিরর্থক থাকিয়া যাইবে। কিন্তু উহাতে এমন সকল বিষয়ের আভাস দেওয়া হইয়াছে, শারীরবিধানশাস্ত্রবিদ্গণ সেইগুলি যত শীঘ্র গ্রহণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন, ততই ভাল। যাহা হউক, যেটুকু ফল হইয়াছে, আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট। আমার ভাব এই—লোকে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কিছু বলুক।

অবশ্য ইংলণ্ডের সমালোচকগণ ভদ্র—আমেরিকার ন্যায় পচাল বকে না। তারপর ইংলণ্ডের মিসনরিদের কথা শুন। দেখিবে, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ডিসেণ্টার *। উহারা ইংলণ্ডের ভদ্রসম্প্রদায়ভুক্ত নহে। এখানকার ভদ্রলোকগণের মধ্যে যাঁহারা ধার্ম্মিক, তাঁহারা সকলেই চার্চ্চ অব ইংলণ্ড ভুক্ত। ইংলণ্ডে ডিসেণ্টারগণের অতি অল্পই প্রতিপত্তি আর তাহারা শিক্ষিত নহে। তুমি

* যাহারা প্রতিষ্ঠিত চার্চ্চের বিরোধী তাহাদিগকে ডিসেণ্টার (Dissenter) কহে।

আমাকে মধ্যে মধ্যে যাহাদিগের নিকট হইতে সাবধান থাকিতে লিখ, আমি এখানে তাহাদের কথা কিছু শুনিতে পাই না। তাহারা এখানে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এবং তাহারা বাজে বকিতেও সাহস পায় না। আশা করি, রামকৃষ্ণানন্দ এতদিনে মান্দ্রাজে আসিয়াছেন এবং তোমাদেরও সর্ব্বাঙ্গীন শারীরিক কুশল। হে বীরহৃদয় বালকগণ, অধ্যবসায়সম্পন্ন হও। আমাদের কার্য্য সবে-মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। কখনই নিরাশ হইও না, কখনও বলিও না,—আর না যথেষ্ট হইয়াছে। আমি একটু সময় পাইলে প্রবুদ্ধ ভারতের জন্য গুটিকতক গল্প লিখিয়া পাঠাইব। অভেদানন্দের দ্বারা মাননীয় সুব্রহ্মণ্য আয়ার দয়া করিয়া যে সমাচার পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইবে।

তোমাদের চিরপ্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

পুঃ—পাশ্চাত্যদেশে যখনই কেহ আসে এবং বিভিন্ন জাতিগণকে দেখে, তখনই তাহার চক্ষু খুলিয়া যায়। এই-রূপেই আমি দৃঢ়চেতা কর্ম্মবীর সকল পাইয়া থাকি। কেবল অনর্থক বকি না, ভারতে আমাদের কি আছে, কি নাই, তাহা তাহাদিগকে স্পষ্ট দেখাইয়া দিই। আমার ইচ্ছা হয়, অন্ততঃ দশ লক্ষ হিন্দু সমগ্র জগতে ভ্রমণ করুক।

ইতি—বিঃ।

(৩৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আলমোড়া,
১লা জুন, ১৮৯৭।

প্রিয়—

তুমি বেদসম্বন্ধে যে আপত্তিগুলি প্রদর্শন করিয়াছ, সেগুলি যথার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যাইত, যদি 'বেদ' শব্দে কেবল সংহিতা বুঝাইত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতের সর্ব্ববাদিসম্মত মতানুসারে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও উপনিষদ্—এই তিনটীর সমষ্টিই বেদ। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটী কর্ম্মকাণ্ড বলিয়া এখন একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছে। কেবল উপনিষদ্‌কেই আমাদের সকল দার্শনিক ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ গ্রহণ করিয়াছেন।

কেবল সংহিতা অংশটীই বেদ, এ মত অতি আধুনিক এবং স্বর্গীয় স্বামী দয়ানন্দই এই মতের প্রথম প্রবর্ত্তক। প্রাচীন হিন্দুসমাজের ভিতর এই মতের প্রভাব কিছুমাত্র বিস্তৃত হয় নাই।

স্বামী দয়ানন্দের এই মত অবলম্বন করিবার কারণ এই যে, তিনি ভাবিয়াছিলেন, সংহিতার নূতন ধরণের ব্যাখ্যা করিয়া তিনি একটী পূর্ব্বাপরসঙ্গত মতবাদের সৃষ্টি করিবেন; কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাপ্রণালীতে গোল কিছু মিটিল না; এইটুকু হইল যে, তিনি সংহিতার ভিতর যে অসামঞ্জস্য নিবারণের চেষ্টা করিলেন, সেই অসামঞ্জস্য,

সেই গোলযোগ 'ব্রাহ্মণে'র উপর গিয়া পড়িল। আর তাঁহার প্রক্ষিপ্তবাদ ও অন্যান্য নানা ব্যাখ্যাপ্রণালীসত্ত্বেও এখনও এমন অনেক স্থল আছে, যাহার ভিতরের গোল তখনও যেমন, এখনও তেমনি রহিয়াছে।

এক্ষণে যদি ইহা সম্ভব হয় যে, সংহিতার উপর ভিত্তি করিয়া পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ একটী ধর্ম্মপ্রণালী গঠিত হইতে পারে, তবে উপনিষদ্‌কে ভিত্তি করিয়া যে আরও অধিক পরিমাণে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধর্ম্ম স্থাপন করা যাইতে পারে, ইহা সহস্রগুণে অধিক নিশ্চিত। অধিকন্তু এ পক্ষে সমগ্র জাতির পূর্ব্বপ্রচলিত মতের বিরুদ্ধে যাইতে হয় না। এ পক্ষে প্রাচীন সকল আচার্য্যই তোমার দিকে হইবেন আর নূতন নূতন ভাব আনিবারও যথেষ্ট অবকাশ থাকিবে।

গীতা নিঃসন্দেহই এত দিনে হিন্দুধর্ম্মের বাইবেল-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং উহা সম্পূর্ণরূপেই ঐ সম্মানের উপযুক্ত বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের জীবনের সঙ্গে অনেক অনিশ্চিত বিষয় জড়িত হইয়া তাঁহার মূল চরিত্রকে এরূপ কুজ্‌ঝটিকাবৃত করিয়াছে যে, তাঁহার জীবন হইতে জীবনপ্রদ উদ্দীপনা লাভ করা বর্ত্তমান কালে অসম্ভব। বিশেষতঃ বর্ত্তমান যুগে নূতন নূতন চিন্তাপ্রণালী ও নূতন ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। আশা করি, আমার এই ক্ষুদ্র পত্র তোমায় মৎপ্রদর্শিত পথে চিন্তার সাহায্য করিবে। আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবে। ইতি

তোমারই বিবেকানন্দ।

(৩৪)*

Almora.
15th June, 1897.

কল্যাণবরেষু—

তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মত মতান্তরে আসে যায় কি? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদাদি জানিবে। কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম, হম আওর কুছ নেহিঁ মাঙ্গতে হেঁ—কর্ম্ম কর্ম্ম কর্ম্ম, even unto death (মৃত্যু পর্য্যন্ত)। দুর্ব্বল-গুলোর কর্ম্মবীর মহাবীর হতে হবে—টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আস্‌বে। টাকা যাদের লইবে তারা নিজের নামে দিক্, হানি কি? কার নাম—কিসের নাম? কে নাম চায়? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পোঁছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহোভাগ্যমহোভাগ্যম্ * * * ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। It is the heart, the heart that conquers, not the brain. † পুঁথিপাতড়া, বিদ্যেসিদ্যে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব ধূলসমান—প্রেমেই অনিমাদি সিদ্ধি,

---

* ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদাবাদে স্বামী অখণ্ডানন্দ যখন দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তখন স্বামিজী তাঁহাকে কয়েকখানি পত্র দেন। এইখানি তাঁহার পঞ্চম পত্র।

† হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হইয়া থাকে, মস্তিষ্ক নহে।

প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান, প্রেমেই মুক্তি। এই ত পূজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পূজো, আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে।" এই ত আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ, পৃথিবী ছেয়ে ফেলবো না, তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য!

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কি না! এরি নাম জীবন্মুক্তি, যখন সমস্ত 'আমি', স্বার্থ চলে গেছে।

ওয়া বাহাদুর, গুরুকী ফতে! ক্রমে বিস্তারের চেষ্টা কর। তুমি যদি পার ত কলিকাতায় এসে আরও কতক-গুলো ছেলেপুলে নিয়ে একটা ফণ্ড তুলে তাদের দু এক-জনকে নিয়ে কাজে লাগিয়ে এক যায়গায়—আবার এক যায়গায় যাও। ঐ রকমে বিস্তার কর আর তাদের তুমি inspect (তত্ত্বাবধান) করে বেড়াও—ক্রমে দেখ্‌বে যে ঐ কার্য্যটা permanent (স্থায়ী) হবে—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও বিদ্যাপ্রচার আপনা আপনিই হবে। আমি কলিকাতাতে বিশেষ লিখেছি। ঐ রকম কায করলেই আমি মাথায় করে নাচি—ওয়া বাহাদুর! ক্রমে দেখ্‌বে এক একটা ডিষ্ট্রীক্টে এক একটা centre (কেন্দ্র) হবে—permanent (স্থায়ী)। আমি শীঘ্রই plainএতে (পাহাড় হ'তে নীচে) নাব্‌ছি। বীর আমি, যুদ্ধক্ষেত্রে মর্‌ব, এখানে মেয়ে মানুষের মত বসে থাকা কি আমার সাজে? ইতি

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

(৩৫)*

আলমোড়া

৩০শে জুন, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার কথামত District Magistrate Levinge সাহেবকে এক পত্র লিখিলাম। অপিচ তুমি তাঁহার বিশেষ বিশেষ কার্য্যকলাপ বিবৃত করিয়া Dr. S. কে দিয়া দেখাইয়া Indian Mirrorএ একটী লম্বা চৌড়া পত্র লিখিবে ও তাহার এক কাপি উক্ত মহোদয়কে পাঠাইবে। আমাদের মুর্খগুলো খালি দোষ অনুসন্ধান করে, গুণও কিঞ্চিৎ দেখুক।

আমি আগামী সোমবার এস্থান হইতে প্রস্থান করিতেছি। * * *

Orphan (অনাথ বালক) যোগাড়ের কি কষ্ট ? মঠ হতে চারি পাঁচ জনকে না হয় ডাকিয়ে লও, গাঁয়ে গাঁয়ে খুঁজিলে দুদিনেই মিলিবার সম্ভাবনা।

Permanent Centre (স্থায়ী আড্ডা) করিতে হইবে বৈকি। আর ——দের কৃপা না হলে এদেশে কি কায হয়। রাজনীতি —— ইত্যাদিতে কোনও যোগ দিবে না অথবা সংশ্রব রাখিবে না। অথচ তাহাদের সহিত কোনও বিবাদাদিতেও কায নাই। একটা কার্য্যে তন্ মন্ ধন্। এখানে একটী সাহেবমহলে ইংরাজী বক্তৃতা

* স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত ষষ্ঠ পত্র।

হইয়াছিল ও একটী দেশী লোকদিগকে হিন্দীতে,—হিন্দীতে আমার এই প্রথম—কিন্তু সকলের ত খুব ভাল লাগ্‌ল। সাহেবরা অবশ্যই যেমন আছে, নাল গড়িয়ে গেল, "কাল মানুষ"! "তাই ত কি আশ্চর্য্য" ইত্যাদি। আগামী শনিবার আর একটী বক্তৃতা ইংরাজীতে, দেশী লোকের জন্য। এখানে একটী বৃহৎ সভা স্থাপন করা গেল—ভবিষ্যতে কতদূর কার্য্য হয় দেখা যাক্। সভার উদ্দেশ্য বিদ্যা ও ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়া।

সোমবার বেরেলি যাত্রা, তার পর সাহারাণপুর, তার পর আম্বালা, সেখান হতে Cap. Sevierএর সঙ্গে বোধ হয় মসূরী, আর একটু ঠাণ্ডা পড়্‌লেই দেশে পুনরাগমন ও রাজপুতানায় গমন ইত্যাদি।

তুমি খুব চুটিয়ে কায করে যাও, ভয় কি? আমিও "ফের লেগে যা" আরম্ভ করেছি। শরীর ত যাবেই, কুড়েমিতে কেন যায়? "It is better to wear out than rust out." (মর্চ্চে পড়ে পড়ে মরার চেয়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে মরা ভাল।) মরে গেলেও হাড়ে হাড়ে ভেল্কি খেল্‌বে, তার ভাবনা কি? দশ বৎসরের ভেতর ভারতবর্ষটাকে ছেয়ে ফেল্‌তে হবে—"এর কম নেশা হবেই না।" তাল ঠুকে লেগে যাও—"ওয়া গুরুকী ফতে!" টাকা ফাকা সব আপ্‌না আপ্‌নি আস্‌বে, মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি কর্‌তে পারে?—মানুষ চাই—যত পাবে ততই ভাল। * * * এই ম—ভা

ত ঢের টাকা যোগাড় করেছিল, কিন্তু মানুষ নাই—কি কায কল্লে বল ?

কিমধিকমিতি—
বিবেকানন্দ।

---

(৩৬)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

আলমোড়া।
১০ই জুলাই, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু,

আজ এখান হইতে সভার উদ্দেশ্যের যে proof (প্রুফ) পাঠাইয়াছিলে, তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইলাম। Rules and regulations (নিয়মাবলী) টুকু (যে টুকু আমাদের সভার সভ্যেরা পড়িয়াছিলেন) ভ্রমপূর্ণ। বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত করিয়া পুনর্মুদ্রিত করিবে, নহিলে লোকে হাসিবে।

বহরমপুরে যে প্রকার কার্য্য * হইতেছে, তাহা অতীব সুন্দর। ঐ সকল কার্য্যের দ্বারাই জয় হইবে—মতামত কি অন্তর স্পর্শ করে? কার্য্য কার্য্য—জীবন জীবন—মতে ফতে এসে যায় কি ? ফিলসফি, যোগ, তপ, ঠাকুর-

---

* স্বামী অখণ্ডানন্দের উদ্যমে সম্পাদিত রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম দুর্ভিক্ষকার্য্য।

ঘর, আলোচাল কলা মূলা—এ সব ব্যক্তিগত ধর্ম্ম, দেশগত ধর্ম্ম—পরোপকারই এক সার্ব্বজনীন মহাব্রত। আবাল-বৃদ্ধবনিতা আচণ্ডাল আপশু সকলেই এ ধর্ম্ম বুঝিতে পারে। শুধু negative ধর্ম্মে * কি কায হয়? পাথরে ব্যভিচার করে না, গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, বৃক্ষেরা চুরি ডাকাতি করে না, তাতে আসে যায় কি? তুমি চুরি কর না, মিথ্যা কথা কও না, ব্যভিচার কর না, ৪ ঘণ্টা ধ্যান কর, আট ঘণ্টা ঘণ্টা বাজাও—"মধু, তা কার কি?" ঐ যে কায অতি অল্পও হল, ওতে বহরমপুর একেবারে কেনা হয়ে গেল—এখন যা বল্‌বে, লোকে তাই শুন্‌বে। এখন 'রামকৃষ্ণ, ভগবান্‌' লোককে আর বোঝাতে হবে না। তা নইলে কি লেকচারের কর্ম্ম—কথায় কি চিঁড়ে ভেজে? ঐ রকম যদি ১০টা ডিষ্ট্রীক্টে পার্‌তে, তাহলে ১০টাই কেনা হয়ে যেত। অতএব বুদ্ধিমান, এখন ঐ কর্ম্মবিভাগ-টার উপরই খুব ঝোঁক আর ঐটারই উপকারিতা বাড়াতে প্রাণপণে চেষ্টা কর। কতকগুলো ছেলেকে দ্বারে দ্বারে পাঠাও—আলখ জাগিয়ে টাকা পয়সা, ছেঁড়া কাপড়, চাল ডাল, যা পায় নিয়ে আসুক, তারপর সেগুলো ডিষ্ট্রীবিউট (বিতরণ) কর্‌বে। ঐ কায, ঐ কায। তার পর লোকের বিশ্বাস হবে, তার পর যা বল্‌বে শুন্‌বে।

কলিকাতায় মিটিং এর খরচ খরচা বাদে যা বাঁচে ঐ

---

* নিষেধাত্মক ধর্ম্ম—যথা চুরি করিও না, ব্যভিচার করিও না, ইত্যাদি।

famine এতে (দুর্ভিক্ষে) পাঠাও বা কলিকাতার ডোমপাড়া, হাড়িপাড়া বা গলিঘুঁজিতে অনেক গরীব আছে, তাদের সাহায্য কর—হল্ ফল্ ঘোড়ার ডিম থাক, প্রভু যা কর্‌বার তা কর্‌বেন। আমার এখন শরীর বেশ সেরে গেছে।

—র সঙ্গে কোনও সম্বন্ধে কায নেই—মেটিরিয়াল (মালমসলা) যোগাড় কচ্চ না কেন? আমি এসে নিজেই কাগজ start (আরম্ভ) কর্‌ব। দয়া আর ভালবাসায় জগৎ কেনা যায়, লেক্‌চার, বই, ফিলসফি সব তার নীচে।

—কে ঐ রকম একটা কর্ম্মবিভাগ গরীবদের সাহায্যের জন্য কর্ত্তে লিখ্‌বে।

* * * *

* ঠাকুর পূজোর খরচ দু এক টাকায় মাসে করে ফেল্‌বে। ঠাকুরের ছেলেপুলে না খেয়ে মারা যাচ্চে। * * * শুধু জল তুলসীর পূজো করে ভোগের পয়সাটা দরিদ্রদের শরীরস্থিত জীবন্ত ঠাকুরকে ভোগ দিবে—তা হলে সব কল্যাণ হবে। যোগেনের শরীব এখানে খারাপ হয়েছিল, সে আজ যাত্রা করিল—কলিকাতায়। আমি কাল পুনশ্চ দেউলধার যাত্রা করিব। আমার ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। ইতি

বিবেকানন্দ।

---

(৩৭)*

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

Almora.

The 24th July, 1897.

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। Orphanage (অনাথাশ্রম) সম্বন্ধে তোমার যে অভিপ্রায় অতি উত্তম ও শ্রীমহারাজ তাহা অচিরাৎ পূর্ণ করিবেন নিশ্চিত। একটা স্থায়ী centre (কেন্দ্র) যাহাতে হয়, তাহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। * * * টাকার চিন্তা নাই—কল্য আমি আলমোড়া হইতে plain-এতে (সমতল প্রদেশে) নামিব, যেখানে হাঙ্গাম হইবে সেইখানেই একটা চাঁদা করিব, famineএর (দুর্ভিক্ষের) জন্য, ভয় নাই। যে প্রকার আমাদের কলিকাতার মঠ ঐ নমুনার প্রত্যেক জিলার যখন এক একটী মঠ হইবে, তখনই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। প্রচারের কার্য্যও যেন বন্ধ না হয় এবং প্রচারাপেক্ষাও বিদ্যাশিক্ষাই প্রধান কার্য্য—গ্রামের লোকদের Lecture (বক্তৃতা) আদির দ্বারা ধর্ম্ম, ইতিহাস ইত্যাদি—শিক্ষা দিতে হইবে—বিশেষ ইতিহাস। ইংলণ্ডে আমাদের এই শিক্ষাকার্য্যের সহায়তার জন্য একটী সভা আছে, ঐ সভার কার্য্য অতি উত্তম চলিতেছে, সংবাদ পাইয়া থাকি। এই প্রকার চতুর্দ্দিক হইতে

---

* স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত সপ্তম পত্র।

ক্রমশঃ সহায় আসিবে, ভয় কি? যারা ভাবে যে, সহায়তা এলে তার পর কার্য্য ক'রব, তাদের দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। যারা ভাবে যে, কার্য্যক্ষেত্রে নাম্‌লেই সহায় আস্‌বে, তারাই কার্য্য করে।

সব শক্তি তোমাতে আছে বিশ্বাস কর, প্রকাশ হতে বাকি থাক্‌বে না। আমার প্রাণের ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে ও ব্রহ্মচারীকে জানাইবে। তুমি মঠে খুব উৎসাহপূর্ণ চিঠি মধ্যে মধ্যে লিখিবে, যাহাতে সকলে উৎসাহিত হয়ে কার্য্য করে। ওয়া গুরুকী ফতে—

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৩৮)*

মরি।

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। লম্বা প্ল্যানে এখন কায নাই, যাহা under existing circumstances possible (বর্ত্তমান অবস্থায় সম্ভব) হয়, তাহাই করিবে। ক্রমে ক্রমে the way will open to you (তোমার পথ খুলিয়া যাইবে)। Orphanage (অনাথাশ্রম)

---

* স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত অষ্টম পত্র।

অতি অবশ্যই করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? মেয়েটীকেও ছাড়া হবে না। তবে মেয়ে Orphanage-এর (অনাথাশ্রমের) জন্য মেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চাই, আমার বিশ্বাস —মা এ বিষয়ে:কায কর্ত্তে বেশ পার্‌বেন। অথবা উক্ত গ্রামের কোনও বৃদ্ধা বিধবাকে এ কার্য্যে ব্রতী করাও, যাঁর ছেলে পুলে নাই। তবে ছেলেদের ও মেয়েদের স্বতন্ত্র স্থান হওয়া চাই। Sevier সাহেব এ কার্য্যের জন্য তোমায় টাকা পাঠাইতে রাজি। তাঁহার ঠিকানা Nedon's Hotel, Lahore. যদি তাঁকে চিঠি লেখ, উপরে লিখিবে To wait arrival. আমি শীঘ্রই কাল বা পরশ্ব রাউলপিণ্ডি যাইতেছি, পরে জম্মু হইয়া লাহোর ইত্যাদি দেখিয়া, করাচি প্রভৃতি হইয়া রাজপুতানায় আসিব।

আমার শরীর বেশ ভাল আছে। ইতি

বিবেকানন্দ।

পুঃ—মুসলমান বালকও লইতে হইবে বৈকি এবং তাহাদের ধর্ম্ম নষ্টও করিবে না। তাহাদের খাওয়া দাওয়া আলগ্ করিয়া দিলেই হইল এবং যাহাতে তাহারা নীতি-পরায়ণ, মনুষ্যত্বশালী এবং পরহিতরত হয়, এই প্রকার শিক্ষা দিবে। ইহারই নাম ধর্ম্ম—

জটিল দার্শনিক তত্ত্ব এখন শিকেয় তুলে রাখ।

ইতি বি—

আমাদের দেশে এখন আবশ্যক Manhood (মনুষ্যত্ব) এবং দয়া—স ঈশঃ অনির্ব্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ—তবে, প্রকাশ্যতে ক্বাপি পাত্রে, (১) এই স্থলে এই বলা উচিত—স প্রত্যক্ষ এব সর্ব্বেষাং প্রেমরূপঃ। তিনি প্রেমরূপে সর্ব্বভূতে প্রকাশমান—আবার কি কাল্পনিক ঈশ্বরের পূজো হে বাপু! বেদ, কোরাণ, পুরাণ, পুঁথি পাত্‌ড়া এখন কিছুদিন শান্তি লাভ করুক—প্রত্যক্ষ ভগবান্ দয়া প্রেমের পূজো দেশে হ'ক্। ভেদবুদ্ধিই বন্ধন, অভেদবুদ্ধিই মুক্তি, সাংসারিক মদোন্মত্ত জীবের কথায় ভয় পেয়ো না। অভীঃ, অভীঃ। লোক না পোক্! হিন্দু, মুসলমান, কৃশ্চান্ ইত্যাদি সকল জাতের ছেলে লও, তবে প্রথমটা আস্তে আস্তে অর্থাৎ তাদের খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি একটু আলগ্ হয় আর ধর্ম্মের যে সার্ব্বজনীন সাধারণ ভাব, তাই শিখাইবে।

ইতি

বিবেকানন্দ।

---

(১) সেই ঈশ্বর অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ—তবে পাত্রবিশেষে প্রকাশ পান।

(৩৯)*

ওঁ তৎসৎ।

কালিফর্ণিয়া

২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০০।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সমস্ত সমাচার অবগত হয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ ক'রলুম। বিদ্যাবুদ্ধি বাড়ার ভাগ, ওপরের চাকচিক্য মাত্র, সমস্ত শক্তির ভিত্তি হচ্ছে হৃদয়। জ্ঞান-বলক্রিয়াশালী আত্মার অধিবাস হৃদয়ে, মস্তিষ্কে নয়। শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যঃ (হৃদয়ে এক শত এবং একটী নাড়ী আছে) ইত্যাদি। হৃদয়ের নিকট Sympathetic Ganglia নামক যে প্রধান কেন্দ্র, সেথায় আত্মার কেল্লা। হৃদয় যত দেখাতে পার্‌বে ততই জয়। মস্তিষ্কের ভাষা কেউ কেউ বোঝে, হৃদয়ের ভাষা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে বোঝে। তবে, আমাদের দেশে, মড়াকে চেতান; দেরি হবে, কিন্তু অপার অধ্যবসায় ও ধৈর্য্যবল যদি থাকে ত নিশ্চিৎ সিদ্ধি, তার আর কি ?

ইংরেজ রাজপুরুষদের দোষ কি ? যে পরিবারটীর অস্বাভাবিক নির্দ্দয়তার কথা লিখেছ ঊটি কি ভারতবর্ষে অসাধারণ না, সাধারণ ? দেশ শুদ্ধই ঐ রকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে, আমাদের দিশি স্বার্থপরতা, নেহাৎ

* রামকৃষ্ণ অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার পরই স্বামী অখণ্ডানন্দ এই পত্রখানি প্রাপ্ত হয়েন।

দুষ্টামি করে হয়নি, বহু শতাব্দী যাবৎ বিফলতা আর নির্য্যাতনের ফলস্বরূপ এই পশুবৎ স্বার্থপরতা। ও আসল স্বার্থপরতা নয়—ও হচ্ছে গভীর নৈরাশ্য। একটু সিদ্ধি দেখ্‌লেই ওটা সেরে যাবে। ইংরেজ রাজপুরুষেরা ঐটাই দেখ্‌ছে চারিদিকে, কাযেই প্রথমে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্‌বে কেন? তবে যথার্থ কায দেখ্‌তে পেলে কেমন ওরা সহানুভূতি করে বল? দেশী রাজপুরুষেরা অমন করে কি?

এই ঘোর দুর্ভিক্ষ, বন্যা, রোগ, মহামারীর দিনে, কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালারা কে কোথায় বল? খালি "আমাদের হাতে রাজ্যশাসনের ভার দাও" বল্লে কি চলে? কে বা শুন্‌ছে ওদের কথা!! মানুষ কায যদি করে—তাকে কি আর মুখ ফুটে বল্‌তে হয়? তোমাদের মত যদি ২০০০ লোক জেলায় জেলায় কায করে—ইংরেজরা ডেকে রাজকার্য্যে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করবে যে!! "স্বকার্য্য-মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ" (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য্য উদ্ধার করি-বেন)। * * * অ—কে centre (কেন্দ্র) খুল্‌তে দেন নি, তার বা কি, কিষণগড় দিয়েছে ত,—মুখটী বুজিয়ে সে কায দেখিয়ে যাক্—কিছু বলা কওয়া, ঝগ্‌ড়া ঝাঁটির দরকার নাই। মহামায়ার এ কাযে যে সহায়তা কর্‌বে সে তাঁর দয়া পাবে, যে বাধা দেবে "অকারণাবিষ্কৃতবৈরদারুণঃ" (বিনা হেতুতে দারুণ শত্রুতাবদ্ধ) সে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মার্‌বে।

শনৈঃ পন্থাঃ ইত্যাদি, রাই কুড়িয়ে বেল।—যখন প্রধান কায হয়, ভিত্তি স্থাপন হয়, রাস্তা তৈয়ারী হয়, যখন অমানুষ বলের আবশ্যক হয়—তখন নিঃশব্দে দু এক-জন অসাধারণ পুরুষ নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে নিঃসাড়ে কায করে। যখন হাজার হাজার লোকের উপকার হয়—ঢাক ঢোল বেজে ওঠে, দেশ শুদ্ধ বাহবা দেয়, তখন কল চলে গেছে—তখন বালকেও কায কর্ত্তে পারে, আহাম্মকেও কলে একটু বেগ দিতে পারে। এইটী বোঝ, ঐ দু একটী গাঁয়ের উপকার, ঐ ২০টী অনাথ বালক সহিত অনাথাশ্রম—ঐ ১০ জন, ২০ জন কার্য্যকারী, এই যথেষ্ট, এই বজ্রবীজ। ঐ থেকে কালে লক্ষ লক্ষ লোকের উপকার হবে—এখন ২।১০টা সিংহের প্রয়োজন—তখন শত শত শৃগালেও উত্তম কায কর্ত্তে পার্‌বে।

অনাথ মেয়ে হাতে পড়্‌লে তাহাদের আগে নিতে হবে। নৈলে কৃশ্চান্‌রা সেগুলিকে নিয়ে যাবে। এখন বিশেষ বন্দোবস্ত নাই, তার আর কি? মায়ের ইচ্ছায় বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। ঘোঁড়া হলেই চাবুক আপনি আস্‌বে। এখন মেয়ে ছেলে এক সঙ্গেই রাখ—একটা ঝী রেখে দাও মেয়েগুলিকে দেখ্‌বে, আলাদা কাছে নিয়ে শোবে; তার-পর আপনিই বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। যা পাবে টেনে নেবে, এখন বাচ্‌ বিচার করোনা—পরে আপনিই সিধে হয়ে যাবে। সকল কাযেই প্রথমে অনেক বাধা—পরে সোজা রাস্তা হয়ে যায়।

তোমার সাহেবকে আমার বহু ধন্যবাদ দিও। নির্ভয়ে কায করে যাও—ওয়াহ্ বাহাদুর!! সাবাস্ সাবাস্ সাবাস্!!

ভাগলপুরে যে কেন্দ্র স্থাপনের কথা লিখেছ সে কথা বেশ—স্কুলের ছেলে পুলেকে চেতান ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের mission (কার্য্য) হচ্ছে অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষোর জন্য, আগে তাদের জন্য করে যদি সময় থাকে ত ভদ্রলোকের জন্য। ঐ চাষাভূষোরা ভালবাসা দেখে ভিজ্‌বে, পরে তারাই দু এক পয়সা সংগ্রহ করে নিজেদের গ্রামে মিশন্ start (প্রতিষ্ঠা) কর্‌বে এবং ক্রমে ওদেরই মধ্য হতে শিক্ষক বেরুবে।

কতকগুলো চাষার ছেলেমেয়েকে একটু লিখ্‌তে পড়্‌তে শেখাও ও অনেকগুলো ভাব মাথায় ঢুকিয়ে দাও—তার পর গ্রামের চাষারা চাঁদা করে তাদের এক একটাকে নিজেদের গ্রামে রাখ্‌বে। "উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং" (নিজেই নিজেকে উদ্ধার কর্‌বে)—সকল বিষয়েই এই সত্য। We help them to help themselves. (১) ঐ যে চাষারা চাল ডাল দিচ্ছে—ঐটুকু হয়েছে আসল কায। ওরা যখন বুঝ্‌তে পার্‌বে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক্ কায হচ্ছে জান্‌বে। তা ছাড়া পয়সাওয়ালারা দয়া করে গরীবের

---

(১) আমরা তাহাদিগকে সাহায্য করিতেছি, যাহাতে তাহারা নিজে নিজেকে সাহায্য করিতে পারে।

কিছু উপকার করবে—তা চিরন্তন হয় না এবং তায় আখেরে উভয় পক্ষের অপকার মাত্র। চাষাভূষো মৃত-প্রায় এজন্য পয়সাওয়ালারা সাহায্য করে তাদের চেতিয়ে দিক্—এই মাত্র, তার পর চাষারা আপনার কল্যাণ আপনারা বুঝুক্, দেখুক এবং করুক। তবে ধনী দরিদ্রের বিবাদ যেন বাঁধিয়ে ব'সো না। ধনীদের আদতে গাল মন্দ দেবে না—স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ, (১) তা ছাড়া ওরা ত মহামূখ—অজ্ঞঃ—ওরা কি করবে?

জয় গুরু, জয় জগদম্বে, ভয় কি? ক্ষেত্র, কর্ম্ম-বিধান আপনা হতেই আসবে। ফলাফল আমার গ্রাহ্য নাই, তোমরা যদি এতটুকু কায কর তাহলেই আমি সুখী। বাকি্য যাতনা, শাস্ত্র ফাস্ত্র, মতামত, আমার এ বুড়ো বয়সে বিষবৎ হয়ে যাচ্ছে। যে কায করবে, সেই আমার মাথার মণি ইতি নিশ্চিতং। মিছে বকাবকী চেঁচামেচিতে সময় যাচ্ছে—আয়ুক্ষয় হচ্ছে—লোকহিত একপাও এগোচ্ছে না। মাভৈঃ, সাবাস্ বাহাদুর—গুরুদেব তোমার হৃদয়ে বসুন—জগদম্বা হাতে বসুন—

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১) প্রাজ্ঞ ব্যক্তি নিজের কার্য্য উদ্ধার করিবে।

(৪০)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

কালিফোর্ণিয়া।
১৮ই এপ্রিল, ১৯০০।

কর্ম্ম করা সব সময়েই কঠিন।* আমার জন্যে প্রার্থনা কর, জো, যেন চিরদিনের তরে আমার কায করা বন্ধ হয়ে যায়; আর আমার সমুদয় মন প্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়। তাঁর কায তিনিই জানেন।

আমি ভাল আছি—মানসিক খুব ভালই আছি। শরীরের চেয়ে মনের শান্তি স্বচ্ছন্দতাই খুব বেশী বোধ কচ্চি। লড়াইয়ে হার জিত দুইই হ'ল—এখন পুঁটুলি পাঁটুলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা ক'রে বসে আছি। "অব শিব পার করো মেরো নেইয়া"—হে শিব, হে শিব, আমার তরী পারে নিয়ে যাও প্রভু।

যতই যা হ'ক্, জো, আমি এখন সেই পূর্ব্বের বালক বই আর কেউ নই, যে দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীর তলায় রামকৃষ্ণের অপূর্ব্ববাণী অবাক্ হয়ে শুনত আর বিভোর হয়ে যেত। ঐ বালকভাবটাই হচ্চে আমার আসল প্রকৃতি—আর, কাযকর্ম্ম, পরোপকার ইত্যাদি যা কিছু করা গেছে তা ঐ প্রকৃতিরই উপরে কিছুকালের নিমিত্ত আরোপিত একটা উপাধি মাত্র। আহা, আবার তাঁর সেই মধুর

* গহনা কর্ম্মণো গতিঃ—গীতা।

বাণী শুন্‌তে পাচ্চি—সেই চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর!—যাতে আমার প্রাণের ভিতরটাকে পর্য্যন্ত কণ্টকিত করে তুল্‌চে!—বন্ধন সব খসে যাচ্চে—মানুষের মায়া উড়ে যাচ্চে—কাযকর্ম্ম বিস্বাদ বোধ হচ্চে!—জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে!—রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সেই মধুর গম্ভীর আহ্বান!—যাই, প্রভু, যাই! ঐ তিনি বল্‌চেন—"মৃতের সৎকার মৃতরা করুকগে, সংসারের ভালমন্দ সংস্কার সংসারীরা দেখুক্‌গে, তুই ওসব ছুড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছে পিছে চলে আয়!"—যাই, প্রভু, যাই!

হাঁ, এইবার আমি ঠিক্ যাচ্ছি। আমার সামনে অপার নির্ব্বাণ-সমুদ্র দেখ্‌তে পাচ্চি! সময়ে সময়ে উহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি—সেই অসীম অনন্ত শান্তি-সমুদ্র! মায়ার এতটুকু বাতাস বা একটা ঢেউ পর্য্যন্তও যার শান্তি ভঙ্গ কচ্চে না!

আমি যে জন্মিছিলুম, তাতে আমি খুসী আছি—এত যে দুঃখ ভুগিছি, তাতেও খুসী—জীবনে কখন কখন বড় বড় ভুল যে করিছি, তাতেও খুসী—আবার এখন যে, নির্ব্বাণের শান্তি-সমুদ্রে ডুব দিতে যাচ্চি, তাতেও খুসী। আমার জন্য সংসারে ফির্‌তে হবে, এমন বন্ধনে আমি কাউকে ফেলে যাচ্চি না—অথবা এমন বন্ধন আমিও কারও কাছ থেকে নিয়ে যাচ্ছি না। দেহটা গিয়েই আমায় মুক্তি দিক্, অথবা দেহ থাকৃতে থাকৃতেই মুক্ত হই, সেই

পুরাণো বিবেকানন্দ কিন্তু চলে গেছে, চিরদিনের জন্যে গেছে—আর ফির্‌চে না!

শিক্ষাদাতা, গুরু, নেতা, আচার্য্য বিবেকানন্দ চলে গেছে—পড়ে আছে এটা কেবল, পূর্ব্বের সেই বালক, প্রভুর সেই চিরশিষ্য, চিরপদাশ্রিত দাস!

অনেক দিন হল, নেতৃত্ব আমি ছেড়ে দিইছি। কোন বিষয়েই 'এইটে আমার ইচ্ছা' বল্‌বার আর অধিকার নেই। তাঁর ইচ্ছাস্রোতে যখন আমি সম্পূর্ণরূপে গা ঢেলে দিয়ে থাক্‌তুম, সেই সময়টাই জীবনের মধ্যে আমার পরম মধুময় মুহূর্ত্ত বলে মনে হয়। এখন আবার সেইরূপে গা-ভাসান দিইছি। উপরে দিবাকর নির্ম্মল কিরণ বিস্তার কচ্চেন—পৃথিবী চারিদিকে শস্যসম্পদ্‌শালিনী হয়ে শোভা পাচ্চেন—দিবসের উত্তাপে সকল প্রাণী ও পদার্থই এখন নিস্তব্ধ, স্থির, শান্ত!—আর, আমিও সেই সঙ্গে এখন ধীর স্থিরভাবে, নিজের ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আর না রেখে, প্রভুর ইচ্ছারূপ প্রবাহিণীর সুশীতল বক্ষে ভেসে ভেসে চলিছি! এতটুকু হাত পা নেড়ে এ প্রবাহের গতি ভাঙ্গ্‌তে আমার প্রবৃত্তি ও সাহস হচ্চে না—পাছে প্রাণের এই অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ও শান্তি আবার ভেঙ্গে যায়! প্রাণের এই শান্ত নিস্তব্ধতাই জগৎটাকে মায়া বলে স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয়! ইতিপূর্ব্বে আমার কর্ম্মের ভিতর মানযশের ভাবও উঠিত,* আমার

---

* বাসনা ভিন্ন সংসারে শরীর-ধারণ এবং নিঃস্বার্থ লোকশিক্ষা-কার্য্যও যে, সম্পন্ন হইতে পারে না, একথা বেদান্তশাস্ত্রের নানা

ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসিত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আশঙ্কা থাকিত, আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসিত। এখন সে সব উড়ে যাচ্চে; আর, আমি সকল বিষয় উদাসীন হয়ে তাঁর ইচ্ছায় ঠিক ঠিক গা ভাসান দিয়ে চলিছি। যাই, মা যাই!—তোমার স্নেহ-ময় বক্ষে ধারণ করে—যেখানে তুমি নিয়ে যাচ্ছ, সেই 'অশব্দ, অস্পর্শ,' অজ্ঞাত, অদ্ভুত রাজ্যে—অভিনেতার ভাব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়ে কেবলমাত্র দ্রষ্টা বা সাক্ষীর মত ডুবে যেতে আমার দ্বিধা নাই!

আহা হা—কি স্থির প্রশান্তি! চিন্তাগুলো পর্য্যন্ত বোধ হচ্চে যেন হৃদয়ের কোন্ এক দূর, অতি দূর অভ্যন্তর প্রদেশ থেকে মৃদু বাক্যালাপের মত ধীর অস্পষ্টভাবে আমার কাছে এসে পৌঁছুচ্চে; আর, শান্তি—মধুর, মধুর শান্তি—যেন যা কিছু দেখ্‌ছি, শুন্‌ছি, সকলকে ছেয়ে রয়েছে!—মানুষ ঘুমিয়ে পড়্‌বার আগে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য যেমন বোধ

স্থানে উল্লিখিত আছে। মহর্ষি অষ্টাবক্র সমাধির জন্য চেষ্টাকেও কর্ম্মবন্ধন-প্রসূত বলিয়া রাজর্ষি জনককে বলিয়াছেনঃ—

"অয়মেব হি তে বন্ধঃ সমাধিমনুতিষ্ঠসি।"

গীতাতেও উল্লিখিত আছে—

"সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেবও বলিতেন, "খাদ না থাকিলে গড়ন হয় না।" স্বামিজী এখন পূর্ণজ্ঞানদৃষ্টিলাভ করিয়া ঐভাবে এই কথা-গুলি বলিতেছেন।

করে—যখন সব জিনিস দেখা যায়, কিন্তু ছায়ার মত অবাস্তব মনে হয়—ভয় থাকে না, তাদের প্রতি একটা অনুরাগ থাকে না, হৃদয়ে তাদের সম্বন্ধে এতটুকু ভালমন্দ ভাব পর্য্যন্তও জাগে না—আমার মনের এখনকার অবস্থা যেন ঠিক সেইরূপ! কেবল শান্তি, শান্তি!—চারিপার্শ্বে কতকগুলি পুতুল আর ছবি সাজান রয়েছে দেখে লোকের মনে যেমন শান্তিভঙ্গের কারণ উপস্থিত হয় না, এ অবস্থায় জগৎটাকে ঠিক ঐরূপ দেখাচ্ছে, আমার প্রাণের শান্তিরও বিরাম নাই! ঐ আবার সেই আহ্বান!—যাই, প্রভু যাই!

এ অবস্থায় জগৎটা রয়েছে, কিন্তু সেটাকে সুন্দরও বোধ হচ্চে না, কুৎসিতও বোধ হচ্চে না!—ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়ানুভূতি হচ্ছে, কিন্তু মনে এটা ত্যাজ্য ওটা গ্রাহ্য এরূপ ভাবের কিছুমাত্র উদয় হচ্ছে না। আহা, জো, এ যে কি আনন্দের অবস্থা, তা তোমায় কি বলব। যা কিছু দেখ্‌ছি শুন্‌ছি সবই সমানভাবে ভাল ও সুন্দর বোধ হচ্চে; কেন না, নিজের শরীর থেকে আরম্ভ করে তাদের সকলের ভিতর বড় ছোট, ভাল মন্দ, উপাদেয় হেয় বলে যে একটা সম্বন্ধ এতকাল ধরে অনুভব করেছি, সেই উচ্চ নীচ সম্বন্ধটা এখন যেন কোথায় চলে গেছে! আর, সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় বলে এই শরীরটার প্রতি ইতিপূর্ব্বে যে বোধটা ছিল সকলের আগে সেটাই যেন কোথায় লোপ পেয়েছে! ওঁ তৎ সৎ।

তোমারই চিরবিশ্বস্ত

বিবেকানন্দ।

(৪১)

গোপাললাল ভিলা,
বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট,
৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০২।

প্রিয় স্বরূপ,

*　　*　　*　　*

চা —র সম্বন্ধে বক্তব্য এই, তাহাকে বলিবে, সে যেন ব্রহ্মসূত্র নিজে নিজে পড়ে। 'ব্রহ্মসূত্রে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসঙ্গ আছে', চা —র এ কথার অর্থ কি? অবশ্য সে ব্রহ্মসূত্রেব ভাষ্যকে লক্ষ্য করিয়া একথা বলিয়াছে, আর যদি সে উহা লক্ষ্য না করিয়া থাকে, তবে তাহার করা উচিত। কিন্তু শঙ্কর যে শেষ ভাষ্যকার। আর বৌদ্ধসাহিত্যে বেদান্তের উল্লেখ আছে, আর বৌদ্ধধর্ম্মের মহাযান শাখা অদ্বৈতবাদের বিরোধী। বৌদ্ধ অমরসিংহ বুদ্ধদেবের একটী নাম অদ্বয়-বাদী বলিয়া উল্লেখ করিলেন কেন? চা— লিখিতেছেন, উপনিষদে ব্রহ্মশব্দের উল্লেখ নাই!। কি আহাম্মকি!

আমার মতে বৌদ্ধধর্ম্মের শাখাদ্বয়ের মধ্যে মহাযান প্রাচীনতর। মায়াবাদ ঋকসংহিতার ন্যায়ই প্রচীন।

শ্বেতাশ্বতরে যে 'মায়া' শব্দ আছে উহা প্রকৃতির ভাব হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইয়াছে। আমার মতে ঐ উপ-নিষদ অন্ততঃ বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে প্রাচীনতর।

সম্প্রতি আমি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তত্ত্ব জানিয়াছি আর আমি ইহা প্রমাণ করিতে প্রস্তুত

যে নানা আকারের শিবপূজা বৌদ্ধদের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল।

(১) বৌদ্ধগণ শৈবদিগের স্থানসমূহ দখল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া উহাদের নিকটেই নিজেদের নূতন নূতন স্থান করে। যেমন গয়ার নিকটে বুদ্ধগয়া, কাশীর নিকটে সারনাথ।

(২) অগ্নিপুরাণে গয়াসুর সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে, তাহাতে (যেমন ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের মত) বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করা হয় নাই, উহা কেবল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত একটী উপাখ্যান মাত্র।

(৩) বুদ্ধ যে গয়শীর্ষ পর্ব্বতে বাস করিতে গিয়াছিলেন তাহাতে ঐ স্থান পূর্ব্ব হইতেই ছিল প্রমাণিত হইতেছে।

(৪) গয়াতে বুদ্ধদেবের পূর্ব্বেই পিতৃ-উপাসনা প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের নিকট হইতে পদচিহ্ন উপাসনার অনুকরণ করে।

(৫) বারাণসী সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহ হইতেও প্রমাণ হয়, ইহা শিবোপাসনার একটী প্রধান স্থান ছিল।

আমি বুদ্ধ গয়া ও বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে যাহা শিখিয়াছি সে অনেক কথা। চা—কে মূর্খগণের মত দ্বারা পরিচালিত না হইয়া নিজে নিজে পড়িতে বল।

আমি এখানে বেশ ভালই আছি। যদি ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যের উন্নতিই হইতে থাকে, তবে বিশেষ লাভই হইবে।

পত্রাবলী।

বৌদ্ধধর্ম্ম ও আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের সম্বন্ধ বিষয়ে আমার মনে সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আমি এ বিষয় যে একটু আধটু আলোক পাইয়াছি, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইবার পূর্ব্বেই আমার শরীর যাইতে পারে, কিন্তু কি ভাবে এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা আমি দেখাইয়া দিয়া যাইব। তোমাকে ও তোমার গুরুভাইগণকে উহা কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে তুমি আমার বিশেষ ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে।

তোমারই
বিবেকানন্দ।

সমাপ্ত

পত্রাবলী।

তৃতীয় ভাগ।

(১)

বৃন্দাবন।

১২ই আগষ্ট, ১৮৮৮।

মান্যবরেষু—

শ্রীঅযোধ্যা হইয়া বৃন্দাবনধামে পৌঁছিয়াছি। কালাবাবুর কুঞ্জে আছি—সহরে মন কুঞ্চিত হইয়া আছে। শুনিয়াছি রাধাকুণ্ডাদি স্থান মনোরম। তাহা সহর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। শীঘ্রই হরিদ্বার যাইব, বাসনা আছে। হরিদ্বারে আপনার আলাপী কেহ যদি থাকে, কৃপা করিয়া তাঁহার উপর এক পত্র দেন, তাহা হইলে বিশেষ অনুগ্রহ করা হয়। আপনার এস্থানে আসিবার কি হইল? শীঘ্র উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন। অলমধিকেনেতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

(২)

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

বৃন্দাবন।

২০শে আগষ্ট, ১৮৮৮।

মহাশয়েষু—

আমার এক বৃদ্ধ গুরুভ্রাতা সম্প্রতি কেদার ও বদরিকাশ্রম দেখিয়া ফিরিয়া বৃন্দাবনে আসিয়াছেন, তাঁহার সহিত গ—র সাক্ষাৎ হয়। গ—দুইবার তিব্বত ও ভুটান পর্য্যন্ত গিয়াছিল। অতি আনন্দে আছে। তাঁহাকে দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হয়। শীতকালে কন্‌খলে ছিল। আপনার প্রদত্ত করোয়া তাহার হস্তে আজিও আছে। সে ফিরিয়া আসিতেছে—এই মাসেই বৃন্দাবন আসিবে। আমি তাহাকে দেখিবার প্রত্যাশায় হরিদ্বার গমন কিছুদিন স্থগিত রাখিলাম। আপনার সমীপচারী সেই শিবভক্ত ব্রাহ্মণটীকে আমার কোটি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম দিবেন ও আপনি জানিবেন, অলমিতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৩)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

বরাহনগর মঠ।

১৯শে নভেম্বর, ১৮৮৮।

পূজ্যপাদ মহাশয়—

আপনার প্রেরিত পুস্তকদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনার অত্যুদার হৃদয়ের পরিচায়ক অদ্ভুত স্নেহরসাপ্লুত লিপি পাঠ করিয়া আনন্দপূর্ণ হইয়াছি। মহাশয় আমার ন্যায় একজন ভিক্ষাজীবী উদাসীনের উপর এত অধিক স্নেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের সুকৃতিবশতঃ সন্দেহ নাই। বেদান্ত প্রেরণ দ্বারা মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরন্তু ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমুদায় সন্ন্যাসীশিষ্যমণ্ডলীকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অবনত-মস্তকে আপনাকে প্রণিপাত জানাইতেছেন। পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হইয়া থাকে। বঙ্গ-দেশে বেদশাস্ত্রের একেবারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহি-তাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদিগের মত, যাহা করিতে হইবে তাহা সম্পূর্ণ করিব। অতএব, পাণিনিকৃত সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আয়ত্ত না

হইলে বৈদিকভাষায় সম্পূর্ণ জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত ব্যাকরণের আবশ্যক। লঘু অপেক্ষা আমাদের বাল্যাধীত মুগ্ধবোধ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। যাহা হউক, মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং এবিষয়ে আমাদের সদুপদেষ্টা, আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এবিষয়ে অষ্টাধ্যায়ী সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহাই (যদি আপনার সুবিধা এবং ইচ্ছা হয়) দান করিয়া আমাদিগকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবেন। এ মঠে অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মেধাবী এবং অধ্যবসায়শীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কৃপায় তাঁহারা অল্পদিনেই অষ্টাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদশাস্ত্র বঙ্গদেশে পুনরুজ্জীবিত করিতে পারিবেন ভরসা করি। মহাশয়কে আমার গুরুমহারাজের দুইখানি ফটোগ্রাফ্ এবং তাঁহার গ্রাম্য ভাষায় উপদেশের কিয়দংশ কোনও ব্যক্তি সঙ্কলন করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন—তাহা দুই খণ্ড প্রেরণ করিলাম। আশা করি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে আনন্দিত করিবেন। আমার শরীর অনেক সুস্থ হইয়াছে—ভরসা দুই তিন মাসের মধ্যে মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া সার্থক হইব। কিমধিকমিতি।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৪)

শ্রীশ্রীদুর্গা।

বাগবাজার, কলিকাতা।

২৮শে নভেম্বর, ১৮৮৮।

প্রণাম নিবেদন মিদং—

মহাশয়ের প্রেরিত পাণিনি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি—আমাদিগের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। আমি পুনরায় জ্বরে পড়িয়াছিলাম—তজ্জন্য শীঘ্র উত্তর দিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন। শরীর অত্যন্ত অসুস্থ। মহাশয়ের শারীরিক এবং মানসিক কুশল মহামায়ীর নিকট প্রার্থনা করি। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(৫)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯।

নমস্য মহাশয়—

কতকগুলি কারণবশতঃ অদ্য আমার মন অতি সঙ্কুচিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল, এমন সময়ে আপনার

আমাকে অপার্থিব বারাণসীপুরীতে আবাহনপত্র আসিয়া উপস্থিত। ইহা আমি বিশ্বেশ্বরের বাণী বলিয়া গ্রহণ করিলাম। সম্প্রতি আমার গুরুদেবের জন্মভূমি দর্শনার্থ গমন করিতেছি, তথায় কয়েক দিবসমাত্র অবস্থিতি করিয়া ভবৎসমীপে উপস্থিত হইব। কাশীপুরী ও কাশীনাথ দর্শনে যাহার মন বিগলিত না হয়, সে নিশ্চিত পাষাণে নির্ম্মিত। আমার শরীর এক্ষণে অনেক সুস্থ। জ্ঞানানন্দকে আমার প্রণাম। যত শীঘ্র পারি মহাশয়ের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইব। পরে বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা। কিমধিকমিতি। সাক্ষাতে সমুদয় জানিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৬)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর।

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৯।

মহাশয়,—

৺কাশীধামে যাইবার সংকল্প ছিল এবং আমার গুরুদেবের জন্মভূমি পরিদর্শনান্তর কাশীধামে পৌঁছিব—এইরূপ কল্পনা ছিল, কিন্তু আমার দুরদৃষ্টবশতঃ উক্ত

গ্রামে যাইবার পথে অত্যন্ত জ্বর হইল এবং তৎপরে কলেরার ন্যায় জ্বর ভেদবমি হইয়াছিল। তিনচারি দিনের পর পুনরার জ্বর হইয়াছে—এক্ষণে শরীর এ প্রকার দুর্ব্বল যে, দুই কদম চলিবার সামর্থ্যও নাই। অতএব বাধ্য হইয়া এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। ভগবানের কি ইচ্ছা জানি না, কিন্তু আমার শরীর এ পথের নিতান্ত অনুপযুক্ত। যাহা হউক শরীর বিশেষ বড় কথা নহে। কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেই মহাশয়ের চরণ দর্শন করিবার অভিলাষ আছে। বিশ্বেশ্বরের ইচ্ছা যাহা তাহাই হইবে, আপনিও আশীর্ব্বাদ করুণ। জ্ঞানানন্দ ভায়াকে আমার প্রণাম ও মহাশয়ও জানিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(৭)

ঈশ্বরো জয়তি।

বাগবাজার, কলিকাতা।

২১শে মার্চ্চ, ১৮৮৯।

পূজনীয় মহাশয়,—

কয়েক দিবস হইল আপনার পত্র পাইয়াছি—কোন বিশেষ কারণ বশতঃ উত্তর প্রদান করিতে পারি নাই,

ক্ষমা করিবেন। শরীর এক্ষণে অত্যন্ত অসুস্থ, মধ্যে মধ্যে জ্বর হয়, কিন্তু প্লীহাদি কোন উপসর্গ নাই—হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করাইতেছি। অধুনা কাশী যাইবার সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিতে হইয়াছে, পরে শরীরগতিক দেখিয়া ঈশ্বর যাহা করিবেন হইবে। জ্ঞানানন্দ ভায়ার সহিত যদি সাক্ষাৎ হয়, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন—যেন তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া বসিয়া না থাকেন। আমার যাওয়া বড়ই অনিশ্চিত। আপনি আমার প্রণাম জানিবেন ও জ্ঞানানন্দকে দিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(৮)

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং।

বরাহনগর।

২৬শে জুন, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদ মহাশয়—

বহুদিন আপনাকে নানা কারণে কোন পত্রাদি লিখিতে পারি নাই, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। অধুনা গ—জীর সংবাদ পাইয়াছি। আমার কোন গুরুভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহারা দুইজনে উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন।

আমাদের এস্থান হইতে চারিজন উত্তরাখণ্ডে রহিয়াছেন,—গ—কে লইয়া পাঁচজন। শি—নামক আমার একজন গুরুভ্রাতার সহিত ৺কেদারনাথের পথে শ্রীনগর নামক স্থানে গ—র সাক্ষাৎ হয়। গ—এইস্থানে দুইখানি পত্র লিখিয়াছেন। তিনি প্রথম বৎসরে তিব্বত প্রবেশের অনুমতি পান নাই, পরের বৎসর পাইয়াছিলেন। লামারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসে। তিনি তিব্বতী ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন, তিব্বতের শতকরা ৯০ জন লামা, কিন্তু তাহারা এক্ষণে তান্ত্রিক মতের উপাসনাই অধিক করে। অত্যন্ত শীতল দেশ—আহারীয় অন্য কিছু নাই—কেবল শুষ্ক মাংস। গ—তাহাই খাইতে খাইতে গিয়াছিল। আমার শরীর মন্দ নাই, কিন্তু মনের অবস্থা অতি ভয়ঙ্কর।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৯)

ঈশ্বরো জয়তি।

বাগবাজার, কলিকাতা।

৪ঠা জুলাই, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদ মহাশয়—

কল্য আপনার পত্রে সবিশেষ অবগত হইয়া পরম আনন্দিত হইলাম। আপনাকে পত্র লিখিতে গ—কে অনুরোধ করিতে যে আপনি লিখিয়াছেন, তাহার কোন সম্ভাবনা দেখি না, কারণ, তাঁহারা আমাদের পত্র দিতে-ছেন, কিন্তু তাঁহারা ২।৩ দিবস কোথাও রহিতেছেন না, অতএব আমাদের কোনও পত্রাদি পাইতেছেন না। আমার পূর্ব্ব অবস্থার কোন আত্মীয় সিমুলতলায় (বৈদ্য-নাথের নিকট) একটি বাংলা ক্রয় করিয়াছেন। ঐস্থানের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বিধায় আমি সেখানে কিছুদিন ছিলাম। কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে অত্যন্ত উদরাময় হওয়ায় পলাইয়া আসিলাম।

৺কাশীধাম গমন করিয়া মহাশয়ের চরণ দর্শন করিয়া এবং সদালাপে অবস্থানপূর্ব্বক আত্মাকে চরিতার্থ করিব এই ইচ্ছা যে অন্তরে কত বলবতী তাহা বাক্য বর্ণনা করিতে পারে না, কিন্তু সকলই তাঁহার হাত। কে জানে মহাশয়ের সহিত জন্মান্তরীণ কি হৃদয়ের যোগ, নহিলে এই

কলিকাতায় বহু ধনী মানী লোক আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন—তাঁহাদের সঙ্গ আমার সাতিশয় বিরক্তিকর বোধ হয়—আর মহাশয়ের সহিত একদিবসের আলাপেই প্রাণ এবম্প্রকার মুগ্ধ হইয়াছে যে, আপনাকে হৃদয় পরমাত্মীয় এবং ধর্ম্মবন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছে। মহাশয় ভগবানের প্রিয় সেবক, এই একটি কারণ। আর একটি বোধ হয়—

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং ভাবস্থিরানি জননান্তরসৌহৃদানি।" (শকুন্তলা)

ভূয়োদর্শন এবং সাধনের ফলস্বরূপ মহাশয়ের যে উপদেশ তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ঋণী রহিলাম। নানা প্রকার অভিনব মত মস্তিষ্কে ধারণ জন্য যে সময়ে সময়ে ভুগিতে হয়, ইহা অতি যথার্থ এবং অনেক সময়ে দেখিয়াছি।

কিন্তু এবার অন্যপ্রকার রোগ। ঈশ্বরের মঙ্গলহস্তে বিশ্বাস আমার যায় নাই এবং যাইবারও নহে—শাস্ত্রে বিশ্বাসও টলে নাই। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় আমার জীবনের গত ৬।৭ বৎসর ক্রমাগত নানাপ্রকার বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রামে পরিপূর্ণ। আমি আদর্শ শাস্ত্র পাইয়াছি, আদর্শ মনুষ্য চক্ষে দেখিয়াছি, অথচ পূর্ণভাবে নিজে কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, ইহাই অত্যন্ত কষ্ট।

বিশেষ, কলিকাতার নিকটে থাকিলে হইবারও

কোন উপায় দেখি না। আমার মাতা এবং দুইটি ভ্রাতা কলিকাতায় থাকে। আমি জ্যেষ্ঠ, মধ্যমটি এইবার ফার্ষ্ট আর্টস্ পড়িতেছে, আর একটি ছোট।

ইঁহাদের অবস্থা পূর্ব্বে অনেক ভাল ছিল, কিন্তু আমার পিতার মৃত্যু পর্য্যন্ত বড়ই দুঃস্থ, এমন কি কখন কখন উপবাসে দিন যায়। তাহার উপর জ্ঞাতিরা, দুর্ব্বল দেখিয়া পৈতৃক বাসভূমি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিল—হাইকোর্টে মকদ্দমা করিয়া যদিও সেই পৈতৃক বাটির অংশ পাইয়াছেন—কিন্তু সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন—যে প্রকার মকদ্দমার দস্তুর।

কখন কখন, কলিকাতার নিকট থাকিলে তাঁহাদের দুরবস্থা দেখিয়া, রজোগুণের প্রাবল্যে অহঙ্কারের বিকারস্বরূপ কার্য্যকরী বাসনার উদয় হয়, সেই সময়ে মনের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ বাধে, তাহাতেই লিখিয়াছিলাম, মনের অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর। এবার তাঁহাদের মকদ্দমা শেষ হইয়াছে। কিছুদিন কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহাদের সমস্ত মিটাইয়া এদেশ হইতে চিরদিনের মত বিদায় হইতে পারি, আপনি আশীর্ব্বাদ করুন। আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ &c.—গীতা। (১)

---

(১) অপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥

আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার হৃদয় মহা ঐশবলে বলীয়ান্ হয় এবং সকল প্রকার মায়া আমা হইতে দূর-পরাহত হইয়া যায়—

For "we have taken up the Cross, Thou hast laid it upon us, and grant us strength that we bear it unto death. Amen." *

—Imitation of Christ.

আমি এক্ষণে কলিকাতায় আছি। আমার ঠিকানা—

বলরাম বসুর বাটী, ৫৭নং রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

ইতি দাস

বিবেকানন্দ।

যেমন সমুদ্রে বহু নদনদী হইতে অবিশ্রান্ত জল প্রবেশ করে, অথচ তাহাতে সমুদ্রের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, তেমনি সমস্ত কামনা যাঁহাতে প্রবেশ করিয়া লয় প্রাপ্ত হয়, যাঁহাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, তিনিই শান্তিলাভ করেন; যিনি কামনাপূর্ব্বক কার্য্য করেন তিনি নহেন। গীতা—২, ৭০।

* কারণ আমরা জগতের দুঃখকষ্টরূপ ক্রুশ ঘাড়ে করিয়াছি, হে পিতঃ, তুমি উহা আমাদিগের স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছ। এক্ষণে আমাদিগকে বল দাও—যেন আমরা উহা আমরণ বহন করিতে পারি। ওঁ শান্তিঃ!—ঈশা অনুসরণ।

১০

ঈশ্বরো জয়তি।

কলিকাতা।

১৪ই জুলাই, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদ মহাশয়,—

মহাশয়ের পত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। এরূপ স্থলে অনেকেই সংসারের দিকে টলিতে উপদেশ দেন। মহাশয় সত্যাগ্রহী এবং বজ্রসারসদৃশ হৃদয়বান্—আপনার উৎসাহবাক্যে পরম আশ্বাসিত হইলাম। আমার এ স্থানের গোলযোগ প্রায় সমস্ত মিটিয়াছে—কেবল একটী জমি বিক্রয় করিবার জন্য দালাল লাগাইয়াছি—অতি শীঘ্রই বিক্রয় হইবে আশা আছে। তাহা হইলেই নিশ্চিন্ত হইয়া একেবারে ৺কাশীধামে মহাশয়ের সন্নিকট যাইতেছি।

* * * *

ইতি দাস

বিবেকানন্দ।

(১১)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর, কলিকাতা।

৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

প্রায় এক সপ্তাহের অধিক হইল আপনার পত্র পাইয়াছি, সেই সময় পুনরায় জ্বর হওয়ায় উত্তরদানে অসমর্থ ছিলাম, ক্ষমা করিবেন। মধ্যে মাস দেড়েক ভাল ছিলাম, কিন্তু পুনরায় ১০।১২ দিন হইল জ্বর হইয়াছিল, এক্ষণে ভাল আছি। গুটিকতক প্রশ্ন আছে, মহাশয়ের বিস্তৃত সংস্কৃত শাস্ত্র জ্ঞান—উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। সত্যকাম জাবালি এবং জানশ্রুতির কোন উপাখ্যান ছান্দোগ্য উপনিষদ্ সওয়ায় বেদের অন্য কোন অংশে আছে কি না?

২। শঙ্করাচার্য্য বেদান্তভাষ্যের অধিকাংশ স্থলেই স্মৃতি উদ্ধৃত করিতে গেলেই মহাভারতের প্রমাণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু বনপর্ব্বে অজগরোপাখ্যানে এবং উমা-মহেশ্বর সংবাদে, তথা ভীষ্মপর্ব্বে, যে গুণগত জাতিত্ব অতি স্পষ্টই প্রমাণিত, তৎসম্বন্ধে তাঁহার কোন পুস্তকে কোন কথা বলিয়াছেন কি না?

৩। পুরুষসূক্তের জাতি পুরুষানুগত নহে—বেদের কোন্ কোন্ অংশে ইহাকে ধারাবাহিক পুরুষানুগত করা হইয়াছে ?

৪। আচার্য্য, শূদ্রে যে বেদ পড়িবে না—এ প্রকার কোন প্রমাণ বেদ হইতে দিতে পারেন নাই। কেবল "যজ্ঞেঽনবকৢপ্তঃ" ইহাই উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন যে, যখন যজ্ঞে অধিকার নাই তখন উপনিষদাদি পাঠেও অধিকার নাই। কিন্তু "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এস্থলে ঐ আচার্য্যই বলিতেছেন যে, অথ শব্দ "বেদাধ্যয়নানন্তরম্"—এ প্রকার অর্থ নহে, কারণ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ না পড়িলে যে উপনিষদ্ পড়া যায় না, ইহা অপ্রামাণ্য, এবং কর্ম্মকাণ্ডের শ্রুতি এবং জ্ঞানকাণ্ডের শ্রুতিতে কোন পৌর্ব্বাপর্য্য ভাব নাই। অতএব যজ্ঞাত্মক বেদ না পড়িয়াই উপনিষদ্ পাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হইতে পারে। যদি যজ্ঞে ও জ্ঞানে পৌর্ব্বাপর্য্য না থাকিল, তবে শূদ্রের বেলা কেন "ন্যায়পূর্ব্বকম্" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা আচার্য্য আপনার বাক্যকে ব্যাহত করিতেছেন ? কেন শূদ্র উপনিষদ্ পড়িবে না ?

মহাশয়কে কোনও খ্রীষ্টিয়ান সন্ন্যাসীর লিখিত Imitaton of Christ (ঈশা অনুসরণ) নামক একখানি পুস্তক পাঠাইলাম। পুস্তকখানি অতি আশ্চর্য্য।

খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যেও এ প্রকার ত্যাগ বৈরাগ্য ও দাস্যভক্তি ছিল দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বোধ হয় আপনি এ পুস্তক পূর্ব্বে পড়িয়া থাকিবেন, না পড়িয়া থাকেন ত পড়িয়া আমাকে চিরকৃতার্থ করিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(১২)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর।

১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়ের শেষ পত্রে আপনাকে উক্ত অভিধান দেওয়ায় কিছু কুণ্ঠিত হইয়াছেন! কিন্তু তাহা আমার দোষ নহে, মহাশয়ের গুণের। পূর্ব্বে এক পত্রে আপনাকে লিখিয়াছিলাম যে, মহাশয়ের গুণে আমি এত আকৃষ্ট যে, বোধ হয় আপনার সহিত জন্মান্তরীণ কোন সম্বন্ধ ছিল। আমি গৃহস্থও বুঝি না, সন্ন্যাসীও বুঝি না; যথার্থ সাধুতা এবং উদারতা এবং মহত্ত্ব যথায়, সেই স্থানেই আমার মস্তক চিরকালই অবনত হউক—শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। প্রার্থনা করি, আজকালিকার

মানভিখারী, পেটবৈরাগী এবং উভয়ভ্রষ্ট সন্ন্যাসাশ্রমীদের মধ্যে লক্ষের মধ্যেও যেন আপনার ন্যায় মহাত্মা একজন হউন। আপনার গুণের কথা শুনিয়া আমার সকল ব্রাহ্মণ-জাতীয় গুরুভ্রাতাও আপনাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানাইতেছেন।

মহাশয় আমার প্রশ্ন কয়েকটির যে উত্তর দিয়াছেন, তাহার মধ্যে একটি সম্বন্ধে আমার ভ্রম সংশোধিত হইল। মহাশয়ের নিকট তজ্জন্য আমি চিরঋণবদ্ধ রহিলাম। আর একটি প্রশ্ন ছিল যে, ভারতাদি পুরাণোক্ত গুণগত জাতি সম্বন্ধে আচার্য্য কোন মীমাংসাদি করিয়াছেন কি না? যদি করিয়া থাকেন, কোন্ পুস্তকে? এতদ্দেশীয় প্রাচীন মতে জাতি যে বংশগত, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই, এবং স্পার্টানদের দ্বারা যে প্রকার হেলট্‌দের উপর, অথবা মার্কিন দেশে কাফ্রীদের উপর যে প্রকার ব্যবহার হইত, সময়ে সময়ে শূদ্রেরা যে তদপেক্ষাও নিগৃহীত হইত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আর জাত্যাদি সম্বন্ধে আমার কোনও পক্ষে পক্ষপাতিত্ব নাই। কারণ, আমি জানি, উহা সামাজিক নিয়ম—গুণ এবং কর্ম্ম-প্রসূত। যিনি নৈষ্কর্ম্ম্য ও নির্গুণত্বকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার জাত্যাদি ভাব মনে আসিলেও সমূহ ক্ষতি। এই সকল

বিষয়ে গুরুকৃপায় আমার এক প্রকার বুদ্ধি আছে, কিন্তু মহাশয়ের মতামত জানিলে কোন স্থানে সেই সকলকে দৃঢ় এবং কোন স্থানে সংশোধিত করিয়া লইব। চাকে খোঁচা না মারিলে মধু পড়ে না—অতএব আপনাকে আরও কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিব; আমাকে বালক এবং অজ্ঞ জানিয়া যথাযথ উত্তর দিবেন, রুষ্ট হইবেন না।

১। বেদান্তসূত্রে যে মুক্তির কথা কহে, তাহা এবং অবধূতগীতাদিতে যে নির্ব্বাণ আছে, তাহা এক কি না?

২। "সৃষ্টিবর্জ্জং" ইত্যাদি সূত্রে পুরো ভগবান্ কেহই হয় না, তবে নির্ব্বাণ কি?

৩। চৈতন্যদেব পুরীতে সার্ব্বভৌমকে বলিয়াছিলেন যে ব্যাসসূত্র আমি বুঝি, তাহা দ্বৈতবাদ, কিন্তু ভাষ্যকার অদ্বৈত করিতেছেন, তাহা বুঝি না—ইহা সত্য নাকি? প্রবাদ আছে যে, চৈতন্যদেবের সহিত প্রকাশানন্দ সরস্বতীর এ বিষয়ে অনেক বিচার হয়, তাহাতে চৈতন্যদেব জয়ী হন। চৈতন্যদেব-কৃত এক ভাষ্য নাকি উক্ত প্রকাশানন্দের মঠে ছিল।

৪। আচার্য্যকে তন্ত্রে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছে; প্রজ্ঞাপারমিতা নামক বৌদ্ধদের মহাযান গ্রন্থের মতের সহিত আচার্য্য-প্রচারিত বেদান্তমতের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য

আছে। পঞ্চদশীকারও বলিতেছেন যে, বৌদ্ধ শূন্য ও আমাদিগের ব্রহ্ম একই ব্যাপার—ইহার অর্থ কি ?

৫। বেদান্তসূত্রে বেদের কোনও প্রমাণ কেন দেওয়া হয় নাই ? প্রথমেই বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের প্রমাণ বেদ এবং বেদপ্রামাণ্য "পুরুষ-নিঃশ্বসিতম্" বলিয়া ; ইহা কি পাশ্চাত্য ন্যায়ে যাহাকে Argument in a circle (১) বলে, সেই দোষদুষ্ট নহে ?

৬। বেদান্ত বলিলেন,—বিশ্বাস করিতে হইবে, তর্কে নিষ্পত্তি হয় না। তবে যেখানে ন্যায় অথবা সাংখ্যাদির অণুমাত্র ছিদ্র পাইয়াছেন, সেইখানেই তর্কজালে তাহা-দিগকে সমাচ্ছন্ন করা হইয়াছে কেন ? আর বিশ্বাসই বা করি কাকে ? যে যার আপনার মত স্থাপনেই পাগল ; এত বড় "সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ" (২) তিনিই যদি ব্যাসের মতে অতি ভ্রান্ত, তখন ব্যাস যে আরও ভ্রান্ত নহেন, কে বলিল ? কপিল কি বেদাদি বুঝিতেন না ?

৭। ন্যায়-মতে "আপ্তোপদেশবাক্যঃ শব্দঃ" ; ঋষিরা আপ্ত ও সর্ব্বজ্ঞ। তাঁহারা তবে সূর্য্যসিদ্ধান্তের দ্বারা সামান্য সামান্য জ্যোতিষিক-তত্ত্বে অজ্ঞ বলিয়া আক্ষিপ্ত

---

(১) 'চক্রক'—যাহার বলে সিদ্ধান্ত করা হইবে, তাহাকেই সিদ্ধান্ত দ্বারা সমর্থন করা।

(২) সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিল—গীতা।

হইতেছেন কেন? যাঁহারা বলেন,—পৃথিবী ত্রিকোণ, বাসুকী পৃথিবীর ধারয়িতা ইত্যাদি, তাঁহাদের বুদ্ধিকে ভবসাগরপারের একমাত্র আশ্রয় কি প্রকারে বলি?

৮। ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে যদি শুভাশুভ কর্ম্মকে অপেক্ষা করেন, তবে তাঁহার উপাসনায় আমার লাভ কি? নরেশ-চন্দ্রের একটি সুন্দর গীত আছে—

"কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে (মা)
জয় দুর্গা শ্রীদুর্গা ব'লে কেন ডাকা তবে॥"

৯। সত্য বটে, বহু বাক্য এক আধটির দ্বারা নিহত হওয়া অন্যায্য। তাহা হইলে চিরপ্রচলিত মধুপর্কাদি প্রথা (১) "অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্" ইত্যাদি (২) দুই একটী বাক্যের দ্বারা কেন নিহত হইল? বেদ যদি নিত্য হয়, তবে ইহা দ্বাপরের, ইহা কলির ধর্ম্ম ইত্যাদি বচনের অর্থ এবং সাফল্য কি?

১০। যে ঈশ্বর বেদ-বক্তা, তিনিই বুদ্ধ হইয়া বেদ নিষেধ করিতেছেন। কোন্ কথা শুনা উচিত? পরের বিধি প্রবল, না আগের বিধি প্রবল?

---

(১) মধুপর্ক বৈদিক প্রথা—ইহাতে গোবধের প্রয়োজন হইত।

(২) অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকম্।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥

অশ্বমেধ, গোবধ, সন্ন্যাস, শ্রাদ্ধে মাংসভোজন এবং দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন—কলিকালে এই পাঁচটি ক্রিয়া বর্জ্জন করিবে।

১১। তন্ত্র বলেন,—কলিতে বেদমন্ত্র নিষ্ফল: মহেশ্বরেরই বা কোন্ কথা মানিব?

১২। বেদান্তসূত্রে ব্যাস বলেন যে, বাসুদেব সঙ্কর্ষণাদি চতুর্ব্ব্যূহ উপাসনা ঠিক নহে—আবার সেই ব্যাসই ভাগবতাদিতে উক্ত উপাসনার মাহাত্ম্য বিস্তার করিতেছেন; ব্যাস কি পাগল?

আরও এই প্রকার অনেক সন্দেহ আছে, মহাশয়ের প্রসাদে ছিন্নদ্বৈধ হইব আশা করিয়া পরে সেগুলি লিখিব। এ সকল কথা সাক্ষাৎ না হইলে সমস্ত বলা যায় না এবং আশানুরূপ তৃপ্তিও হয় না। গুরুর কৃপায় শীঘ্রই ভবৎচরণসমীপে উপস্থিত হইয়া সমস্ত নিবেদন করিবার বাসনা রহিল। ইতি—

শুনিয়াছি, বিনা সাধনায় শুদ্ধ যুক্ত্যাদি-বলে এ সকল বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, কিন্তু কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হওয়া প্রথমেই বোধ হয় আবশ্যক। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(১৩)

শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।

বাগবাজার, কলিকাতা।

২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়ের দুইখানি পত্র কয়েক দিবস হইল পাইয়াছি। মহাশয়ের অন্তরে জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সম্মিলন দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। আপনি যে তর্ক যুক্তি পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দেন, তাহা অতি যথার্থ বটে এবং প্রত্যেক জীবনেরই উদ্দেশ্য তাহাই—"ভিদ্যতে হৃদয়-গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি (১)। তবে কি না আমার গুরু মহারাজ যে প্রকার বলিতেন যে, কলসী পুরিবার সময় ভক্ ভক্ ধ্বনি করে, পূর্ণ হইলে নিস্তব্ধ হইয়া যায়, আমার পক্ষে সেইরূপ জানিবেন। বোধ হয়, দুই তিন সপ্তাহের মধ্যে মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব—ঈশ্বর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(১) ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরাবর পুরুষকে দর্শন করিলে সাধকের হৃদয়গ্রন্থি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, এবং কর্ম্ম সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

—মুণ্ডকোপনিষদ্। ২, ২।৮

(১১)

ঈশ্বরো জয়তি।

বাগবাজার।

৩রা ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

অনেকদিন আপনার কোনও পত্রাদি পাই নাই; ভরসা করি, শারীরিক ও মানসিক কুশলে আছেন। সম্প্রতি আমার দুইটি গুরুভ্রাতা ৺কাশীধামে যাইতেছেন। একটির নাম রা—ও অপরটির নাম সু—। প্রথমোক্ত মহাশয় আমার গুরুদেবের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। যদি সুবিধা হয়, ইঁহারা যে কয়দিন উক্ত ধামে অবস্থান করেন, কোনও সত্রে বলিয়া অনুগৃহীত করিবেন। আমার সকল সংবাদ ইঁহাদের নিকট পাইবেন। আমার অসংখ্য প্রণামের সহিত—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—

গ—এক্ষণে কৈলাসাভিমুখে যাইতেছেন। পথে তিব্বতীরা তাঁহাকে ফিরিঙ্গীর চর মনে করিয়া কাটিতে আসে—পরে কোন কোন লামা অনুগ্রহ করিয়া ছাড়িয়া

দেয়—এ সংবাদ তিব্বতযাত্রী কোন ব্যবসায়ী হইতে পাইয়াছি। লাসা না দেখিলে আমাদের গ—র রক্ত শীতল হইবে না। লাভের মধ্যে শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে—একরাত্রি তিনি অনাচ্ছাদনে বরফের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতেও বিশেষ কষ্ট হয় নাই। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১৫)

ঈশ্বরো জয়তি।

বরাহনগর, কলিকাতা।
১৩ই ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইয়া সবিশেষ অবগত হইলাম—পরে রা—র পত্রে তাঁহার আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহাও জানিলাম। আপনার রচিত pamphlet (পুস্তকা) পাইয়াছি। Theory of conservation of energy (জগতে শক্তির অপক্ষয় নাই—এই মত-বাদ) আবিষ্কারের পর হইতে ইউরোপে এক প্রকার scientific (বৈজ্ঞানিক) অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইতেছে, কিন্তু তাহা পরিণামবাদ। আপনি ইহার সহিত শঙ্করের

বিবর্ত্তবাদের যে পার্থক্য দেখাইয়াছেন, তাহা অতি উত্তম। জর্ম্মাণ transcendentalist দের (১) উপর স্পেন্সারের যে বিদ্রূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বুঝিলাম না; তিনি স্বয়ং উহাদের প্রসাদভোজী। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী গাফ্ (Gough) সম্যক্‌রূপে হেগেল বুঝেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, আপনার উত্তর অতি pointed তীক্ষ্ণ) এবং thrashing (অকাট্য)।

দাস

বিবেকানন্দ।

(১৬)

ঈশ্বরো জয়তি।

বৈদ্যনাথ।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

বহুদিবস চেষ্টার পর বোধ হয় এতদিনে ভবৎসমীপে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলাম। দুই একদিনেই ৺কাশীধামে ভবৎচরণসমীপে উপস্থিত হইব।

---

(১) যাঁহারা বলেন,—ইন্দ্রিয়জন্য-জ্ঞান-নিরপেক্ষ, স্বতঃসিদ্ধ আরও একরূপ জ্ঞান আছে।

এস্থানে কলিকাতার একজন বাবুর বাসায় কয়েক-দিবস আছি—কিন্তু কাশীর জন্য মন অত্যন্ত ব্যাকুল।

ইচ্ছা আছে, তথায় কিছুদিন থাকিব এবং আমার মন্দ ভাগ্যে বিশ্বনাথ এবং অন্নপূর্ণা কি করেন, দেখিব। এবার "শরীরং বা পাতয়ামি মন্ত্রং বা সাধয়ামি" (১) প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—কাশীনাথ সহায় হউন।

দাস

বিবেকানন্দ।

(১৭)

ঈশ্বরো জয়তি।

৺প্রয়াগধাম।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

পূজ্যপাদেষু—

দুই একদিনের মধ্যে কাশী যাইতেছি বলিয়া আপনাকে এক পত্র লিখিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে? যোগেন্দ্র নামক আমার একটি গুরুভ্রাতা চিত্রকূট ওঙ্কারনাথাদি দর্শন করিয়া এস্থানে আসিয়া বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়াছে সংবাদ পাই,

(১) "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"

তাহাতে তাঁহার সেবা করিবার জন্য এস্থানে আসিয়া উপস্থিত হই। আমার গুরুভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন। এখানের কয়েকটি বাঙ্গালী বাবু অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠ ও অনুরাগী, তাঁহারা আমাকে অত্যন্ত যত্ন করিতেছেন এবং তাঁহাদিগের বিশেষ আগ্রহ যে, আমি এইস্থানে মাঘ মাসে কল্পবাস করি। আমার মন কিন্তু 'কাশী কাশী' করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, এবং আপনাকে দেখিবার জন্য মন অতি চঞ্চল। দুই চারি দিবসের মধ্যে ইঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয় এড়াইয়া যাহাতে বারাণসীপুর-পতির পবিত্র রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারি, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। অ—সরস্বতী নামক আমার কোন গুরুভ্রাতা সন্ন্যাসী যদি আপনার নিকট আমার তত্ত্ব লইতে যান, বলিবেন যে, শীঘ্রই আমি কাশী যাইতেছি। তিনি অতি সজ্জন এবং পণ্ডিত লোক, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া বাঁকীপুরে ফেলিয়া আসিয়াছি! রা—ও সু—কি এখনও কাশীতে আছেন? এ বৎসর কুম্ভের মেলা হরিদ্বারে হইবে কি না, ইহার তথ্য লিখিয়া অনুগৃহীত করিবেন। কিমধিকমিতি।

অনেক স্থানে অনেক জ্ঞানী, ভক্ত, সাধু ও পণ্ডিত দেখিলাম, অনেকেই অত্যন্ত যত্ন করেন, কিন্তু ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, আপনার সঙ্গে কেমন প্রাণের টান আছে—

অত ভাল আর কোথাও লাগে না। দেখি কাশীনাথ কি করেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

ঠিকানা—

ডাক্তার গোবিন্দচন্দ্র বসুর বাটী, চক, এলাহাবাদ।

---

(১৮)

ঈশ্বরো জয়তি।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটী,

গোরাবাজার, গাজীপুর।

শুক্রবার, ২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

অদ্য তিন দিন যাবৎ গাজীপুরে পৌঁছিয়াছি। এস্থানে আমার বাল্যসখা শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাসাতে আছি; স্থানটি অতি মনোরম। অদূরে গঙ্গা আছেন, কিন্তু স্নানের বড় কষ্ট—পথ নাই, এবং বালির চড়া ভাঙ্গিতে বড় কষ্ট হয়। আমার বন্ধুর পিতা শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়—যে মহানুভবের কথা আমি আপনাকে বলিয়াছিলাম—এস্থানে আছেন। অদ্য ইনি ৺কাশীধামে যাইতেছেন, কাশী হইয়া কলিকাতা

যাইবেন। আমার বড় ইচ্ছা ছিল, ইঁহার সঙ্গে পুনর্ব্বার কাশী যাই। কিন্তু যে জন্য আসিয়াছি—অর্থাৎ বাবাজীকে (১) দেখা—তাহা এখনও হয় নাই! অতএব দুই চারি দিন বিলম্ব হইবে। এস্থানের সকলই ভাল, বাবুরা অতি ভদ্র, কিন্তু বড় Westernized (পাশ্চাত্যভাবাপন্ন); আর দুঃখের বিষয় যে, আমি Western idea (পাশ্চাত্যভাব) মাত্রেরই উপর খড়গহস্ত। কেবল আমার বন্ধুর ওসকল idea (ভাব) বড়ই কম। কি কাপুড়ে সভ্যতাই ফিরিঙ্গী আনিয়াছে! কি materialistic (জড়ভাবের) ধাঁধাই লাগাইয়াছে। বিশ্বনাথ এই সকল দুর্ব্বলহৃদয়কে রক্ষা করুন। পরে বাবাজীকে দেখিয়া বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিব। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ভগবান্ শুকের জন্মভূমিতে আজি বৈরাগ্যকে লোকে পাগলামী ও পাপ মনে করে; অহো ভাগ্য!

১) গাজীপুরের বিখ্যাত যোগী পওহারী বাবা

(১৯)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৩১শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

বাবাজীর সহিত দেখা হওয়া বড় মুস্কিল, তিনি বাড়ীর বাহিরে আসেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারে আসিয়া ভিতর হইতে কথা কন। অতি উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টিত উদ্যান-সমন্বিত এবং চিম্‌নিদ্বয়-শোভিত তাঁহার বাটী দেখিয়া আসিয়াছি, ভিতরে প্রবেশের উপায় নাই। লোক বলে, ভিতরে গুফা অর্থাৎ তয়খানা গোছের ঘর আছে, তিনি তন্মধ্যে থাকেন ; কি করেন তিনিই জানেন, কেহ কখনও দেখে নাই। একদিন যাইয়া অনেক হিম খাইয়া বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসিয়াছি, আরও চেষ্টা দেখিব। রবিবার ৺কাশীধামে যাত্রা করিব—এখানকার বাবুরা ছাড়িতেছেন না, নহিলে বাবাজী দেখিবার সখ আমার গুটাইয়াছে। অদ্যই চলিয়া যাইতাম ; যাহা হউক, রবিবার যাইতেছি। আপনার হৃষীকেশ যাইবার কি হইল।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—গুণের মধ্যে স্থানটি বড় স্বাস্থ্যকর।

(২০)

ওঁ বিশ্বেশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি এবং বহু ভাগ্যফলে বাবাজীর সাক্ষাৎ হইয়াছে। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার, এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি ইঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটে না। বাবাজীর ইচ্ছা—কয়েক দিবস এই স্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এস্থানে থাকিব। ইহাতে আপনিও আনন্দিত হইবেন, সন্দেহ নাই। পত্রে লিখিব না, কথা অতি বিচিত্র, সাক্ষাতে জানিবেন। ইঁহাদের লীলা না দেখিলে শাস্ত্রে বিশ্বাস পুরা হয় না।

দাস

বিবেকানন্দ।

(২১)

বিশ্বেশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

এইমাত্র আপনার পত্র পাইয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। বাবাজী আচারী বৈষ্ণব, যোগ, ভক্তি এবং বিনয়ের মূর্ত্তি বলিলেই হয়। তাঁহার কুটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দেওয়া, তাহার মধ্যে কয়কটি দরজা আছে। এই প্রাচীরের মধ্যে এক অতি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ আছে, তন্মধ্যে ইনি সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়া থাকেন; যখন উপরে আসেন তখনই লোকজনের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহেন। কি খান, কেহই জানে না, এইজন্যই পওহারী বাবা বলে। মধ্যে একবার ৫ বৎসর একবারও গর্ত্ত হইতে উঠেন নাই, লোকে জানিয়াছিল যে, শরীর ছাড়িয়াছেন; কিন্তু আবার উঠিয়াছেন। এবার কিন্তু দেখা দেন না, তবে দ্বারের আড়াল হইতে কথা কহেন। এমন মিষ্ট কথা আমি কখন শুনি নাই। কোন Direct (মুখামুখি) প্রশ্নের উত্তর দেন না, বলেন 'দাস ক্যা জানে'? তবে কথা কহিতে কহিতে আগুন বাহির হয়। আমি খুব জেদাজিদি করাতে বলিলেন যে, "আপনি কিছুদিন এস্থানে থাকিয়া আমাকে

কৃতার্থ করুন।” এপ্রকার কখন কহেন না; ইহাতেই বুঝিলাম, আমাকে আশ্বাস দিলেন এবং যখনই পীড়াপীড়ি করি, তখনই বলেন, কিছুদিন থাকুন। এই আশায় আছি। ইনি অতি পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু কিছুই প্রকাশ পায় না, আবার কর্ম্মকাণ্ডও করেন—পূর্ণিমা হইতে সংক্রান্তি পর্য্যন্ত হোম হয়। অতএব ইহার মধ্যে গর্ত্তে যাইবেন না নিশ্চিত। অনুমতি কি লইব, Direct উত্তর দিবেন না। “দাসকে ভাগ্য” ইত্যাদি ঢের বলিবেন। আপনার ইচ্ছা থাকে, পত্রপাঠ চলিয়া আইস্থন। ইহার শরীর যাইলে বড় আপশোষ থাকিবে —ভুই দিনে দেখা করিয়া (অর্থাৎ আড়াল হইতে কথা কহিয়া) যাইতে পারিবেন। আমার বন্ধু সতীশবাবু অতি সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করিবেন। আপনি পত্র পাঠ চলিয়া আইস্থন, ইতিমধ্যে আমি বাবাজীকে বলিব।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ইঁহার সঙ্গ না হইলেও, এপ্রকার মহাপুরুষের জন্য কোন কষ্টই বৃথা হইবে না নিশ্চিত। অলমতি-বিস্তরেণ।

দাস

বিবেকানন্দ।

(২২)

ঈশ্বরো জয়তি!

গাজীপুর।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার শারীরিক অসুস্থতা শুনিয়া চিন্তিত রহিলাম। আমারও কোমরে একপ্রকার বেদনা হইয়া রহিয়াছে, সম্প্রতি অত্যন্ত বাড়িয়াছে এবং যাতনা দিতেছে। বাবাজীকে দুই দিন দেখিতে যাইতে পারি নাই, তজ্জন্য তাঁহার নিকট হইতে আমার খবর লইতে একব্যক্তি আসিয়াছিল—অতএব আজি যাইব। আপনার অসংখ্য প্রণাম দিব। আগুন বাহির হয়, অর্থাৎ অতি অদ্ভুত গূঢ় ভক্তির কথা এবং নির্ভরের কথা বাহির হয়—এমন অদ্ভুত তিতিক্ষা এবং বিনয় কখনও দেখি নাই। কোনও মাল যদি পাই, আপনার তাহাতে ভাগ আছে নিশ্চিত জানিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(২৩)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

গত কল্য আপনাকে যে পত্র লিখিয়াছি, তাহাতে শ—ভায়ার পত্রখানি পাঠাইতে বলিতে ভুলিয়াছি বোধ হয়; অনুগ্রহ করিয়া পাঠাইয়া দিবেন। গ—ভায়ায় এক খানি পত্র পাইয়াছি। তিনি এক্ষণে কাশ্মীর, রামবাগ সমাধি, শ্রীনগরে আছেন। আমি Lumbagoতে (কোমরের বাতে) বড় ভুগিতেছি ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—

রা— ও সু—ওঁকার, গির্ণার, আবু, বম্বে, দ্বারকা দেখিয়া এক্ষণে বৃন্দাবনে আছে।

(২৪)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত।)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর।

ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

প্রাণাধিকেষু—

তোমার পত্র পাইয়া অতি প্রীত হইলাম। তিব্বৎ সম্বন্ধে যে কথা লিখিয়াছ, তাহা অতি আশাজনক, আমি সে স্থানে যাইবার একবার চেষ্টা করিব—সংস্কৃতে তিব্বৎকে উত্তরকুরুবর্ষ কহে—উহা ম্লেচ্ছভূমি নহে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমি এজন্য শীত অত্যন্ত, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সহিয়া যাইতে পারে। তিব্বতী লোক-দিগের আচার ব্যবহার তুমি ত কিছুই লিখ নাই—যদি এত আতিথেয়, তবে কেন তোমাকে যাইতে দিল না? সবিশেষ লিখিবে—সকল কথা খুলিয়া, একখানি বৃহৎ পত্রে। তুমি আসিতে পারিবে না জানিয়া দুঃখিত হইলাম। তোমাকে দেখিবার বড় ইচ্ছা ছিল। তোমাকে সমধিক ভালবাসি বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, এ মায়াও আমি কাটাইবার চেষ্টা করিব।

তিব্বতীদের যে তন্ত্রাচারের কথা কহিয়াছ, তাহা বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ দশায় ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। আমার

বিশ্বাস যে, আমাদিগের যে সকল তন্ত্র প্রচলিত আছে, বৌদ্ধেরাই তাহার আদিম স্রষ্টা। ঐ সকল তন্ত্র আমাদিগের বামাচারবাদ হইতে আরও ভয়ঙ্কর; উহাতে ব্যভিচার অতি মাত্রায় প্রশ্রয় পাইয়াছিল, এবং ঐ প্রকার immorality (চরিত্রহীনতা) দ্বারা যখন বৌদ্ধগণ নির্বীর্য্য হইল, তখনই কুমারিল্ল ভট্ট দ্বারা দূরীকৃত হইয়াছিল। যে প্রকার সন্ন্যাসীরা শঙ্করকে ও বাঙলার মহাপ্রভুকে secret (গোপনে) স্ত্রীসম্ভোগী, সুরাপায়ী ও নানাপ্রকার জঘন্য আচরণকারী বলে, সেই প্রকার modern (আধুনিক) তান্ত্রিক বৌদ্ধেরা বুদ্ধদেবকে ঘোর বামাচারী বলে এবং প্রজ্ঞাপারমিতোক্ত তত্ত্বগাথা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর বাক্যকে কুৎসিত ব্যাখ্যা করে। ফল এই হইয়াছে যে, এক্ষণে বৌদ্ধদের দুই সম্প্রদায়; বর্ম্মা ও সিংহলের লোক প্রায় তন্ত্র মানে না ও সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর দেবদেবীও দূর করিয়াছে এবং উত্তরাঞ্চলের বৌদ্ধেরা যে "অমিতাভ বুদ্ধম্" মানে, তাহাকেও ঢাকী-শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিয়াছে। ফল কথা এই, উত্তরের লোকেরা যে অমিতাভ বুদ্ধম্ ইত্যাদি মানে, তাহা প্রজ্ঞাপারমিতাদিতে নাই, কিন্তু দেবদেবী অনেক মানা আছে। আর দক্ষিণীরা জোর করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘন করিয়া দেবদেবী বিসর্জ্জন করিয়াছে। যে Everything for

others ("যাহা কিছু সব পরের জন্য"—এইমত) তিব্বতে বিস্তৃত দেখিতেছি, ঐ Phase of Buddhism (বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ঐ ভাব) আজকাল ইউরোপকে বড় strike করিয়াছে। ইউরোপের বড় মনে লাগিয়াছে)। যাহা হউক, ঐ Phase (ভাব) সম্বন্ধে আমার বলিবার অনেক আছে —এ পত্রে তাহা হইবার নহে। যে ধর্ম্ম উপনিষদে জাতি-বিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল কথায় চলিত ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্ব্বাণে তাঁহার মহত্ত্ব বিশেষ কি? তাঁহার মহত্ত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁহার অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্ম্মের যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতির গূঢ়ত্ব, তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে; নাই তাঁহার intellect (বুদ্ধি) এবং heart (হৃদয়), যাহা জগতে আর হইল না।

বেদের যে কর্ম্মবাদ, তাহা Jew (য়াহুদী) প্রভৃতি সকল ধর্ম্মের কর্ম্মবাদ, অর্থাৎ যজ্ঞ ইত্যাদি বাহ্যোপকরণ দ্বারা অন্তর শুদ্ধি করা—এ পৃথিবীতে বুদ্ধদেব the first man (প্রথম ব্যক্তি), যিনি ইহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়েন। কিন্তু ভাব ঢং সব পুরাতনের মত রহিল, সেই তাঁহার অন্তঃকর্ম্মবাদ—সেই তাঁহার বেদের পরিবর্ত্তে সূত্রে বিশ্বাস করিতে হুকুম। সেই জাতিও ছিল, তবে গুণগত

হইল (বুদ্ধের সময় জাতিভেদ যায় নাই), সেই যাহারা তাঁহার ধর্ম্ম মানে না, তাহাদিগকে পাষণ্ড বলা। (পাষণ্ডটা বৌদ্ধদের বড় পুরাণ বোল, তবে কখনও বেচারারা তলোয়ার চালায় নাই, এবং বড় toleration [উদারভাব] ছিল।) তর্কের দ্বারা বেদ উড়িল, কিন্তু তোমার ধর্ম্মের প্রমাণ ?—বিশ্বাস কর ! !—যেমন সকল ধর্ম্মের আছে, তাহাই। তবে সেই কালের জন্য বড় আবশ্যক ছিল এবং সেই জন্যই তিনি অবতার হন। তাঁহার মায়াবাদ কপিলের মত। কিন্তু শঙ্করের how far more grand and rational (কত মহত্তর এবং অধিকতর যুক্তিপূর্ণ) ! বুদ্ধ ও কপিল কেবল বলেন,—জগতে দুঃখ দুঃখ—পালাও পালাও। সুখ কি একেবারে নাই ? যেমন ব্রাহ্মরা বলেন, সব সুখ—এও সেই প্রকার কথা। দুঃখ, তা কি করিব ?—কেহ যদি বলে যে, সহিতে সহিতে অভ্যাস হইলে দুঃখকেই সুখ বোধ হইবে ? শঙ্কর এ দিক্ দিয়ে যান না—তিনি বলেন সন্নাপি অসন্নাপি, ভিন্নাপি অভিন্নাপি—আছে অথচ নেই, ভিন্ন অথচ অভিন্ন এই যে জগৎ, এর তথ্য আমি জানিব,—দুঃখ আছে, কি, কি আছে ; জুজুর ভয়ে আমি পালাই না। আমি জানিব—জানিতে গেলে যে অনন্ত দুঃখ, তা ত প্রাণ ভরে গ্রহণ করিতেছি—আমি কি পশু যে, ইন্দ্রিয়জনিত সুখদুঃখ-

জরামরণ-ভয় দেখাও? আমি জানিব—জানিবার জন্য জ্ঞান দিব—এজগতে জানিবার কিছুই নাই—অতএব যদি এই relative এর (মায়িক জগতের) পার কিছু থাকে —যাকে শ্রীবুদ্ধ প্রজ্ঞাপারম্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন— যদি থাকে, তাহাই চাই। তাহাতে দুঃখ আসে বা সুখ আসে I do not care (আমি গ্রাহ্য করি না)। কি উচ্চভাব! কি মহান্ ভাব! উপনিষদের উপর বুদ্ধের ধর্ম্ম উঠেছে, তার উপর শঙ্করবাদ। কেবল শঙ্কর বুদ্ধের আশ্চর্য্য heart (হৃদয়) অণুমাত্র পান নাই, কেবল dry intellect (শুষ্ক জ্ঞানবিচার)—তন্ত্রের ভয়ে, mobএর (ইতর লোকের) ভয়ে ফোড়া সারাতে গিয়ে হাত শুদ্ধ কেটে ফেল্‌লেন। এ সকল সম্বন্ধে লিখ্‌তে গেলে পুঁথি লিখি্‌তে হয়—আমার তত বিদ্যা ও আবশ্যক, দুইয়েরই অভাব।

বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি। কিন্তু ইতি করিবার শক্তি কাহারও নাই। ঈশ্বরেরও আপনাকে limited (সীমাবদ্ধ) করিবার শক্তি নাই। তুমি যে "সূত্তনিপাত" হইতে গণ্ডার সূত্ত তর্জ্জমা লিখিয়াছ, তাহা অতি উত্তম! ঐ গ্রন্থে ঐ প্রকার আর একটী ধনীর সূত্ত আছে, তাহাতেও প্রায় ঐ ভাব। ধর্ম্মপদমতেও ঐ

প্রকার অনেক কথা আছে। কিন্তু সেও শেষে, যখন "জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ" (১)—যাহার শরীরের উপর অণুমাত্র শরীর-বোধ নাই তিনি মদমত্ত হস্তীর ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন। আমার ন্যায় ক্ষুদ্র প্রাণী এক জায়গায় বসিয়া সাধন করিয়া সিদ্ধ হইলে তখন ঐ প্রকার আচরণ করিবে—সে দূর—বড় দূর।

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী
সঞ্চারো নিগমান্তবীথীষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥
বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্
ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা
যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুসক্তবাহ্যঃ॥
দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা
ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা
পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ (২)

—শঙ্করাচার্য্য।

(১) গীতা।
(২) বিবেকচূড়ামণি।

—ব্রহ্মাণ্ডের ভোজন চেষ্টা বিনা উপস্থিত হয়—যেথায় জল, তাহাই পান। আপন ইচ্ছায় ইতস্ততঃ তিনি পরিভ্রমণ করিতেছেন—তিনি ভয়শূন্য, কখন বনে কখন শ্মশানে নিদ্রা যাইতেছেন এবং যে পথে যাইতে বেদ শেষ হইয়াছে, তথায় সঞ্চরণ করিতেছেন। বালকের ন্যায় পরের ইচ্ছাতে পরিচালিত তিনি কখন উলঙ্গ, কখন উত্তম বস্ত্রধারী, কখনও জ্ঞানমাত্রই আচ্ছাদন, কখন বালকবৎ, কখন উন্মত্ত, কখন পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছেন।

গুরুচরণে প্রার্থনা করি যে, তোমার তাহাই হউক এবং তুমি গণ্ডারবৎ ভ্রমণ কর। ইতি—

বিবেকানন্দ।

(২৫)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

গ—ভায়াকে আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে নিষেধ করিয়া ও কোন স্থানে বসিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া এবং তিব্বতে কি কি সাধু দেখিয়াছেন এবং তাঁহাদের আচার

ব্যবহার কি প্রকার, সবিশেষ লিখিতে এক পত্র লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহা এই পত্রের সহিত আপনার নিকট পাঠাইতেছি। কা—ভায়ার (অভেদানন্দের) হৃষীকেশে পুনঃ পুনঃ জ্বর হইতেছে—তাঁহাকে এস্থান হইতে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি—উত্তরে যদি আমার যাওয়া আবশ্যক তিনি বিবেচনা করেন, এস্থান হইতে একেবারেই হৃষীকেশে যাইতে বাধ্য হইব, নতুবা দুই এক দিনের মধ্যেই ভবৎ-সকাশে উপস্থিত হইতেছি। মহাশয় হয় ত এই মায়ার প্রপঞ্চ দেখিয়া হাসিবেন—কথাও তাই বটে। তবে কি না লোহার শিকল ও সোনার শিকল—সোনার শিকলের অনেক উপকার আছে—তাহা হইয়া গেলে আপনা আপনি খসিয়া যাইবে। আমার গুরুদেবের পুত্রগণ আমার অতি সেবার পাত্র—এই স্থানেই একটুকু duty (কর্ত্তব্য) বোধ আছে। সম্ভবতঃ কা—ভায়াকে এলাহাবাদে অথবা যেস্থানে সুবিধা হয়, পাঠাইয়া দিব। আপনার চরণে আমার শত শত অপরাধ রহিল, "পুত্রস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" (১) কিমধিকমিতি।

দাস বিবেকানন্দ।

---

(১) আমি আপনার পুত্র, আপনার শরণাগত, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

(২৬)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

২৫শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

Lumbago (কোমরের বাতে) বড় ভোগাইতেছে, নহিলে ইতিপূর্ব্বেই যাইবার চেষ্টা দেখিতাম। এস্থানে আর মন তিষ্ঠিতেছে না। তিন দিন বাবাজীর স্থান হইতে আসিয়াছি, কিন্তু তিনি দয়া করিয়া প্রায় প্রত্যহই আমার খবর লয়েন। কোমর একটু সারিলেই বাবাজীর নিকট বিদায় লইয়া যাইতেছি। আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(২৭)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৩রা মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র এইমাত্র পাইলাম। আপনি জানেন না—কঠোর বৈদান্তিক মত সত্ত্বেও আমি অত্যন্ত নরম

প্রকৃতির লোক। উহাই আমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। একটুতেই এলাইয়া যাই, কত চেষ্টা করি যে, খালি আপনার ভাবনা ভাবি। কিন্তু বারংবার পরের ভাবনা ভাবিয়া ফেলি। এবার বড় কঠোর হইয়া নিজের চেষ্টার জন্য বাহির হইয়াছিলাম—এলাহাবাদে এক ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ পাইয়া অমনি ছুটিতে হইল। আবার এই হৃষীকেশের খবর—মন ছুটিয়াছে। শ—কে এক টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি, আজিও উত্তর আইসে নাই—এমন স্থান, টেলিগ্রাম আসিতেও এত দেরী! কোমরের বেদনা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, বড় যন্ত্রণা হইতেছে। পওহারীজীর সঙ্গে আর দেখা করিতে কয়েক দিন যাইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার বড় দয়া, প্রত্যহ লোক পাঠাইয়া খবর নেন। কিন্তু এখন দেখিতেছি "উল্টা সমঝ্‌লি রাম"! —কোথায় আমি তাঁহার দ্বারে ভিখারী, তিনি আমার কাছে শিখিতে চাহেন!! বোধ হয়, ইনি এখনও পূর্ণ হয়েন নাই, কর্ম্ম এবং ব্রত এবং আচার অত্যন্ত, এবং বড় গুপ্তভাব। সমুদ্র পূর্ণ হইলে কখনও বেলাবদ্ধ থাকিতে পারে না, নিশ্চিত। অতএব অনর্থক ইঁহাকে উদ্বেজিত করা ঠিক নহে স্থির করিয়াছি; শীঘ্রই বিদায় লইয়া প্রস্থান করিব। কি করি, বিধাতা নরম করিয়া যে কাল করিয়াছেন! বাবাজী ছাড়েন

না, আবার গগন বাবু (ইঁহাকে আপনি বোধ হয় জানেন, অতি ধার্ম্মিক, সাধু এবং সহৃদয় ব্যক্তি) ছাড়েন না। টেলিগ্রামে যদ্যপি আমার যাইবার আবশ্যক হয়, যাইব; যদ্যপি না হয়, দুই চারি দিনে কাশীধামে ভবৎসকাশে উপস্থিত হইতেছি। আপনাকে ছাড়িতেছি না—হৃষীকেশে লইয়া যাইবই, কোন ওজর আপত্তি চলিবে না। শৌচের কথা কি বলিতেছেন? পাহাড়ে জলের অভাব—স্থানের অভাব!! তীর্থ এবং সন্ন্যাসী কলি-কালের!! টাকা খরচ করিলে, সত্রওয়ালারা ঠাকুর ফেলিয়া দিয়া ঘর ছাড়িয়া দেয়, স্থানের কা কথা!! কোনও গোল নাই, এত দিনে গরম আরম্ভ হইয়াছে, তবে কাশীর গরম হইবে না—সে ত ভালই। রাত্রে বেশ ঠাণ্ডা চিরকাল, তাহাতে নিদ্রা উত্তমরূপ হইবারই কথা।

আপনি অত ভয় পান কেন? আমি guarantee (দায়ী), আপনি নিরাপদে ঘর ফিরিবেন এবং কোনও কষ্ট হইবে না। ব্রিটিশ রাজ্যে কষ্ট ফকিরের, গৃহস্থের কোনও কষ্ট নাই, ইহা আমার experience (অভিজ্ঞতা)।

সাধকরে বলি—আপনার সঙ্গে পূর্ব্বের সম্বন্ধ? এক চিঠিতে আমার সকল resolution (সঙ্কল্প)

ভেসে গেলে, আবার সব ফেলে গুটি গুটি কাশী চলিলাম। ইতি—

গ—ভায়াকে ফের এক চিঠি লিখিয়াছি, এবার তাঁহাকে মঠে যাইতে বলিয়াছি। যদি যান, অবশ্যই কাশী হইয়া যাইবেন ও আপনার সহিত দেখা হইবে। আজ কাল কাশীর স্বাস্থ্য কেমন? এস্থানে থাকিয়া আমার ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে সকল উপসর্গ সারিয়াছে, কেবল কোমরের বেদনায় অস্থির, দিন রাত কন্ কন্ করে এবং জ্বালাতন করিতেছে—কেমন করিয়া বা পাহাড়ে উঠিব, ভাবিতেছি। বাবাজীর তিতিক্ষা অদ্ভুত, তাই কিছু ভিক্ষা করিতেছি, কিন্তু উপুড় হস্তের নামটি নাই, খালি গ্রহণ, খালি গ্রহণ! অতএব আমিও প্রস্থান।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আর কোন মিঞার কাছে যাইব না—

"অপনাতে আপনি থেকো, যেওনা মন কারু ঘরে,
যা চাবি তাই বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন এই পরশমণি, যা চাবি তাই দিতে পারে,
ও মন, কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।"

ইতি শ্রীরামপ্রসাদ।

এখন সিদ্ধান্ত এই যে—রামকৃষ্ণের জুড়ি আর নাই,

সে অপূর্ব্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব্ব অহেতুকী দয়া, সে Intense Sympathy (প্রগাঢ় সহানুভূতি) বদ্ধ-জীবনের জন্য—এ জগতে আর নাই। হয়, তিনি অবতার—যেমন তিনি নিজে বলিতেন; অথবা বেদান্তদর্শনে যাহাকে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ লোকহিতায় মুক্তোঽপি শরীরগ্রহণকারী বলা হইয়াছে, নিশ্চিত নিশ্চিত ইতি মে মতিঃ, এবং তাঁহার উপাসনাই পাতঞ্জলোক্ত মহাপুরুষ-প্রণিধানাদ্বা।*

তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গরমঞ্জুর করেন নাই—আমার লক্ষ অপরাধ ক্ষমা করিয়াছেন—এত ভালবাসা আমার পিতামাতায় কখনও বাসে নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য এবং তাঁহার শিষ্যমাত্রেই জানে। বিপদে, প্রলোভনে, ভগবান্ রক্ষা কর, বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহই উত্তর দেয় নাই—কিন্তু এই অদ্ভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজে অন্তর্য্যামিত্বগুণে আমার সকল বেদনা জানিয়া নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহৃত করিয়াছেন। যদি আত্মা অবিনাশী হয়—যদি এখনও তিনি থাকেন, আমি বারংবার প্রার্থনা করি,—

---

* পাতঞ্জলে ঠিক এই সূত্রটী নাই। "বীতরাগবিষয়ং বা চিত্তং" সূত্রটীর তাৎপর্য্য এইরূপ।

হে অপারদয়ানিধে, হে মমৈকশরণদাতা রামকৃষ্ণ ভগবন্ কৃপা করিয়া আমার এই নরশ্রেষ্ঠ বন্ধুবরের সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। আপনার সকল মঙ্গল, এ জগতে কেবল যাঁহাকে অহেতুকদয়াসিন্ধু দেখিয়াছি, তিনিই করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুঃ—পত্রপাঠ উত্তর দিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(২৮)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৮ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইলাম, অতএব আমিও প্রয়াগ যাইতেছি। আপনি প্রয়াগে কোথায় থাকিবেন, অনুগ্রহ করিয়া লিখিবেন। ইতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—

দুই এক দিনের মধ্যে অভেদানন্দ যদ্যপি আইসেন,

তাঁহাকে কলিকাতায় রওনা করিয়া দিলে অত্যন্ত অনু-গৃহীত হইবে।

বিবেকানন্দ।

---

(২৯)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর।

(আনুমানিক তারিখ—মার্চ্চ মাস।)

প্রাণাধিকেষু—

কল্য তোমার পত্র পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। এখানে পওহারীজী নামক যে অদ্ভুত যোগী ও ভক্ত আছেন, এক্ষণে তাঁহারই কাছে রহিয়াছি। ইনি ঘরের বাহির হন না—দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্ত্তা কহেন। ঘরের মধ্যে এক গর্ত্ত আছে, তন্মধ্যে বাস করেন। শুনিতে পাই, ইনি মাস মাস সমাধিস্থ হইয়া থাকেন। ইঁহার তিতিক্ষা বড়ই অদ্ভুত। আমাদের বাঙ্গালা ভক্তির দেশ ও জ্ঞানের দেশ, যোগের বার্ত্তা একেবারে নাই বলিলেই হয়। যাহা কিছু আছে, তাহা কেবল বদ্‌খত্‌ দমটানা ইত্যাদি হঠযোগ—তা ত Gymnastics (কুস্তি)। এইজন্য এই অদ্ভুত রাজ-

যোগীর নিকট রহিয়াছি—ইনি কতক আশাও দিয়াছেন। এখানে একটি বাবুর একটি ছোট্ট বাগানে একটি সুন্দর বাঙ্গলা ঘর আছে; ঐ ঘরে থাকিব। উক্ত বাগান বাবাজীর কুটীরের অতি নিকট। বাবাজীর একজন দাদা ঐখানে সাধুদের সৎকারের জন্য থাকেন, সেই স্থানেই ভিক্ষা করিব। অতএব এ রঙ্গ কতদূর গড়ায়, দেখিবার জন্য এক্ষণে পর্ব্বতারোহণ-সঙ্কল্প ত্যাগ করিলাম। কোমরে দুমাস ধরিয়া একটা বেদনা—বাত (Lumbago)—হইয়াছে, তাহাতেও পাহাড়ে উঠা এক্ষণে অসম্ভব। অতএব বাবাজী কি দেন, পড়িয়া পড়িয়া দেখা যাউক।

আমার motto (মূলমন্ত্র) এই যে, যেখানে যাহা কিছু উত্তম পাই, তাহাই শিক্ষা করিব। ইহাতে বরাহনগরের অনেকে মনে করে যে, গুরুভক্তির লাঘব হইবে। আমি ঐ কথা পাগল এবং গোঁড়ার কথা বলিয়া মনে করি। কারণ, সকল গুরুই এক এবং জগদ্গুরুর অংশ ও আভাসস্বরূপ।

তুমি যদি গাজীপুরে আইস, গোরাবাজারের সতীশ বাবু অথবা গগনবাবুর নিকট আসিলেই আমার সন্ধান পাইবে। অথবা পওহারী বাবা এত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি যে, ইঁহার নাম মাত্রেই সকলেই বলিবে, এবং তাঁহার আশ্রমে

যাইয়া পরমহংসজীর খোঁজ করিলেই সকলে বলিয়া দিবে। মোগলসরাই ছাড়াইয়া দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিয়া Branch Railway (শাখা রেল) একটু আছে; তাহাতে তারিঘাট—গাজীপুরের আড়পারে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া আসিতে হয়।

এক্ষণে আমি গাজীপুরে কিছুদিন রহিলাম; দেখি, বাবাজী কি করেন। তুমি যদি আইস, দুইজনে উক্ত কুটীরে কিছুদিন থাকিয়া পরে পাহাড়ে বা যেথায় হয়, যাওয়া যাইবে। আমি গাজীপুরে আছি, একথা বরাহ-নগরে কাহাকেও লিখিও না। আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে।

সতত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

---

(৩০)

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

(আনুমানিক তারিখ—মার্চ্চ।)

প্রাণাধিকেষু—

এইমাত্র তোমার আর একখানি পত্র পাইলাম—হিজিবিজি বহু কষ্টে বুঝিলাম। পূর্ব্বের পত্রে সমস্ত লিখিয়াছি। তুমি পত্রপাঠ চলিয়া আসিবে। তুমি যে

নেপাল হইয়া তিব্বতের পথ বলিয়াছ, তাহা আমি জানি। যে প্রকার তিব্বতে সহজে কাহাকেও যাইতে দেয় না, ঐ প্রকার নেপালেও কাটামুণ্ড রাজধানী ও দুই এক তীর্থ ছাড়া কাহাকেও কোথাও যাইতে দেয় না। কিন্তু আমার একজন বন্ধু এক্ষণে নেপালের রাজার ও রাজার স্কুলের শিক্ষক—তাঁহার কাছে শুনিয়াছি যে, বৎসর বৎসর যখন নেপাল হইতে চীন দেশে রাজকর যায়, সে সময় লাসা হইয়া যায়। একজন সাধু যোগাড় করিয়া ঐ রকমে লাসা, চীন এবং মাঞ্চুরিয়ায় (North of China [উত্তর চীন])—তারাদেবীর পীঠ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। উক্ত বন্ধু চেষ্টা করিলে আমরাও মান্য ও খাতিরের সহিত তিব্বৎ, লাসা, চীন, সব দেখিতে পারিব। অতএব তুমি অবিলম্বে গাজীপুরে চলিয়া আইস। এথায় আমি বাবাজীর কাছে কিছুদিন থাকিয়া, উক্ত বন্ধুকে চিঠি পত্র লিখিয়া নেপাল হইয়া নিশ্চিত তিব্বতাদি যাইব। কিমধিকমিতি। দিলদারনগর ষ্টেশনে নামিয়া গাজীপুরে আসিতে হয়। দিলদারনগর মোগলসরাই ষ্টেশনের তিন চার ষ্টেশনের পরে। এথায় ভাড়া যোগাড় করিতে পারিলে, পাঠাইতাম; অতএব তুমি যোগাড় করিয়া আইস। গগনবাবু—যাঁহার আশ্রমে আমি আছি—এত ভদ্র, উদার এবং হৃদয়বান্

ব্যক্তি যে কি লিখিব। তিনি কা—র জ্বর শুনিয়া হৃষীকেশে তৎক্ষণাৎ ভাড়া পাঠাইলেন এবং আমার জন্য আরও অনেক ব্যয় করিয়াছেন। এ অবস্থায় আবার তাঁহাকে কাশ্মীরের ভাড়ার জন্য ভারগ্রস্ত করা সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম নহে জানিয়া নিরস্ত হইলাম। তুমি যোগাড় করিয়া পত্রপাঠ চলিয়া আইস। অমরনাথ দেখিবার বাতিক এখন থাক্। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৩১)

ঈশ্বরো জয়তি।

গাজীপুর।

৩১শে মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আমি কয়েক দিবস এস্থানে ছিলাম না এবং অদ্যই পুনর্ব্বার চলিয়া যাইব। গ—ভায়াকে এস্থানে আসিতে লিখিয়াছি। যদি আইসেন, তাহা হইলে তৎসহ আপনার সন্নিধানে যাইতেছি। কতকগুলি বিশেষ কারণবশতঃ এস্থানের কিয়দ্দূরে এক গ্রামে গুপ্তভাবে কিছুদিন থাকিব, সে স্থান হইতে পত্র লিখিবার কোনও সুবিধা নাই। এই জন্যই আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। গ—ভায়া

বোধ করি আসিতেছেন, না হইলে আমার পত্রের উত্তর আসিত। অভেদানন্দ ভায়া কাশীতে প্রিয় ডাক্তারের নিকট আছেন। আর একটি গুরুভাই আমার নিকটে ছিলেন, তিনি অভেদানন্দের নিকট গিয়াছেন। তাঁহার পৌঁছ সংবাদ পাই নাই। তাঁহারও শরীর ভাল নহে, তজ্জন্য অত্যন্ত চিন্তিত আছি। তাঁহার সহিত আমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, অর্থাৎ আমার সঙ্গ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছি। কি করি, আমি বড়ই দুর্ব্বল, বড়ই মায়া-সমাচ্ছন্ন—আশী-র্ব্বাদ করুন, যেন কঠিন হইতে পারি। আমার মানসিক অবস্থা আপনাকে কি বলিব, মনের মধ্যে নরক দিবা-রাত্রি জ্বলিতেছে—কিছুই হইল না, এ জন্ম বুঝি বিফলে গোলমাল করিয়া গেল, কি করি, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। বাবাজী মিষ্ট মিষ্ট বুলি বলেন, আর আটকাইয়া রাখেন। আপনাকে কি বলিব, আমি আপ-নার চরণে শত শত অপরাধ করিতেছি—অন্তর্যাতনায় ক্ষিপ্ত ব্যক্তির কৃত বলিয়া সে সকল মার্জ্জনা করিবেন। অভেদানন্দের রক্তামাশয় হইয়াছে। কৃপা করিয়া যদি তাঁহার তত্ত্ব লন এবং যিনি এস্থান হইতে গিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে যদি মঠে ফিরিয়া যাইতে চান, পাঠাইয়া দিলে বিশেষ অনুগৃহীত হইব। আমার গুরুভ্রাতারা

আমাকে অতি নির্দ্দয় ও স্বার্থপর বোধ করিতেছেন। কি করি, মনের মধ্যে কে দেখিবে? আমি দিবারাত্র কি যাতনা ভুগিতেছি, কে জানিবে? আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় আমার হয়। আমার শতকোটি প্রণাম জানিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—প্রিয় ডাক্তারের বাটী সোণারপুরাতে অভেদানন্দ আছেন। আমার কোমরের বেদনা সেই প্রকারই আছে।

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(৩২)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজীপুর।

২রা এপ্রেল, ১৮৯০।

ভাই কা—

তোমার, প্রমদাবাবুর ও বা—র হস্তাক্ষর পাইয়াছি। আমি এস্থানে একরকম মন্দ নাই। তোমার আমাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে, আমারও বড় ঐরূপ হয়, সেই

ভয়েই যাইতে পারিতেছি না—তার উপর বাবাজী বারণ করেন। দুই চারি দিনের বিদায় লইয়া যাইতে চেষ্টা করিব। কিন্তু ভয় এই—তাহা হইলে একবারে হৃষী-কেশী টানে পাহাড়ে টানিয়া তুলিবে—আবার ছাড়ান বড় কঠিন হইবে, বিশেষ আমার মত দুর্ব্বলের পক্ষে। কোমরের বেদনাটাও কিছুতেই সারে না—বালাই। তবে অভ্যাস পড়ে আস্‌ছে। প্রমদা বাবুকে আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবে, তিনি আমার শরীর ও মনের বড় উপকারী বন্ধু ও তাঁহার নিকট আমি বিশেষ ঋণী। যাহা হয় হইবে। ইতি—

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

(৩৩)

(সম্ভবতঃ গাজীপুর হইতে, এপ্রিলের

প্রথম সপ্তাহে লিখিত।)

পূজ্যপাদেষু—

মহাশয়, বৈরাগ্যাদি সম্বন্ধে আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি কোথায় পাইব? তাহারই চেষ্টায় ভবঘুরেগিরি করিতেছি। যদি কখনও যথার্থ

বৈরাগ্য হয়, মহাশয়কে বলিব; আপনিও যদি কিছু পান, আমি ভাগীদার আছি মনে রাখিবেন। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

---

(৩৪)

রামকৃষ্ণো জয়তি।

বরাহনগর।

১০ই মে, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

বহুবিধ গোলমালে এবং পুনরায় জ্বর হওয়ায় আপনাকে পত্র লিখিতে পারি নাই। অভেদানন্দের পত্রে আপনার কুশল অবগত হইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। গ—ভায়া বোধ হয় এতদিনে ৺কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এ স্থানে এ সময়ে যমরাজ বহু বন্ধু এবং আত্মীয়কে গ্রাস করিতেছেন, তজ্জন্য বিশেষ ব্যস্ত আছি। নেপাল হইতে আমার কোন পত্রাদি বোধ হয় আইসে নাই। বিশ্বনাথ কখন এবং কিরূপে আমাকে rest (বিশ্রাম) দিবেন জানি না। একটু গরম কমিলেই এ স্থান হইতে পলাইতেছি, কোথা যাই বুঝিতে

পারিতেছি না। আপনি আমার জন্য ৺বিশ্বনাথ সকাশে প্রার্থনা করিবেন, শূলী যেন আমাকে বল দেন। আপনি ভক্ত, এবং "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ" ইতি ভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া আপনাকে বিনয় করিতেছি। কিমধিকমিতি—

দাস

বিবেকানন্দ।

(৩৫)

ঈশ্বরো জয়তি।

৫৭ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট,

বাগবাজার, কলিকাতা।

২৬শে মে, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

বহু বিপদ্‌ঘটনার আবর্ত্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি ; বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার যুক্তাযুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা বিবেচনা করিয়া উত্তর দিয়া কৃতার্থ করিবেন।

১। প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি রামকৃষ্ণের গোলাম—তাঁহাকে "দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিনু" করিয়াছি। তাঁহার নিদেশ লঙ্ঘন করিতে

পারি না। সেই মহাপুরুষ যত্তপি ৪০ বৎসর যাবৎ এই কঠোর ত্যাগ, বৈরাগ্য, পবিত্রতা এবং কঠোরতম সাধন করিয়া ও অলৌকিক জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম ও বিভূতিবান্ হইয়াও অকৃতার্থ হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের আর কি ভরসা? অতএব তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

২। আমার উপর তাঁহার নিদেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগিমণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে, এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আসুক, লইতে রাজি আছি।

৩। তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবক-মণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভার-প্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে গেল, সে আলাহিদা কথা—কিন্তু সে বেড়ান মাত্র—তাঁহার মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ—তাঁহার ইতস্ততঃ বিচরণ সাজে। যতক্ষণ না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন হওয়া উচিত। আপনা অপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিষ্টজনক।

৪। অতএব উক্ত নিদেশক্রমে তাঁহার সন্ন্যাসিমণ্ডলী

বরাহনগরে একটি পুরাতন জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন, এবং স্নরেশচন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্ব্বাহ এবং বাটী ভাড়া দিতেন।

৫। নানা কারণে ভগবান্ রামকৃষ্ণের শরীর অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে, উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদির এবং প্রতিকৃতির যথানিয়মে আমাদিগের মঠে প্রত্যহ পূজা হইয়া থাকে এবং আমার এক ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব গুরুভ্রাতা উক্ত কার্য্যে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পূজাদির ব্যয়ও উক্ত দুই মহাত্মা বহন করিতেন।

৬। যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও বঙ্গভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যিনি সেই জন্যই অধিকাংশ ত্যাগি শিষ্যমণ্ডলী university men (বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণ) হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির

সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে?

৭। পূর্ব্বোক্ত দুই মহাত্মার নিতান্ত ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্য-বৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০৲ টাকা দিয়াছিলেন; এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি কল্য রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদ আপনি পূর্ব্ব হইতেই জানেন।

৮। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই (বঙ্গদেশের লোকের কথা অনেক, কাজে এগোয় না, আপনি জানেন)। তাঁহারা সন্ন্যাসী; তাঁহারা এইক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইতেছে, এবং ভগবান্ রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

৯। ১০০০৲ টাকায় কলিকাতার সন্নিকটে গঙ্গাতীরে জমি এবং মন্দির হওয়া অসম্ভব, অন্যূন ৫।৭ হাজার টাকার কমে জমি হয় না।

১০। আপনি এক্ষণে রামকৃষ্ণের শিষ্যদিগের

একমাত্র বন্ধু এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার মান এবং সম্ভ্রম এবং আলাপও যথেষ্ট; আমি প্রার্থনা করিতেছি যে আপনার যদি অভিরুচি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপী ধার্ম্মিক ধনবান্‌দিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্য্য নির্ব্বাহ করা আপনার উচিত কি না বিবেচনা করিবেন। যদি ভগবান্ রামকৃষ্ণের সমাধি এবং তাঁহার শিষ্যদিগের বঙ্গদেশে গঙ্গাতটে আশ্রয়স্থান হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎসকাশে উপস্থিত হইব এবং এই কার্য্যের জন্য, আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। বিশেষ বিবেচনা এবং বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কথা অনুধাবন করিবেন। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান, সৎকুলোদ্ভুত যুবা সন্ন্যাসিগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের Ideal (আদর্শ) ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের "অহো দুর্দ্দৈবম্।"

১১। যদি বলেন, "আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?"—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম তাঁহার জন্ম ও সাধনভূমিতে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনুমাত্র

সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি। আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আপনাকে বলিয়া আসিয়াছি, আপনার বিচারে যাহা হয় করিবেন।

১২। যদি বলেন যে ৺কাশী আদি স্থানে আসিয়া করিলে সুবিধা হয়, আপনাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার জন্মভূমে এবং সাধনভূমে তাঁহার সমাধি হইবে না, কি পরিতাপ! বঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ত্যাগ কাহাকে বলে, এদেশের লোকে স্বপ্নেও ভাবে না, কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থিমজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান্ এদেশে বৈরাগ্য ও অসংসারিত্ব প্রেরণ করুন। এ দেশের লোকের কিছুই নাই, পশ্চিম দেশের লোকের, বিশেষ ধনীদিগের, এ সকল কার্য্যে অনেক উৎসাহ—আমার বিশ্বাস। যাহা বিবেচনা হয় উত্তর দিবেন। গ—আজিও পৌঁছান নাই—কালি হয়ত আসিতে পারেন। তাঁহাকে দেখিতে বড়ই উৎকণ্ঠা। ইতি—

পুঃ—উল্লিখিত ঠিকানায় পত্র দিবেন।

দাস

বিবেকানন্দ।

(৩৬)

রামকৃষ্ণো জয়তি।

বাগবাজার, কলিকাতা।

৪ঠা জুন, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু—

আপনার পত্র পাইয়াছি। আপনার পরামর্শ অতি বুদ্ধিমানের পরামর্শ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি—তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে—বড় ঠিক কথা। আমরাও এস্থানে ওস্থানে দুই চারিজন করিয়া ছড়াইতেছি। গ—ভায়ার দুইখানি পত্র আমিও পাইয়াছি—ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়া গগন বাবুর বাটীতে আছেন এবং গগনবাবু তাঁহার বিশেষ সেবা ও যত্ন করিতেছেন। আরোগ্য হইয়াই আসিবেন।

আপনি আমাদের সংখ্যাতীত দণ্ডবৎ জানিবেন। ইতি

দাস

বিবেকানন্দ।

পুঃ—অভেদানন্দ প্রভৃতি সকলে ভাল আছেন।

ইতি—

বি—

(৩৭)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

বাগবাজার, কলিকাতা।

৬ই জুলাই, ১৮৯০।

প্রিয়—

তোমাদের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। শুনিতে পাই, আলমোড়া এই সময়েই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর, তথাপি তোমার জ্বর হইয়াছে; আশা করি, ম্যালেরিয়া নহে। —র নামে যা লিখিয়াছ, তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। সে যে তিব্বতে যাহা তাহা খাইয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা কথা। ** আর টাকা তোলার কথা লিখিয়াছ—সে ব্যাপারটা এই—তাহাকে মাঝে মাঝে উদাসী বাবা নামে এক ব্যক্তির জন্য ভিক্ষা করিতে এবং তাহার রোজ বার আনা, এক টাকা করিয়া ফলাহার যোগাইতে হইত।— বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ব্যক্তি একজন পাকা মিথ্যাবাদী, কারণ, সে যখন ঐ ব্যক্তির সহিত প্রথম যায়, তখনই সে তাহাকে বলিয়াছিল যে, হিমালয়ে কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়। আর—এই সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য জিনিস এবং স্থান না দেখিতে পাইয়া তাহাকে পুরাদস্তুর মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিয়াছিল, কিন্তু তথাপি

তাহার যথেষ্ট সেবা করিয়াছিল। তা—ইহার সাক্ষী। বাবাজীর চরিত্র সম্বন্ধেও সে সন্দেহের যথেষ্ট কারণ পাইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার এবং তা—র সহিত শেষ সাক্ষাৎ হইতেই সে উদাসীর উপর সম্পূর্ণ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিল এবং এই জন্যই উদাসী প্রভুর এত রাগ। আর পাণ্ডারা—সে পাজীগুলা একেবারে পশু; তুমি তাহাদের এতটুকুও বিশ্বাস করিও না।

আমি দেখিতেছি যে,—এখনও সেই আগেকার মত কোমল-প্রকৃতির শিশুটীই আছে, এই সব ভ্রমণের ফলে তাহার ছট্‌ফটে ভাবটা একটু কমিয়াছে; কিন্তু আমাদের এবং আমাদের প্রভুর প্রতি তাহার ভালবাসা বাড়িয়াছে বই কমে নাই।—নির্ভীক, সাহসী, অকপট এবং দৃঢ়নিষ্ঠ।

শুধু এমন একজন লোক চাই, যাহাকে সে আপনা হইতে ভক্তিভাবে মানিয়া চলিবে, তাহা হইলেই সে একজন অতি চমৎকার লোক হইয়া দাঁড়াইবে।

আমার দেশে আসিবার অথবা গাজীপুর পরিত্যাগ করিবারও ইচ্ছা ছিল না কিন্তু কা—র পীড়ার সংবাদে আমাকে কাশী আসিতে হইল এবং ব— র আকস্মিক মৃত্যু আমায় কলিকাতা টানিয়া আনিল। দেখিতেছ, তাহারা দুই জনেই ইহলোক হইতে চলিয়া গেল।—

মঠের খরচ চালাইতেছেন এবং আপাততঃ ভালয় ভালয় দিন গুজরান হইয়া যাইতেছে। আমি শীঘ্রই (অর্থাৎ ভাড়ার টাকাটা জোগাড় হইলেই) আলমোড়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। সেখান হইতে গঙ্গাতীরে গাড়োয়ালের কোন এক স্থানে গিয়া দীর্ঘকাল অবস্থান করিবার ইচ্ছা এবং—আমার সঙ্গে যাইতেছে। বলিতে কি, আমি শুধু এই বিশেষ উদ্দেশ্যেই তাঁহাকে কাশ্মীর হইতে নামাইয়া আনিয়াছি।

আমার মনে হয়, তোমাদের কলিকাতা আসিবার জন্য অত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। ঘোরা যথেষ্ট হইয়াছে। উহা ভাল বটে, কিন্তু দেখিতেছি, তোমরা এ পর্য্যন্ত একমাত্র যে জিনিসটী তোমাদের করা উচিত ছিল, সেইটীই কর নাই, অর্থাৎ কোমর বাঁধো এবং বৈঠ্ যাও। আমার মতে জ্ঞান জিনিসটা মনে করিলেই হয় না। আমার দৃঢ় ধারণা যে, কোন যুগেই দুই চারিজনের অধিক লোক জ্ঞানলাভ করে না, এবং সেই হেতু আমাদের ক্রমাগত এ বিষয়ে লাগিয়া পড়িয়া থাকা এবং অগ্রসর হইয়া যাওয়া উচিত; তাহাতে মৃত্যু হয়, সেও স্বীকার। এই আমার পুরাণ চাল, জানই ত। আর আজকালকার সন্ন্যাসীদের মধ্যে জ্ঞানের যে ধারণা, তাহা যে ঠকবাজি, তাহার আমি বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছি। সুতরাং তোমরা

নিশ্চিন্ত থাক এবং বীর্য্যবান্ হও।—রা—র সঙ্গে বৃন্দাবনে আছে—সোনা প্রভৃতি তৈয়ারি করিতে শিখিয়াছে, আর একজন পাকা জ্ঞানী হইয়া উঠিয়াছে, রা—লিখিতেছে। ভগবান্ তাহাকে আশীর্ব্বাদ করুন এবং তোরাও বল্ শান্তিঃ! শান্তিঃ!

আমি এখন একরকম ভালই আছি, আর গাজীপুর হইতে যে সকল কাজ করিব বলিয়া এখানে আসিয়াছি, তাহা শেষ করিতে কিছুকাল লাগিবে। সেই আগেও যেরূপ বোধ হইত, আমি এখানে যেন কতকটা ভীমরুলের চাকের মধ্যে রহিয়াছি। এক দৌড়ে ঐ অঞ্চলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছি। এবার আর পওহারী ইত্যাদি কাহারও কাছে নহে, তাহারা কেবল লোককে নিজ উদ্দেশ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়া দেয়। একেবারে উপরে যাইতেছি। ওখানে জল হাওয়া কিরূপ লাগিতেছে? শীঘ্র লিখিও। সা—, বিশেষ করিয়া তোমার আসিয়া কাজ নাই। একটা জায়গায় সকলে মিলিয়া গুলতোন করায় আর আত্মোন্নতির মাথা খাওয়ায় কি ফল? মূর্খ ভবঘুরে হইও না,—উহা ভাল বটে, কিন্তু বীরের মত অগ্রসর হও। "নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষাঃ" ইত্যাদি (১)

---

(১) নির্ম্মাণমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্ম নত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।

ভাল কথা, তোমার আগুনে ঝাঁপ দিবার ইচ্ছা হইল কেন? যদি দেখ যে, হিমালয়ে সাধনা হইতেছে না, আর কোথাও যাও না।

এই যে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়াছ, ইহাতে তুমি যে নামিয়া আসিবার জন্য উতলা হইয়াছ, শুধু মনের এই দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাইতেছে। শক্তিমান্, উঠ এবং বীর্য্যবান্ হও। ক্রমাগত কাজ করিয়া যাও, বাধা-বিপত্তির সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হও। অলমিতি।

এখানকার সমস্ত মঙ্গল, শুধু বা—র একটু জ্বর হইয়াছে।

তোমাদেরই

বিবেকানন্দ।

দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তা সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥

যাঁহাদের অভিমান ও মোহ অপগত হইয়াছে, যাঁহারা আশক্তি-রূপ দোষ জয় করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মজ্ঞানে নিষ্ঠাবান্, যাঁহাদের কামনাসকল বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, যাঁহারা সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন, সেই সকল বিগতমোহ ব্যক্তিই সেই অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন। গীতা—১৫,৫।

(৩৮)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

৩৯নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট।
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম।

মহাশয়—

পুস্তিকাগুলি ও গীতাখানি পাঠানর জন্য বহু ধন্যবাদ।

ভবদীয়—বিবেকানন্দ।

(৩৯)

আলমোড়া।
৩০শে মে, ১৮৯৭।

সুহৃদ্বরেষু—

শুনিতেছি, অপরিহার্য্য সাংসারিক দুঃখ আপনার উপর পড়িয়াছে। আপনি জ্ঞানবান্, দুঃখ কি করিতে পারে? তথাপি ব্যবহারিকে বন্ধু-জন-কর্ত্তব্যবোধে এ কথার উল্লেখ। অপিচ, ঐ সকল ক্ষণ অনেক সময় সমধিক অনুভব আনয়ন করে। কিয়ৎকালের জন্য যেন বাদল সরিয়া যায় ও সত্য-সূর্য্যের প্রকাশ হয়। কাহারও বা অর্দ্ধেক বন্ধন খুলিয়া যায়। সকল বন্ধন অপেক্ষা মানের বন্ধন বড় দৃঢ়—লোকের ভয় যমের ভয় অপেক্ষাও অধিক; তাও যেন একটু শ্লথ হইয়া পড়ে। মন যেন

অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পায় যে, লোকের কথা মতামত অপেক্ষা অন্তর্য্যামী প্রভুর কথা শুনাই ভাল। আবার মেঘ ডাকে, এই ত মায়া। যদিও বহুদিবস যাবৎ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পত্রাদি ব্যবহার হয় নাই, তথাপি অন্যের নিকট মহাশয়ের সকল সংবাদই প্রায় প্রাপ্ত হই। মধ্যে মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক এক গীতার অনুবাদ ইংলণ্ডে আমায় প্রেরণ করেন। তাহার মলাটে এক ছত্র ভবৎ হস্ত-লিপি মাত্র ছিল। শুনিলাম, তাহার উত্তর-পত্রে অতি অল্প কথা থাকায় মহাশয়ের মনে আপনার প্রতি আমার অনুরাগের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সন্দেহ হইয়াছে।

উক্ত সন্দেহ অমূলক জানিবেন। অল্প কথা লিখিবার কারণ এই যে, চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইংরাজি গীতার মলাটে ঐ এক ছত্র মাত্র আপনার হস্তলিপি দেখিলাম। তাহাতে বোধ হইল যে, আপনার যখন অধিক লিখিবার অবকাশ নাই, তখন পড়িবার আবকাশ কি হইবে? দ্বিতীয়তঃ শুনিলাম, গৌরচর্ম্মবিশিষ্ট হিন্দু-ধর্ম্ম-প্রচারকেরই আপনি বন্ধু, দেশী নচ্ছার কালা আদমী আপনার নিকট হেয়, সে ভয়ও ছিল। তৃতীয়তঃ, আমি ম্লেচ্ছ শূদ্র ইত্যাদি, যা তা খাই, যার তার সঙ্গে খাই,—প্রকাশ্যে সেখানে এবং এখানে। তা ছাড়া মতেরও বহু বিকৃতি উপস্থিত—এক নির্গুণ ব্রহ্ম বেশ বুঝিতে পারি, আর

তাহারই ব্যক্তিবিশেষে বিশেষ প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি—ঐ সকল ব্যক্তি-বিশেষের নাম ঈশ্বর যদি হয় ত বেশ বুঝিতে পারি—তদ্ভিন্ন কাল্পনিক জগৎকর্ত্তা ইত্যাদি হাস্যকর প্রবন্ধে বুদ্ধি যায় না।

ঐ প্রকার ঈশ্বর জীবনে দেখিয়াছি এবং তাঁহারই আদেশে চলিতেছি। স্মৃতি-পুরাণাদি সামান্যবুদ্ধি মনুষ্যের রচনা, ভ্রম, প্রমাদ, ভেদবুদ্ধি ও দ্বেষবুদ্ধিতে পরিপূর্ণ। তাহার যেটুকু উদার ও প্রীতিপূর্ণ, তাহাই গ্রাহ্য, অপরাংশ ত্যাজ্য। উপনিষদ্ ও গীতা যথার্থ শাস্ত্র—রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য, নানক, কবীরাদিই যথার্থ অবতার; কারণ, ইঁহাদের হৃদয় আকাশের ন্যায় অনন্ত ছিল—সকলের উপর রামকৃষ্ণ। রামানুজ শঙ্করাদি সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পণ্ডিতজী মাত্র! সে প্রীতি নাই—পরের দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় কাঁদে নাই—শুষ্ক পণ্ডিতাই—আর আপনি তাড়াতাড়ি মুক্ত হইব!! তাহা কি হয় মহাশয়? কখনও হইয়াছে, না হইবে? "আমির" লেশমাত্র থাকিতে কি কিছু হইবে?

অপর এক মহা বিপ্রতিপত্তি—আমার দিন দিন দৃঢ় ধারণা এই যে, জাতি-বুদ্ধিই মহা ভেদকরী ও মায়ার মূল—জন্মগত বা গুণগত সর্ব্বপ্রকার জাতিই বন্ধন। কোন কোন বন্ধু বলেন—তা মনে মনে থাক—বাহিরে, ব্যবহারিকে, জাতি আদি রাখিতে হইবে বৈকি। * * *

মনে মনে অভেদবুদ্ধি (পেটে পেটে যার নাম বুঝি), আর বাহিরে পিশাচ-নৃত্য—অত্যাচার-উৎপীড়ন—গরীবের যম, আর চণ্ডালও যদি বড় মানুষ হয়, তিনি ধর্ম্মের রক্ষক ! ! !

তাহাতে আমি পড়িয়া শুনিয়া দেখিতেছি যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম শূদ্রের জন্য নহে, সে যদি খাওয়া-দাওয়া বিচার বা বিদেশগমনাদি বিচার করে ত তাহাতে কোন ফল নাই, বৃথা পরিশ্রম মাত্র। আমি শূদ্র, ম্লেচ্ছ—আমার আর ও সব হাঙ্গামে কাজ কি ? আমার ম্লেচ্ছের অন্নে বা কি, আর হাড়ীর অন্নে বা কি ? আর জাতি ইত্যাদি উন্মত্ততা যাজকদের লিখিত গ্রন্থেই পাওয়া যায়—ঈশ্বরপ্রণীত গ্রন্থে নাই। যাজকদের পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তি তাঁহারাই ভোগ করুন, ঈশ্বরের বাণী আমি অনুসরণ করি, তাহাতেই আমার কল্যাণ হইবে।

আর এক কথা বুঝিয়াছি যে, পরোপকারই ধর্ম্ম, বাকি যাগ-যজ্ঞ সব পাগলাম—নিজের মুক্তি ইচ্ছাও অন্যায়। যে পরের জন্য সব দিয়াছে, সেই মুক্ত হয়, আর যারা "আমার মুক্তি" "আমার মুক্তি" করিয়া দিন-রাত মাথা ভাবায়, তাহারা "ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ"হইয়া বেড়ায়, তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই পাঁচ রকম ভাবিয়া মহাশয়কে পত্রাদি লিখিতে ভরসা হয় নাই।

এ সব সত্ত্বেও যদি আপনার প্রীতি আমার উপর থাকে, বড়ই আনন্দের বিষয় বোধ করিব। ইতি—

দাস
বিবেকানন্দ।

(৪০)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আবু পাহাড়।
১৮৯০।

প্রীতিভাজনেষু—

মন যে দিকেই যাউক না কেন নিয়মিত জপ করিতে থাকিবে। হ—কে বলিও যে, সে যেন প্রথমে বাম নাসায়, পরে দক্ষিণ নাসায়, এবং পুনরায় বাম নাসায়, এইক্রমে প্রাণায়াম করে। বিশেষ পরিশ্রমের সহিত সংস্কৃত শিখিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
বিবেকানন্দ।

(৪১)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আজমীঢ়।

১৪ই এপ্রিল, ১৮৯১।

* * পবিত্র এবং নিঃস্বার্থ হইতে চেষ্টা করিও—উহাতেই সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত। * *

বিবেকানন্দ।

---

(৪২)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

আবু।

৩০ এপ্রিল, ১৮৯১।

প্রীতিভাজনেষু—

তুমি কি সেই ব্রাহ্মণ বালকটীর উপনয়ন সম্পন্ন করিয়াছ? তুমি সংস্কৃত পড়িতেছ কি? কতদূর অগ্রসর হইলে? আশা করি প্রথমভাগ নিশ্চয়ই শেষ করিয়া থাকিবে। * * তুমি শিবপূজা পরিশ্রমের সহিত করিতেছ ত? যদি না করিয়া থাক ত করিতে চেষ্টা করিও। "তোমরা প্রথমে ভগবানের রাজ্য অন্বেষণ কর, তাহা হইলেই সব পাইবে।" ভগবানকে অনুসরণ করিলেই ধনসম্মান তোমার উপরি পাওনা হইবে। * * কমাণ্ডার

সাহেবদ্বয়কে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইবে; তাঁহারা উচ্চপদস্থ হইয়াও আমার ন্যায় একজন দরিদ্র ফকিরের প্রতি এরূপ সদয়ব্যবহার করিয়াছিলেন। বৎসগণ, ধর্ম্মের রহস্য—আচরণে, ফাঁকা মতবাদে নহে। সৎ হওয়া এবং সৎ ব্যবহার করা—উহাতেই সমগ্র ধর্ম্ম নিহিত। যে শুধু 'প্রভু, প্রভু' বলিয়া চীৎকার করে সে নহে, কিন্তু যে সেই পরমপিতার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করে সেই ধার্ম্মিক। আলোয়ারবাসী যুবকগণ তোমরা যে কয়জন আছ সকলেই উপযুক্ত লোক, এবং আমি আশা করি যে অচিরেই তোমাদের অনেকেই সমাজের অলঙ্কারস্বরূপ এবং জন্মভূমির কল্যাণের হেতুভূত হইয়া উঠিবে। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—যদিই বা মাঝে মাঝে সংসারের এক আধটু ধাক্কা খাও তথাপি বিচলিত হইও না, নিমিষেই উহা চলিয়া যাইবে এবং পুনরায় সব ঠিক ঠাক হইয়া যাইবে।

(৪৩)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

যুক্তপ্রদেশ, আমেরিকা।

প্রীতিভাজনেষু—

* * সাধুতাই শ্রেষ্ঠ নীতি, এবং ধার্ম্মিক লোকের জয় হইবেই। * * বৎস, সর্ব্বদা মনে রাখিও আমি যতই ব্যস্ত, যতই দূরে অথবা যত উচ্চপদস্থ লোকের সঙ্গেই থাকিনা কেন, আমি সর্ব্বদাই আমার বন্ধুবর্গের প্রত্যেকের—যিনি সর্ব্বাপেক্ষা সামান্যপদস্থ তাঁহারও—জন্য প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি এবং স্মরণ রাখিতেছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

(৪৪)

(জনৈক ভারতীয় বন্ধুকে লিখিতে; এই বন্ধুটী তাঁহাকে আমেরিকায় সাহায্য করিয়াছিলেন)

আমেরিকা।

১৮৯৪।

জনৈক সংস্কৃত কবি বলিয়াছেন, "ন গৃহং গৃহমিত্যাহু-র্গৃহিণী গৃহমুচ্যতে"—গৃহকে গৃহ বলে না, গৃহিণীকেই

গৃহ বলা হয়—ইহা কত সত্য! যে গৃহচ্ছাদ তোমায় শীত-গ্রীষ্মবর্ষা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে, তাহার দোষগুণ বিচার করিতে হইলে উহা যে স্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া আছে তাহা দেখিলে চলিবে না,—হউক না তাহারা অতি মনোহর কারুকার্য্যময় 'করিন্থিয়ান' স্তম্ভ। উহার বিচার করিতে হইবে উহার কেন্দ্রস্থানীয় সেই চৈতন্যময় প্রকৃত স্তম্ভের দ্বারা—যাহা গৃহস্থালার প্রকৃত অবলম্বন, —আমি নারীগণের কথা বলিতেছি। সেই আদর্শের দ্বারা বিচার করিলে আমেরিকার পারিবারিক জীবন জগতের যে কোন স্থানের পারিবারিক জীবনের সহিত তুলনায় হীনপ্রভ হইবে না।

আমি আমেরিকার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে অনেক বাজে গল্প শুনিয়াছি—শুনিয়াছি নাকি সেখানে নারী-গণের নারীর মত চালচলন নহে, তাহারা নাকি স্বাধীনতা-তাণ্ডবে উন্মত্ত হইয়া পারিবারিক জীবনের সকল সুখশান্তি পদদলিত করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং আরও ঐ প্রকারের নানা আজগুবি কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে একবৎসর কাল আমেরিকার পরিবার ও আমেরিকার নরনারীগণের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া দেখিতেছি ঐ প্রকারের মতামত কি ভয়ঙ্কর অমূলক ও ভ্রান্ত! আমেরিকাবাসিনী নারীগণ!

তোমাদের ঋণ আমি শত জন্মেও পরিশোধ করিতে পারিব না। তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা আমি ভাষায় প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না। প্রাচ্য মানবের সুগভীর কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের একমাত্র উপযুক্ত ভাষা প্রাচ্য অতিশয়োক্তিই,—

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখিত যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং—"

—যদি সাগর মস্যাধার, হিমালয় পর্ব্বত মসী, পারিজাতশাখা লেখনী, পৃথিবী পত্র হয়, এবং স্বয়ং সরস্বতী লেখিকা হইয়া অনন্তকাল ধরিয়া লিখিতে থাকেন,—তথাপি এ সকল তোমাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অসমর্থ হইবে।

গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দ্দকশূন্য, পরিব্রাজক প্রচারক রূপে এদেশে আসি। সেই সময় আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান, এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে, সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের নিজেদের যাজককুল এই "বিপজ্জনক বিধর্ম্মীকে" ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত

করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই "অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর (হয়ত বা বিপজ্জনক চরিত্রের ;" সঙ্গ ত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্র রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে দক্ষতরা,—কারণ, নির্ম্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।

কত শত সুন্দর পারিবারিক জীবন আমি দৃষ্টিগোচর করিয়াছি,—কত শত জননী দেখিয়াছি যাঁহাদের নির্ম্মল চরিত্রের, যাঁহাদের নিঃস্বার্থ অপত্যস্নেহের বর্ণনা করিবার ভাষা নাই,—কত শত কন্যা ও কুমারী দেখিয়াছি যাহারা "ডায়ানা দেবীর ললাটস্থ তুষারকণিকার ন্যায় নির্ম্মল," আবার বিলক্ষণ শিক্ষিতা এবং সর্ব্ববিধ মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসম্পন্না। তবে কি আমেরিকার নারীগণ সকলেই দেবীস্বরূপা? তাহা নহে; ভাল মন্দ সকল স্থানেই আছে। কিন্তু যাহাদিগকে আমরা অসৎ নামে অভিহিত করি, জাতির সেই অপগণ্ডগুলির দ্বারা তৎসম্বন্ধে ধারণা করিলে চলিবে না; কারণ, উহারা ত আগাছার মত পশ্চাতে পড়িয়াই থাকে; যাহা সৎ, উদার ও পবিত্র তাহা দ্বারাই জাতীয় জীবনের নির্ম্মল ও সতেজ প্রবাহ নিরূপিত হইয়া থাকে।

একটী আপেল গাছ ও তাহার ফলের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে তুমি কি যে সকল অপক্ক, অপরিণত কীটদষ্ট ফল মাটীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া থাকে—যদিও তাহারা কখনও কখনও সংখ্যায় অধিকই হইয়া থাকে—তাহাদের সাহায্য লও? যদি একটীও সুপক্ক ও পরিপুষ্ট ফল পাওয়া যায় তবে সেই একটীর দ্বারাই ঐ আপেল গাছের শক্তি, সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্য অনুমিত হয়—যে শত শত ফল অপরিণতই রহিয়া গিয়াছে, তাহাদের দ্বারা নহে।

তার পর, আমি আমেরিকার আধুনিক রমণীগণের উদারমনের প্রশংসা করি। আমি এদেশে অনেক উদার-মনা পুরুষও দেখিয়াছি (তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণসম্প্রদায়ভুক্ত); তবে একটী প্রভেদ আছে—পুরুষগণের পক্ষে একটী বিপদাশঙ্কা এই যে তাঁহারা উদারমনা হইতে গিয়া নিজেদের ধর্ম্ম খোয়াইয়া বসিতে পারেন; কিন্তু নারীগণ যেখানে যাহা কিছু ভাল আছে তাহার প্রতি সহানুভূতিহেতু এই উদারতা লাভ করিয়া থাকেন, অথচ তাঁহাদের নিজ ধর্ম্ম হইতে বিন্দু-মাত্রও বিচলিত হন না। তাঁহারা প্রাণে প্রাণে স্বতঃই অনুভব করেন যে ইহা একটী ইতিবাচক (positive) ব্যাপার, নেতিবাচক (negative) নহে; যোগের

ব্যাপার, বিয়োগের নহে। তাঁহারা প্রতিদিন এই সত্যটী হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন যে, প্রত্যেক জিনিসের "হাঁ" এর দিকটীই, ইতিবাচক দিকটীই, সঞ্চিত থাকে এবং প্রকৃতির এই ইতিবাচক বা অস্তিবাচক—এবং এই হেতু চিত্ত-গঠনকারী,—শক্তিসমূহের একত্রীকরণ দ্বারাই পৃথিবীর নেতিবাচক বা নাস্তি-বাচক অংশগুলি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চিকাগোর সেই বিশ্ব-মহামেলা কি অদ্ভুত ব্যাপার! আর সেই ধর্ম্ম-মহামেলা— যাহাতে পৃথিবীর সকল দেশ হইতে লোক আসিয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত ব্যক্ত করিয়াছিল, তাহাও কি অদ্ভুত! ডাক্তার ব্যারো ও মিষ্টার বনির অনুগ্রহে আমিও আমার ধারণাগুলি সর্ব্বসমক্ষে উপাস্থাপিত করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মিষ্টার বনি কি অদ্ভুত লোক! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তিনি কিরূপ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি যিনি মানসনেত্রে এই বিরাট্ অনুষ্ঠানটীর কল্পনা করিয়াছিলেন এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতেও প্রভূত সফলতা-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি আবার যাজক ছিলেন না; তিনি নিজে একজন উকীল হইয়াও যাবতীয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের পরিচালকগণের নেতৃত্বপদে বিরাজ করিয়াছিলেন। তিনি মধুরস্বভাব, বিদ্বান ও সহিষ্ণু ছিলেন,—তাঁহার হৃদয়ের গভীর

মর্ম্মস্পর্শী ভাবসমূহ, তাঁহার উজ্জ্বল নয়নদ্বয়ে পরিব্যক্ত হইত। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৪৫)

২২৮ পশ্চিম, ৩৯, নিউইয়র্ক।

১৭ই জানুয়ারী, ১৮৯৫।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * Bill of lading (বিল্‌টী) পৌঁছিয়াছে, পরন্তু মাল আসিবার অনেক দেরী। শীঘ্র পৌঁছিবার বন্দোবস্ত না করিয়া পাঠাইলে মাল আসিতে ছয় মাস লাগিয়া যায়। হ—চার মাস পূর্ব্বে লিখেন যে রুদ্রাক্ষ ও কুশাসন পাঠান হইয়াছে; তাহার খোঁজ খবরও এখনও পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ মাল ইংলণ্ডে পৌঁছিলে এখানকার Agent of the Company (কোম্পানির এখানকার এজেণ্ট) আমাকে notice (খবর) দেয়, তার পর মাসখানেক পরে মাল পৌঁছায়। তোমাদের Bill of lading (বিলটী) প্রায় তিন সপ্তাহ এসেছে, এখনও noticeএর (খবরের) দেখা নাই! কেবল খেতড়ীর রাজার মাল শীঘ্র পৌঁছায়, বোধ হয় তিনি অনেক খরচ করে পাঠান। যাহা হউক, এ দুনিয়ার অপর

দিকে পাতালপুরে যে মাল নির্ঘাত পৌঁছে যায় এই পরম ভাগ্য। মাল পৌঁছুলেই তোমাদের খবর দেব। এখন তিন মাস অন্ততঃ চুপ করে থাকে! * *

রা—বাবুকে বলিবে যে তিনি যে ব্যক্তির কথা লিখিয়াছেন তিনি উপযুক্ত হইলেও আমেরিকায় এক্ষণে কাহাকেও আনিবার আমার সাধ্য নাই। *L'argent, mon ami, l'argent*—টাকা, ইয়ার, টাকা কোথায়?

* * তোর টিবেটের (তিব্বতের) কি খবর। 'মিরারে' ছাপা হলে আমাকে একখানা পাঠিয়ে দিস। * * হুটোপাটিতে কি কাজ হয়? * * লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি। বজ্রবাঁটুলের মত হতে হবে, যাতে পাহাড় পর্ব্বত ভেদ হতে চায়। আসছে শীতে আমি আসছি। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দেব—যে সঙ্গে আসে আসুক, তার ভাগ্যি ভাল। যে না আসবে সে ইহকাল পরকাল পড়ে থাকবে, থাকুক। তুই কোমর বেঁধে তৈয়ার থাক। * * কুছ পরোয়া নেই, তোদের মুখে হাতে বাগ্দেবী বস্‌বেন—ছাতিতে অনন্ত-বীর্য্য ভগবান্ বস্‌বেন—তোরা এমন কাজ কর্‌বি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখ্‌বে। তোর নামটা একটু ছোট খাট কর্ দেখি বাবা, কি নাম রে বাপ! একখানা বই হয়ে যায় এক নামের গুঁতোয়। ঐ যে বলে

হরি নামের ভয়ে যম পালায়, তা "হরি" এই নামে নয়। ঐ যে গম্ভীর গম্ভীর নাম অঘভগনরকবিনাশন, ত্রিপুরমদ-ভঞ্জন, অশেষ-নিঃশেষকল্যাণকর প্রভৃতি নামের গুঁতোয় যমের চৌদ্দপুরুষ পালায়।—নামটা একটু সরল কর্‌লে ভাল হয় না কি? এখন বোধ হয় আর হবে না, ঢাক বেজে গেছে, কিন্তু কি জাঁহাদারী যমতাড়ানে নামই করেছ। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—বাঙ্গলা দেশটা আর ভারতবর্ষটা চেলে ফেল দেখি। জায়গায় জায়গায় Centre (কেন্দ্র) কর।

ভাগবত এসে পৌঁছেচে—Edition (সংস্করণ) বড়ই সুন্দর—কিন্তু এদেশের লোকের সংস্কৃত পড়বার ইচ্ছা আদৌ নাই। এজন্য বিক্রী হবার আশা বড়ই কম। ইংলণ্ডে হতে পারে, কারণ, সেখানে অনেক লোকে সংস্কৃত চর্চ্চা করে। প্রণেতাকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ দিবে। আশা করি তাঁহার মহৎ উদ্যম সুসম্পন্ন হবে। আমার যথাসাধ্য যত্ন কর্‌ব, তাঁর বই যাতে এখানে বিক্রী হয়। তাঁহার Prospectus (গ্রন্থাভাস) সমস্ত জায়গায় জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছি। দ—বাবুকে বলবে যে মুগের দাল, অড়র দাল প্রভৃতিতে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় একটা খুব ব্যবসা চলিতে পারে।

দাল-soup will have a go if properly introduced. (১) যদি ছোট ছোট প্যাকেট করে তার গায়ে রাঁধবার direction (প্রণালী) দিয়ে বাড়ী বাড়ীতে পাঠান যায়—আর একটা ডিপো করে কতকগুলো মাল পাঠান যায় ত খুব চল্‌তে পারে। ঐ প্রকার বড়ীও খুব চল্‌বে। উদ্যম চাই—ঘরে বসে ঘোঁড়ার ডিম হয়। যদি কেউ একটা Company form (কাম্পানি গঠন) করে ভারতের মাল পত্র এদেশে ও ইংলণ্ডে আনে ত খুব একটা ব্যবসা হয়। নিরুদ্যম হত-ভাগার দল দশ বৎসরের মেয়ে বিয়ে কর্‌তে কেবল জানে, আর জানে কি ?

---

(৪৬)

(ইংরাজীর অনুবাদ। স্থানে স্থানে উদ্ধৃত)

ওয়াশিংটন।

অক্টোবর, ১৮৯৪।

মান্যবরেষু—

আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় মিঃ ফ্রেডারিক ডগ্‌লাসের নামে যে পরিচয়-পত্র দিয়াছেন তজ্জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাল্টিমোরে এক ছোটলোক হোটেল-

(১) ঠিকমত সুরু করাতে পার্‌লে দালের যুশের বেশ কদর হবে।

ওয়ালার নিকট আমি যে দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি তজ্জন্য আপনি দুঃখিত হইবেন না। যেমন সর্ব্বত্রই হইয়াছে, এস্থলেও তেমনি আমেরিকার নারীগণ আমাকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং তারপর আমি বেশ স্বচ্ছন্দে ছিলাম। আমি এখানে মিসেস্ ট—র ভবনে বাস করিতেছি। ইনি আমার চিকাগোর বন্ধুগণের ভ্রাতুষ্পুত্রী। সুতরাং সব দিকেই বেশ সুবিধা হইতেছে। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৪৭)

আমেরিকা।

২৪ শে জানুয়ারী, ১৮৯৫।

স্নেহাস্পদেষু—

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। যদি ইহাতে কোন সত্যের বীজ নিহিত থাকে তাহা হইলে উহা অঙ্কুরিত হইবেই। সুতরাং আমার কোন কিছুর জন্য চিন্তা নাই। আর আমি পুনঃ পুনঃ লেক্‌চার দিয়া ও ক্লাস করিয়া বিরক্ত হইয়া গিয়াছি। কয়েক মাস ইংলণ্ডে কাজ করিয়া আমি ভারতে ফিরিব এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে অথবা চির-কালের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণরূপে লুকাইয়া ফেলিব।

আমি যে নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসী হইয়া কালক্ষেপ করি নাই, আমার অন্তরাত্মাই একথা বলিতেছে। আমার একখানি নোটবই আছে—উহা আমার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়াছে। উহাতে সাত বৎসর পূর্ব্বের লিপিবদ্ধ নিম্নলিখিত কথাকয়টী দেখিতে পাইতেছি :—"এইবার একটু স্থান খুঁজিতে হইবে যেখানে নিশ্চিন্তভাবে শরীরটা ছাড়িয়া দিতে পারি।"—তথাপি এতগুলি কর্ম্ম করিতে বাকী ছিল। আশা করি এইবার উহাদিগকে নিঃশেষও করিয়াছি। প্রভু আমায় এই প্রচার ও পরোপকাররূপ বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দিবেন না কি? আমার দিন দিন এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে, কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি-সম্পাদন,—যাহাতে চিত্ত জ্ঞানলাভের জন্য উপযুক্ত হয়। এই পাপপুণ্যময় জগৎ চলিতেই থাকিবে, উহার রূপান্তর হইবে মাত্র। শুধু, ঐ পাপ ও পুণ্য নূতন নূতন নামে নূতন নূতন সম্প্রদায়কে আশ্রয় করিবে মাত্র। সেই কৌপীন বহির্ব্বাস, সেই মুণ্ডিত মস্তক, সেই তরুতলে শয়ন ও সেই ভিক্ষালব্ধ ভোজনের জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইয়াছে। ভারতই একমাত্র স্থান যেখানে শত দোষসত্ত্বেও আত্মা তাহার স্বাধীনতা, তাহার ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়। পাশ্চাত্যের যত কিছু জাঁকজমক সে কেবল ফাঁকা অহঙ্কার, উহা কেবল এই আত্মার বন্ধনস্বরূপ।

জীবনে আর কখনও আমি এত প্রবলভাবে এই জগতের নশ্বরত্ব হৃদয়ঙ্গম করি নাই। ভগবান্ সকলের এই বন্ধন ক্ষয় করুন, সকলেই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করুক —ইহাই বিবেকানন্দের অহোরাত্র প্রার্থনা।

(৪৮)

৫৪ পশ্চিম, ৩৩নং রাস্তা, নিউইয়র্ক।

১লা ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫।

প্রিয় ভগিনী—

এইমাত্র তোমার সুন্দর পত্রখানি পাইলাম। মাদার চার্চ্চ, কনসার্টে যাইতে পারেন নাই শুনিয়া অতীব দুঃখিত হইলাম। নিষ্কামভাবে কাজ করিতে বাধা হওয়াও সময়ে সময়ে উত্তম সাধন,—যদি তাহাতে নিজকৃত কর্ম্মের ফলভোগ হইতে বঞ্চিতও হইতে হয় সেও স্বীকার।

ভগিনী জোসেফাইন লক্‌ও একখানি সুন্দর চিঠি লিখিয়াছেন। তোমার সমালোচনাগুলি পড়িয়া আমি মোটেই দুঃখিত হই নাই বরং বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। সেদিন মিস্ থার্স্‌বির বাড়ীতে আমার এক প্রেসবিটে-রিয়ান ভদ্রলোকের সহিত তুমুল তর্ক হইয়াছিল। যেমন হইয়াই থাকে, ভদ্রলোকটী অত্যন্ত উত্তেজিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়া গালাগালি আরম্ভ করিয়াছিলেন। যাহা হউক,

মিসেস্ বুল্ আমাকে এজন্য খুব ভৎর্সনা করিয়াছেন, কারণ, এ সকল আমার কাজের পক্ষে হানিকারক। তোমারও উহাই মত বলিয়া বোধ হইতেছে।

তুমি যে এ সম্বন্ধে ঠিক এক সময়েই লিখিয়াছ ইহা আনন্দের বিষয়, কারণ, আমি ঐ বিষয়ে যথেষ্ট ভাবিতেছি। প্রথমতঃ আমি এই সকল ব্যাপারের জন্য আদৌ দুঃখিত নহি,—হয়ত তুমি ইহাতে বিরক্ত হইবে,--হইবার কথা বটে। মুখমিষ্ট হওয়া লোকের সাংসারিক উন্নতির পক্ষে কতটা সহায়ক তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। আমি মুখমিষ্ট হইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করি কিন্তু যেখানে উহাতে আমার অন্তরস্থ সত্যের সহিত একটা উৎকট রকমের আপোষ করিতে হয় সেইখানেই আমি পিছাইয়া যাই। আমি দীনতায় বিশ্বাসী নহি,—আমি সমদর্শিত্বের ভক্ত।

সাধারণ মানবের কর্ত্তব্য তাহার "ঈশ্বর"-স্বরূপ সমাজের আদেশসকল পালন করা ;—জ্যোতির তনয়গণ কখনও সেরূপ করেন না। ইহাই সনাতন নিয়ম। একজন নিজেকে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সামাজিক মতামতের সহিত খাপ খাওয়াইয়া, তাঁহার সর্ব্বশুভদাতা সমাজের নিকট হইতে বিবিধ সুখসম্পদ প্রাপ্ত হয়। অপর ব্যক্তি একাকী দণ্ডায়মান থাকেন এবং সমাজকে তাঁহার দিকে তুলিয়া লয়েন।

যে সমাজের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া চলে তাহার পথ কুসুমাবৃত, আর যিনি তাহা করেন না তাঁহার পথ কণ্টকাকীর্ণ। কিন্তু লোকমতের উপাসকেরা নিমিষেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; আর সত্যের তনয়গণ চিরজীবী।

আমি সত্যকে একটা অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ক্ষারক পদার্থের (Corrosive) সহিত তুলনা করিয়া থাকি—উহা যেখানে পড়ে সেখানেই ক্ষয় করিতে করিতে নিজের পথ করিয়া লয়; নরম জিনিসে শীঘ্র, শক্ত গ্র্যানাইট্ পাথরে বিলম্বে, কিন্তু পথ করিবেই। "যাহা লিখিত আছে তাহার আর বদল চলে না।" ভগিনি, আমি যে প্রত্যেক ঘোর মিথ্যার সহিত মিষ্টমুখে আপোষ করিতে পারি না তজ্জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু আমি উহা পারি না। আমি সারা জীবন এজন্য ভুগিয়াছি, কিন্তু আমি উহা করিতে পারি না। আমি পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু পারি নাই। ঈশ্বর মহিমাময়, তিনি আমাকে ভণ্ড হইতে দিবেন না। অবশেষে আমি উহা ছাড়িয়া দিয়াছি। এক্ষণে যাহা ভিতরে আছে তাহা ফুটিয়া উঠুক। আমি এমন কোন রাস্তা দেখি নাই যাহা সকলের মনস্তুষ্টি করিবে, আর আমি প্রকৃত যাহা, তাহাই আমাকে থাকিতে হইবে—আমায় নিজ অন্তরাত্মার প্রতি স্থিরলক্ষ্য থাকিতে

হইবে; যৌবন ও সৌন্দর্য্য নশ্বর, জীবন ও ধনসম্পত্তি নশ্বর, নাম, যশ নশ্বর, এমন কি পর্ব্বতও চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া ধূলিকণায় পরিণত হয়, বন্ধুত্ব ও প্রেমও অচিরস্থায়ী, একমাত্র সত্যই চিরস্থায়ী। হে সত্যরূপী ঈশ্বর, তুমিই আমার একমাত্র নিয়ন্তা হও। আমার বয়স হইয়াছে, এখন আর শুধু মিষ্ট, শুধু মধু হওয়া চলে না। হে প্রভো, আমি যেমন আছি যেন তেমনই থাকি। "হে সন্ন্যাসিন, তুমি নির্ভয়ে বণিগ্‌বৃত্তি ত্যাগ করিয়া শত্রু মিত্র ভেদ না রাখিয়া, সত্যে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ থাক।" এই মুহূর্ত্ত হইতে আমি ইহামুত্রফলভোগবিরাগী হইলাম - ইহলোক এবং পরলোকের যাবতীয় অসার ভোগনিচয়কে পরিত্যাগ করিলাম। "হে সত্য, একমাত্র তুমিই আমার পথপ্রদর্শক হও।" আমার ধনের কামনা নাই। নামযশের কামনা নাই, ভোগের কামনা নাই। ভগিনি, এ সকল আমার নিকট খড় কুটা। আমি আমার ভ্রাতৃগণকে সাহায্য করিতে চাই। কিরূপে সহজে অর্থোপার্জ্জন হয় সে জ্ঞান আমার নাই—ইহা ঈশ্বরেরই কৃপা। আমার হৃদয়াভ্যন্তরস্থ সত্যের বাণী না শুনিয়া আমি কেন বাহিরের লোকদের খেয়াল অনুসারে চলিতে যাইব? ভগিনি, আমার মন এখনও দুর্ব্বল আছে, বাহ্যজগতের সাহায্য আসিলে সময়ে সময়ে যন্ত্রচালিতবৎ উহা গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ

করে। কিন্তু আমি ভীত নহি। ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ—ইহাই আমার ধর্ম্মের শিক্ষা।

প্রেসবিটেরিয়ান যাজক মহাশয়ের সহিত আমার যে শেষ তর্ক এবং তৎপরে মিসেস্ বুলের সহিত যে দীর্ঘ তর্ক তাহা হইতে আমি স্পষ্ট বুঝিয়াছি, কেন মনু সন্ন্যাসিগণকে "একাকী থাকিবে, একাকী বিচরণ করিবে," এরূপ উপদেশ দিয়াছেন। বন্ধুত্ব বা ভালবাসা মাত্রেই বন্ধন—বন্ধুত্বে, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের বন্ধুত্বে, চিরকালই 'দেহি দেহি' ভাব। হে মহাপুরুষগণ, তোমরাই ঠিক বলিয়াছ। যাহাকে কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে ফিরিয়া ফিরিয়া চাহিতে হয়, সে সত্যরূপী ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে না। হৃদয়, শান্ত হও, নিঃসঙ্গ হও, তাহা হইলেই প্রভু তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবেন। জীবন কিছুই নহে। মৃত্যু ভ্রম মাত্র! এই সব যাহা কিছু দেখিতেছ সে সকলের অস্তিত্বই নাই, একমাত্র ঈশ্বরই আছেন; হৃদয়, ভয় পাইও না, নিঃসঙ্গ হও। ভগিনি, পথ দীর্ঘ এবং সময় অল্প আবার সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছে। আমাকে শীঘ্র গৃহে ফিরিতে হইবে। আমার আদবকায়দা পরিপাটী করিবার সময় নাই। আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহাই বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না। তুমি সৎস্বভাবা, তুমি পরম দয়াবতী।

আমি তোমার জন্য সব করিব; কিন্তু রাগ করিও না, আমি তোমাদের সকলকে শিশু দেখি—আর স্বপ্ন দেখিও না। হৃদয়, আর স্বপ্ন দেখিও না। এক কথায় আমার জগৎকে কিছু দিবার আছে। আমার জগৎকে মনযোগান কথা বলিবার সময় নাই এবং উহা করিতে গেলেই আমি ভণ্ড হইয়া পড়িব। আমার স্বদেশবাসিগণ এবং বিদেশীয়গণ সকলেই নির্ব্বোধ। এই নির্ব্বোধ জগৎ আমাকে যাহা যাহা করিতে বলিতেছে তাহা করিতে গেলে আমাকে এক নিম্নতম স্তরের জীববিশেষে পরিণত হইতে হইবে। তদপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুও শ্রেয়। মিসেস্ বুল ভাবেন আমার কোন কার্য্য আছে। তুমিও যদি সেইরূপ ভাবিয়া থাক তাহা হইলে ভুল বুঝিয়াছ, সম্পূর্ণ ভুল বুঝিয়াছ। এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আমার কোনই কার্য্য নাই। আমার কিছু বলিবার আছে, আমি উহা নিজের ভাবে বলিব। আমি আমার বক্তব্যগুলি হিন্দু ছাঁচেও ঢালিব না, খৃষ্টানী ছাঁচেও ঢালিব না, বা অন্য কোন ছাঁচেও ঢালিব না। আমি উহাদিগকে শুধু নিজের ছাঁচে ঢালিব এইমাত্র। মুক্তিই আমার একমাত্র ধর্ম্ম। আর যাহা কিছু উহাকে সঙ্কোচ করিতে চাহে, তাহাকে আমি দূরে রাখিব—উহার সহিত সংগ্রাম করিয়াই হউক বা উহা হইতে পলায়ন করিয়াই

হউক। কি! আমি যাজককুলের মনস্তুষ্টি করিতে চেষ্টা করিব!! ভগিনি, দুঃখিত হইও না। কিন্তু তোমরা শিশুমাত্র, আর শিশুদের অপরের অধীন থাকিয়া শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। তোমরা এখনও সেই উৎসের আস্বাদ পাও নাই, যাহা "হেতুগর্ভকে প্রলাপে পরিণত করে, মর্ত্ত্যকে অমর করে, এই জগৎকে শূন্যে পরিণত করে এবং মানুষকে দেবতা করিয়া দেয়।" শক্তি থাকে ত লোকে যাহাকে এই 'জগৎ' নামে অভিহিত করে সেই মূর্খতার পাশসমূহ হইতে বাহির হইয়া আইস। তখন আমি তোমায় প্রকৃত সাহসী ও মুক্ত বলিব। যাহারা এই আভিজাত্য নামক ঝুটা ঈশ্বরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া তাহার উদ্দণ্ড কপটতাকে পদদলিত করিতে সাহস করে, যদি তুমি তাহাদিগকে উৎসাহ দিতে না পার তবে চুপচাপ থাক কিন্তু আপোষ ও মনস্তুষ্টি-করারূপ মেকি অসার জিনিসের দ্বারা তাহাদিগকে পুনরায় পঙ্কমগ্ন করিবার চেষ্টা করিও না।

আমি এই জগৎকে ঘৃণা করি—এই স্বপ্নকে; এই উৎকট দুঃস্বপ্নকে, তাহার গীর্জ্জা ও প্রবঞ্চনাসমূহকে, তাহার শাস্ত্র ও বদমায়েসিগুলাকে, তাহার মিষ্টমুখ ও কপট হৃদয়কে, তাহার ধর্ম্মধ্বজিতার আস্ফালন ও অন্তঃসারশূন্যতাকে, এবং সর্ব্বোপরি তাহার ধর্ম্মের নামে

দোকানদারীকে আমি ঘৃণা করি। কি! সংসারের ক্রীত-দাসসমূহ কি বলিতেছে তদ্দ্বারা আমার হৃদয়ের বিচার করিব! ছিঃ! ভগিনি, তুমি সন্ন্যাসীকে চেন না। বেদ বলেন, "সন্ন্যাসী বেদশীর্ষ," কারণ, তিনি গীর্জ্জা, ধর্ম্মমত, ঋষি (prophet) শাস্ত্র প্রভৃতি ব্যাপারের ধার ধারেন না, তা মিশনারীই হউক বা অন্য কোন সম্প্রদায়েরই হউক। তাহারা যথাসাধ্য চীৎকার ও আক্রমণ করুক। আমি তাহাদিগকে গ্রাহ্য করি না। ভর্ত্তৃহরির ভাষায়—

"চাণ্ডালঃ কিময়ং দ্বিজাতিরথবা শূদ্রোঽহয়ং কিং তাপসঃ
কিংবা তত্ত্ববিবেকপেশলমতির্যোগীশ্বরঃ কোঽপি কিম্।
ইত্যুৎপন্নবিকল্পজল্পমুখরৈঃ সম্ভাষ্যমাণা জনৈ-
র্ন ক্রুদ্ধাঃ পথি নৈব তুষ্টমনসো যান্তি স্বয়ং যোগিনঃ ॥"

(বৈরাগ্য শতক)

—ইনি কি চণ্ডাল, অথবা ব্রাহ্মণ, অথবা শূদ্র, অথবা তপস্বী, অথবা তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত কোন যোগীশ্বর?—এইরূপে নানা জনে নানা আলোচনা করিতে থাকিলেও যোগিগণ রুষ্টও হন না, তুষ্টও হন না, তাঁহারা আপন মনে চলিয়া যান।

তুলসীদাসও বলিয়াছেন :—

হাতী চলে বাজারমে কুত্তা ভোঁকে হাজার
সাধুওঁকা দুর্ভাব নহী জব নিন্দে সংসার।

যখন হাতী বাজারের মধ্য দিয়া চলিয়া যায় তখন হাজার কুকুর পিছু পিছু চীৎকার করিতে আরম্ভ করে কিন্তু হাতী ফিরিয়াও চাহে না। সেইরূপ যখন সংসারী লোকেরা নিন্দা করিতে থাকে তখন সাধুগণ তাহাতে বিচলিত হন না।

আমি ল্যানশার্গের (Lansherg) বাটীতে অবস্থান করিতেছি। ৩৩নং রাস্তা, পশ্চিমে ৫৪নং বাড়ী। ইনি সাহসী ও মহৎ ব্যক্তি। প্রভু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করুন। কখনও কখনও আমি গার্ণিদের (Guerneys) ওখানে শয়ন করিতে যাই। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে চিরকালের জন্য কৃপা করুন। তিনি তোমাদিগকে অচিরে এই জগৎ নামক বৃহৎ ভুয়াবাজীর মধ্য হইতে উদ্ধার করুন! তোমরা যেন কদাপি এই জগৎরূপ জীর্ণা ডাইনীর কুহকে না পড়! শঙ্কর তোমাদিগের সহায় হউন! উমা তোমাদিগের সমক্ষে সত্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়া তোমাদের সকল মোহ অপনোদন করুন! ইতি—

তোমাদের বিবেকানন্দ।

(৪৯)

(আমেরিকা হইতে লিখিত)

১১ই এপ্রেল, ১৮৯৫।

কল্যাণবরেষু—

* * * তুমি লিখিয়াছ যে তোমার অসুখ আরোগ্য হইয়াছে, কিন্তু তোমাকে এখন হইতে অতি সাবধান হইতে হইবে। পিত্তি পড়া, বা অস্বাস্থ্যকর আহার, বা পূতিগন্ধময় স্থানে বাস করিলে পুনশ্চ রোগে ভুগিবার সম্ভাবনা এবং ম্যালেরিয়ার হাত হইতে বাঁচা দুষ্কর। প্রথমতঃ একটা ছোটখাট বাগান বা বাটী ভাড়া লওয়া উচিত, ৩০৲ ৪০৲ টাকার মধ্যে হইতে পারিবে। দ্বিতীয়তঃ খাবার এবং রান্নার জল যেন ফিল্টার করা হয়। বাঁশের ফিল্টার বড় রকম হইলেই যথেষ্ট। জলেতেই যত রোগ—পরিষ্কার অপরিষ্কার নহে, রোগবীজপূর্ণতাই রোগের কারণ। জল উত্তপ্ত করে ফিল্টার করা হউক। সকলকে স্বাস্থ্যের দিকে প্রথম নজর দিতে হইবে। একজন রাঁধুনী, একটা চাকর, পরিষ্কার বিছানা, সময়ে খাওয়া—এ সকল অত্যাবশ্যক। যে প্রকার বল্‌চি সমস্তই যেন করা হয়, ইহাতে অন্যথা না হয়। * * নি— বাড়ী ঘরদ্বার, বিছানা, ফিল্টার যাতে দস্তুর মত ঠিক সাফ থাকে তাহার ভার লইবে। * * সমস্ত

কার্য্যের সফলতা তোমাদের পরস্পরের ভালবাসার উপর নির্ভর করিতেছে। দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, অহমিকাবুদ্ধি যতদিন থাকিবে ততদিন কোনও কল্যাণ নাই। * * ঐ যে কাণে কাণে গুজোগুজি করা তাহা মহাপাপ বলে জানবে, ঐটা একেবারে ত্যাগ দিও। মনে অনেক জিনিস আসে, তা ফুটে বলতে গেলেই ক্রমে তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়ায়। গিলে ফেললেই ফুরিয়ে যায়। মহোৎসব খুব ধুমধামের সহিত হয়ে গেছে, ভাল কথা। আসছে বারে এক লাখ লোক যাতে হয় তারই চেষ্টা করতে হবে বৈকি।—মহাশয় প্রভৃতি ও তোমরা এককাট্টা হয়ে একটা কাগজ যাতে বার করতে পার তার চেষ্টা দেখ দিকি। * * * অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত উদ্যোগ যাহার সহায় সেই কার্য্যসিদ্ধি হবে। পড়াশুনাটা বিশেষ করা চাই, বুঝলে শ—? মেলা মুখ্যু ফুখ্যু জড় করিসনি বাপু। দুটো চারটে মানুষের মত এককাট্টা কর দেখি। একটা মিউও যে শুনতে পাইনি। তোমরা মহোৎসবে ত লুচিসন্দেশ বাঁটলে আর কতকগুলো নিষ্কর্ম্মার দল গান করলে, * * তোমরা কি spiritual food (আধ্যাত্মিক খোরাক) দিলে তা ত শুনলাম না। সেই যে পুরাণ ভাব nil admirari (কেউ কিছুই জানে না ভাব) যতদিন না দূর হবে

ততদিন কিছুই করতে পারবে না, ততদিন কারও সাহস হবে না। Bullies are always cowards. (১)

সকলকে Sympathyর (সহানুভূতির) সহিত গ্রহণ করিবে, রামকৃষ্ণ পরমহংস মানুক বা না মানুক। বৃথা তর্ক করতে এলে ভদ্রতার সহিত নিজে নিরস্ত হবে। * * সকল মতের লোকের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। এই সকল মহৎগুণ যখন তোমাদের মধ্যে আসবে তখন তোমরা মহাতেজে কাজ কর্‌তে পারবে, অন্যথা জয়গুরু ফুরু কিছুই চলবে না। যাহা হউক এবারকার মহোৎসব অতি উত্তমই হইয়াছে, তাতে আর সন্দেহ নাই এবং তার জন্য তোমরা বিশেষ প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু you must push foward, do you see? (২)—কি কর্‌চে? "আমি কি জানি," "আমি কি জানি,"—ওরকম বুদ্ধিতে তিন কালেও কিছু জান্‌তে পারবে না। ঠাকুর-দাদার কথা,—র কাঁদুনি ভাল বটে, কিন্তু কিছু উঁচু দরের চাই, that will appeal to the intellect of the learned. (৩) খালি খোলবাজান হাঙ্গামার

---

(১) যারা লোককে তর্জ্জন গর্জ্জন করে বেড়ায় তারা ত চিরকালকার কাপুরুষ।

(২) তোমাদের এগিয়ে পড়তে হবে, বুঝলে কিনা?

(৩) যা লেখাপড়া জানা লোকেরা পড়ে আনন্দ পাবে।

কি কাজ? Not only this মহোৎসব will be his memorial, but the central union of an intense propaganda of his doctrines (১) * * সব ধীরে ধীরে হবে। তবে সময়ে সময়ে I fret and stamp like a leashed hound. (২) Onward and forward (এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়)—আমার পুরাণ বুলি। এখন এই পর্য্যন্ত। আমি আছি ভাল! দেশে তাড়াতাড়ি যেয়ে ফল নাই। তোরা উঠে পড়ে লেগে যা দিকি—সাবাস বাহাদুর! ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৫০)

১৮৯৫।

প্রিয়বরেষু—

স—যে যে পুস্তক পাঠাইয়াছিল তাহা পৌঁছিয়াছে—একথা লিখিতে ভুল হয়। তাহাকে জ্ঞাত করিবে। তোমাদের জন্য লিখি।

---

(১) এই মহোৎসব যে শুধু তাঁর স্মারকই হবে তা নয়। কিন্তু তার ধর্ম্মমত-সমূহের বহুল প্রচারের এক মূল কেন্দ্রস্বরূপ হবে।

(২) একটা শিকারী কুকুর শিকার সামনে ছাড়া না পেলে যেমন করে তেমনি ছটফট করি।

পত্রাবলী।

১। পক্ষপাতই সকল অনিষ্টের মূল কারণ জানিবে। অর্থাৎ যদ্যপি তুমি কাহারও প্রতি অধিক স্নেহ অন্যাপেক্ষা দেখাও তাহা হইলেই ভবিষ্যৎ বিবাদের মূল পত্তন হইবে।

২। কেহ তোমার নিকট অপর কোনও ভাইয়ের নিন্দা করিতে আসিলে তাহা বেলকুল শুনিবে না—শুনাও মহাপাপ—ভবিষ্যৎ বিবাদের সূত্রপাত তাহাতে।

৩। অধিকন্তু সকলের দোষ সহ্য করিবে, অপরাধলক্ষ ক্ষমা করিবে এবং সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থ ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে। একের স্বার্থ অন্যের উপর নির্ভর করে, একথা বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেই সকলে ঈর্ষ্যা একেবারে ত্যাগ করিবে; দশজন মিলিয়া একটা কার্য্য করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই, এজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে। আমি তোমাদের মধ্যে ত বড় ছোট দেখিতে পাই না—কাজের বেলায় সকলেই মহাশক্তি প্রকাশ করিতে পারে, আমি দেখিতে পাইতেছি। শ—কেমন স্থান জাগিয়ে বসে থাকে, তার দৃঢ়নিষ্ঠা একটা মহাভিত্তিস্বরূপ! ক—ও য—টাউনহল মিটিং কেমন উত্তমরূপে সিদ্ধ করিল। কত গুরুতর কার্য্য নি—সিলোন (সিংহল) প্রভৃতি স্থানে করিয়াছে। স—

কত দেশ পর্য্যটন করিয়া বড় বড় কার্য্যের বীজ বপন করিয়াছে। হ—র বিচিত্র ত্যাগ, স্থিরবুদ্ধি ও তিতিক্ষা আমি যখনই মনে করি তখনই নূতন বল পাই। ত— প্রভৃতি সকলের মধ্যেই এক এক মহাশক্তি আছে। তিনি যে জহুরী ছিলেন এখনও যদি তাতে সন্দেহ হয় তা হলে তোমাতে আর উন্মাদে তফাৎ কি? দেখ এদেশে শত শত নরনারী প্রভুকে সকল অবতারের শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিতেছে। ধীরে ধীরে, মহাকার্য্য ধীরে ধীরে হয়। * *

তিনি কাণ্ডারী, ভয় কি? তোমরা অনন্তশক্তিমান— সামান্য ঈর্ষ্যাবুদ্ধি ও অহংপূর্ব্ববুদ্ধি দমন করিতে তোমাদের কদিন লাগে? যখনই ঐ বুদ্ধি আসিবে প্রভুর কাছে শরণ লও। শরীর মন তাঁর কাছে সঁপে দাও দেখি, হাঙ্গাম মিটে যাবে একদম।

যে বাড়ীতে তোমরা আপাততঃ আছ তাহাতে স্থান পূর্ণ হইবে না, দেখিতে পাইতেছি। একটা প্রশস্ত বাটীর দরকার, অর্থাৎ সকলে গুঁতগুঁতি করে একঘরে শোবার আবশ্যক নাই। পারতপক্ষে একঘরে দুজনের অধিক থাকা উচিত নহে। একটা বড় হল, সেখানে পুঁথি পাটা রাখিবে।

প্রত্যহ প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে ক—প্রভৃতি অদল

বদল করে যেন কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শাস্ত্রপাঠ হয় ও পরে সন্ধ্যাকালে আর একবার পাঠ ও ধ্যান ধারণা একটু ও সঙ্কীর্ত্তনাদি। একদিন যোগ, একদিন ভক্তি, একদিন জ্ঞান ইত্যাদি বিভাগ করিয়া লইলেই হইবে। এইমত একটা routine (পাঠের ক্রম) করিয়া লইলেই বড়ই মঙ্গলের বিষয়,—সন্ধ্যাকালের পাঠাদির সময় সাধারণ লোকেরা যাহাতে আসিতে পারে। এবং প্রতি রবিবার দশটা হইতে নাগাত রাত্র ক্রমান্বয়ে পাঠ কীর্ত্তনাদি হওয়া উচিত। সেটা publicএর (সাধারণের) জন্য। এই প্রকার নিয়মাদি করে কিছুদিন কষ্ট করে চালিয়ে দিলেই পরে আপনা হতে গড় গড় করে চলে যাবে। উক্ত হলে যেন তামাক খাওয়া না হয়। তামাক খাবার একটা যেন আলাহিদা জায়গা থাকে। এই ভাবটা তুমি যদি পরিশ্রম করে ধীরে ধীরে আন্‌তে পার তা হলে বুঝলাম অনেক কাজ এগুল। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—হ—নাকি একটা কাগজ বার করবার যোগাড় কচ্ছিল, তার কি হল? তোমরা যোগাড় করে একটা যদি পার ত ভালই বটে।

(৫১)

১৮৯৫।

অভিন্নহৃদয়েষু—

এইমাত্র তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ভারতবর্ষে যত কার্য্য হক না হক, কার্য্য এদেশে। কাহারও এক্ষণে আসিবার দরকার নাই। আমি দেশে গিয়ে কয়েকজনকে তৈয়ার করে তুলব, তারপর পাশ্চাত্য দেশে কোন ভয় থাকিবে না।—নিধির কথাই লিখিয়াছিলাম। —সিং প্রভৃতি সকলকে বিশেষ প্রেম আশীর্ব্বাদ দিবে; ঝগড়াঝাটির মধ্যে থাকিবে না। কার বাপের সাধ্যি—কে দাবায়! মা জগদম্বা তার শিয়রে। ক—রও চিঠি পেয়েছি—কাশ্মীরে যদি centre (কেন্দ্র) করতে পার ত বড়ই ভাল হয়। যেখানে পার একটা centre (কেন্দ্র) কর। * * এখন এদেশে আর বিলেতে আমার গোড়া বেঁধে গেছে; কারু সাধ্যি কি তা টলায়। নিউইয়র্ক এবার তোলপাড় আসছে, গরমিতে লণ্ডন তোলপাড়। বড় বড় হাতী দিগ্‌গজ ভেসে যাবে। পুঁথি পাঁঠার কি খবর রে দাদা? তোরা কোমর বেঁধে লেগে যা দেখি, হুহুঙ্কারে দুনিয়া তোলপাড় করে দেব। এই ত সবে সন্ধ্যা রে ভাই। দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি lower

classদের education (নিম্নশ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পার তা হলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল আর কি আছে। বিদ্যা শেখাতে পার? বড়-মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? মানুষ কি আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে করে করে খরচ হয়ে গেছে। * * *

কারুর সঙ্গে ঝগড়া না করে মিলে মিশে চলে যাও—এ দুনিয়া বড়ই ভয়ানক, কাউকেই বিশ্বাস নাই। ভয় নাই, মা আমার সহায়—এমন কাজ এবার হবে যে তোরা অবাক্ হয়ে যাবি।

ভয় কি? কার ভয়? ছাতি বজ্র করে লেগে যাও। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—স—কি বাঙ্গলা কাগজ বার করবে বলছে। সেটার বিশেষ সাহায্য করবে, সে মতলবটা মন্দ নয়। কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism (বিরুদ্ধ সমালোচনা) একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে, যেখানটা ভাল না

বোধ হয় ধীরে বুঝিয়ে দিবে। পরস্পরকে criticise (বিরুদ্ধভাবে সমালোচনা) করাই সকল সর্ব্বনাশের মূল! দল ভাঙ্গবার ঐটী মূলমন্ত্র। "ও কি জানে," "সে কি জানে," "তুই আবার কি করবি"—আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকি হাসি, ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া বিবাদের মূলসূত্র। ইতি—

---

(৫২)

৫৪ পশ্চিম, ৩৩নং রাস্তা ; নিউইয়র্ক।

৯।২।৯৫।

* * * পরমহংসদেব আমার গুরু ছিলেন, আমি তাঁকে যাই ভাবি, দুনিয়া তা ভাববে কেন? এবং সেইটা চাপাচাপি করলে সব ফেঁসে যাবে। গুরুপূজার ভাব বাঙ্গলা দেশ ছাড়া অন্যত্র আর নাই—তথাহি অন্য লোকে সে ভাব লইবার জন্য প্রস্তুত নহে। * * *

* * কেউ কেউ ত আমার নামটি টেনে নেবার বেলা খুব তৈয়ার—যে আমি তাঁদেরই একজন। কিন্তু আমি একটা কাজ করতে বল্লে অমনি পেছিয়ে পড়ে, "মতলবকী গরজী জগ্ সারো" এজগৎ মতলবের গরজী। * * *

* * চিঠি পত্র উপরোক্ত ঠিকানায় লিখবে এখন

হতে। এই ঠিকানা এখন হতে আমার নিজের আড্ডা। যদি পার একখানা যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ English translation (ইংরাজী অনুবাদ) পাঠাবে। পূর্ব্বে যে বইয়ের কথা লিখেছি অর্থাৎ সংস্কৃত নারদ ও শাণ্ডিল্য সূত্র তাহা ভুলো না।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্"। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৫৩)

১৯ পশ্চিম, ৩৮ নং রাস্তা।

১৮৯৫।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * * এখন আমি নিউইয়র্ক সহরে। এ সহর গরমীকালে ঠিক কল্‌কেতার মত গরম, অজস্র ঘাম বেয়ে পড়চে, হাওয়ার লেশ নাই। দুই মাস উত্তর দিকে গিয়াছিলাম, সেথায় বেশ ঠাণ্ডা। এ পত্রপাঠ জবাব Englandএ লিখিবে। এ পত্র পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি ইংলণ্ডে চলিলাম। ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৫৪)

ই, টি, ষ্টার্ডির বাটী।
হাইভিউ কেভার্শ্যাম,
রেডিং, ইংলণ্ড।
১৮৯৫।

প্রিয়—

* * *—র চিঠি আজ পাইলাম।—gravelএ (পাথরীতে) ভুগিয়াছে শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। বোধ হয়, বদহজমের কারণ হইয়া থাকিবে। —র দেনা শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন মাথা মুড়িয়ে দিতে বলিবে। সংসারীবুদ্ধি মলেও যায় না। * * সে মঠে এসে কাজ কর্ম্ম করুক। সংসার কর্‌তে কর্‌তে অনেক দুর্বুদ্ধি আসে। যদি মাথা মুড়ুতে না চায়, সরে পড়তে বল্‌বে। আমি আধা জলে স্থলে লোক চাই না। * * হ—কি একটা Lord রামকৃষ্ণ পরমহংস করেছে। Lord টা আবার কি—English Lord না Duke? র—কে বল্‌বে, লোকে যা হয় বলুক গে। লোক না পোক। ভাবের ঘরে তোমাদের চুরি না থাকে এবং Jesuitismএর (কপটতার) দিক্ মাড়াবে না। Orthodox (অনুষ্ঠানী) পৌরাণিক হিন্দু আমি কোন্ কালে, বা আচারী হিন্দু আমি কোন্ কালে? I do

not pose as one. (১) বাঙ্গালীরা * * কি বলে না বলে, ওসব কি গ্রাহ্যের মধ্যে নিতে হয় নাকি? ওদের দেশে বার বছরের মেয়ের ছেলে হয়। যাঁর জন্মে ওদের দেশ পবিত্র হয়ে গেল, তাঁর একটা সিকি পয়সার কিছু করতে পারলে না, আবার লম্বা কথা! * * * রাম! রাম! আহার গেঁড়ি গুগলী, পান প্রস্রাব-সুবাসিত পুকুরজল, ভোজনপাত্র ছেঁড়া কলা-পাতা এবং ছেলের গু-মিশ্রিত ভিজে মাটির মেজে, বিহার পেত্নী শাকচুন্নীর সঙ্গে, বেশ দিগম্বর কৌপীন ইত্যাদি, মুখে যত জোর! ওদের মতামতে কি আসে যায় রে ভাই? তোরা আপনার কাজ করে যা। মানুষের কি মুখ দেখিস্, ভগবানের মুখ দেখ্।—ভাষ্য মাষ্য গুলো Dictionary (অভিধান) দেখে একরকম এদের পড়িয়ে দিতে পারবে ত, গীতা উপনিষৎ?—না শুধুই বৈরাগ্যি? শুধু বৈরাগ্যির কি আর কাল আছে? নিধে পেলা সকলেই কি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয় রে ভাই! শ—বোধ হয় এতদিনে রওনা হয়েছে। একখানা পঞ্চদশী, একখানা গীতা (যতগুলো পার ভাষ্য সহিত), একখান কাশীর ছাপা নারদ ও শাণ্ডিল্যসূত্র

(১) আমি এরূপ এক জন লোক বলিয়া ত নিজেকে জাহির করি না।

(—র ছাপা এক ছত্রে আঠারটা ভুল, মানে হয় না), পঞ্চদশীর যদি তরজমা (ভাল, হাবাতে নয়) থাকে ও শাঙ্কর ভাষ্যের কালীবর বেদান্তর তরজমা ও পাণিনিসূত্রের বা কাশিকাবৃত্তি বা ফণিভাষ্যের যদি কোনও বাঙ্গালা বা ইংরাজী (এলাহাবাদের শ্রীশ বাবুর) তরজমা থাকে ত পাঠাবে। * * ইংরেজের দেশে ধর্ম্মকর্ম্মের কাজ বড়ই ধীরে ধীরে। এরা হয় গোঁড়া, না হয় নাস্তিক। গোঁড়াগুলো আবার অমনি নমো নমো ধর্ম্ম করে, 'Patriotism (স্বদেশসেবা) আমাদের ধর্ম্ম,' এই মাত্র।

বই আমেরিকায় পাঠাবে। C/o Miss Mary Philips, 19, W. 38th Street, New York, U. S., America. আমার ঐ হল আমেরিকার address (ঠিকানা)। নবেম্বর মাসের শেষাশেষি আমেরিকায় যাব, অতএব বই পত্র ঐখানে পাঠাবে। শ—যদি পত্রপাঠ ছেড়ে থাকে তাহলে আমার সঙ্গে দেখা হবে, নতুবা নয়। Business is business (১)—ছেলে খেলা নয়। Sturdy (ষ্টার্ডি) সাহেব তাকে নিয়ে এসে ঘরে রাখ্‌বে ইত্যাদি। আমি এবার ইংলণ্ডে খালি একটু খবর নিতে এসেছি; আস্‌ছে

---

(১) কাজকর্ম্ম তৎপরতার সহিত করিতে হয়।

গরমী কালে কিছু বেশী রকম হুজুগ কর্‌বার চেষ্টা করা যাবে। তার পর next winter India (আস্‌ছে শীতে দেশে)। * * Interest (ঔৎসুক্য) জাগিয়ে রাখ্‌বে। বাঙ্গালাদেশময় জায়গায় জায়গায় centre (কেন্দ্র) কর্‌বার চেষ্টা কর। পরের চিঠিতে হাল চাল লিখ্‌ব। Sturdy সাহেবটী বড়ই ভাল, গোঁড়া বৈদান্তিক, সংস্কৃত একটু আধটু বোঝে। বহুৎ পরিশ্রম কর্‌লে, তবে একটু আধটু কাজ হয় এ সব দেশে—বড়ই শক্ত কাজ, আর শীতে বাদলে। তার উপর এখানে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। ইংরাজেরা লেক্‌চার ফেক্‌চার শুন্‌তে একটী পয়সাও দেয় না। যদি শুন্‌তে আসে ত তোমার ভাগ্যি, যেমন আমাদের দেশে। তার উপর এদেশে সাধারণে আমায় জানেও না এখন। তার উপর ভগবান টগবান বল্‌লে ওরা পালিয়ে যায়, বলে, ঐ রে পাদ্রি বুঝি! তুমি বসে বসে একটা কাজ কর—ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে, সামান্য পুরাণ তন্ত্র পর্য্যন্ত সৃষ্টি প্রলয় সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে, স্বর্গ, নরক, আত্মা, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি, ইন্দ্রিয়, মুক্তি, সংসার (পুনর্জ্জন্ম) সম্বন্ধে কি কি বলে, একত্র করতে থাক। ছেলেখেলা করলে কি হয়? Real scholarly work (রীতিমত পাণ্ডিত্যপূর্ণ বই) চাই। Material

(উপাদান) জোগাড় হচ্ছে আসল কাজ। সকলকে আমার ভালবাসা। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৫৫)

ই, টি, ষ্টার্ডির বাটী।
কেভার্শ্যাম, রেডিং।
১৮৯৫।

অভিন্নহৃদয়েষু—

তোমাদের পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। তোমাদের চিঠি লেখার দুইটি দোষ—বিশেষ তোমার। প্রথম, যে সকল কাজের কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রায় তার কোনটিরই জবাব থাকে না। দ্বিতীয়, জবাব লেখায় অত্যন্ত বিলম্ব। * * আমাকে দিন রাত খাট্‌তে হয়, তার উপর লাটিমের মত ঘুরে বেড়ান। * * আশা ছিল আমি থাকতে থাকতেই কেউ আস্‌বে, কিন্তু এখনও ত কিছুই ঠিকানা নাই। * * Business is business, অর্থাৎ কাজ কর্ম্ম তৎপর কর্‌তে হয়, গড়িমাসির কাজ নয়। আসছে সপ্তাহের শেষে আমি আমেরিকায় যাব। অতএব যে আসবে তার সঙ্গে সাক্ষাতের কোনও আশা নাই। গ—বাবু এদেশ বেড়িয়ে যান না, বেশ

কথা। ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে যেতে ৩০০০৲ টাকা মাত্র পড়বে। যত লোক এ সব দেশে আসে, ততই ভাল। তবে ঐ টুপিপরা সাহেব হতভাগাদের দেখলে গা জ্বলে। ভূত কাল—আবার সাহেব। ভদ্রলোকের মত দেশী কাপড় চোপড় পর্ বাবা, তা না হয়ে, ঐ জানোয়ারী রূপ! আর কেন, হরি বল! * * এখানে লেক্‌চারে আমাদের দেশের মত উল্‌টে ঘর থেকে খরচ কর্‌তে হয়। তবে অনেক দিন কর্‌লে ও খাতির জমে গেলে খরচটা পুষিয়ে যায়। আমার এই ঘুরে ঘুরে লেক্‌চার করে শরীর অত্যন্ত nervous (বায়ুপ্রধান) হয়ে পড়ছে—প্রায় ঘুম হয় না, ইত্যাদি। তার উপর একলা। দেশের লোকের কথা কি বল? কেউ না একটা পয়সা দিয়ে এ পর্য্যন্ত সহায়তা করেছে, না এক জন সাহায্য কর্‌তে এগিয়েছে। এ সংসারে সকলেই সাহায্য চায়—এবং যত কর ততই চায়। তার পর যদি আর না পার ত তুমি চোর! * *—কে আমি বিশ্বাস করি, ভালবাসি। * * তার ব্যাম ফ্যাম সব প্রভুর কৃপায় ভাল হয়ে যাবে। তার সব ভার আমার। * *

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৫৬)

(আমেরিকা হইতে লিখিত)

প্রিয়—

তোমার পত্রে সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। ট্রিবিউণ পত্রে উক্ত টেলিগ্রাম বাহির হওয়ার কোনও সংবাদ পাই নাই। চিকাগো নগর ছয় মাস যাবৎ ত্যাগ করিয়াছি, এখনও যাইবার সাবকাশ নাই ; এজন্য বিশেষ খবর লইতে পারি নাই। তোমার পরিশ্রম অত্যন্ত হইয়াছে, তার জন্য তোমায় কি ধন্যবাদই বা দিই ? অদ্ভুত কার্য্য-ক্ষমতা তোমরা দেখাইয়াছ। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হয় ? তোমাদের মধ্যে অদ্ভুত তেজ আছে। —র বিষয় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ঠাকুরের কৃপায় কিছু ছাপা থাকে না। তবে তিনি সম্প্রদায় স্থাপনাদি করুন, হানি কি ? 'শিবা বঃ সন্তু পন্থানঃ।' (১) দ্বিতীয়তঃ, তোমার পত্রের মর্ম্ম বুঝিলাম না। আমি অর্থসংগ্রহ করিয়া আপনাদের মঠ স্থাপন করিব, ইহাতে যদি লোকে নিন্দা করে ত আমার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি দেখি না। কূটস্থ বুদ্ধি তোমাদের আছে, কোনও হানি হইবে না। তোমাদের পরস্পরের উপর নিরতিশয় প্রেম থাকুক, ইতরসাধারণের উপর উপেক্ষাবুদ্ধি ধারণ করিলেই যথেষ্ট। ক—বাবু অনুরাগী

(১) তোমাদের পথ মঙ্গলময় হউক।

ও মহৎ ব্যক্তি। তাঁহাকে আমার বিশেষ প্রণয় কহিও। যতদিন তোমরা পরস্পরের উপর ভেদবুদ্ধি না করিবে, ততদিন প্রভুর কৃপায় 'রণে বনে পর্ব্বতমস্তকে বা' তোমাদের কোনও ভয় নাই। 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি,' (১) ইহা ত হইবেই। অতি গম্ভীর বুদ্ধি ধারণ কর। বালক-বুদ্ধি জীবে কে কি বলিতেছে, তাহার খবর মাত্রও লইবে না। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা।—কে পূর্ব্বে লিখিয়াছি সবিশেষ। খবরের কাগজ, পুস্তকাদি পাঠাইও না। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—দেশেও ঘুরে মরা, এদেশেও তাই—বাড়ার ভাগ বোঝা বওয়া। এদেশে আমি কেমন করে লোকের পুস্তকের খদ্দের জোটাই বল? আমি একটা সাধারণ মানুষ বই নয়। এদেশের খবরের কাগজ প্রভৃতিতে যাহা কিছু আমার বিষয় লেখে, আমি তাহা অগ্নিদেবকে সমর্পণ করি। তোমরাও তাহাই কর। তাহাই ব্যবস্থা।

ঠাকুরের কাজের জন্য একটু হাঙ্গামের দরকার ছিল, তা হয়ে গেছে, বেশ কথা; এক্ষণে ইতরগুলো কি বকে না বকে, তাতে কোনও রকমে তোমরা কর্ণপাত করবে না। আমি টাকা রোজকার করি বা যা করি, হেঁজিপেঁজি লোকের কথায় কি তাঁর কাজ আট্‌কাবে? ভায়া, তুমি

---

(১) ভাল কাজে অনেক বিঘ্ন হইয়া থাকে।

এখনও ছেলেমানুষ। আমার চুলে পাক ধরেছে। হেঁজিপেঁজি লোকদের কথায় আর মতামতের উপর আমার শ্রদ্ধা আঁচে বুঝে লও। তোমরা যতদিন কোমর বেঁধে এককাট্টা হয়ে আমার পিছে দাঁড়াবে, ততদিন পৃথিবী একত্র হলেও কোনও ভয় নাই। এই পর্য্যন্ত বুঝিলাম যে, আমাকে অতি উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে হইবে। তোমাদের ছাড়া আর কাহাকেও পত্র লিখিব না ইতি। বলি,—নিধি কোথায় আছে, খোঁজ করে তাকে মঠে যত্ন করে আন্‌বার চেষ্টা কর্‌বে। সে লোকটা অতি sincere (অকপট) ও বড়ই পণ্ডিত। তোমরা দুটো জায়গার ঠিকানা কর্‌বেই কর্‌বে, যে যাহা বলে, বলে যাক। খবরের কাগজে আমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে কে কি লিখে, লিখুক; গ্রাহ্যমধ্যেই আন্‌বে না। আর দাদা, বার বার বাগ্যতা করি, আর ঝুড়ি ঝুড়ি খবরের কাগজাদি পাঠাইও না। বিশ্রাম এখন কোথায়। আমরা যখন শরীর ছেড়ে দিব, তখন কিছুদিন বিশ্রাম করিব। ভায়া, ঐ তেজে একবার মহোৎসব কর দিকি। রৈ রৈ হয়ে যাক। ওয়া বাহাদুর! সাবাস! নিধে পেলার দল প্রেমের তরঙ্গে ভেসে চলে যাবে। তোমরা হলে হাতী, পিঁপড়ের কামড়ে কি তোমাদের ভয়?

তোমার প্রেরিত Address (অভিনন্দন) অনেক

দিন হল এসেছে এবং তার জবাবও চলে গেছে—বাবুর নিকট।

এই কথা মনে রেখ—দুটো চোখ, দু'টো কান, কিন্তু একটা মুখ। উপেক্ষা, উপেক্ষা, উপেক্ষা। নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি। (১) ভয় কার? কাদের ভয় রে ভাই? এইখানে মিসনরি ফিসনরি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ক্ষান্ত হয়ে গেছে—অমনি সকল জগৎ হবে।

"নিন্দন্তু নীতিনিপুণাঃ যদি বা স্তুবন্তু
লক্ষ্মীঃ সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টং
অদ্যৈব বা মরণমস্তু শতান্তরে বা
ন্যায্যাৎ পথ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ।" (২)

কিমধিকমিতি। হেঁজিপেঁজিদের সঙ্গে মেশবারও আবশ্যক নাই। ওদের কাছে ভিক্ষেও করতে হবে না। ঠাকুর সব জোটাচ্ছেন এবং জোটবেন। ভয় কিরে ভাই? সকল বড় কাজ মহা বিঘ্নের মধ্যে দিয়ে হয়ে থাকে। হে বীর, কুরু পৌরুষমাত্মনঃ, উপেক্ষিব্যাঃ

(১) কল্যাণকারীর কখনও দুর্গতি হয় না।—গীতা।

(২) নীতিনিপুণগণ নিন্দাই করুন আর স্তুতিই করুন, লক্ষ্মী আসুন বা যেখানে ইচ্ছা যান, আজই মরণ হউক বা শত শত বৎসর পরেই হউক, ধীরব্যক্তিগণ ন্যায়পথ হইতে কখনও বিচলিত হন না।—ভর্তৃহরি।

জনাঃ সুকৃপণাঃ কামকাঞ্চনবশগাঃ। (১) এক্ষণে আমি এদেশে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। অতএব আমার সহায়তার আবশ্যক নাই। কিন্তু আমার সহায়তা করিতে যাইয়া ভ্রাতৃস্নেহাৎ তোমাদের মধ্যে যে পৌরুষের আবির্ভাব হইয়াছে তাহা প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত কর, এই তোমাদের নিকট আমার প্রার্থনা। মনের ভাব বিশেষ উপকার বোধ না হইলে প্রকাশ করিবে না। প্রিয়হিতবচন মহাশত্রুরও প্রতি প্রয়োগ করিবে ইতি। হে ভাই, নামযশের, ধনের, ভোগের ইচ্ছা জীবের স্বতঃই আছে। তাহাতে যদি দুদিক্ চলে, ত সকলেই আগ্রহ করিতে থাকে। পরগুণপরমাণুং পর্ব্বতীকৃত্য অপিচ, ত্রিভুবনোপকারমাত্র ইচ্ছা মহাপুরুষেরই হয়। অতএব বিমূঢ়মতি অনাত্মদর্শী তমসাচ্ছন্নবুদ্ধি জীবকে বালচেষ্টা করিতে দাও। গরম ঠেক্‌লেই আপনি পালিয়ে যাবে! চাঁদে থুথু ফেল্‌বার চেষ্টা করুক; "শুভং ভবতু তেষাম্।" যদি তোদের মধ্যে মাল থাকে, সিদ্ধি কে বারণ কর্‌তে পারে। যদি ঈর্ষ্যাপরবশ হয়ে আস্ফালন মাত্র করে ত সব বৃথা হবে। হ—মালা পাঠিয়েছেন। বেশ কথা। বলি, এদেশে আমাদের দেশের মত ধর্ম্ম চলে না। তবে

(১) হে বীর, স্বীয় পৌরুষ প্রকাশ কর, হীনবুদ্ধি কামকাঞ্চনাসক্ত লোকদের উপেক্ষা করাই উচিৎ।

এদেশের মত করে দিতে হয়। এদের হিন্দু হতে বল্‌লে এরা সকলে পালিয়ে যাবে ও ঘৃণা কর্‌বে, যেমন আমরা খ্রীষ্ট মিসনরিদের ঘৃণা করি। তবে হিঁদুশাস্ত্রের কতকভাব এরা ভালবাসে এই পর্য্যন্ত। অধিক কিছুই নয় জানিবে। পুরুষেরা অধিকাংশই ধর্ম্ম টর্ম্ম নিয়ে মাথা বকায় না।—মেয়েদের মধ্যে কিছু কিছু, এইমাত্র, বাড়াবাড়ি কিছুই নাই। ২।৪ হাজার লোক অদ্বৈতমতের উপর শ্রদ্ধাবান্। তবে পুঁথি, জাতি, মেয়েমানুষ নষ্টের গোড়া, ইত্যাদি বল্‌লে দূরে পালিয়ে যাবে। ধীরে ধীরে সব হয়। Patience, purity, perseverance. (১)

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৫৭)

২২৮ পশ্চিম, ৩৯, নিউইয়র্ক।

২৪শে জানুয়ারী, ১৮৯৬।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * * তোমার শরীর এখনও সারে নাই বড়ই দুঃখের বিষয়। খুব ঠাণ্ডা দেশে যেতে পার, শীতকালে

---

(১) ধৈর্য্য, পবিত্রতা, অধ্যবসায়।

যেখানে বরফ বিস্তর পড়ে—যথা দার্জ্জিলিং। শীতের গুঁতোয় পেটভায়া দুরস্ত হয়ে যাবে, যেমন আমার হয়েছে। আর ঘি ও মসলা খাওয়া একদম ছাড়্তে পার? মাখন ঘির চেয়ে শীঘ্র হজম হয়। অভিধান পৌঁছিলেই খবর দিব। আমার বিশেষ ভালবাসা জানিবে ও সকলকে জানাইবে। * *

তিন মাস বাদে আমি ইংলণ্ডে আসিতেছি। পুনরায় হুজ্জুগের বিশেষ চেষ্টা দেখিবার জন্য। তার পর আস্‌ছে শীতে ভারতবর্ষ আগমন। পরে বিধতার ইচ্ছা। স— যে কাগজ বার কর্‌তে চায়, তার জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। —শীকে যত্ন করিতে বলিবে ও ক—প্রভৃতিকে। কাহারও এক্ষণে ইংলণ্ডে আসিবার দরকার নাই। আমি ভারতে যাইয়া তাদের তৈয়ার করিব। তার পর যেথায় ইচ্ছা যাইবে। কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—নিজেরা কিছু করে না এবং অপরে কিছু করিতে গেলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়, এই দোষেই আমাদের জাতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। হৃদয়হীনতা, উদ্যমহীনতা সকল দুঃখের কারণ। অতএব ঐ দুইটি পরিত্যাগ করিবে। কার মধ্যে কি আছে, কে জানে প্রভু বিনা? সকলকে Opportunity (সুযোগ) দাও।

পরে প্রভুর ইচ্ছা। সকলের উপর সমান প্রীতি বড়ই কঠিন; কিন্তু তা না হলে মুক্তি হবে না। ইতি—

বি

---

(৫৮)

জানুয়ারী, ১৮৯৬।

* * * তোর কাজের Idea (সঙ্কল্প) অতি উত্তম বটে এবং উঠে পড়ে লেগে যা,—পরোয়া নেই। * * খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান ধর্ম্মপ্রচারের ঢের লোক আছে, তুই আপনার দেশীধর্ম্মের প্রচার এখন করে ওঠ্ দিকি। তবে কোনও আরবী জানা মুসলমানকে দিয়ে যদি পুরাণ আরবী গ্রন্থের তর্জ্জমা কর্‌তে পার, ভাল হয়। ফরাসী ভাষায় অনেক Indian History (ভারতীয় ইতিহাস) আছে। যদি সেগুলো ক্রমে ক্রমে তর্জ্জমা করাইতে পার, একটা বেশ regular item (বারমেসে বিষয়) হবে। লেখক অনেকগুলো চাই। তার পর গ্রাহক যোগাড়ই মুস্কিল। উপায়—তোরা দেশে দেশে ঘুরে বেড়াস্, বাঙ্গালা ভাষা যেখানে যেখানে আছে, লোকদের কাগজ নেওয়াবি। * * —প্রভৃতি সকলে পড়ে লিখতে আরম্ভ কর্। ঘরে বসে ভাত খেলে কি হয়? তুই খুব বাহাদুরী করেছিস্। বাহবা, সাবাস! গুঁত-

গুঁতেগুলো পেছু পড়ে থাক্‌বে হাঁ করে, আর তুই লম্ফ দিয়ে সকলের মাথায় উঠে যাবি। ওরা নিজেদের উদ্ধার কর্‌ছে—না হবে ওদের উদ্ধার, না হবে আর কারুর। মোচ্ছব এমনি মাচাবি যে, দুনিয়াময় তার আওয়াজ যায়। অনেকে আছেন যাঁরা কেবল খুঁত কাড়তে পারেন; কিন্তু কাজের বেলা ত "খোঁজ খবর নহী পাওয়ে।" লেগে যা, যত পারিস্। পরে আমি ইণ্ডিয়ায় (ভারতে) এসে তোলপাড় করে তুল্‌ব। ভয় কি? "নাই নাই বল্‌লে সাপের বিষ উড়ে যায়।"—নাই নাই বলে যে নাই হয়ে যেতে হবে! * *

গ—খুব বাহাদুরী করেছে। সাবাস! ক—তার সঙ্গে কাজে লেগেছে। খুব সাবাস। একজন মান্দ্রাজে যা, একজন বম্বে যা। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্ দুনিয়া। কি বল্‌ব আপ্‌শোষ—যদি আমার মত দুটা তিনটা থাকৃত—ধরা কাঁপিয়ে দিয়ে চলে যেতুম। কি করি, ধীরে ধীরে যেতে হচ্চে। তোলপাড় কর্—তোলপাড় কর্। একটাকে চীন দেশে পাঠিয়ে দে, একটাকে জাপান দেশে পাঠা। এ গৃহস্থদের কাজ নয়। * * সন্ন্যিসির দলকে হুঙ্কার দিতে হইবে। হ—র্, হ—র্, শ—ম্ভো!

(৫৯)

ই, টি, ষ্টার্ডির বাটী।
হাই ভিউ, কেভার্শ্যাম, ইত্যাদি।

স্নেহাস্পদেষু—

* * * সকলে উঠিয়া পড়িয়া না লাগিলে কি কাজ হয়। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ" (১) ইত্যাদি। পেছু দেখ্‌তে হবে না। Forward (এগিয়ে পড়)! অনন্ত বীর্য্য, অনন্ত উৎসাহ, অনন্ত সাহস ও অনন্ত ধৈর্য্য চাই। তবে মহাকার্য্য সাধন হবে। দুনিয়ায় আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। * * *

বিবেকানন্দ।

(৬০)

(ইংরাজী হইতে অনূদিত)

১৩ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৬।

প্রিয়—

নীতির রাজ্যে ক্রমবিভাগ আছে, শুধু এইটী হৃদয়ঙ্গম করিলেই আর সমস্ত সরল হইয়া যাইবে।

বৈরাগ্য, অপ্রতিকার, অহিংসা প্রভৃতি আদর্শে আমাদিগকে ক্রমশঃ কম সংসারিত্ব, কম প্রতিকার, কম

(১) উদ্যোগী পুরুষসিংহেরই লক্ষ্মীলাভ হইয়া থাকে।

হিংসার মধ্য দিয়া উপনীত হইতে হইবে। আদর্শকে সর্ব্বদা চক্ষের সাম্‌নে রাখিয়া তাহার দিকে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হও। প্রতিকার ব্যতীত, হিংসা ব্যতীত, বাসনা ব্যতীত কেহ সংসারে থাকিতে পারে না—যে অবস্থায় আদর্শকে সমাজে প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়, জগৎ এখনও সে অবস্থায় পৌঁছে নাই। জগৎ যে সমুদয় অশুভের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে উহাকে আদর্শা-নুরূপ করিয়া তুলিতেছে; অধিকাংশ লোককেই এই মন্থর উন্নতির পথ অবলম্বন করিতে হইবে। বিশেষ শক্তিমান্ পুরুষগণকে এই বর্ত্তমান অবস্থার মধ্য দিয়াই আদর্শে পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

কালোচিত কর্ত্তব্যসাধনই শ্রেষ্ঠ পন্থা, এবং শুধু কর্ত্তব্য বলিয়াই অনুষ্ঠিত হইলে উহাতে বন্ধন আসে না।

সঙ্গীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ললিত কলা, এবং যাঁহারা উহা বুঝেন, তাঁহাদিগের নিকট উহা সর্ব্বোচ্চ উপাসনা।

আমাদিগকে অজ্ঞান ও অশুভ নাশ করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। শুধু আমাদিগকে শিখিতে হইবে যে, শুভের বৃদ্ধি দ্বারাই অশুভের নাশ হয়।

ভবদীয়—

বিবেকানন্দ।

(৬১)

বোষ্টন।

২১শে মার্চ্চ, ১৮৯৬।

প্রিয়—

টিবেটের (তিব্বতের) সম্বন্ধে তোমার পত্র পাঠ করে তোমার বুদ্ধির উপর হতশ্রদ্ধা হল। প্রথম—Notovitch এর (নোটোভিচের) বই সত্য—non-sense (কি আহাম্মকী) ! তুমি কি original (মূল গ্রন্থ) দেখেছ বা Indiaয় (ভারতে) এনেছ ? দ্বিতীয়—Jesusএর Samaritan womanএর (যীশু ও সামারিয়া দেশীয় নারীর) ছবি কৈলাসের মঠে দেখেছ—কি করে জান্‌লে সে যীশুর ছবি, ঘিষুর নয়। যদি তাও হয়, কি করে বুঝ্‌লে যে, কোনও কৃশ্চান্ লোকের দ্বারা তাহা উক্ত মঠে স্থাপিত হয় নাই ? টিবেটিয়ানদের (তিব্বতীদের) সম্বন্ধে তোমার মতামতও অযথার্থ। তুমি heart of Thibet (তিব্বতের মর্ম্মস্থান) ত দেখ নাই—only a fringe of the trade-route (শুধু বাণিজ্য-পথের একটুখানি) দেখিয়াছ। ঐ সকল স্থানে কেবল dregs of a nation (জাতের ওঁচা ভাগটাই) দেখ্‌তে পাওয়া যায়। কল্‌কেতার চীনেবাজার

আর বড়বাজার দেখে যদি কেউ বাঙ্গালীমাত্রকে চোর বলে, তা কি যথার্থ হয়? * * *

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬২)

নিউইয়র্ক।

১৪ই এপ্রেল, ১৮৯৬।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে সবিশেষ অবগত হইলাম। শ— পৌঁছিয়াছে সংবাদ পাইলাম। তোমার প্রেরিত ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রও পাইলাম। লেখা উত্তম হইয়াছে, বরাবর লিখিয়া যাও। দোষ দেখা বড়ই সহজ, গুণ দেখাই মহাপুরুষের ধর্ম্ম, এ কথা ভুলিবে না। * * Now what you want is organisation. That requires strict obedience and division of labour. I will write out everything in every particular from England, for which I start to-morrow. I am determined to make you decent workers thoroughly organised. (১) "Friend" (ফ্রেণ্ড—বন্ধু) শব্দ সকলের

---

(১) এখন তোমাদের চাই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া। তজ্জন্ত সম্পূর্ণ

প্রতি ব্যবহার হয়। ইংরাজী ভাষায় ওসকল cringing politeness (দীনা হীনা ভদ্রতা) নাই; ঐ সকল বাঙ্গালা শব্দের তর্জ্জমা হাস্যাস্পদ হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংস, ঈশ্বর, ভগবান্—ওসকল এদেশে কি চলে?—has a tendency to put that stuff down everybody's throat, but that will make our movement a little sect; you keep separate from such attempts. At the same time, if people worship him as God, no harm. Neither encourage nor discourage. The masses will always have the person, the higher ones the principle: we want both. But principles are universal, not *persons*. Therefore stick to principles. He taught, let people think whatever they like of his person (১) * *

আজ্ঞাবহতা এবং শ্রমসংবিভাগের প্রয়োজন। আমি সমস্ত তন্ন তন্ন করিয়া ইংলণ্ড হইতে লিখিয়া পাঠাইব। কাল আমি তথায় চলিলাম। আমি তোমাদিগকে যেমনটি হওয়া উচিত তেমনি করিয়া এবং সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজ করাইবই করাইব।

(১) সকলকে জোর করিয়া ঐ ভাবটা গলাধঃকরণ করাইবার একটা ঝোঁক—র আছে। কিন্তু তাহাতে আমাদিগকে একটা ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে পরিণত করিবে মাত্র। তোমরা এবংবিধ সকল প্রয়াস

* * The first should be last and the last first. (১) "মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।" (২) ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬৩)

লণ্ডন।

৬৩ সেণ্ট জর্জ্জেস রোড,

দক্ষিণ-পশ্চিম।

২৪শে জুন, ১৮৯৬।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * * শ—কাল ·আমেরিকায় চল্‌ল। এখানকার কাজ পেকে উঠেছে। একটী লণ্ডনে Centreএর

হইতে পৃথক্ থাকিবে। অথচ যদি লোকে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে, ক্ষতি নাই। তাহাদিগকে উৎসাহও দিও না, নিরুৎসাহও করিও না। ইতর সাধারণ ত চিরকাল ব্যক্তিই চাহিবে, উচ্চশ্রেণীরা শিক্ষাটা গ্রহণ করিবে। আমরা দুইই চাই। কিন্তু শিক্ষাটাই সার্ব্বভৌমিক, ব্যক্তি নহে। সুতরাং শিক্ষাটাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাক। তিনি শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এখন লোকে তাঁহার নিজের সম্বন্ধে যাহা খুসী ভাবুক না কেন।

(১) যে প্রথম আছে, সে সর্ব্বশেষে যাইবে; যে সর্ব্বশেষে আছে, সে প্রথম হইবে।

(২) আমার ভক্তগণের যাহারা ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত।--গীতা।

(কেন্দ্রের জন্য) টাকা already (ইতিপূর্ব্বেই) উঠে গেছে। আমি next (আগামী) মাসে Switzerland (সুইজর্লণ্ড) গিয়ে দুই এক মাস থাকব। তারপর আবার লণ্ডনে। আমার শুধু দেশে গিয়ে কি হবে? এই লণ্ডন হল দুনিয়ার centre (কেন্দ্র)। Indiar heart (ভারতের হৃৎপিণ্ড) এখানে। এখানে একটা গেড়ে না বসিয়ে কি যাওয়া হয়? * * *

মহাতেজ, মহাবীর্য্য, মহাউৎসাহ চাই। মেয়ে-নেকড়ার কি কাজ? যে রকম লিখেছিলাম পূর্ব্বপত্রে সেই রকম ঠিক চলতে চেষ্টা করবে। Organisation চাই। Organisation is power and the secret of that is obedience. (১)

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ।

---

(৬৪)

* * সা—র পত্রে অবগত হইলাম ন—ঘোষ আমাকে যীশুখৃষ্টাদির সহিত তুলনা করিয়াছেন। ও সকল আমাদের দেশে ভাল বটে, কিন্তু এদেশে ছাপাইয়া

---

(১) সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া চাই। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াতেই শক্তিসঞ্চয় হয়, আজ্ঞাবহতাই উহার মূলমন্ত্র।

।

পাঠাইলে আমার অপমানের সম্ভাবনা। অর্থাৎ আমি কাহারও ভাবে ব্যাঘাত করি না। আমি কি মিশনরি? যদি ক— ঐ সকল কাগজ এতদ্দেশে না পাঠাইয়া থাকে, তাহা হইলে পাঠাইতে নিষেধ করিবে। কেবল Address (অভিনন্দন) পাঠাইলেই যথেষ্ট; Proceedingsএ (কার্য্যবিবরণীতে) কোন আবশ্যক নাই। এক্ষণে এতদ্দেশের অনেক গণ্যমান্য নরনারী আমায় শ্রদ্ধা করেন। মিশনরি প্রভৃতিরা বহু চেষ্টা করিয়া এক্ষণে হারি মানিয়া শান্তি অবলম্বন করিয়াছে। সকল কার্য্যই নানা বিঘ্নের মধ্যে সমাধান হয়। শান্তভাব অবলম্বন করিলেই সত্যের জয় হয়। হাড্‌সন নামক কে কি বকিয়াছে, তাহাকে আমার জবাব দিবার কোন আবশ্যক নাই। * * তুমি উন্মাদ নাকি? আমি এখান হইতে কে এক হাড্‌সনের সহিত লড়াই করিব? প্রভুর কৃপায় হাড্‌সন বাড্‌সনের গুরুর গুরুরা আমার কথা ভক্তিভাবে গ্রহণ করে। তুমি কি পাগল নাকি? খবরের কাগজ প্রভৃতি আর পাঠাইও না। ওসকল দেশে চলুক। হানি নাই। ওসকল কাগজে নামের প্রয়োজন ছিল, প্রভুর কার্য্যের জন্য। যখন তাহা সমাহিত হইয়াছে, তখন আর আবশ্যক নাই। * * ঠাকুরের কাছে সকল কার্য্যের প্রারম্ভে প্রার্থনা করিবে। তিনি সৎ পন্থা দেখাইবেন। * *

ক—প্রভৃতি সকলেই উত্তম কার্য্য করিয়াছে। সকলকেই আমার প্রেমালিঙ্গন দিও। মান্দ্রাজীদের সহিত মিলিয়া কাজ করিবে এবং মধ্যে মধ্যে একজন তথায় যাইও। নাম যশ কর্তৃত্বের বাসনা জন্মের মত ত্যাগ করিবে। * *

—যে ঠাকুরের পুঁথি পাঠাইয়াছে, তাহা পরম সুন্দর। কিন্তু প্রথমে শক্তির বর্ণনা নাই, এই মহাদোষ। দ্বিতীয় সংস্করণে শুদ্ধ করিতে বলিবে। এই কথা মনে সদা রাখিবে যে, আমরা এক্ষণে জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান। আমাদের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক কথা লোকে দেখিতেছে, শুনিতেছে—এই ভাব মনে রাখিয়া সকল কার্য্য করিবে।

* * আমাদের মঠের জন্য একটা জমি দেখিতে থাক। * * কলিকাতা হইতে কিছু দূরে হয়, চিন্তা নাই; যেখানে আমরা মঠ বানাইব, সেথাই ধূম মাচিবে। মহিম চক্রবর্ত্তীর কথায় আমি পরম আনন্দিত হইলাম— Andes পর্ব্বতে এক্ষণে গয়াক্ষেত্র বনিয়া গেল যে! সে কোথায়? তাহাকে, বিজয় গোস্বামীকে ও আমাদের সকল বন্ধুবর্গকে আমার বিশেষ প্রণয়-সম্ভাষণ দিবে। * * পরকে মারিতে গেলে ঢাল খাঁড়া চাই, অতএব ইংরেজী ও সংস্কৃত বিশেষরূপে অধ্যয়ন করিবে।—র ইংরেজী দিন

দিন বেশ পরিষ্কার হইতেছে।—র ইংরাজীর অধোগতি হইতেছে ; তাহাকে flowery style (ফেনান ভাষা) পরিত্যাগ করিতে কহিবে। বিজাতীয় ভাষায় flowery style লেখা বড়ই দুষ্কর। তাহাকে আমার লক্ষ "সাবাস" —ওহি মরদ্‌কা কাম। * * সকলেই well done, "সাবাস, বাহাদুরোঁ।"। আরম্ভ অতি সুন্দর হয়েছে। ঐ ঢোলে চল। ঈর্ষাসর্পিণী যদি না আসে ত কোন ভয় নাই, মা ভৈঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ। (১) সকলে একটু গম্ভীরভাব ধারণ করিবে। আমি হিন্দুধর্ম্মের উপর কোন পুস্তক এক্ষণে লিখিতেছি না। তবে আমার মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিতেছি। Every religion is an expression, a language to express the same truth, and we must speak to each in his own language (২) স—একথা বুঝিয়াছে, বেশ। হিন্দুধর্ম্ম পরে দেখা যাইবে। হিন্দুধর্ম্ম বলিলে কি এদেশের লোক আসে—সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির

---

(১) আমার ভক্তগণের যাহারা ভক্ত তাহারাই আমার শ্রেষ্ট ভক্ত।—গীতা।

(২) প্রত্যেক ধর্ম্ম সত্যের এক একটী প্রকাশ, সেই একই সত্যকে প্রকাশ করিবার এক একটী ভাষা, এবং আমাদিগকে প্রত্যেক নরনারীর সহিত তাহারই ভাষায় কথা কহিতে হইবে।

নামে সকলে পালায়। আসল কথা, তাঁর ধর্ম্ম, হিন্দুরা বলুক হিন্দুধর্ম্ম—তদ্বৎ সর্ব্বে—তবে ধীরে ধীরে। শনৈঃ পন্থাঃ। নবাগন্তুক—কে আমার আশীর্ব্বাদ দিও। লিখিবার সময় বড়ই অল্প, সর্ব্বদাই লেক্‌চার, লেক্‌চার, লেক্‌চার। Purity, Patience, Perseverance. (পবিত্রতা, ধৈর্য্য, অধ্যবসায়!) * * *

এদেশ হতে শীঘ্র যাওয়ায় কোন লাভ নাই। বলি, প্রথমতঃ এদেশে একটু বাজ্‌লে দেশে মহাধ্বনি হয়। এদেশের লোকেরা মহাধনী ও ছাতিওয়ালা! দেশের লোকের পয়সাও নাই এবং ছাতি একেবারেই নাই।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য। তিনি কি শুধু ভারতের ঠাকুর? ঐ সঙ্কীর্ণ ভাবের দ্বারাই ভারতের অধঃপতন হয়েছে। তার বিনাশ না হলে কল্যাণ অসম্ভব। আমার যদি টাকা থাকৃত, তোমাদের প্রত্যেককেই পৃথিবী পর্য্যটনে পাঠাতাম। কোণ থেকে না বেরুলে কোন বড় ভাব হৃদয়ে আসে না। ক্রমে দেখা যাবে। প্রভুর ইচ্ছা, সকল বড় কাজ ধীরে ধীরে হয়। * *

—র কথা কেউ লেখ নাই কেন? তাদের তোমরা খবর নাও কি না?—দুঃখ পাচ্চে, তার কারণ, তার মন এখনও গঙ্গাজলের মতন হয় নাই, নিষ্কাম এখনও হয় নাই, ক্রমে হবে। যদি বাঁকটুকু একদম সিদে করে ত

আর কোন দুঃখ থাকিবে না। * * কিছুতেই ভয় পেওনা। * *

ভবেয়ুঃ কণ্ঠাগতাঃ প্রাণাঃ (প্রাণ কণ্ঠাগত হউক) তথাপি ডর পাবে না। সিংহবিক্রমের সহিত অথচ কুসুমমিব কোমলতার সহিত কার্য্য করিবে। এবারকার মহোৎসবে খুব ধূম মাচাইবে। খাওয়া দাওয়া অতি সাধারণ—মহাপ্রসাদ, সরাভোগ, দাঁড়াপ্রসাদ ইত্যাদি। পরমহংসদেবের জীবন-চরিত পাঠ। বেদবেদান্ত পুঁথি একত্র করিয়া আরতি করিবে। * * *

* * ভোগের নাম করে সকলকে পিত্তি পড়িয়ে বাসি কড়কড় ভাত খাওয়াবে না। দুটো ফিল্‌টার তৈয়ার করবে। সেই জলে রান্না ও খাওয়া দুইই। ফিল্টার কর্‌বার পূর্ব্বে জল ফুটিয়ে নেবে, তাহলে ম্যালেরিয়ার বাপ পলায়ন। সকলের স্বাস্থ্যের উপর প্রথম দৃষ্টি রাখিবে। মাটীতে শোওয়া ত্যাগ করিবে, পার যদি, অর্থাৎ যদি পয়সা জোটে ত বড়ই ভাল। ময়লা কাপড় ব্যারামের প্রধান কারণ। * * ঠাকুরঘর অনেকের সহায়তা করে বটে, কিন্তু রাজসিক তামসিক খাওয়া খাওয়ায় কোন কাজ নাই। আঙ্গুল বাঁকান এবং ঘণ্টার বিকট আওয়াজের কিঞ্চিৎ কমি করে কিঞ্চিৎ গীতা উপনিষদাদি পাঠ করিবে। অর্থাৎ Materialism (জড়োপাসনা)

যত কম হয় এবং Spirituality (আধ্যাত্মিকতা) যতই বাড়ে, এই কথা আর কি। * * ঠাকুর কি কাহারও একলার জন্য এসেছিলেন, কি জগতের জন্য ? যদি জগতের জন্য, তা হলে জগৎশুদ্ধ লোক যাতে তাঁকে বুঝতে পারে, এই ভাবে তাঁকে present কর্‌তে (লোকের কাছে ধর্‌তে) হবে। * * *You must not indentify yourself with any life of him written by anybody, nor give your sanction to any* (১) * * যতক্ষণ আমাদের নামের সঙ্গে না যায়, ততক্ষণ কোন ভয় নাই। * হাঁজী হাঁজী কর্‌তে রহিও বৈঠি আপনা ঠাম্।

* * গাঁয়ে গাঁয়ে যাও, লোককে তাঁর কথা শোনাও, এর চেয়ে আবার কি ভাগ্যে হবে।

* * বেদবেদান্ত আর আর সব অবতার যা কিছু করে গেছেন, তিনি একলা নিজের জীবনে তা করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন না বুঝ্‌লে বেদবেদান্ত অবতার প্রভৃতি বোঝা যায় না—কেন না, He was the explanation (তিনি ব্যাখ্যাস্বরূপ ছিলেন)। তিনি যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে।

---

(১) তাঁর জীবনচরিত যেই কেন লিখুক না, তোমরা তার মধ্যে থেকো না, অথবা তাকে প্রামাণ্য বলে মত প্রকাশ করো না

এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে পুরুষ ভেদ, ধনী নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত বিদ্বান ভেদ, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু মুসলমান ভেদ, ক্রিশ্চান হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ঐ যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্যযুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার। * * যে তাঁর পূজা করবে, সে অতি নীচ হলেও মুহূর্ত্তমধ্যে অতি মহান্ হবে—মেয়ে বা পুরুষ। আর এবারের মাতৃভাব—তিনি মেয়ে সেজে থাক্‌তেন—তিনি যেন আমাদের মা—তেমনি সকল মেয়েকে মার ছায়া বলে দেখ্‌তে হবে। ভারতে দুই মহাপাপ। মেয়েদের পায়ে দলান, আর জাতি জাতি করে গরীবগুলোকে পিষে ফেলা। He was the Saviour of women, Saviour of the masses, Saviour of all high and low. (১) * * ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, মেয়ে বা পুরুষ—তাঁর পূজোয় সকলের অধিকার। * *

বিবেকানন্দ।

(১) তিনি স্ত্রীজাতীর উদ্ধারকর্ত্তা, ইতরসাধারণের উদ্ধারকর্ত্তা উচ্চ নীচ সকলের উদ্ধারকর্ত্তা।

(৬৫)

প্রিয়—

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে তুমি আমার অন্য চিঠিগুলি পেয়েছ এবং জেনেছ যে. আর আমেরিকায় কিছু পাঠাবার দরকার নাই। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়। এই যে খবরের কাগজ-গুলা আমায় বাড়িয়ে তুল্‌ছে, তাতে লোকমধ্যে আমার খ্যাতি হয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এর ফল এখানকার চেয়ে ভারতে বেশী। এখানে বরং রাতদিন খবরের কাগজে নাম বাজ্‌তে থাকলে উচ্চ শ্রেণীর লোকদের মনে বিরক্তি জন্মায়; সুতরাং যথেষ্ট হয়েছে। এখন এই সকল সভার অনুসরণে ভারতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চেষ্টা কর। আর এদেশে কিছু পাঠাবার দরকার নাই। আমি প্রথমে মাতা ঠাকুরাণীর জন্য একটী জায়গা করবার দৃঢ়সঙ্কল্প করেছি, কারণ, মেয়েদের জায়গারই প্রথম দরকার। * * * যদি মার বাড়ীটী প্রথমে ঠিক হয়ে যায় তা হলে আর আমি কোন কিছুর জন্য ভাবিনে। * * * আমি ইতিপূর্ব্বেই ভারতবর্ষে যেতাম, কিন্তু ভারতবর্ষে টাকা নাই। হাজার হাজার লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসকে মানে, কিন্তু কেউ একটী পয়সা দেবে না—এই হচ্ছে ভারতবর্ষ। এখানে লোকের টাকা আছে, আর তারা দেয়। আস্‌ছে

শীতে আমি ভারতবর্ষে যাচ্ছি। ততদিন তোমরা মিলে-মিশে থাক। *

জগৎ উচ্চ উচ্চ ভাবের (principles) জন্য আদৌ ব্যস্ত নয়; তারা চায় ব্যক্তি (person)। তারা যাকে পছন্দ করে তার কথা ধৈর্য্যের সহিত শুন্‌বে, তা যতই অসার হক না কেন—কিন্তু যাকে তারা পছন্দ করে না তার কথা শুনবেই না। এইটী মনে রেখ এবং লোকের সহিত সেই মত ব্যবহার করো। সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি নেতৃত্ব চাও সকলের গোলাম হয়ে যাও। এই হল আসল রহস্য। তোমার ভাষা পরুষ হলেও তোমার ভালবাসায় ফল হবে। যে কোন ভাষারই আবরণে থাকুক না কেন, মানুষ ভালবাসা আপনা হতেই টের পায়। †

ভায়া, রামকৃষ্ণ পরমহংস যে ভগবানের বাবা তাতে আমার সন্দেহমাত্র নাই, তবে তিনি কি বল্‌তেন, লোককে দেখতে দাও, তুমি জোর করে কি দেখাতে পার?—এইমাত্র আমার objection (আপত্তি)।

লোকে বলুক, আমরা কি বল্‌ব? বেদ বেদান্ত পুরাণ ভাগবতে যে কি আছে তা রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না

---

* এই প্যারাটি ইংরাজীর অনুবাদ।

† এই প্যারাটী ইংরাজীর অনুবাদ।

পড়লে কিছুতেই বুঝা যাবে না। His life is a searchlight of infinite power thrown upon the whole mass of Indian religious thought. He was the living commentary to the Vedas and to their aim. He had lived in one life the whole cycle of the national religious existence in India. (১)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্মেছিলেন কিনা জানি না, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি একঘেয়ে, রামকৃষ্ণ পরমহংস, the latest and the most perfect (সবচেয়ে আজকালকার এবং সবচেয়ে পূর্ণবিকশিত চরিত্র), জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিতচিকীর্ষা, উদারতার জমাট; কারুর সঙ্গে কি তাঁহার তুলনা হয়? তাঁকে যে বুঝতে পারে না তার জন্ম বৃথা। আমি তাঁর জন্মজন্মান্তরের দাস, এই আমার পরম ভাগ্য, তাঁর একটা কথা বেদবেদান্ত অপেক্ষা অনেক বড়। তস্য দাসদাসদাসোহহং। তবে একঘেয়ে গোঁড়ামির

---

(১) তাঁহার জীবন একটী অনন্ত জ্যোতির্ম্ময় আলোকচ্ছটা—সমগ্র ভারতীয় ধর্ম্মভাবরাশির উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তিনি বেদ ও বেদার্থের জীবন্ত ভাষ্যস্বরূপ ছিলেন। তিনি একজন্মে ভারতের জাতীয় ধর্ম্মজীবনের সমগ্র কল্পটী অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

দ্বারা তাঁর ভাবের ব্যাঘাত হয় এইজন্য চটি। বরং তাঁর নাম ডুবে যাক—তাঁর উপদেশ ফলবান্ হউক। তিনি কি নামের দাস? যীশুখৃষ্টকে জেলে মালায় ভগবান্ বলেছিল, পণ্ডিতেরা মেরে ফেল্‌লে, বুদ্ধকে বেনে রাখালে তাঁর জীবদ্দশায় মেনেছিল। রামকৃষ্ণকে জীবদ্দশায়—নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির (উনবিংশ শতাব্দীর) শেষভাগে ইউনিভারসিটির ভূত ব্রহ্মদত্যিরা ঈশ্বর বলে পূজা করেছে। * * হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাঁদের (কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতির) দু-দশটী কথা পুঁথিতে আছে মাত্র। 'যার সঙ্গে ঘর করিনি সেই বড় ঘরণী'—এযে আজন্ম দিনরাত্রি সঙ্গ করেও যে তাঁদের চেয়ে ঢের বড় বলে বোধ হয়, এই ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে পার? * *

শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। * * আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। * * শক্তির কৃপা না হলে কিছুই হবে না। আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি?—শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃ-ভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে?

আমার চোখ খুলে যাচ্ছে দিন দিন। দিন দিন সব বুঝ্‌তে পার্‌ছি। * * *

ম্যালেরিয়ার প্রধান কারণ জল। দুটো তিনটে ফিল্‌টার তৈয়ার কর না কেন? জল সিদ্ধ করে ফিল্‌টার কর্‌লে কোন ভয় থাকে না। * * দুটো বড় Pasteur's bacteria-proof (জীবাণু-প্রতিষেধক) ফিল্‌টার কিন্‌বে; সেই জলে রান্না, সেই জল খাওয়া—ম্যালেরিয়ার বাপ পালিয়ে যাবে। * * On and on, work, work, work, this is only the beginning. (১)

কিমধিকমিতি—

বিবেকানন্দ।

(৬৬)

লাহোর।

১৫ই নভেম্বর, ১৮৯৭।

কল্যাণীয়াসু—

মা, বড় দুঃখের বিষয় যে, একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও এ যাত্রায় সিন্ধুদেশে আসিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করা ঘটিল না। প্রথমতঃ কাপ্তেন এবং মিসেস্—

(১) এগিয়ে পড়, এগিয়ে পড়। কাজ কর, কাজ কর, কাজ কর, এইত সবে আরম্ভ।

নামক যাঁহারা ইংলণ্ড হইতে আসিয়া আমার সহিত প্রায় আজ নয় মাস ফিরিতেছেন, তাঁহারা দেরাদুনে জমি খরিদ করিয়া একটী অনাথালয় করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। তাঁহাদের অত্যন্ত অনুরোধ যে, আমি যাইয়া ঐ কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিই, তজ্জন্য দেরাদুন না যাইলে নহে।

দ্বিতীয়তঃ, আমার অসুখ হওয়ার জন্য জীবনের উপর ভরসা নাই। এক্ষণেও আমার উদ্দেশ্য যে, কলিকাতায় একটী মঠ হয়—তাহার কিছুই করিতে পারিলাম না। অপিচ দেশের লোকে বরং পূর্ব্বে আমাদের মঠে যে সাহায্য করিত, তাহাও বন্ধ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা যে, আমি ইংলণ্ড হইতে অনেক অর্থ আনিয়াছি!! তাহার উপর এবার মহোৎসব হওয়া পর্য্যন্ত অসম্ভব; কারণ, রাসমণির মালিক বিলাতফেরত বলিয়া আমাকে উদ্যানে যাইতে দিবেন না।! অতএব আমার প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে যে দুই চারিটি বান্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কলিকাতায় একটী স্থান করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা। এই সকল কারণের জন্য আপাততঃ অত্যন্ত দুঃখের সহিত সিন্ধুদেশ-যাত্রা স্থগিত রাখিলাম। রাজপুতানা ও কাঠিয়াওয়াড় হইয়া আসি-

বার বিশেষ চেষ্টা করিব। তুমি দুঃখিত হইও না। আমি একদিনও তোমাদের ভুলি না তবে কর্ত্তব্যটা প্রথমেই করা উচিত। কলিকাতায় একটা মঠ হইলে আমি নিশ্চিন্ত হই। এত যে সারা জীবন দুঃখে কষ্টে কাজ করিলাম, সেটা আমার শরীর যাওয়ার পর নির্ব্বাণ যে হইবে না, সে ভরসা হয়। আজই দেরাদুনে চলিলাম—সেথায় দিন সাত থাকিয়া রাজপুতানায়—তথা হইতে কাঠিয়াওয়াড় ইত্যাদি।

সাশীর্ব্বাদং

বিবেকানন্দস্য।

(৬৭)

কল্যাণীয়াসু—

* * কার্য্য শীঘ্রই পুনরায় আরম্ভ করিব। দুই সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্জাবে যাইব এবং লাহোর অমৃতসরে দুই একটী লেক্‌চার দিয়াই করাচি, গুজরাট, কচ্ছ ইত্যাদি। করাচিতে নিশ্চিত তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিব।

এ কাশ্মীর বাস্তবিকই ভূস্বর্গ—এমন দেশ পৃথিবীতে আর নাই। যেমন পাহাড়, তেমনি জল, তেমনি গাছ-পালা, তেমনি স্ত্রীপুরুষ, তেমনি পশুপক্ষী। এতদিন

দেখি নাই বলিয়া মনে দুঃখ হয়। * * সর্ব্বদাই তোমাদের কল্যাণ কামনা করিতেছি, নিশ্চিত জানিও।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬৮)

আলমোড়া।

২০শে মে, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু—

* * * কলিকাতা সভা বেশ চলিতেছে শুনিয়া সুখী হইলাম। এক দুই জন না আইসে দরকার নাই। ক্রমে সকলেই আসিবে। সকলের সঙ্গে সহৃদয়তা প্রভৃতি রাখিবে। মিষ্ট কথা অনেক দূর যায়। নূতন লোক যাহাতে আসে তার চেষ্টা করাই বিশেষ প্রয়োজন। নূতন নূতন মেম্বর চাই।

য—আছে ভাল। আমি আলমোড়ায় অত্যন্ত গরম হওয়াও ২০ মাইল দূরে এক উত্তম বাগানে আছি, অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, কিন্তু গরম। গরম কলিকাতা হইতে বিশেষ প্রভেদ কি?

* * জ্বরভাবটা সব সেরে গেছে। আরও ঠাণ্ডা দেশে যাবার যোগাড় দেখছি। গরমি বা পথশ্রম হলেই

দেখছি লিভারে গোল দাঁড়ায়। এখানে হাওয়া এত শুষ্ক যে দিনরাত্র নাক জ্বালা করছে ও জিব যেন কাঠের চোকলা। * * এতদিনে আমি মজা করে ঠাণ্ডা দেশে গিয়ে পড়তুম। খালি খাবার অত্যাচার ফত্যাচার করে কি যা তা বকচ ? * * তুমি ও সব মুখ্যু কুখ্যুদের কথা কি শোন ? যেমন তুমি আমাকে কলায়ের দাল খেতে দিতে না—Starch (শ্বেতসার) বলে ! ! আবার কি খবর—না, ভাত আর রুটী ভেজে খেলে আর starch (শ্বেতসার) থাকে না ! ! ! অদ্ভুত বিদ্যে বাবা ! ! আসল কথা আমার পুরণ ধাত আস্‌ছেন। * * এইটী বেশ দেখতে পাচ্চি। এ দেশে এখন এ দেশী রঙ্গ চঙ্গ ব্যামো সব। সেদেশে সেদেশী রঙ্গ চঙ্গ সব। রাত্রির খাওয়াটা মনে করছি খুব light (লঘু) করব, সকালে আর দুপুর বেলা খুব খাব, রাত্রে দুধ ফল ইত্যাদি। তাইত ওৎ করে ফলের বাগানে পড়ে আছি হে বাপু ! !

তুমি ভয় খাও কেন ? ঝট্ করে কি দানা মরে ? এইত বাতি জ্বল্‌ল, এখনও সারা রাত্রি গাওনা আছে। * * খুব চুটিয়ে বুক বেঁধে কাজ কর দিকি, একবার তোলপাড় করা যাক। কিমধিকমিতি।

মঠের সকলকে আমার ভালবাসা দিবে ও next meetingকে আমার greeting (সাদর সম্ভাষণ)

দিও ও কহিও যে যদিও আমি শরীরের সহিত উপস্থিত নহি, তথাপি আমার আত্মা সেথায়, যেখানে প্রভুর নাম কীর্ত্তন হয়। "যাবৎ তব কথা রাম সঞ্চরিষ্যতি মেদিনীম্" (হনূমান) ইত্যাদি। হে রাম, যেথায় তোমার কথা হয় সেথায় আমি হাজির। আত্মা সর্ব্বব্যাপী কিনা?

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬৯)

আলমোড়া।

২০শে জুন, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু—

তোমার শরীর পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল আছে শুনিয়া সুখী হইলাম।—ভায়ার কথাবার্ত্তা, তিনি সঠিক কন না, এজন্য সে সকল শুনিয়া কোনও চিন্তা করিও না। আমি সেরেস্থুরে গেছি। * *

*

শু—লিখিয়াছে কি Ruddock's Practice of Medicine পাঠ হচ্ছে। ওসব কি nonsense (অসার জিনিস) ক্লাসে পড়ান? এক সেট Physics (পদার্থবিদ্যা) আর Chemistryর (রসায়নের)

সাধারণ যন্ত্র ও একটা telescope (দূরবীক্ষণ) ও একটা microscope (অনুবীক্ষণ) ১৫০।২০০ টাকার মধ্যে সব হবে। শ—বাবু সপ্তাহে একদিন এসে Chemistry practical (ফলিত রসায়ন) এর উপর লেকচার দিতে পারেন ও হ—Physics ইত্যাদির উপর। আর বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল উত্তম Scienti-fic (বিজ্ঞান সম্বন্ধীয়) পুস্তক আছে তা সব কিন্‌বে ও পাঠ করাবে।

কিমধিকমিতি

বিবেকানন্দ।

(৭০)

মরী।

১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭।

কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্রে তোমার শরীর তেমন ভাল নয় শুনিয়া দুঃখিত হইলাম! Unpopular (অপ্রিয়) লোককে যদি popular (লোকপ্রিয়) কর্‌তে পার তবেই বলি বাহাদুর। ওখানে পরে কোনও কার্য্য হইবার আশা নাই। তদপেক্ষা ঢাকা বা অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিলেই ভাল হইত। যাহা হউক

নভেম্বরে যে work close (কাজ বন্ধ) হইবে সেই মঙ্গল। শরীর যদি খারাপ বেশী হয় ত চলিয়া আসিবে। Central provinceএ (মধ্য প্রদেশে) অনেক field (কার্য্যের ক্ষেত্র ও সুবিধা) আছে এবং famine (দুর্ভিক্ষ) ছাড়াও আমাদের দেশে দরিদ্রের অভাব কি? যেখানে হউক একটা ভবিষ্যত বুঝিয়া বসিতে পারিলেই কাজ হয়। যাহা হউক দুঃখিত হইও না।

যাহা করা যায়, তাহার নাশ নাই—কখনও নহে; কে জানে ঐখানেই পরে সোণা ফলিতে পারে।

আমি শীঘ্রই দেশে কার্য্য আরম্ভ করিব। এখন আর পাহাড় বেড়াবার আবশ্যক নাই।

শরীর সাবধানে রাখিবে।

কিমধিকমিতি
বিবেকানন্দ।

---

(৩২)

মরী।
১০ই অক্টোবর, ১৮৯৭।

অভিন্নহৃদয়েষু—

কাশ্মীর হইতে গত পরশ্ব সন্ধ্যাকালে মরীতে পৌঁছিয়াছি। সকলেই বেশ আনন্দে ছিল।

* * Captain S—বলিতেছেন যে তিনি জায়গার জন্য অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মসুরীর নিকট বা অন্য কোন central (কেন্দ্রস্থানীয়) জায়গায় একটা স্থান যত শীঘ্র হয়—তাঁর ইচ্ছা। * * ভাব এই যে খুব ঠাণ্ডা স্থানেও কাজ নাই, আবার বড় গরমও না হয়। দেরাদুন গরমীকালে অসহ্য—শীতকালে বেশ। মসুরী itself (নিজ মসুরী) শীতকালে বোধ হয় সকলের পক্ষে ঠিক নয়। তার আগিয়ে বা পেছিয়ে—অর্থাৎ ব্রিটিশ বা গড়ওয়াল রাজ্যে জায়গা পাওয়া যাইবেই। অথচ সেই জায়গায় বারমাস জল চাই, নাইবার খাবার জন্য। * * *—বাবুকে আমার আশীর্ব্বাদ ও প্রণাম দিও।—মহাশয় এতদিন বাদে কোমর বেঁধে লেগেছেন দেখ্‌ছি। তাঁকে আমার বিশেষ প্রণয়ালিঙ্গন দিও। এইবার তিনি চেগেছেন দেখে আমার বুক দশ হাত হয়ে উঠ্‌ল। আমি কালই তাঁকে পত্র লিখ্‌ছি। অলমিতি—ওয়া গুরুকী ফতে—to work! to work! (কাজে লেগে যাও, কাজে লেগে যাও।) ইতি—

বিবেকানন্দ।

(৭২)

(ইংরাজি হইতে অনূদিত)

(নাইনীতালস্থ জনৈক মুসলমান ভদ্রলোককে লিখিত)

আলমোড়া।

১৮৯৮।

প্রীতিভাজনেষু—

* * উহাকে আমরা বেদান্তই বলি আর যাই বলি, আসল কথা এই যে, অদ্বৈতবাদ ধর্ম্মের এবং চিন্তার সব শেষের কথা, এবং কেবল অদ্বৈতভূমি হইতেই মানুষ সকল ধর্ম্ম ও সম্প্রাদায়কে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারে। আমাদের বিশ্বাস যে উহাই ভাবী সুশিক্ষিত মানব সাধারণের ধর্ম্ম। হিন্দুগণ অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র এই তত্ত্বে পৌঁছানর বাহাদুরীটুকু পাইতে পারে, (কারণ তাহারা কি হিব্রু, কি আরবী জাতি অপেক্ষা প্রাচীনতর জাতি) কিন্তু কর্ম্ম-পরিণত বেদান্ত (Practical Vedantism)—যাহা সমগ্র মানবজাতিকে নিজ আত্মা বলিয়া দেখে এবং তাহার প্রতি তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে,—তাহা হিন্দুগণের মধ্যে সার্ব্বজনীনভাবে পুষ্ট হইতে এখনও বাকী আছে।

পক্ষান্তরে আমাদের অভিজ্ঞতা এই যে, যদি কোন যুগে কোন ধর্ম্মাবলম্বিগণ দৈনন্দিন, ব্যাবহারিক জীবনে

প্রকাশ্যরূপে এই সাম্যের সমীপবর্ত্তি হইয়া থাকেন, তবে একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বিগণই এই গৌরবের অধিকারী। হইতে পারে, এবম্বিধ আচরণের যে গভীর অর্থ এবং ইহার ভিত্তিস্বরূপে যে সকল তত্ত্ব বিদ্যমান, তৎসম্বন্ধে হিন্দুগণের ধারণা খুব পরিষ্কার, কিন্তু ইসলাম-পন্থিগণের তদ্বিষয়ে সাধারণতঃ কোন ধারণা ছিল না,—এইমাত্র প্রভেদ।

এইহেতু আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হউক না কেন, কর্ম্মপরিণত ইসলাম ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই, বাইবেলও নাই, কোরাণও নাই। মানবকে শিখাইতে হইবে যে, ধর্ম্মসকল কেবল একত্বরূপ সেই একমাত্র ধর্ম্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র, সুতরাং প্রত্যেকেই যাঁহার যেটী সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী তিনি সেইটীকেই বাছিয়া লইতে পারেন।

আমাদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মরূপ এই দুই মহান্ মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা। * * আমার মাতৃভূমি যেন ইসলামীয় দেহ এবং বৈদান্তিক হৃদয়রূপ এই দ্বিবিধ

আদর্শের বিকাশ করিয়া কল্যাণের পথে অগ্রসর হয়েন। * *

ভগবান্ আপনাকে মানবজাতির সাহায্যের জন্য একটী মহান্ যন্ত্রস্বরূপে গঠিত করুন, ইহাই সতত প্রার্থনা করিতেছি। ইতি—

ভবদীয়

বিবেকানন্দ।

পত্রাবলী।

চতুর্থ ভাগ।

(১)

নিউইয়র্ক।
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।
১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৫।

প্রিয় মিসেস্ বুল—

আপনার জননীর ন্যায় সৎপরামর্শের জন্য আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন; আশা করি আমি জীবনে উহা পরিণত করতে পারব।

আমি যে বইগুলির কথা আপনাকে লিখেছিলাম, সেগুলি আপনার বিভিন্ন ধর্ম্মের পুস্তক-সম্বলিত গ্রন্থাগারের জন্য। আর আপনারই যখন কোথা থাকা হবে না হবে ঠিক নাই, তখন উহাদের আর এখন প্রয়োজন নাই। আমার গুরুভাইদের উহার প্রয়োজন নাই, কারণ, তাঁরা ভারতে উহা পেতে পারেন; আর আমাকেও যখন সর্ব্বদা ঘুরতে হচ্ছে, তখন আমার পক্ষেও সেগুলি

বয়ে নিয়ে সর্ব্বত্র যাওয়া সম্ভব নয়। আপনার এই দানের প্রস্তাবের জন্য আপনাকে বহু ধন্যবাদ।

আপনি আমার এবং আমার কাজের জন্য ইতিমধ্যেই যা করেছেন, তজ্জন্য আপনাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ যে কি করে কর্‌ব তা বল্‌তে পারি না। এই বৎসরও কিছু সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জান্‌বেন।

তবে আমার অকপট বিশ্বাস এই যে, এ বৎসর আপনার সমুদয় সাহায্য মিস্ ফার্ম্মারের গ্রীনএকারের কার্য্যে করা উচিত। ভারত এখন অপেক্ষা করে বসে থাক্‌তে পারে—শত শত শতাব্দী ধরে ত অপেক্ষা কর্‌ছেই। আর হাতের কাছে এখনই কর্‌বার যে কাযটা রয়েছে সেইটার দিকে চিরকালই আগে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

আর এক কথা, মনুর মতে সন্ন্যাসীর পক্ষে একটা সৎকার্য্যের জন্য পর্য্যন্ত অর্থ সংগ্রহ করা ভাল নয়। আমি এখন বেশ প্রাণে প্রাণে বুঝেছি যে, ঐ সকল প্রাচীন মহাপুরুষগণ যা বলে গেছেন, তা অতি ঠিক কথা।

"আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।"

—আশাই পরম দুঃখ এবং আশা ত্যাগ করাতেই

পরম সুখ। এই যে আমার এই করব ওই করব, এই রকম ছেলেমানুষী ভাব ছিল, এখন সেগুলিকে সম্পূর্ণ ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে। আমার এখন ঐ সকল বাসনা ত্যাগ হয়ে আসছে। 'সব বাসনা ত্যাগ করে সুখী হও'। 'কেউ যেন তোমার শত্রু মিত্র না থাকে,—তুমি একাকী বাস কর'। 'এইরূপে ভগবানের নাম প্রচার করতে করতে শত্রুমিত্রে সমদৃষ্টি করে, সুখ দুঃখের অতীত হয়ে, বাসনা ঈর্ষা ত্যাগ করে, কোন প্রাণীকে হিংসা না করে, কোন প্রাণীর কোন প্রকার অনিষ্ট বা উদ্বেগের কারণ না হয়ে, আমরা পাহাড়ে পাহাড়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াব।'

'ধনী দরিদ্র, উচ্চ নীচ, কারও কাছ থেকে কিছু সাহায্য চেয়ো না—কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করো না। এই যে সব দৃশ্যজাল একের পর এক করে দৃষ্টির সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে, সেগুলিকে সাক্ষিরূপে দর্শন কর—সেগুলি সব চলে যাক্।'

হয়ত এই দেশে আমাকে টেনে নিয়ে আসবার জন্য ঐ সব উন্মত্ত বাসনার প্রয়োজন ছিল। আর আমি এই অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য প্রভুকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

আমি এখানে বেশ সুখে আছি। আমি আর

মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বর্গ মিলে কিছু চাল ডাল বা যব রাঁধি—চুপচাপ খাই, তার পর হয় ত কিছু লিখ্‌লুম বা পড়্‌লুম বা উপদেশপ্রার্থী গরীব লোকদের কেউ দেখা কর্‌তে এলো—তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলুম। আর এই রকম ভাবে থেকে বোধ হচ্ছে আমি যেন বেশ সন্ন্যাসীর ভাবে জীবন যাপন কর্‌ছি—আমেরিকায় এসে অবধি এতদিন তা অনুভব করিনি।

'ধন থাকিলে দারিদ্র্যের ভয় আছে, জ্ঞানে অজ্ঞানের ভয় আছে, রূপে বার্দ্ধক্যের ভয় আছে, গুণে খলের ভয় আছে, অভ্যুদয়ে ঈর্ষার ভয় আছে, এমন কি দেহে মৃত্যুর ভয় আছে। এই জগতের সমুদয়ই ভয়যুক্ত, তিনিই কেবল নির্ভীক, যিনি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন।'*

আমি সেদিন মিস্ কর্ব্বিনের সঙ্গে দেখা কর্‌তে গেছ্‌লাম—মিস্ ফার্ম্মার ও মিস্ থার্সবিও তথায় ছিলেন। আধঘণ্টা ধরে বেশ আনন্দে কাট্‌ল। তাঁর ইচ্ছা,

* ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে জরায়া ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্॥
—বৈরাগ্যশতক।

আগামী রবিবার থেকে তাঁর বাড়ীতে কোন রকম ক্লাস খুলি।

আমি আর এখন এ সবের জন্য ব্যস্ত নই। আপনা আপনি যদি এসে পড়ে, তবে তাতে প্রভুরই জয়জয়-কার—আর যদি না আসে, তা হলে তাতেও প্রভুর আরও জয়জয়কার দিই।

পুনরায় আমার অপার কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

আপনার চিরানুগত সন্তান—
বিবেকানন্দ।

---

(২)

নিউইয়র্ক।
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩সংখ্যক রাস্তা।
২১শে মার্চ্চ, ১৮৯৫।

প্রিয় মিসেস্ বুল—

আমি যথাসময়ে আপনার কৃপালিপি পেলাম এবং তাতে আপনার এবং মিস্ থার্সবি ও মিসেস্ এডামস্ সম্বন্ধে খবরাখবর পেয়ে বিশেষ সুখী হ'লাম।

আপনার সঙ্গে মিসেস্— ও মিস্ হেলের দেখা হয়েছে শুনে খুব সুখী হলাম—চিকাগোয় আমার যে কয়জন বিশিষ্ট বন্ধু আছেন তন্মধ্যে তাঁহারা অন্যতম।

—এর দল আমার বিরুদ্ধে যে সকল নিন্দা প্রচার করছেন তা শুনে আমি আশ্চর্য্য হ'লাম। তার মধ্যে একটী হচ্ছে এই যে, আমার অসচ্চরিত্রতার দরুণ ডিট্রয়েটের মিসেস্ ব্যাগ্‌লিকে তাঁর একটী অল্পবয়স্কা দাসীকে তাড়াতে হয়েছিল !!! মিসেস্ বুল ! আপনি কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে, কোন লোক যেরূপই চলুক না কেন, এমন কতকগুলি লোক চিরকালই থাক্‌বে, যারা তার সম্বন্ধে ঘোরতর মিথ্যা কথা রচনা করে প্রচার কর্‌বে। চিকাগোতে ত এইরূপ আমার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু প্রত্যহই লেগে থাক্‌ত। আর এই মহিলাগুলিই সর্ব্বদাই দেখ্‌বেন—সেরা খৃষ্টীয়ান!

এদের যে হিন্দুরা অস্পৃশ্য বলে, আর বিধিপূর্ব্বক স্নান না কর্‌লে যে তাদের স্পর্শদোষ থেকে শুদ্ধ হওয়া যায় না বিশ্বাস করে, এটা কি আর আশ্চর্য্যের বিষয়? প্রাচীনেরা যা ব'লে গেছেন, তা খুব ঠিক—ইহা দিন দিন আমি হৃদয়ঙ্গম কর্‌ছি।

আমার বাড়ীটার নীচু তলায় আমি কয়েকটী বক্তৃতা পয়সা নিয়ে দেবার সংকল্প কর্‌ছি—ঐ ঘরে প্রায় ১০০ লোকের জায়গা হবে—ঐতেই খরচা উঠে যাবে।

আমি ভারতবর্ষে পাঠাবার টাকার জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই, আমি উহার জন্য অপেক্ষা কর্‌ব।

মিস্ ফার্ম্মার কি আপনার সঙ্গে আছেন? মিসেস্ পিক্ কি চিকাগোয় আছেন? আপনার সঙ্গে কি জোসেফাইন লকের দেখা হয়েছে?

মিস্ হ্যাম্লিন আমার প্রতি খুব দয়া প্রকাশ কর্‌ছেন—তিনি আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য কর্‌ছেন।

আমার গুরুদেব বল্‌তেন, হিন্দু, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে। আগে আমাদিগকে ঐগুলো ভেঙ্গে ফেলবার চেষ্টা কর্‌তে হবে। উহারা নিজেদের শুভকারিণী শক্তি হারিয়ে ফেলেছে—এখন উহারা কেবল অশুভ প্রভাব বিস্তার কর্‌ছে—উহাদের কুহসিত কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ গুণী তাঁরা পর্য্যন্ত অসুরবৎ ব্যবহার করে থাকেন। এখন আমাদিগকে ঐগুলি ভাঙ্গ্‌বার জন্য কঠোর চেষ্টা কর্‌তে হবে এবং আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত কৃতকার্য্য হব।

সেই জন্যই ত আমার একটা কেন্দ্র স্থাপন কর্‌বার জন্য এতটা আগ্রহ। সঙ্ঘের অনেক দোষ আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা ব্যতীত কিছু হবারও জো নাই। আর এইখানেই আমার আশঙ্কা—আপনার সঙ্গে মতভেদ হবে। সেই বিষয়টী এই যে, কেউ কখন

সমাজকেও সন্তুষ্ট কর্‌বে, অথচ বড় বড় কায কর্‌বে তা হতে পারে না।

ভিতর থেকে যেরূপ প্রেরণা আসে সেইরূপ কায করা উচিত, আর যদি সেই কাযটা ঠিক ঠিক এবং ভাল কায হয়, সমাজকে নিশ্চিতই, হয়ত তিনি মরে যাবার শত শত শতাব্দী পরে, তাঁর দিকে ঘুরে আস্‌তেই হবে। আমাদিগকে দেহ-মন-প্রাণ দিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে কাযে লেগে যেতে হবে। আর যতদিন পর্য্যন্ত না আমরা আর যা কিছু সব একটা—কেবল একটা ভাবের জন্য—ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছি, ততদিন আমরা কোন কালে আলোক দেখ্‌তে পাব না।

যাঁরা মানবজাতিকে কোন প্রকার সাহায্য কর্‌তে চান, তাঁহাদিগকে এই সকল সুখ দুঃখ, নাম যশ, আর যত প্রকার স্বার্থ আছে, সেইগুলির একটা পোঁট্‌লা বেঁধে সমুদ্রে ফেলে দিতে হবে এবং ভগবানের কাছে আস্‌তে হবে। সকল আচার্য্যেরাই এই কথা বলে গেছেন ও করে গেছেন।

আমি গত শনিবার মিস্ কর্ব্বিনের কাছে গেছ্‌লাম্, আর তাঁকে বলে এসেছি যে আর ওখানে যেতে পার্‌ব না। জগতের ইতিহাসে কি এরূপ কখনও হয়েছে যে, বড় মানুষের দ্বারা কোন বড় কায হয়েছে? হৃদয় ও

মস্তিষ্ক থেকেই চিরকাল যা কিছু বড় কায হয়েছে—টাকা থেকে নয়।

আমি আমার ভাবকে নিয়ে সমগ্র জীবন উহার জন্য উৎসর্গ করেছি। ভগবান্ আমার সাহায্য কর্‌বেন—আমি অপর কারুর সাহায্য চাই না। ইহাই সিদ্ধির একমাত্র রহস্য—এ বিষয়ে নিশ্চিত আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন।

আপনারই চিরকৃতজ্ঞ ও স্নেহের সন্তান

বিবেকানন্দ।

পুঃ—মিস্ ফার্ম্মার ও মিসেস্ এডাম্‌স্‌কে আমার ভালবাসা জানাইবেন। ইতি—

বিঃ।

---

(৩)

নিউইয়র্ক।

৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।

১১ই এপ্রিল, ১৮৯৫।

প্রিয় বুল মহোদয়া—

আপনার পত্র পেলাম—ঐ সঙ্গে মণিঅর্ডার ও ট্রান্সক্রিপ্ট কাগজটাও (Boston Evening Transcript) পেলাম। আজ ব্যাঙ্কে যাব—ডলারগুলি

ভাঙ্গিয়ে পাউণ্ড করে আন্‌তে। কাল মিঃ লেগেটের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ও তাঁর কাছে কয়েকদিন বাস কর্‌বার জন্য সহর ছেড়ে তাঁর পল্লিভবনে যাচ্ছি। আশা করি, পল্লির বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে আমার শরীর ও মন খুব ভালই হবে।

এ বাড়ী ছেড়ে দেবার কল্পনা আপাততঃ ত্যাগ করেছি—কারণ, তাতে বেশী খরচা পড়্‌বে; অধিকন্তু এখনই বাড়ী বদ্‌লান যুক্তিযুক্ত নহে—আমি ধীরে ধীরে সেটি কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি।

কুষ্ঠব্যাধির ঔষধ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই—আমার উহাতে তত বিশ্বাস নেই। ঐ দুরকম তেল কুষ্ঠব্যাধি ও অন্যান্য চর্ম্মরোগের জন্য ভারতে স্মরণাতীত কাল থেকে ব্যবহার হয়ে আস্‌ছে; আর সকলেই উহাদের কথা জানে। যা হক, আমি ভারত থেকে সব শেষ যে খবর পেয়েছি তাতে জান্‌তে পেরেছি, আমার গুরুভাই ভালই আছেন।

আমি এই সঙ্গে খেত্‌ড়ি মহারাজের পত্র এবং কুষ্ঠ-ব্যাধির জন্য গর্জ্জন তেলের বর্ণনাসম্বলিত কাগজ খানা পাঠালাম।

মিস্ হ্যাম্‌লিন আমার যথেষ্ট সাহায্য কর্‌ছেন—আমি তজ্জন্য তাঁর নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। তিনি আমার প্রতি

বড়ই সদয় ব্যবহার করছেন—আশা করি তাঁর ভাবের ঘরেও চুরি নাই। তিনি আমাকে 'ঠিক ঠিক লোকদের' সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে চান—আমার ভয় হয়, পূর্ব্বে যেমন একবার যার তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার দরুণ নিজেকে অবিচলিত রাখ্‌বার বিশেষ চেষ্টা করতে হয়েছিল, এ ব্যাপার তারই দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রভু যাঁদের পাঠান তাঁরাই যথার্থ ঠিক ঠিক লোক; —আমার সারাজীবনের অভিজ্ঞতায় এই কথাই ত আমি বুঝেছি। তাঁরাই যথার্থ সাহায্য করতে পারেন, আর তাঁরাই সাহায্য করবেন। আর অবশিষ্ট লোকদের সম্বন্ধে বক্তব্য এই, প্রভু তাদের সকলেরই কল্যাণ করুন, আর তাদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন।

আমার সকল বন্ধুই ভেবেছিলেন, একলা একলা দরিদ্রপল্লিতে এইরূপ ঘর ভাড়া করে থাক্‌লে তাতে কিছুই হবে না, আর কোন ভদ্রমহিলাই কখনই সেখানে আস্‌বেন না। বিশেষতঃ মিস্ হ্যাম্‌লিন মনে করেছিলেন, তিনি কিংবা তাঁর মতে যারা 'ঠিক ঠিক লোক', তারা যে একক সামান্য দরিদ্রবাসোপযোগী-গৃহবাসী লোকের কাছে এসে তার উপদেশ শুনবে, তা হতেই পারে না। কিন্তু তিনি যাই মনে করুন, যথার্থ ঠিক ঠিক লোক ঐ স্থানে দিনরাত আসতে

লাগ্‌লো, আর উপরোক্ত মিস্‌ মহাশয়াও আস্‌তে লাগ্‌লেন। হে প্রভো, মানবের পক্ষে তোমার উপর এবং তোমার দয়ার উপর বিশ্বাস স্থাপন কি কঠিন ব্যাপার!!! শিব শিব! মা, তোমায় জিজ্ঞাসা করি, 'ঠিক ঠিক লোকই' বা কোথায়, আর বেঠিক বা মন্দ লোকই বা কোথায়? এ সবই যে তিনি!! হিংস্র ব্যাঘ্রের মধ্যেও তিনি, নিরীহ মৃগশিশুর ভিতরও তিনি, পাপীর ভিতরও তিনি, পুণ্যাত্মার ভিতরও তিনি—সবই যে তিনি!! আমি আমার দেহ-মন-প্রাণ-আত্মা তাঁর পদে সমর্পণ ক'রে তাঁর শরণ নিয়েছি—তিনি কি সারা জীবন তাঁর কোলে আশ্রয় দিয়ে এখন পরিত্যাগ কর্‌বেন? ভগবানের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, তবে সমুদ্রও শুকিয়ে যায়, জঙ্গল খুঁজেও এক টুক্‌রো কাঠ পাওয়া যায় না, আর কুবেরের ভাণ্ডার খুঁজেও এক মুঠো অন্ন মেলা ভার হয়—আর তাঁর ইচ্ছা হলে মরুভূমিতে নির্ম্মল-তোয়া স্রোতস্বতী প্রবাহিত হয় এবং ভিক্ষুকেরও প্রচুর ঐশ্বর্য্য জুটে যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে, একটা চড়ুই পাখী কোথায় উড়ে পড়্‌ছে—তা তিনি দেখ্‌তে পান। মা, এগুলি কি কেবল কথার কথা—না অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনা?

এই 'ঠিক ঠিক লোকের' সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা চুলোয় যাক্। হে আমার শিব, তুমিই আমার ভাল, তুমিই আমার মন্দ। প্রভো, বাল্যকাল থেকেই আমি তোমার চরণে শরণ নিয়েছি, বিষুবরেখার নিকট প্রবল গ্রীষ্মপ্রধান দেশেই যাই, আর হিমানীমণ্ডিত মেরু প্রদেশেই থাকি, পর্ব্বতচূড়ায় হক বা সমুদ্রের অতল তলেই হক, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাক্‌বে। তুমিই আমার গতি, তুমিই আমার নিয়ন্তা, তুমিই আমার শরণ, তুমিই আমার সখা, আমার গুরু, আমার ঈশ্বর, আমার যথার্থ স্বরূপ। তুমি আমায় কখনই ত্যাগ করবে না—এটী আমি নিশ্চিত করে জানি। হে আমার ঈশ্বর, আমি কখনও কখনও একলা প্রবল বাধাবিঘ্নের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে দুর্ব্বল হয়ে পড়ি, তখন মানুষের সাহায্য পাবার জন্য ব্যগ্র হই। আমায় চিরদিনের জন্য এই সব দুর্ব্বলতা থেকে মুক্ত করে দাও, যেন আমি তোমা ছাড়া কখনও আর কাহারও কাছে সাহায্য প্রার্থনা না করি। যদি কোন লোক কোন ভাল লোকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, সে কখনও তাকে ত্যাগ করে না বা তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তুমি প্রভু সকল ভালর সৃষ্টিকর্ত্তা—জন্মদাতা, তুমি কি আমায় ত্যাগ করবে?

তুমি ত জান, সারা জীবন আমি তোমার—কেবল তোমারই দাস। তুমি কি আমায় ত্যাগ কর্‌বে—যাতে অপরে আমায় ঠকিয়ে যাবে বা মন্দের দিকে টেনে নিয়ে যাবে ?

মা, আমি নিশ্চিত বল্‌তে পারি, তিনি আমায় কখনই ত্যাগ কর্‌বেন না।

আপনার চিরআজ্ঞাবহ সন্তান—
বিবেকানন্দ।

---

(৪)

নিউইয়র্ক।
৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।
২৫শে এপ্রিল, ১৮৯৫।

প্রিয় মিসেস্ বুল—

গত পরশ্ব দিবস মিস্ ফার্ম্মারের একখানি কৃপা-লিপি পেলাম—তার সঙ্গে বার্ব্বার হাউস বক্তৃতার জন্য একশত ডলারের একখানি চেকও এল। আগামী শনিবার তিনি নিউইয়র্কে আস্‌ছেন। অবশ্য আমি মিস্ ফার্ম্মারকে তাঁর বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে আমার নাম দিতে মানা করব—আরও এক কথা, আমি বর্ত্তমানে

গ্রীনএকারে যেতে পারছি না। আমি সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) যাবার বন্দোবস্ত করেছি—উহা যেখানেই হক। তথায় আমার জনৈকা ছাত্রী মিস্ ডাচারের এক কুটীর আছে—আমরা কয়েক জন তথায় নির্জ্জন বাস করে বিশ্রাম ও শান্তিতে কাটাব মনে করেছি। আমার ক্লাসে যাঁরা নিয়মিত আসেন, তাঁদের মধ্যে কয়েক জনকে যোগী তৈয়ারী কর্‌তে চাই, আর গ্রীনএকারের মত কর্ম্মের চাঞ্চল্যপূর্ণ হাট ইহার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। যেখানে আমি যাচ্ছি সেখানটায় সহজে যাওয়া যায় না ব'লে যারা কেবল নিজেদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত কর্‌তে চায়, তারা কেউ সেখানে যেতে সাহস কর্‌বে না।

জ্ঞানযোগের ক্লাসে যাঁরা আস্‌তেন তাঁদের ১৩০ জনের নাম মিস্ হ্যাম্‌লিন টুকে রেখেছিলেন—এতে আমি খুব খুসী আছি। আরও ৫০ জন বুধবারের যোগ ক্লাসে আস্‌তেন—আর সোমবারের ক্লাসেও আরও ৫০ জন। মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ সব নামগুলি টুকেছিলেন—আর নাম টোকা থাক্ বা নাই থাক্ এঁরা সকলেই আস্‌বেন। মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ যদিও আমার সংশ্রব ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু নামগুলি সব এখানে আমার কাছে ফেলে গেছেন। তারা সকলেই আস্‌বে—আর তারা

যদি না আসে ত অপরে আস্‌বে। এইরূপই চল্‌বে—প্রভু, তোমারি মহিমা !!

নাম টুকে রাখা এবং চারিদিকে বিজ্ঞাপন দেওয়া একটা মস্ত কায সন্দেহ নাই; আর আমার জন্য এই কায করেছেন বলে মিঃ ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ও মিস্ হ্যাম্‌লিনের প্রতি আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি যে, অপরের উপর নির্ভর করা আমার নিজেরই আলস্য মাত্র, সুতরাং উহা অধর্ম্ম—আর আলস্য থেকে অনিষ্টই হয়ে থাকে। সুতরাং এখন থেকে ঐ সব কায আমিই কর্‌ছি এবং পরেও নিজে নিজেই সব কর্‌ব—তাতে আর ভবিষ্যতে অপরের বা নিজেরও কোন উদ্বেগের কারণ থাক্‌বে না।

যাই হক, আমি মিস্ হ্যাম্‌লিনের 'ঠিক ঠিক লোকদের' মধ্যে যাকে হক নিতে পার্‌লে ভারি সুখীই হব; কিন্তু আমার দুরদৃষ্টক্রমে একজনও ত এখনও এল না। আচার্য্যের কর্ত্তব্য হচ্ছে অত্যন্ত 'অঠিক' লোকদের ভিতর থেকে ঠিক ঠিক লোক তৈয়ারী করে নেওয়া। মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, মিস্ হ্যাম্‌লিন নামক সম্ভ্রান্ত যুবতী মহিলাটী আমাকে নিউইয়র্কের 'ঠিক ঠিক লোকগুলির' সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার আশা দিয়ে যেরূপ উৎসাহিত করেছেন এবং কার্য্যতঃ

আমায় যেরূপ সাহায্য করেছেন, তার জন্য যদিও আমি তাঁর কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞ বটে কিন্তু আমি মনে করছি আমার যা অল্পস্বল্প কায আছে তা আমার নিজের হাতে করাই ভাল। এখনও অপরের সাহায্য নেবার সময় হয় নি—এখন কায অতি অল্প। আপনার যে উক্ত মিস্ হ্যাম্লিনের প্রতি অতি উচ্চ ধারণা, তাইতেই আমি বিশেষ খুসী। আপনি যে তাঁকে সাহায্য করবেন, ইহা জেনে অন্যে যা হ'ক আমি ত বিশেষ খুসী; কারণ, তাঁর সাহায্যের আবশ্যকতা আছে। কিন্তু মা, রামকৃষ্ণের কৃপায় একটা মানুষের মুখ দেখ্লেই আমি আপনা আপনি যেন স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবলে তার ভিতর কি আছে জানতে পারি, আর তা প্রায়ই ঠিক ঠিক হয়। আর ইহার ফলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আপনি আমার সব ব্যাপার নিয়ে যা খুসী করতে পারেন, আমি তাতে এতটুকু অসন্তোষ পর্য্যন্ত প্রকাশ করব না। আমি এমন কি মিস্ ফার্ম্মারের পরামর্শও খুব আনন্দের সহিতই নেব—তিনি যতই ভূত-প্রেতের কথাই বলুন না কেন। এ সব ভূত-প্রেতের অন্তরালে আমি একটী অগাধপ্রেমপূর্ণ হৃদয় দেখতে পাচ্ছি। কেবল উহার উপর একটা প্রশংসনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার সূক্ষ্ম আবরণ রয়েছে—তাও কয়েক বৎসরে

নিশ্চিত নষ্ট হবে। এমন কি, ল্যাণ্ডস্‌বার্গও মাঝে মাঝে আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে তাতে কোন আপত্তি করব না। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। এঁদের ছাড়া অন্য কোন লোক আমার সাহায্য করতে এলে আমি বেজায় ভয় পাই—এই পর্য্যন্ত আমি বল্‌তে পারি। আপনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন, শুধু তার দরুণ নয়—আমার স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃই (অথবা যাকে আমি আমার গুরুমহারাজের অনুপ্রাণন বলে থাকি) আপনাকে আমি আমার মায়ের মত দেখে থাকি। সুতরাং আপনি আমাকে যে কোন পরামর্শ দেবেন বা যে কোন আদেশ করবেন, তা আমি সর্ব্বদাই পালন করব—কিন্তু ঐ পরামর্শ বা আদেশ সাক্ষাৎ আপনার কাছ থেকে পেলে তবেই উহা শুন্‌ব, নতুবা নয়। আপনি যদি আর কাকেও মাঝখানে খাড়া করেন, তাহলে আমি নিজে বিচার করে তবে তার কথা শুন্‌ব কি না শুন্‌ব স্থির করব। এই কথা আর কি!

এই সঙ্গে আমি সেই ইংরাজের পত্রখানি পাঠালাম। আমি কেবল উহার অন্তর্গত হিন্দুস্থানী শব্দগুলি বোঝাবার জন্য ধারে ধারে গোটাকতক কথা লিখেছি।

আপনার চিরানুগত সন্তান

বিবেকানন্দ।

পুঃ—মিস্ হ্যাম্লিন এখনও এসে পৌছোন নি। তিনি এলে আমি সংস্কৃত বইগুলি পাঠাব। তিনি কি আপনার নিকট মিঃ নাওরোজী কৃত ভারত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ পাঠিয়েছেন? আপনি যদি আপনার ভাইকে বইখানি একবার আগাগোড়া দেখ্তে বলেন, তবে আমি খুব খুসী হব। গান্ধি এখন কোথায়?

বি—

---

(৫)

নং৫৪ পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।
নিউইয়র্ক।
বৃহস্পতিবার, মে, ১৮৯৫।

প্রিয় মিসেস্ বুল—

আমি গতকল্য মিস্ থার্সবির নিকট ২৫ পাউণ্ড দিয়াছি। ক্লাসগুলি চল্‌ছে বটে, কিন্তু দুঃখের সহিত জানাচ্ছি, যদিও ক্লাসে বহু ছাত্রের সমাগম হয়, কিন্তু তারা যা দেয়, তাতে ঘর ভাড়াটারও সঙ্কুলান হয় না। এই সপ্তাহটা চেষ্টা করে দেখ্‌ব, তারপর ছেড়ে দেব।

আমি আগামী গ্রীষ্মকালে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) আমার ক্লাসের জনৈকা ছাত্রী মিস্ ডাচারের ওখানে যাচ্ছি। কারণ, ভারতবর্ষ

থেকে বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য সমূহ আমার নিকট শীঘ্র আস্‌ছে। এই গ্রীষ্মকালে আমি বেদান্ত দর্শনের তিনটী বিভিন্ন সোপান সম্বন্ধে ইংরাজীতে একখানি গ্রন্থ লিখ্‌বো মনে কর্‌ছি; তারপর গ্রীনএকারে যেতে পারি।

মিস্ ফার্ম্মার আমার নিকট জান্‌তে চান এই গ্রীষ্মে গ্রীনএকারে কোন্ কোন্ বিষয়ে বক্তৃতা কর্‌বো, আর কোন্ সময়েই বা—কোথায় যাব। আমি এর উত্তরে কি লিখ্‌বো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। আশা করি, আপনি কৌশলে ঐ অনুরোধ কাটিয়ে দেবেন—এ বিষয়ে আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর্‌লাম।

আমি বেশ ভাল আছি—মুদ্রাঙ্কন-সমিতির (Press Association) জন্য 'অমরত্ব' (Immortality) বিষয়ে আমার প্রতিশ্রুত একটী প্রবন্ধ লিখ্‌তে বিশেষ ব্যস্ত আছি।

আপনার অনুগত
বিবেকানন্দ।

---

(৬)

নিউইয়র্ক।

৫৪ নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।

মে, ১৮৯৫।

প্রিয়—

আমি এইমাত্র বাড়ী পৌঁছিলাম। এই অল্প ভ্রমণে আমার উপকার হয়েছে। সেখানকার পল্লী ও পাহাড়-গুলি আমার খুব ভাল লেগেছিল—বিশেষতঃ মিঃ লেগেটের নিউইয়র্ক প্রদেশের জমিদারীর গ্রাম্য বাড়ীটী। এল্— বেচারী এই বাড়ী থেকে চলে গিয়েছেন। তিনি তাঁর ঠিকানা পর্য্যন্ত আমাকে জানিয়ে যান নাই।

তিনি যেখানেই যান, ভগবান্ তাঁর মঙ্গল করুন। আমি জীবনে যে দু-চার জন অকপট লোক দেখ্‌বার সৌভাগ্য লাভ করেছি, তিনি তাঁহাদেরই মধ্যে একজন।

যা কিছু ঘটে, সবই ভালর জন্য। সকল প্রকার মিলনের পরেই বিচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। আশা করি, আমি একাই সুন্দররূপে কাজ করতে পার্‌ব। মানুষের কাছ থেকে যত কম সাহায্য লওয়া যাবে, ভগবানের কাছ থেকে ততই বেশী সাহায্য পাওয়া যাবে। এইমাত্র আমি লণ্ডনস্থ জনৈক ইংরাজের একখানি পত্র পেলাম—তিনি আমার দুইজন গুরুভাইএর সঙ্গে কিছুদিন ভারত-

বর্ষের হিমালয় প্রদেশে বাস করেছিলেন। তিনি আমায় সগুনে যেতে বল্‌ছেন।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৭)

নিউইয়র্ক,

৫৪নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।

মে, ১৮৯৫।

প্রিয়—

আপনাকে চিঠি লেখার পর, আমার ছাত্রেরা আমার খুব সাহায্য করছে এবং এখন যে ক্লাসগুলো খুব ভাল ভাবে চল্‌বে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

আমি ইহাতে খুব আহ্লাদিত হয়েছি। কারণ, খাওয়া-দাওয়া বা শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় শিক্ষাদান করাটা আমার জীবনের একটা অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পুং, —সম্বন্ধে "বর্ডারল্যাণ্ড" নামক ইংরাজী সংবাদ-পত্রে অনেক বিষয় পড়্‌লুম। তিনি হিন্দুদিগকে তাহাদের নিজেদের ধর্ম্মের গুণগ্রহণ করতে শিখিয়ে ভারতবর্ষে যথার্থই সৎকার্য্য কর্‌ছেন। * * আমি

উক্ত মহিলার লেখা পড়ে তার মধ্যে কোনরূপ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেলাম না, * * কিম্বা কোনরূপ আধ্যাত্মিক ভাবও পেলাম না। যাহা হউক, যে কেউ জগতের উপকার কর্‌তে চান ভগবান্ তাঁরই সহায় হউন।

এই জগৎ কত সহজেই না বুজরুকদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে থাকে! আর সভ্যতার প্রথম উন্মেষের সময় থেকে বেচারা মানবজাতিকে ভালমানুষ পেয়ে তার উপর কত প্রবঞ্চনাই না চলেছে!

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৮)

পার্সি, নিউহ্যাম্পসায়ার।

৭ই জুন, ১৮৯৫।

প্রিয়—

অবশেষে আমি মিঃ লেগেটের সঙ্গে এখানে এসে পৌঁছেছি। আমি জীবনে যে সকল সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান দেখেছি, এটা তাদের মধ্যে অন্যতম। কল্পনা করুন চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবেষ্টিত, প্রকাণ্ড বন দ্বারা আচ্ছাদিত একটী হ্রদ—আর সেখানে আমরা ছাড়া আর

কেউ নাই। কি মনোরম, কি নিস্তব্ধ, কি শান্তিপূর্ণ! সহরের কোলাহলের পর, আমি যে এখন কি আনন্দ পাচ্ছি, তা আপনি সহজেই অনুমান করতে পারেন।

এখানে এসে আমার আয়ু যেন আরও দশ বছর বেড়ে গেছে। আমি একলা বনের মধ্যে যাই, আমার গীতাখানি পাঠ করি এবং বেশ সুখেই আছি। দিন দশেকের মধ্যে এ স্থান ত্যাগ করে সহস্রদ্বীপোদ্যানে (Thousand Island Park) যাব। সেখানে আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ভগবানের ধ্যান করব এবং একলা নির্জ্জনে থাকব। এই কল্পনাটাই মনকে উঁচু করে দেয়।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৯)

সহস্রদ্বীপোদ্যান।

আগষ্ট, ১৮৯৫।

প্রিয়—

মিঃ ষ্টার্ডির যাঁর কথা সেদিন আপনাকে লিখেছি—তাঁর কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম। এখানি আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, সমস্ত

কেমন আগে থেকে তৈরী হয়ে আস্‌চে! এখানি ও মিঃ লেগেটের নিমন্ত্রণপত্র একসঙ্গে দেখ্‌লে, আপনার কি ইহাকে দৈব আহ্বান বলে মনে হয় না?

আমি ঐরূপ মনে করি; সুতরাং ঐ আহ্বানের অনুসরণ কর্‌ছি। আগষ্টের শেষাশেষি মিঃ লেগেটের সঙ্গে আমি প্যারিস্‌ যাব এবং সেখান থেকে লণ্ডন। * * * হে-পরিবারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য আমাকে চিকাগো যেতে হবে। সুতরাং গ্রীনএকার-সম্মিলনীতে যোগ দিতে পার্‌লাম না।

আমার গুরুভাইদের ও আমার কাজের জন্য আপনি যতটুকু সাহায্য কর্‌তে পারেন, কেবল সেইটুকু সাহায্যই আমি এখন চাই। আমি আমার স্বদেশবাসীর প্রতি কর্ত্তব্য কতকটা করিছি। এক্ষণে জগতের জন্য—যার কাছ থেকে এই দেহ পেয়েছি, দেশের জন্য—যাহা আমাকে ভাব দিয়েছে, মনুষ্যজাতির জন্য—যাদের মধ্যে আমি নিজেকে একজন বল্‌তে পারি—কিছু কর্‌ব। যতই বয়স বাড়্‌ছে, ততই দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, হিন্দুদের বিভিন্ন মতবাদের তাৎপর্য্য আলোচনা কর্‌লে বুঝা যায় যে তাঁদের মতে মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী। মুসলমান-গণও তাহাই বলেন। আল্লা এঞ্জেলগণকে (Angel) আদমকে প্রণাম করতে বলেছিলেন। ইব্‌লিস্‌ করে

নাই, তজ্জন্য সে সয়তান (Satan) হইল। এই পৃথিবী যাবতীয় স্বর্গাপেক্ষা উচ্চ—ইহাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়। আর মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের লোকেরা নিশ্চয়ই আমাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর—কারণ, তাহারা আমাদের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদান করতে পারে না। তথাকথিত উচ্চপ্রাণিগণ অর্থাৎ মৃতগণ অপর একটী সূক্ষ্মদেহধারী মনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে এবং তাহাও হস্তপদাদিবিশিষ্ট মনুষ্যদেহ। তাহারা এই পৃথিবীতে অপর কোন আকাশে বাস করে এবং একেবারে অদৃশ্যও নহে। তাহারাও চিন্তা করে এবং আমাদের ন্যায় তাহাদেরও জ্ঞান ও অন্যান্য সমস্তই আছে—সুতরাং তাহারাও মানুষ। দেবগণ, এঞ্জেল-গণও তাহাই। কিন্তু কেবল মানুষই ঈশ্বর হয় এবং অন্যান্য সকলে পুনরায় মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া তবে ঈশ্বরত্ব লাভ করিতে পারে। ম্যাক্সমুলারের শেষ প্রবন্ধটী আপনার কেমন লাগিল?

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১০)

ই, টি, ষ্টাডির বাটী।
হাইভিউ, ক্যাভার্স্যাম।
রিডিং, ইংলণ্ড।
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয়—

মিঃ ষ্টাডি এবং আমি ইংলণ্ডে সমিতি গঠন করিবার জন্য অন্ততঃ দুচারজন দৃঢ়চেতা ও মেধাবী লোক চাই এবং সেইজন্য আমাদিগকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদিগকে প্রথম হইতে সতর্ক হইতে হইবে—যাহাতে কতকগুলি "খেয়ালী" লোকের পাল্লায় না পড়ি। আপনি বোধ হয় জানেন, আমেরিকাতেও আমার উদ্দেশ্য এইরূপই ছিল। মিঃ ষ্টাডি কিছুদিন ভারতবর্ষে আমাদের সহিত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের রীতি নীতি মানিয়া বাস করিয়াছিলেন। তিনি একজন শিক্ষিত, সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ এবং অতীব উদ্যমশীল লোক। এ পর্য্যন্ত উত্তম।

পবিত্রতা, অধ্যবসায় এবং উদ্যম এই তিনটী গুণ আমি একসঙ্গে চাই। যদি এইরূপ ছয় জন লোক

এখানে পাই, আমার কাজ চল্‌বে। এইরূপ তুই চার জন লোক পাবার সম্ভাবনাও আছে।

ইতি—বিবেকানন্দ।

---

(১১)

রিডিং।

২৪ শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয়—

মিঃ ষ্টার্ডিকে সংস্কৃত শিখ্‌তে সাহায্য করা ছাড়া এ পর্য্যন্ত আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাযই করি নাই। তিনি ভারতবর্ষ থেকে আমার গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একজন সন্ন্যাসীকে এখানে আন্‌তে চান। যখন আমি আমেরিকায় চলে যাব, তখন তাঁহাকে সাহায্য কর্‌বার নমিত্ত, একজনের জন্য ভারতবর্ষে লিখেছি। এ পর্য্যন্ত সব ভাল ভাবেই চল্‌ছে। এখন পরবর্ত্তী চালের জন্য অপেক্ষা কর্‌ছি। "পেলেও ছেড়োনা, পাবার জন্য ব্যস্তও হয়োনা—ভগবান্ স্বেচ্ছায় যাহা পাঠান, তার জন্য অপেক্ষা কর" ইহাই আমার মূলমন্ত্র। আমি খুব কম চিঠি লিখি বটে, কিন্তু আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ।

ইতি—বিবেকানন্দ।

---

(১২)

রিডিং।

৬ই অক্টোবর, ১৮৯৫।

প্রিয়—

আমি মিঃ ষ্টার্ডির সহিত ভক্তি সম্বন্ধে একখানি পুস্তকের অনুবাদ করিতেছি, প্রচুর টীকা সমেত উহা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। এই মাসে আমাকে লণ্ডনে দুইটী এবং মেড্‌নহেডে একটী বক্তৃতা দিতে হইবে। ইহাতে কতকগুলি ক্লাস খোল্‌বার ও পারিবারিক বক্তৃতার বন্দোবস্ত হবার সুবিধা হবে। আমরা কতকগুলো হৈ চৈ না করে চুপচাপ করে কাজ করতে চাই।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১৩)

নিউইয়র্ক।

২২৮ পশ্চিম, ৩৯ সংখ্যক রাস্তা।

৮ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয়—

দশ দিন কষ্টকর সমুদ্রযাত্রার পর আমি গত শুক্রবার এখানে পৌঁছিয়াছি। সমুদ্র ভয়ানক বিক্ষুব্ধ

ছিল এবং জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম আমি 'সমুদ্রপীড়ায়' অতিশয় কষ্ট পাইয়াছিলাম। ইংলণ্ডে আমি জনকয়েক বিশিষ্ট বন্ধু করিয়া আসিয়াছি। আগামী গ্রীষ্মে আমি পুনরায় তথায় যাইব—এই আশায় তাঁহারা আমার এই অনুপস্থিতি কালে তথায় কার্য্য করিবেন। এখানে আমি কি প্রণালীতে কার্য্য করিব তাহা এখনও স্থির করি নাই। ইতিমধ্যে একবার ডিট্রয়েট ও চিকাগো ঘুরিয়া আসিবার ইচ্ছা আছে—তার পর নিউইয়র্কে ফিরিব। সাধারণের কাছে প্রকাশ্যভাবে বক্তৃতা দেওয়াটা আমি একেবারে ছাড়িয়া দিব স্থির করিয়াছি; কারণ আমি দেখিতেছি আমার পক্ষে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য হইতেছে—প্রকাশ্য বক্তৃতায় কিম্বা আপনা আপনি ক্লাসে—একদম টাকাকড়ির সংশ্রব না রাখা। পরিণামে ইহাতে কার্য্যের ক্ষতি হইবে এবং ইহাতে অসৎ দৃষ্টান্ত দেখান হইবে।

ইংলণ্ডে আমি ঐ মতে কার্য্য করিয়াছি, এবং লোকেরা স্বেচ্ছায় যে টাকাকড়ি দিতে আসিয়াছিল, তাহাও ফেরৎ দিয়াছি। বড় বড় হলে বক্তৃতা দিবার অধিকাংশ খরচ মিঃ ষ্টার্ডি বহন করিতেন এবং অবশিষ্টাংশ আমি করিতাম। ইহাতে বেশ কায চলিয়াছিল। যদি লোকে আমাকে চায়, তবে তাহারাই বক্তৃতার

সমস্ত বন্দোবস্ত করিবে। এই সমস্ত লইয়া আমার মাথা ঘামাইবার দরকার নাই। যদি তুমি —র ও —র সঙ্গে পরামর্শ করিয়া মনে কর যে, আমার চিকাগো আসিয়া ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেওয়া সম্ভবপর হইবে, তবে আমাকে লিখিও; অবশ্য টাকাকড়ির ব্যাপার একদম বাদ দিতে হইবে।

আমি বিভিন্ন স্থানে স্ব স্ব স্বাধীন কেন্দ্রের পক্ষপাতী। তাহাদিগকে নিজেদের কায নিজেদের করিতে দাও—তাহারা যাহা খুসি করুক। আমার নিজের সম্বন্ধে আমার এইটুকু বক্তব্য যে, আমি নিজেকে কোন সংঘের ভিতর জড়াইতে চাই না।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১৪)

নিউইয়র্ক।

২২৮ পশ্চিম, ৩৯ সংখ্যক রাস্তা।

১০ই ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

* * আমি সেক্রেটারীর পত্র পাইয়াছি এবং তাঁহার অনুরোধ মত হার্ভার্ড দার্শনিক ক্লাবে আনন্দের সহিত বক্তৃতা দিব। তবে অসুবিধা এই যে, আমি এখন

আগ্রহের সহিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং কতক-গুলি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া ফেলিতে চাই। এইগুলি, আমি চলিয়া গেলে, আমার কার্য্যের ভিত্তিস্বরূপ হইবে। ইহার পূর্ব্বে আমাকে চারখানি ছোট ছোট বই তাড়া-তাড়ি করিয়া শেষ করিতে হইবে।

এই মাসে চারিটী রবিবাসরীয় বক্তৃতার জন্য বিজ্ঞা-পন বাহির করা হইয়াছে। ডাক্তার জেন্‌স্‌ প্রভৃতি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্রুক্‌লিনে একটী বক্তৃতার বন্দোবস্ত করিতেছেন।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১৫)

নিউইয়র্ক।

২৯শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় ভগিনি,

এ জগতে—যেখানে কিছুই একেবারে নষ্ট হয় না, যেখানে আমরা জীবননামধেয় মৃত্যুর মধ্যে বাস করি—প্রত্যেক চিন্তা, তাহা প্রকাশ্যেই করা হউক অথবা অপ্রকাশ্যেই করা হউক, সদর রাস্তার ভিড়ের মধ্যেই হউক অথবা প্রাচীনকালের নিবিড় নিভৃত অরণ্য মধ্যেই

বিদ্যমান থাকে। তাহারা ক্রমাগত শরীর পরিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং যতদিন না করিতেছে, ততদিন অভিব্যক্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিবেই এবং উহাদিগকে যতই চাপিবার চেষ্টা করা হউক না কেন, উহারা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। কিছুরই বিনাশ নাই —যে সকল চিন্তা অতীতে অনিষ্ট-সাধন করিয়াছিল, তাহারাও শরীরপরিগ্রহের চেষ্টা করিতেছে, তাহারাও পুনঃ পুনঃ প্রকাশের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া অবশেষে সম্পূর্ণ সৎ চিন্তায় পরিণত হইবার চেষ্টা করিতেছে।

এইরূপে কতকগুলি ভাবরাশি বর্ত্তমান কালে আত্ম-প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই অভিনব ভাবরাশি আমাদিগকে কোন বস্তু স্বরূপতঃ ভাল বা মন্দ এবম্বিধ দ্বৈতাত্মক স্বপ্ন এবং ততোধিক অস্বাভাবিক সর্ব্বপ্রবৃত্তির উচ্ছেদের অসম্ভব আশাকে পরিহার করিতে বলিতেছে। উহা শিখাইতেছে যে, জগতের উন্নতির নিয়ম প্রবৃত্তির উচ্ছেদ নহে, উচ্চতর দিকে উহার মোড় ফিরাইয়া দেওয়া। উহা আরও শিক্ষা দিতেছে যে, এই জগতে ভাল মন্দ বলিয়া দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক্ বিভাগ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই—যাহাকে লোকে মন্দ বলে, তাহাও বাস্তবিক পক্ষে ভাল—তবে তার চেয়ে ভাল, তার চেয়ে ভাল, এইরূপ আছে। উহা কাহাকেও বাদ

দেওয়া দূরে থাকুক, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সকল বস্তু ও সকল ব্যক্তিকেই নিজ অঙ্কে গ্রহণ করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তৃপ্ত হয় না। উহা শিক্ষা দেয় যে, যতই মন্দ হউক না, কোন অবস্থাতেই একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার কোন কারণ নাই। সুতরাং উহা, কাহারও মনোবৃত্তি যতই অপরিণত হউক অথবা নীতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার যতই বিসদৃশ ধারণা থাকুক না কেন, কাহাকেও বাদ দিতে চায় না—তাহার বর্ত্তমান অবস্থাতেই তাহাকে আদরপূর্ব্বক গ্রহণ করে, মন্দ বলিয়া তাহার উপর দোষারোপ না করিয়া বলে যে, এ পর্য্যন্ত তুমি যাহা করিয়াছ ভালই করিয়াছ, এখন আরও ভাল করিবার সময় আসিয়াছে। প্রাচীনকালে যাহাকে মন্দের পরিবর্জ্জনরূপে কল্পনা করা হইত, এই নব শিক্ষানুসারে তাহা প্রকৃতপক্ষে মন্দের রূপান্তরপরিগ্রহ মাত্র—ভাল হইতে আরও ভাল করিবার চেষ্টা। সর্ব্বোপরি ইহা এই শিক্ষা দেয় যে, স্বর্গরাজ্য পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান—তুমি ইচ্ছা করিলেই উহা লাভ করিতে পার; মানুষ পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণ—সে ইচ্ছা করিলেই উহা জানিতে পারে।

বিগত গ্রীষ্ম ঋতুতে গ্রীনএকারে যে সকল সভার অধিবেশন হয়, সেগুলিতে উক্ত সম্মেলনের উদ্দেশ্য অদ্ভুত সাফল্য লাভ করিয়াছিল। তাহার একমাত্র

কারণ, আপনি পূর্ব্বোক্ত ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত যন্ত্র-স্বরূপ হইয়া উহার অবাধপ্রবেশের জন্য আপনাকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত রাখিয়াছিলেন এবং স্বর্গরাজ্য পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান—নব চিন্তাপ্রণালীর এই সর্ব্বোচ্চ শিক্ষারূপ ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন।

আপনি এই ভাব জীবনে পরিণত করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপে দেখাইবার উপযুক্ত আধাররূপে প্রভু কর্ত্তৃক মনোনীত ও আদিষ্ট হইয়াছেন এবং যিনি আপনাকে এই অদ্ভুত কার্য্যে সহায়তা করিবেন, তিনি প্রভুরই সেবা করিবেন।

শাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আছে—

'মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ।'

অর্থাৎ যাহারা আমার ভক্তগণের ভক্ত, তাহারাই আমার শ্রেষ্ঠ ভক্ত। আপনি প্রভুর সেবিকা সুতরাং আমি যেখানেই থাকি না কেন, ভগবৎপ্রেরণায় আপনি যে মহোচ্চ ব্রতে দীক্ষিতা হইয়াছেন তাহার উদ্‌যাপনে যে কোন প্রকারে সহায়তা করিতে পারি, শ্রীকৃষ্ণের দাসানুদাস আমি তৎসাধনে আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিব ও তাহা সাক্ষাৎ প্রভুরই সেবা বলিয়া মনে করিব।

আপনার চিরস্নেহাবদ্ধ ভ্রাতা

বিবেকানন্দ।

(১৬)

নিউইয়র্ক।
১২৪ পূর্ব্ব, ৪৪ সংখ্যক রাস্তা।
১৪ই এপ্রিল, ১৮৯৬।

প্রিয়—

এই ভদ্রলোকটী বোম্বাই হইতে একখানি চিঠি লইয়া এখানে আমার কাছে আসিয়াছেন। তিনি হাতে হেতেড়ে শিল্পকার্য্য করিতে দক্ষ (Practical Mechanic), এবং তাঁহার একমাত্র খেয়াল এই যে, তিনি এদেশের ছুরি, কাঁচি ও অন্যান্য লৌহনির্ম্মিত দ্রব্য সকলের কারখানা দেখিয়া বেড়ান। * * * আমি তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, কিন্তু তিনি যদি মন্দ লোকও হন, তাহা হইলেও আমার স্বদেশবাসীদের ভিতর এইরূপ বে-পরোয়া সাহসের ভাব দেখিলে উহাতে উৎসাহ দিতেই ইচ্ছা করি। তাঁহার পথখরচের জন্য আবশ্যকীয় টাকা আছে।

এক্ষণে যদি আপনি সতর্কতার সহিত লোকটা কতদূর সাচ্চা এ সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই যে, এ ব্যক্তি ঐ কারখানাগুলি দেখিবার একটা সুযোগ চায় মাত্র। আশা করি,

তাঁহার মধ্যে কোন ভেজাল নাই আর আপনি তাঁহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিতে পারিবেন।

ভবদীয়—

বিবেকানন্দ।

---

(১৭)

৬৩ সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড।

লণ্ডন।

৩০শে মে, ১৮৯৬।

প্রিয়—

গত পরশ্ব অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সহিত আমার বেশ দেখা শুনা হইয়া গেল। তিনি একজন ঋষিকল্প লোক; তাঁহার বয়স ৭০ বৎসর হইলেও তাঁহাকে যুবা দেখায়; এমন কি তাঁহার মুখে একটীও চিন্তার রেখা নাই। হায়! ভারতবর্ষ ও বেদান্তের প্রতি তাঁহার যেরূপ ভালবাসা তাহার অর্দ্ধেক যদি আমার থাকিত! তাহার উপর তিনি যোগশাস্ত্রের প্রতিও অনুকূল ভাব পোষণ করেন এবং উহাতে বিশ্বাস করেন। তবে বুজরুকদের তিনি একদম দেখিতে পারেন না।

সর্ব্বোপরি রামকৃষ্ণ পরমহংসের উপর তাঁহার ভক্তি অগাধ এবং তিনি 'নাইণ্টিস্থ সেঞ্চুরিতে' তাঁহার সম্বন্ধে

একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি তাঁহাকে জগতের সমক্ষে প্রচার করিবার জন্য কি করিতেছেন?"

রামকৃষ্ণ তাঁহাকে অনেক বৎসর ধরিয়া মুগ্ধ করিয়াছেন। ইহা কি একটা সুসংবাদ নয়?

এখানে কাযকর্ম্ম ধীরে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে অগ্রসর হইতেছে। আগামী রবিবার হইতে আমার সাধারণ বক্তৃতা আরম্ভ হইবে ঠিক হইয়াছে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(১৮)

৬০নং সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড, লণ্ডন।

মে, ১৮৯৬।

প্রিয় ভগিনি,

আবার লণ্ডন। এখন ইংলণ্ডের আবহাওয়া বেশ চমৎকার ও ঠাণ্ডা; ঘরে আগুন রাখ্‌তে হয়। আমাদের ব্যবহারের জন্য এবার একটা গোটা বাড়ী পাওয়া গেছে। বাড়ীটী ছোট হলেও বেশ সুবিধাজনক। লণ্ডনে বাড়ীভাড়া আমেরিকার মত তত বেশী নয়, তা বোধ হয় তুমি জান। এই তোমার মা'র কথাই

ভাব্ছিলাম। এই মাত্র তাঁকে একখানা পত্র লেখা শেষ করেছি। উহা মনরো এণ্ড কোং এর কেয়ারে ৭নং সেরিবা রোড, প্যারিস, এই ঠিকানায় পাঠাব। এখানে জন কয়েক পুরাণ বন্ধুও আছেন। মিস্ এম· সম্প্রতি ইউরোপের নানাদেশ ভ্রমণ করে লণ্ডনে প্রত্যাগমন করেছেন। তাঁহার স্বভাবটী সোনার ন্যায় খাঁটি এবং তাঁহার স্নেহপ্রবণ হৃদয়টীর কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আমরা এই বাড়ীতে বেশ ছোট খাট একটী পরিবার হয়েছি। ভারতবর্ষ হতে একজন সন্ন্যাসী এসেছেন। 'বেচারা হিন্দু' বল্তে যা বোঝায় তা এঁকে দেখ্লেই বেশ বুঝ্তে পার্বে। সর্ব্বদাই যেন ধ্যানস্থ রয়েছেন; অতি নম্র এবং মধুর স্বভাব। আমার যেমন একটা অদম্য সাহস এবং ঘোর কর্ম্মতৎপরতা আছে, তাঁতে তার কিছুই নাই। এখানে ত ওরকম চল্বে না। আমি তাঁর ভিতর একটু কর্ম্মশীলতা প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এখনই দুটী করিয়া ক্লাসের অধিবেশন হচ্ছে, চার পাঁচ মাস ঐরূপ চল্বে—তার পর ভারতে যাচ্ছি। কিন্তু আমেরিকাতেই আমার হৃদয় পড়ে আছে—আমি ইয়াঙ্কি দেশ ভালবাসি। আমি চাই নূতন ভাব, নূতন উদ্দীপনা। আমি পুরাতন ধ্বংসাবশেষের চারিদিকে অলসভাবে ঘুরে বেড়িয়ে,

সারাজীবন প্রাচীন ইতিহাসসমূহ নিয়ে হা-হুতাশ করে আর প্রাচীনকালের লোকদের কথা ভেবে ভেবে দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেল্‌তে রাজি নই। আমার রক্তের এখনও যা জোর আছে তাতে ঐরূপ কর্‌বার দরকার নেই। আমেরিকায় নূতন নূতন ভাবপ্রকাশের সুযোগ আছে, আর তথাকার লোকগুলিও ঐ সকল ভাব সহজে গ্রহণ কর্‌তে পারে। আমি আমূল পরিবর্ত্তনের ঘোরতর পক্ষপাতী হয়ে পড়েছি। আমি শীঘ্রই ভারতবর্ষে ফির্‌ব, পরিবর্ত্তনবিরোধী থস্‌থসে মাছের ন্যায় অস্থিমজ্জাহীন জড়প্রায় বিরাট্‌ দেশটার কিছু করতে পারি কি না দেখ্‌তে। তারপর প্রাচীন সংস্কারগুলোকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে নূতন করে আরম্ভ কর্‌ব—একেবারে সম্পুর্ণ নূতন, সরল অথচ সবল—সদ্যোজাত শিশুর ন্যায় নবীন ও সতেজ। প্রাচীন যা কিছু দূর করে ফেলে দাও—নূতন করে আরম্ভ কর। (যিনি সনাতন, অসীম, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বজ্ঞ তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষ নহেন তত্ত্বমাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই তত্ত্বের বাহ্য প্রতিরূপ মাত্র। এই অনন্ত তত্ত্বের যত বেশী কোন ব্যক্তির ভিতর প্রকাশিত হয়েছে, তিনি তত মহৎ; শেষে সকলকেই উহার পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি হতে হবে; এইরূপে এখন যদিও সকলেই স্বরূপতঃ এক তথাপি তখন প্রকৃতপক্ষে এক

হয়ে যাবে। ধর্ম্ম ইহা ছাড়া অপর কিছুই নহে। এই একত্বানুভব বা প্রেমই উহার সাধন।) সেকেলে নির্জীব অনুষ্ঠান এবং ঈশ্বর সম্বন্ধীয় ধারণাসকল প্রাচীন কুসংস্কার মাত্র। বর্ত্তমানেও সেগুলিকে বাঁচিয়ে রাখ্‌বার চেষ্টা করা কেন! পার্শ্বেই যখন জীবন এবং সত্যের নদী বয়ে যাচ্ছে তখন আর তৃষ্ণার্ত্ত লোকগুলোকে নর্দ্দমার পচা জল খাওয়ান কেন! ইহা মনুষ্যসুলভ স্বার্থপরতা ব্যতীত অপর কিছুই নয়। পুরাতন সংস্কার-গুলোকে সমর্থন করতে করতে আমি বিরক্ত হয়ে পড়িছি। আমি এখন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, পূতিগন্ধ-ময় ও গতায়ু ভাবরাশির সমর্থন করতে গিয়ে আজ পর্য্যন্ত আমার অনেক শক্তি বৃথা ক্ষয় হয়েছে। জীবন ক্ষণস্থায়ী, সময়ও ক্ষিপ্রগতিতে চলে যাচ্ছে। যে দেশে লোকের ভাবরাশি সহজে কার্য্যে পরিণত হতে পারে সেইস্থানে এবং সেই সকল লোকের সঙ্গে প্রত্যেকের থাকা উচিত। হায়! যদি দ্বাদশ জন মাত্র সাহসী, উদার, মহৎ ও অকপটহৃদয় লোক পেতুম!

আমি নিজে বেশ আছি এবং জীবনটাকে খুব সম্ভোগ করছি। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ।

(১৯)

৩৬নং সেণ্ট জর্জ্জেস্ রোড।
লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম।
৫ই জুন, ১৮৯৬।

প্রিয়—

রাজযোগ বইখানার খুব কাট্‌তি হচ্চে। সারদানন্দ শীঘ্রই যুক্তরাজ্যে যাবে।

আমার পিতা যদিও উকিল ছিলেন তথাপি আমি ইচ্ছা করি না যে আমার বংশের কেউ উকিল হয়। আমার গুরুদেব ইহার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আমার বিশ্বাস, যে পরিবারে কতকগুলো উকিল আছে সে পরিবার নিশ্চয়ই একটা গোলযোগে পড়্‌বে। আমাদের দেশ উকিলে ছেয়ে গেছে—প্রতিবৎসর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাজার হাজার উকিল বার হচ্ছে। আমাদের জাতের পক্ষে এখন আবশ্যক কর্ম্মতৎপরতা ও বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কারোপযোগী প্রতিভা। সুতরাং আমার ইচ্ছা ম— তড়িত্তত্ত্ববিৎ হয়। সিদ্ধিলাভ করতে না পার্‌লেও সে যে বড় হবার এবং দেশের যথার্থ উপকারে লাগ্‌বার চেষ্টা করেছিল—এইটুকু ভেবেই আমি সন্তোষ লাভ কর্‌ব। আমেরিকার বাতাসের এমনি গুণ যে সেখানকার প্রত্যেকের ভেতর যা কিছু ভাল সমস্তই ফুটে ওঠে—

এমনটী আর কোথাও দেখিনি। আমি চাই সে অকুতোভয় ও সাহসী হউক এবং তার নিজের জন্য ও স্বজাতির জন্য একটা নূতন পথ বার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুক। একজন তড়িত্তত্ত্ববিৎ ইঞ্জিনিয়ার ভারতে অনায়াসে করে খেতে পারে।

পুঃ—গুড্‌উইন্‌ আমেরিকায় একখানি মাসিকপত্র বার করা সম্বন্ধে তোমাকে এই ডাকে একখানা পত্র লিখ্‌ছে। আমার মনে হয়, কাযটী বজায় রাখ্‌তে হলে এই রকমের একটা কিছু দরকার। আর, আমি অবশ্য সে যে ভাবে কাজ কর্‌বার উপায় নির্দ্দেশ কর্‌বে, সেই ভাবে ঐ বিষয়ে সাহায্য করবার যথাসাধ্য চেষ্টা কর্‌ব। আমার বোধ হয়, সে খুব সম্ভব সারদানন্দের সঙ্গে যাবে।

তোমাদের প্রেমবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

---

(২০)

৬৩, সেণ্ট জর্জ্জেস রোড।

লণ্ডন, ৮ই জুলাই, ১৮৯৬।

প্রিয়—

ইংরাজ জাতটা খুব উদার। সেদিন মিনিট তিনেকের মধ্যেই আমার ক্লাস থেকে আগামী শরৎকালের

কাজের নূতন বাড়ীর জন্য ১৫০ পাউণ্ড (২২৫০৲ টাকা) চাঁদা উঠেছে। এমন কি, চাইলে তারা তদ্দণ্ডেই ৫০০ পাউণ্ড দিত। কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে কায কর্‌তে চাই—হঠাৎ কতকগুলো খরচপত্র কর্‌তে চাই না। এখানে এই কাযটা চালাতে অনেক লোক মিল্‌বে, তারা ত্যাগের ভাব কতকটা বোঝে—আর ইংরাজচরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, যে ভাবটা তাদের মাথার ভেতর ঢোকে সেটা কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(২১)

স্যান্স গ্রাণ্ড।

সুইজারল্যাণ্ড।

২৫শে জুলাই, ১৮৯৬।

প্রিয়—

আমি জগৎটা একেবারে ভুলে যেতে চাই, অন্ততঃ আস্‌চে দুমাসের জন্য, এবং কঠোর সাধনা কর্‌তে চাই। উহাই আমার বিশ্রাম। পাহাড় এবং বরফ দেখ্‌লে আমার মনে এক অপূর্ব্ব শান্তিময় ভাব আসে।

এখানে আমার যেমন সুনিদ্রা হচ্ছে এমন অনেক দিন হয় নাই।

সকল বন্ধুবর্গকে আমার ভালবাসা জানাবে।

তোমাদের
বিবেকানন্দ।

---

(২২)

লুজার্ণ, সুইজারল্যাণ্ড।
২৩শে আগষ্ট, ১৮৯৬।

প্রিয়—

সারদানন্দ ও গুড্‌উইন্ যুক্তরাজ্যে প্রচারকার্য্য সুন্দর রূপে কর্‌ছে শুনে খুব খুসী হলুম। * * আমি ভারতবর্ষ থেকে আর একজন লোক চেয়ে পাঠিয়েছি, তিনি আগামী মাসে আমার সঙ্গে যোগদান কর্‌বেন। আমি কায আরম্ভ করে দিয়েছি, এখন অপরে এটা চালাক। দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ, কাযটা চালিয়ে দেবার জন্য কিছু দিন টাকাকড়ি ও বিষয় সম্পত্তির সম্পর্কে এসে আমায় মলিন হতে হয়েছে। এখন আমার স্থির বিশ্বাস যে, আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে, এখন আমার আর বেদান্ত বা জগতের অন্য কোন দর্শন, এমন কি, কাযটার উপরে পর্য্যন্ত কোন টান নেই। আমি চলে যাবার জন্য

তৈরী হচ্চি—আর এই জগতে, এই নরকে, ফিরে আস্‌চি না!

এমন কি, এই কাযের আধ্যাত্মিক উপকারের দিক্ দিয়ে দেখেও আমার উহার উপর বিন্দুমাত্র রুচি নেই। মা শীঘ্রই আমাকে তাঁর কাছে টেনে নিন! আর যেন কখনও ফিরে আস্‌তে না হয়।

পুনশ্চ—

গ্রীনএকার প্রোগ্রামে এই একটা ভয়ানক ভুল হয়েছে—উহাতে ছাপান হয়েছে, যেন ষ্টার্ডি কৃপা করে (ইংলণ্ড ছেড়ে সেখানে থাক্‌বার) অনুমতি দেওয়ায় সারদানন্দ সেখানে রয়েছে। ষ্টার্ডি বা আর যেই হক্ না কেন—একজন সন্ন্যাসীকে অনুমতি দেবার সে কে? * * আমি জগতের একজনও সন্ন্যাসীর প্রভু নই। তাঁদের যে কাজটা ভাল লাগে সেইটে তাঁরা করেন এবং আমি যদি তাঁদের কোন সাহায্য কর্‌তে পারি—বস্, এইমাত্র তাঁদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ। আমি সাংসারিক বন্ধনরূপ লোহার শেকল ভেঙ্গেছি—আর ধর্ম্মসঙ্ঘের সহিত সম্বন্ধরূপ সোনার শেকল পর্‌তে চাই না। আমি মুক্ত, সর্ব্বদাই মুক্ত থাক্‌ব। আমার ইচ্ছা সকলেই মুক্ত হয়ে যাক্—বাতাসের মত মুক্ত। যদি নিউইয়র্ক, বোষ্টন অথবা যুক্তরাজ্যের অন্য কোন স্থান

বেদান্তচর্চ্চা চায়, তবে তারা বেদান্তের আচার্য্যদের সাদরে গ্রহণ করবে, তাঁদের রেখে দেবে এবং তাঁদের ভরণপোষণের বন্দোবস্ত করে দেবে। আর আমার কথা—আমি ত অবসর গ্রহণ করেছি। জগৎ-রঙ্গমঞ্চে আমার অভিনয় শেষ হয়েছে!

এখন থেকে টাকাকড়ি সম্বন্ধে আমি আর কিছুই জানি না। উহা তোমাদের ইচ্ছামত খরচ করো। তোমাদের কল্যাণ হউক।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

২৩

উইম্বল্‌ডন, ইংলণ্ড।

৮ই অক্টোবর, ১৮৯৬।

প্রিয়—

জার্ম্মাণিতে অধ্যাপক ডয়সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। কীলে (Kiel) আমি তাঁর অতিথি হয়েছিলাম। দুজনে একসঙ্গে লণ্ডনে এসেছি, এখানেও কয়েকবার দেখাশুনা হয়ে খুব আনন্দলাভ হয়েছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় কাজের বিভিন্ন অঙ্গের উপর যদিও আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, তথাপি আমি

দেখ্‌তে পাচ্ছি যে, প্রত্যেকের কাযের বিশেষ বিশেষ বিভাগ থাকা খুব দরকার। আমাদের বিশেষ কায বেদান্ত প্রচার। অন্যান্য কাযে সাহায্য করা এই এক আদর্শের অনুগত হওয়া চাই। আশা করি আপনি এইটে সা—র মনে বদ্ধমূল করে দেবেন। আপনি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের 'শ্রীরামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করেছেন কি? ইংলণ্ডে আমাদের কাজ যে কেবল সাধারণ লোকের ভিতর বিস্তার হচ্ছে তা নয়, পরন্তু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের ভিতরও এর খুব আদর হচ্ছে।

আপনাদের

বিবেকানন্দ।

---

(২৪)

এয়ার্‌লি লজ।

রিজ্‌ওয়ে গার্ডেন্স্‌, উইম্বলডন, ইংলণ্ড।

(আমেরিকাস্থ ব্রুক্‌লিনের মিস্ এলেন ওয়াল্ডো বা হরিদাসী নাম্নী শিষ্যাকে লিখিত)

প্রিয়—

সুইজার্‌ল্যাণ্ডে আমি বেশ বিশ্রাম লাভ করেছিলাম এবং অধ্যাপক পল ডয়সনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব

য়েছিল। বাস্তবিক, অন্যান্য স্থানাপেক্ষা ইউরোপে মামার কাজ অধিকতর সন্তোষজনক হচ্ছে এবং ভারত-র্ষে এর একটা খুব প্রতিধ্বনি উঠ্‌বে। লণ্ডনের ক্লাস আবার আরম্ভ হয়েছে—আজ তার প্রথম বক্তৃতা। এখন আমার নিজের একটা 'হল' হয়েছে—তাতে দুই শত বা ততোধিক লোক ধরে। তুমি অবশ্য জান, ইংরাজেরা একটা জিনিষ কেমন কামড়ে ধরে থাক্‌তে পারে এবং সকল জাতির মধ্যে তারা পরস্পরের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা কম ঈর্ষ্যাপরায়ণ—এই কারণেই তারা জগতের উপর প্রভুত্ব করচে। দাসসুলভ খোসামুদির ভাব একদম না রেখে আজ্ঞানুবর্ত্তী কিরূপে হওয়া যায়, তারা তার রহস্য বুঝেছে—যৎপরোনাস্তি স্বাধীনতা, আবার তার সঙ্গে কঠোর নিয়ম মেনে চলার ভাব।

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার এখন আমার বন্ধু। আমি লণ্ডনের ছাপমারা হয়ে গেছি।

।— নামক যুবকটীর সম্বন্ধে আমি খুব কমই জানি। ; বাঙ্গালী এবং অল্পস্বল্প সংস্কৃত পড়াতে পারবে।

তুমি আমার দৃঢ় ধারণা ত জান—কাম-কাঞ্চন যে করতে পারেনি তাকে আমি বিশ্বাসই করি না। ; তাকে মতবাদাত্মক (theoretical) বিষয় শেখাতে য় দেখ্‌তে পার কিন্তু সে যেন রাজযোগ শেখাতে না

যায়—যারা রীতিমত শিক্ষা না করেছে তাদের ওটা নিয়ে খেলা করা মহা বিপজ্জনক। সা— সম্বন্ধে কোন ভয় নেই—বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী তার উপর আশীর্ব্বাণী বর্ষণ করেছেন। তুমি শিক্ষা দিতে আরম্ভ কর না কেন? এই র— বালকটার চেয়ে তোমার ঢের বেশী দর্শনের জ্ঞান আছে। ক্লাসের নোটিস্ বার কর এবং নিয়মিতভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা কর ও বক্তৃতা দিতে থাক। একশ হিন্দু, এমন কি, আমার একশ গুরুভাই আমেরিকায় খুব প্রচার করচে শুন্‌লে যে আনন্দ হয়, তোমাদের মধ্যে একজন ওতে হাত দিয়েছ দেখ্‌লে আমি তার সহস্রগুণ আনন্দ লাভ কর্‌ব। মানুষ দুনিয়া জয় কর্‌তে চায় কিন্তু নিজ সন্তানদের কাছে পরাজয় ইচ্ছা করে। জ্বালাও, জ্বালাও—চারিদিকে জ্ঞানাগ্নি জ্বালাও!

আমার আন্তরিক ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানিবে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(২৫)

১৪নং গ্রেকোর্ট গার্ডন্স
ওয়েষ্টমিনিষ্টার, লণ্ডন, ইংলণ্ড।
১লা নবেম্বর, ১৮৯৬।

প্রিয় মেরি,

"সোণা রূপা এ সব কিছুই আমার নাই, তবে যাহা আমার আছে, তাহা মুক্তহস্তে তোমায় দিতেছি"--সেটী এই জ্ঞান যে, স্বর্ণের স্বর্ণত্ব, রৌপ্যের রৌপ্যত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব, স্ত্রীর স্ত্রীত্ব—এক কথায় ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক বস্তুর যথার্থ স্বরূপ—ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকেই আমরা অনাদিকাল হইতে বহির্জ্জগতের ভিতরে উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছি, আর এই চেষ্টার ফলে আমাদের মন হইতে এই সকল অদ্ভুত সৃষ্টি বাহির হইয়াছে, যথা—পুরুষ, স্ত্রী, শিশু, দেহ, মন, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্ররাজি, জগৎ, ভালবাসা, ঘৃণা, ধন, সম্পত্তি, আর ভূত, প্রেত, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, দেবতা, ঈশ্বর ইত্যাদি।

প্রকৃত কথা এই যে, ব্রহ্ম আমাদের ভিতরেই রহিয়াছেন এবং আমরাই তিনি—সেই শাশ্বত দ্রষ্টা, সেই যথার্থ 'অহম্'—যাঁহাকে কখনই ইন্দ্রিয়গোচর করা যাইতে পারে না এবং যাঁহাকে অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায়

ইন্দ্রিয়গোচর করিবার এই যে চেষ্টা, এসব সময় ও ধীশক্তির বৃথা অপব্যবহার মাত্র।

যখন জীবাত্মা ইহা বুঝিতে পারে, তখনই সে এই জগৎ-পরিকল্পন ক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং ক্রমশঃই অধিকতরভাবে স্বীয় অন্তরাত্মার উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ইহার নামই ক্রমবিকাশ—ইহাতে যেমন শারীর-বিবর্ত্তন ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে থাকে, তেমনি অপর দিকে মন উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে উঠিতে থাকে; মানুষই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম দেহ। 'মনুষ্য' এই কথাটী সংস্কৃত 'মন্' ধাতু হইতে সিদ্ধ—সুতরাং উহার অর্থ মননশীল অর্থাৎ চিন্তাশীল প্রাণী—কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণশীল প্রাণী নহে।

ইহাকেই ধর্ম্মতত্ত্বে "ত্যাগ" আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। সমাজ-গঠন, বিবাহ প্রথার প্রবর্ত্তন, সন্তানের প্রতি ভালবাসা, সৎকার্য্য, সংযম এবং নীতি—এই সকলই বিভিন্ন প্রকারের ত্যাগানুষ্ঠান। আমাদের সর্ব্বপ্রকার সামাজিক জীবন বলিতে ইচ্ছাশক্তি বা বাসনানিচয়ের সংযম বুঝায়। জগতে যত সমাজ ও সামাজিক প্রথা দেখা যায়, উহারা জগতের একটী ব্যাপারেরই বিভিন্ন ধারা ও স্তরমাত্র। সেটী এই;—বাসনা বা অধ্যস্ত আমির বিসর্জ্জন; এই যে নিজের ভিতর হইতে বাহিরে যেন

লাফাইয়া যাইবার ভাব রহিয়াছে, নিত্য বিষয়ী বা জ্ঞাতাকে যে বিষয় বা জ্ঞেয়রূপে পরিণত করিবার একটা চেষ্টা রহিয়াছে, তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করা। প্রেম এই আত্মসমর্পণ বা ইচ্ছাশক্তিরোধের সর্ব্বাপেক্ষা সহজ এবং অনায়াসসাধ্য পথ, ঘৃণা তাহার বিপরীত।

জনসাধারণকে নানারূপ স্বর্গ, নরক, ও আকাশের উর্দ্ধদেশনিবাসী শাসনকর্ত্তার গল্প, বা কুসংস্কার দ্বারা ভুলাইয়া এই একমাত্র লক্ষ্য আত্মসমর্পণের পথে পরিচালিত করা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞানিগণ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী না হইয়া বাসনা-বর্জ্জনের দ্বারা জ্ঞাতসারেই এই পন্থার অনুবর্ত্তন করেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্বর্গ অথবা খৃষ্টীয় পুরাণোক্ত ভূ-স্বর্গের অস্তিত্ব কেবল আমাদের কল্পনাতেই রহিয়াছে, কিন্তু আধ্যাত্মিক স্বর্গ আমাদের হৃদয়ে পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। কস্তুরীমৃগ মৃগনাভির গন্ধের কারণ অনুসন্ধানের জন্য অনেক বৃথা ছুটাছুটির পর অবশেষে আপনার শরীরেই উহার অস্তিত্ব জানিতে পারে!

বাস্তবজগৎ সর্ব্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণ হইয়া থাকিবে; আর মৃত্যুরূপ ছায়াও চিরদিন এই পার্থিব জীবনের অনুসরণ করিবে। আর জীবন যতই দীর্ঘ

হইবে, এই ছায়াও ততই বৃহৎ হইতে থাকিবে; সূর্য্য যখন ঠিক আমাদের মাথার উপরে থাকে কেবল তখনই আমাদের ছায়া পড়ে না—তেমনি যখন ঈশ্বর এবং শুভ ও অন্যান্য যাহা কিছু আমাতেই রহিয়াছে দেখা যায়, তখন আর অমঙ্গল থাকে না। বস্তুজগতে প্রত্যেক ভালটীর সঙ্গে মন্দটীও তাহার ছায়ার ন্যায় অনিবার্য্যভাবে চলিয়াছে। প্রত্যেক উন্নতির সঙ্গে ঠিক সেই পরিমাণ অবনতিও সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, ভাল মন্দ দুইটী পৃথক্ বস্তু নয়—বস্তুতঃ একই জিনিষ—পরস্পরের মধ্যে প্রকারগত কোন প্রভেদ নাই, প্রভেদ কেবল পরিমাণগত।

আমাদের জীবনও উদ্ভিদ্, প্রাণী বা জীবাণু অপর কাহারও না কাহারও মৃত্যুর উপর নির্ভর করিতেছে। আর একটী ভুল, যাহা আমরা প্রতিনিয়তই করিয়া থাকি, তাহা এই যে, ভাল জিনিষটাকে আমরা ক্রমবর্দ্ধমান বলিয়া মনে করি, কিন্তু মন্দ জিনিষটার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ভাবি। ইহা হইতে আমরা এই বিচার করি যে, প্রত্যহ কিছু কিছু করিয়া মন্দের ক্ষয় হইতে থাকিলে এমন এক সময় আসিবে যখন কেবলমাত্র ভালটীই অবশিষ্ট থাকিবে। কিন্তু এই যুক্তিটী ভ্রমাত্মক, কারণ, ইহা একটী ভ্রমাত্মক উপনয়ের (premise) উপর

প্রতিষ্ঠিত। যদি ভালর ভাগ জগতে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে মন্দটীও সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে থাকিবে। আমার স্বজাতীয় জনসাধারণের বাসনা অপেক্ষা আমার নিজের বাসনা অনেক বেশী। অতএব বাসনাতৃপ্তির যে আনন্দ তাহাও যেমন তাহাদিগের অপেক্ষা আমার অনেক বেশী, তদ্রূপ আমার দুঃখকষ্টগুলিও তাহাদের অপেক্ষা লক্ষ গুণ অধিক। যে শরীরের সাহায্যে তুমি ভালর সামান্যমাত্র সংস্পর্শানুভব করিতে পারিতেছ, তাহাই আবার তোমাকে মন্দের অতি ক্ষুদ্রাংশটুকু পর্য্যন্ত অনুভব করাইতেছে। একই স্নায়ুমণ্ডলী সুখদুঃখ উভয়-রূপ অনুভূতিই বহন করে এবং একই মন উভয়কে অনুভব করে। জগতের উন্নতি বলিতে অধিক সুখভোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে অধিক দুঃখভোগ, উভয়ই বুঝায়। এই যে জীবন মৃত্যু, ভাল মন্দ, জ্ঞান অজ্ঞানের সংমিশ্রণ, ইহাই মায়া বা প্রকৃতি। অনন্তকাল ধরিয়া তুমি এই জগজ্জালের ভিতর সুখের অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে পার, সুখও পাইবে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে অনেক দুঃখও স্বীকার করিতে হইবে। শুধু ভালটী লইব মন্দটী লইব না—এই আশা বালসুলভ বুদ্ধিহীনতা মাত্র। আমাদের সামনে দুইটী পথ রহিয়াছে। একটী—আত্যন্তিক সুখের সমস্ত আশাভরসা ত্যাগ করিয়া, এ

জগৎ যেমন চলিতেছে সেই ভাবেই গ্রহণ করা অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে এক আধ টুক্‌রা সুখের আশায় জগতের সমস্ত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া যাওয়া; অপরটী—সুখকে দুঃখেরই অপর মূর্ত্তিজ্ঞানে একেবারে তাহার অন্বেষণ পরিহার করিয়া সত্যের অনুসন্ধান করা। যাহারা এইরূপে সত্যের অনুসন্ধান করিতে সাহসী তাহারা সেই সত্যকে সদা বিদ্যমান এবং নিজের ভিতরেই অবস্থিত বলিয়া দেখিতে সমর্থ হয়। তখনই আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে—সেই একই সত্য কিরূপে আমাদের বিদ্যা ও অবিদ্যারূপ এই দুই আপেক্ষিক জ্ঞানের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। আমরা ইহাও বুঝিব যে, সেই সত্য আনন্দস্বরূপ এবং তাহাই ভালমন্দ এই দুইরূপে জগতে প্রকাশিত—আর তৎসঙ্গে সেই যথার্থ সত্তাকেও জানিব, যাহা জগতে জীবন ও মৃত্যু উভয়-রূপেই অভিব্যক্ত হইতেছে।

এইরূপে আমরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিব যে, জগতের বিভিন্ন ঘটনাপরম্পরা একটী অদ্বিতীয় সত্তার দুই বা বহুভাগে বিভক্ত প্রতিচ্ছায়া মাত্র—তাহা সৎ-চিৎ-আনন্দ—যাহা আমার এবং অন্যান্য যাবতীয় পদার্থের যথার্থ স্বরূপ। কেবল তখনই মাত্র, মন্দ না করিয়াও ভাল কার্য্য করা সম্ভবপর, কারণ, এইরূপ আত্মা ভালমন্দ

এই দুইটী যে উপাদানে গঠিত তাহা জানিতে পারিয়াছেন সুতরাং উহারা তখন তাঁহার আয়ত্তাধীন। এই মুক্ত আত্মা তখন ভালমন্দ যাহা খুসি তাহাই বিকাশ করিতে পারেন; তবে আমরা জানি যে ইনি তখন কেবল ভাল কার্য্যই সম্পাদন করেন। ইহার নাম "জীবন্মুক্তি"—অর্থাৎ শরীর রহিয়াছে অথচ মুক্ত—ইহাই বেদান্ত এবং অপর সমস্ত দর্শনের একমাত্র লক্ষ্য।

ভগবৎসন্নিধানে সতত কল্যাণাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

---

(২৬)

গ্রেকোট গার্ডেন্স।

ওয়েষ্টমিনিষ্টার, দক্ষিণ-পশ্চিম : ইংলণ্ড।

১৩ই নভেম্বর, ১৮৯৬।

প্রিয়—

আমি খুব শীঘ্রই, সম্ভবতঃ ১৬ই ডিসেম্বর, ভারতবর্ষে যাত্রা করছি। কারণ পুনরায় আমেরিকা যাবার পূর্ব্বে আমার একবার ভারতবর্ষ দেখ্‌বার বিশেষ ইচ্ছা এবং আমি কয়েকজন ইংরাজ বন্ধুকে আমার সঙ্গে ভারতবর্ষে নিয়ে যাবার বন্দোবস্তও করেছি। আমার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও আমেরিকা হয়ে যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ডাক্তার জেন্‌স্ বাস্তবিকই অতি চমৎকার কাজ কর্‌ছেন। তিনি আমাকে এবং আমার কাজের জন্য বার বার যেরূপ সহৃদয়তা দেখিয়েছেন ও সাহায্য করেছেন, তজ্জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ তাহা বাক্যে প্রকাশ করতে অক্ষম। এখানে প্রচারকার্য্য বেশ সুন্দর ভাবেই চল্‌ছে। তুমি শুনে খুসী হবে যে 'রাজযোগের' প্রথম সংস্করণ সব বিক্রী হয়ে গেছে এবং আরও কয়েক শত অর্ডার এসে পড়ে রয়েছে।

ইতি—

বিবেকানন্দ

---

(২৭)

৩৯নং ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট, লণ্ডন,

দক্ষিণ-পশ্চিম।

২৮শে নভেম্বর, ১৮৯৬।

প্রিয় মেরি,

আমার মনে হয় যে, কোন কারণেই হউক, তোমাদের চারজনকেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি এবং আমি সগর্ব্বে বিশ্বাস করি যে, তোমরা চারজনও আমাকে সেই রকম ভালবাস। এইজন্য ভারতবর্ষে যাবার আগে

তোমাদিগকে কয়েক ছত্র স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই লিখ্‌ছি। লণ্ডনের প্রচারকার্য্যে চারিদিকে টি টি পড়ে গেছে। ইংরাজ জাতি আমেরিকানদের মত অত ধারাল নয়, কিন্তু একবার যদি তুমি তাদের হৃদয় অধিকার করতে পার, তাহলে তারা চিরকালের জন্য তোমার গোলাম হয়ে যাবে। ধীরে ধীরে আমি উহা অধিকার কর্‌ছি। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুমাসের কাজেই, সাধারণ বক্তৃতার কথা ছেড়ে দিলেও আমার ক্লাসেই বরাবর ১২০ জন উপস্থিত হচ্ছে। ইংরাজ জাতটা শুধু বচনবাগীশ নয়— কাজের লোক, সুতরাং এখানকার সকলেই কাজে কিছু কর্ত্তে চায়। কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার এবং মিঃ গুড্‌উইন কাজ কর্‌বার জন্য আমার সঙ্গে ভারতে যাচ্ছেন এবং এই কাজে তাঁরা নিজেদেরই অর্থব্যয় কর্‌বেন। এখানে আরও বহুলোক ঐরূপ করতে প্রস্তুত। সম্ভ্রান্ত বংশের স্ত্রী পুরুষ, তাদের মাথায় একবার একটা ভাব ঢুকিয়ে দিতে পার্‌লে, সেটা কার্য্যে পরিণত কর্‌বার জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ কর্‌তেও বদ্ধপরিকর। আর শেষ (যদিও বড় কম কথা নয়) আনন্দের সংবাদ এই যে, ভারতের কায আরম্ভ কর্‌বার জন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া গেছে এবং পরে আরও পাওয়া যাবে। ইংরাজজাতির সম্বন্ধে আমার ধারণা সব ওলট্‌পালট্

হয়ে গেছে। এখন আমি বুঝ্তে পারছি প্রভু কেন তাদের অন্য সব জাতের চেয়ে অধিক কৃপা করছেন। তারা অটল, অকপটতা তাদের অস্থিমজ্জাগত, তাদের অন্তর ভাবুকতায় পূর্ণ—কেবল বাইরে একটা কঠোরতার আবরণ মাত্র রয়েছে। ঐটে ভেঙ্গে দিতে পারলেই হল—বস্, তোমার মনের মানুষ খুঁজে পাবে।

সম্প্রতি আমি কলিকাতায় একটী ও হিমাচলে আর একটী কেন্দ্র স্থাপন করতে যাচ্ছি। প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ একটা গোটা পাহাড়ের উপর হিমাচল-কেন্দ্রটী স্থাপিত হবে। ঐ পাহাড়টী গ্রীষ্মকালেও বেশ শীতল থাক্বে আবার শীতকালেও খুব ঠাণ্ডা হবে। কাপ্তেন ও মিসেস্ সেভিয়ার ঐখানে থাক্বেন এবং ঐটে ইউ-রোপীয় কর্ম্মিগণের কেন্দ্র হবে। কারণ, আমি তাদের জোর করে ভারতীয় জীবনধারণপ্রণালী অনুসারে চালিয়ে এবং ভারতের অগ্নিময় সমতলভূমিতে বাস করিয়ে মেরে ফেল্তে চাই না। আমার কার্য্যপ্রণালী হচ্ছে এই যে, শত শত হিন্দু যুবক প্রত্যেক সভ্যদেশে গিয়ে বেদান্ত প্রচার করুক্ আর সেখান থেকে নর-নারী জোগাড় করে ভারতবর্ষে কাজ করতে পাঠাক। এতে পরস্পরের মধ্যে বেশ উত্তম আদান প্রদান হবে। কেন্দ্রগুলো প্রতিষ্ঠা করে আমি 'জবের গ্রন্থোক্ত'

ভদ্রলোকটীর মত * উপর নীচে চারিদিকে ঘুরে বেড়াব। আজ এখানেই শেষ—তা না হলে চিঠি ডাকে যাবে না। সবদিকেই আমার কাজের সুবিধা হয়ে আস্‌ছে—এতে আমি খুসী এবং জানি তোমরাও আমার মত খুসী হবে। তোমরা অশেষ কল্যাণ ও সুখশান্তি লাভ কর। ইতি—

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

পুঃ—ধর্ম্মপালের খবর কি? তিনি কি কর্‌ছেন? তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমার ভালবাসা জানিও।

বিঃ

---

* Book of Job বাইবেলের প্রাচীনসংহিতার অংশাবশেষ। উহাতে বর্ণিত আছে, ঈশ্বরের সহিত সয়তান একবার সাক্ষাৎ ক'রতে যাইলে সে কোথা হইতে আসিতেছে, ঈশ্বরের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিল, "এই পৃথিবীর এধার ওধার ঘুরিয়া এবং ইহার উপরে নীচে ভ্রমণ করিয়া আসিতেছি।" এখানে স্বামিজী নিজের এধার ওধার ঘোরার প্রসঙ্গে রহস্যচ্ছলে বাইবেলের ঐ স্থানটীকে লক্ষ্য করিয়া কথিত বাক্যটী প্রয়োগ করিয়াছেন।

(২৮)

রামনাদ।

শনিবার, ৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯৭।

প্রিয় মেরি,

চার্‌দিকের অবস্থা অতি আশ্চর্য্যরূপে আমার অনুকূল হয়ে আস্‌ছে। সিংহলে কলম্বোয় আমি জাহাজ থেকে নেমেছি এবং এখন ভারতবর্ষের প্রায় শেষ দক্ষিণতম ভূখণ্ড, রামনাদে, সেখানকার রাজার অতিথিস্বরূপে রয়েছি। এই কলম্বো থেকে রামনাদ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে এক বিরাট শোভাযাত্রা চলেছিল—হাজার হাজার লোকের ভিড়—রোসনাই—অভিনন্দন ইত্যাদি। ভারতের ভূমিখণ্ডে যেখানে আমি প্রথম পদার্পণ করি সেই স্থানে ৪০ ফিট উচ্চ একটী স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী হচ্ছে। রামনাদের রাজা তাঁহার অভিনন্দন পত্র একটী সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত প্রকাণ্ড খাঁটি স্বর্ণ-নির্ম্মিত পেটিকায় (casket) করে আমাকে প্রদান কর্‌লেন। তাতে আমাকে মহাপবিত্রস্বরূপ (His most Holiness) বলে সম্বোধন করা হয়েছে। মান্দ্রাজ ও কলিকাতা আমার জন্য হাঁ করে রয়েছে—যেন সমস্ত দেশটা আমাকে সম্মান কর্‌বার জন্য দাঁড়িয়ে উঠেছে। সুতরাং তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ, আমি আমার অদৃষ্টের

চরম সীমায় উঠেছি। তথাপি আমার মন চিকাগোর সেই নিস্তব্ধ, বিশ্রান্তিপূর্ণ, শান্তিময় দিনগুলোর দিকেই ছুট্‌ছে—কি বিশ্রাম, শান্তি ও প্রেমপূর্ণ দিন! এখনি তাই তোমাকে চিঠি লিখ্‌তে বসিছি। আশা করি তুমি বেশ ভাল আছ ও আনন্দে আছ। ডাক্তার ব্যারোজকে আদর অভ্যর্থনা কর্‌বার জন্য আমি লণ্ডন থেকে আমার দেশের লোকদের চিঠি লিখেছিলাম। তারা তাঁকে খুব জমকাল গোছের অভ্যর্থনা করেছিল। কিন্তু তিনি যে সেখানে লোকের মন ভেজাতে পারেন নি, তার জন্য আমি দোষী নই। কল্‌কাতার লোক-গুলোর ভিতর নূতন কিছু ভাব ঢোকানো বড় কঠিন। ডাক্তার ব্যারোজ আমার সম্বন্ধে নানা রকম ভাব্‌ছেন, আমি শুনতে পাচ্ছি। এই ত সংসার! মা, বাবা, ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

তোমার স্নেহবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

---

(২৯)

দার্জ্জিলিং।

২৮শে এপ্রিল, ১৮৯৭।

প্রিয় ম—

কয়েকদিন পূর্ব্বে আমি তোমার সুন্দর পত্র খানি পেয়েছি। গতকল্য হ্যারিয়েটের বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে। প্রভু নবদম্পতিকে সুখে রাখুন।

* * * এখানে সমস্ত দেশবাসী যেন একপ্রাণ হয়ে আমাকে সম্মান কর্‌বার জন্য উৎসুক। শত সহস্র লোক, যেখানে যাই সেখানেই উৎসাহসূচক আনন্দধ্বনি কর্‌ছে, রাজা রাজড়ারা আমার গাড়ী টান্‌ছে, বড় বড় সহরের সদর রাস্তার উপর তোরণ নির্ম্মাণ করা হয়েছে এবং তাতে নানা রকম 'সংক্ষিপ্ত মঙ্গল বাক্য' (motto) জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে ইত্যাদি ইত্যাদি!!! এই সকল বিষয়ের বর্ণনা শীঘ্রই পুস্তকাকারে বেরুবে এবং তুমিও শীঘ্র একখানা পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ইতি-পূর্ব্বেই ইংলণ্ডে কঠোর পরিশ্রম করে ক্লান্ত হয়েছিলাম, আবার এখানে দাক্ষিণাত্যের ভীষণ গরমে অতিরিক্ত পরিশ্রম করায় একেবারে পরিশ্রান্ত ও অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কাজেই আমাকে ভারতের অন্যান্য স্থান পরিদর্শনের আশা পরিত্যাগ করে নিকটতম শৈলনিবাস

দার্জ্জিলিঙ্গে চোঁচা দৌড় দিতে হল। সম্প্রতি আমি অনেকটা ভাল আছি এবং আর মাসখানেক আলমোড়ায় থাক্‌লেই সম্পূর্ণ সেরে যাব। ভাল কথা, সম্প্রতি আমার ইউরোপে যাবার একটা সুবিধা চলে গেল। রাজা অজিৎ সিং এবং আরও কয়েকজন রাজা আগামী শনিবার ইংলণ্ড যাত্রা কর্‌ছেন। তাঁরা অবশ্য আমাকে তাঁদের সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ পেঁড়াপীড়ি করেছিলেন। কিন্তু আমি এখন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম করি, দুর্ভাগ্যক্রমে ডাক্তারেরা সেকথা মোটেই শুন্‌ছে না। সুতরাং অত্যন্ত বিরক্তির সহিত আমাকে এই সুযোগ ছেড়ে দিতে হচ্ছে; তবে যত শীঘ্র পারি যাবার চেষ্টা কর্‌ব।

আশা করি বি— এতদিনে আমেরিকা পৌঁছেছেন। আহা বেচারি! তিনি এখানে খৃষ্টান ধর্ম্মের অত্যন্ত গোঁড়ামির ভাবটা প্রচার কর্‌তে এসেছিলেন; সুতরাং যা সাধারণতঃ হয়ে থাকে—কেউ তাঁর কথা শুন্‌লে না। অবশ্য তারা তাঁকে খুব যত্নের সহিত অভ্যর্থনা করেছিল কিন্তু সে আমি চিঠি লিখেছিলাম বলেই। কিন্তু আমি কিছুতেই তাঁকে আক্কেল দিতে পার্‌লাম না। আরও বলি, তিনি যেন কি-এক-ধরণের লোক। শুন্‌লাম, আমি দেশে ফিরে আসাতে সমগ্র জাতিটা অত্যন্ত

উৎসাহের সহিত আনন্দ প্রকাশ করেছিল, তাই শুনে তিনি মহা খাপ্পা হয়ে উঠেছিলেন। যা করেই হ'ক, তোমাদের একজন মাথাওয়ালা লোক পাঠান উচিত ছিল, কারণ, বি— ধর্ম্মমহাসভাটীকে হিন্দুদের চক্ষে একটা তামাসার ব্যাপার (farce) করে গেছেন। দার্শনিক বিষয়ে জগতের কোন জাতই হিন্দুদের পথপ্রদর্শক হতে পারবে না। আর একটা বড় মজার কথা এই যে, খৃষ্টান দেশ থেকে যতগুলো লোক এদেশে এসেছে, তাদের সকলেরই সেই এক মান্ধাতার আমলের হাবাতে যুক্তি আছে যে, যেহেতু খৃষ্টানেরা শক্তিশালী ও ধনবান্ এবং হিন্দুরা তা নয়, সেই হেতুই খৃষ্টধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহারই উত্তরে হিন্দুরা ঠিকই জবাব দেয় যে, সেই জন্যই ত হিন্দুধর্ম্মই হচ্ছে ধর্ম্ম আর খৃষ্টান ধর্ম্ম ধর্ম্মই নয়। কারণ, এই পশুত্বপূর্ণ জগতে পাপের কেবল জয়জয়কার আর পুণ্যের সর্ব্বদা নির্য্যাতন! এটা দেখা যাচ্ছে যে, পাশ্চাত্য জাতি জড়বিজ্ঞানের চর্চ্চায় যতই উন্নত হ'ক না কেন, দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তারা ক্ষুদ্র শিশু মাত্র। জড়বিজ্ঞান মাত্র ঐহিক উন্নতি বিধান করে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান অনন্ত জীবনের সাথী। যদি অনন্ত জীবন নাও থাকে, তাহলেও আদর্শ হিসাবে আধ্যাত্মিক চিন্তাপ্রসূত আনন্দ অধিক তীব্র এবং ইহা

মানুষকে অধিকতর সুখী করে, আর, জড়বাদপ্রসূত নির্ব্বুদ্ধিতা প্রতিযোগিতা, অযথা উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অবশেষে ব্যক্তিগত ও জাতিগত মৃত্যু আনয়ন করে।

এই দার্জ্জিলিং অতি সুন্দর জায়গা। এখান থেকে মাঝে মাঝে যখন মেঘ সরে যায়, তখন ২৭৫৭৯ ফিট উচ্চ মহিমামণ্ডিত কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় এবং নিকটের একটা পাহাড়ের চূড়া থেকে মাঝে মাঝে ২৯০০০ ফিট উচ্চ গৌরীশঙ্করের চকিত দর্শন পাওয়া যায়। আর এখানকার অধিবাসীরা যেন ছবিটির মত—তিব্বতীরা, নেপালীরা এবং সর্ব্বোপরি সুন্দরী লেপ্‌চা স্ত্রীলোকেরা। তুমি চিকাগোর কল্‌ষ্টন্ টারনবুল নামে কাউকে চেন কি? আমি ভারতবর্ষ পৌঁছিবার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি এখানে ছিলেন। তিনি দেখ্‌ছি আমাকে খুব পছন্দ কর্‌তেন, আর তার ফলে হিন্দুরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত পচ্ছন্দ করত। জে—, মিসেস্ এ—, সিষ্টার জে— এবং আমাদের আর আর বন্ধুদের খবর কি? আমাদের প্রিয় মিল (Mill)রা কোথায়? ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত ভাবে গুঁড়ো করে যাচ্ছে বোধ হয়? আমি হ্যারিয়েট্‌কে তার বিবাহে কয়েকটী প্রীতিউপহার পাঠাব মনে করে-ছিলাম, কিন্তু তোমাদের যে ভীষণ জাহাজের মাশুল—তাই উপস্থিত পাঠান স্থগিত রাখ্‌তে হচ্ছে, তবে শীঘ্রই

পাঠাবার ইচ্ছা আছে। হয়ত, তাদের সঙ্গে আবার শীঘ্রই ইউরোপে দেখা হবে। এই চিঠিতে যদি তোমারও বিবাহের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে লিখ্‌তে তাহলে আমি অবশ্য অত্যন্ত আহ্লাদিত হতাম এবং আধ ডজন কাগজের একখানি চিঠি লিখে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তাম।

*　　　*　　　*　　　*

আমার চুল গোছায় গোছায় পাক্‌তে আরম্ভ করেছে এবং আমার মুখের চামড়া অনেক কুঁচ্‌কে গেছে—এই মাংস ঝরে যাওয়াতে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর বেড়ে গিয়েছে। এখন আমি দিন দিন ভয়ঙ্কর রোগা হয়ে যাচ্ছি, তার কারণ, আমাকে শুদ্ধ মাংস খেয়ে থাক্‌তে হচ্ছে—রুটি নেই, ভাত নেই, আলু নেই, এমন কি, আমার কফিতে একটু চিনিও নেই!! আমি এক ব্রাহ্মণ পরিবারের সঙ্গে বাস কর্‌ছি—তারা সকলেই নিকার-বোকার পরে, অবশ্য স্ত্রীলোকেরা নয়। আমিও নিকার-বোকার পরে আছি। তুমি যদি আমাকে পার্ব্বত্য হরিণের মত পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে বেড়াতে দেখ্‌তে অথবা ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ে-রাস্তায় উৎরাই চড়াই কর্‌তে দেখ্‌তে, তাহলে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যেতে।

আমি এখানে বেশ ভাল আছি। কারণ সমতল-

ভূমিতে বাস আমার পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেখানে আমার রাস্তায় পা'টী বাড়াবার জো নেই—অমনি একদল লোক আমায় দেখ্‌বে বলে ভিড় করেছে!! নাম যশটা সব সময়েই বড় সুখের নয়!! এখন দাড়ি পেকে সাদা হতে আরম্ভ হয়েছে, তাই একটা মস্ত দাড়ি রাখ্‌ছি—এতে বেশ গণ্যমান্য দেখায় এবং লোককে আমেরিকাবাসী কুৎসারটনাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করে! হে শ্বেতশ্মশ্রু, তুমি কত জিনিষই না ঢেকে রাখ্‌তে পার, তোমার জয়জয়কার, হাঃ হাঃ!

ডাক যাবার সময় প্রায় উত্তীর্ণ হয়ে গেল, তাই শেষ কর্‌লাম। তোমার দেহ ও মন ভাল থাক্ ও তোমার অশেষ কল্যাণ হ'ক্।

বাবা, মা, ও তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

তোমাদের

বিবেকানন্দ।

---

(৩০)

আলমবাজার মঠ,
কলিকাতা।
৫ই মে, ১৮৯৭।

প্রিয়—

ভগ্ন-স্বাস্থ্যটা ফিরে পাবার জন্য একমাস দার্জ্জিলিঙ্গে ছিলাম। আমি এখন বেশ ভাল হয়ে গেছি। ব্যারাম ফ্যারাম দার্জ্জিলিঙ্গেই পালিয়েছে। আমি কাল আলমোড়া যাচ্ছি, সম্পূর্ণরূপে সেরে যাবার জন্য। আলমোড়াও আর একটী শৈল-নিবাস।

আমি পূর্ব্বেই তোমাকে লিখেছি যে, এখানকার অবস্থা বেশ আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না—যদিও সমস্ত জাতটা এককাট্টা হয়ে আমাকে সম্মান করেছে এবং আমাকে নিয়ে প্রায় পাগল হয়ে যাবার মত হয়েছিল!! শক্তির কার্য্যকরী দিক্‌টা ভারতবর্ষে আদৌ দেখ্‌তে পাবে না। কলিকাতার কাছাকাছি জমির দাম আবার খুব বেড়ে গেছে। আমার বর্ত্তমান মতলব হচ্ছে, প্রধান তিনটী রাজধানীতে তিনটী কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐগুলি আমার প্রাথমিক বিদ্যালয়স্বরূপ হবে—ঐ তিন স্থান থেকেই আমি ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে চাই।

আমি আর দু'চার বৎসর বাঁচি আর নাই বাঁচি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বেই শ্রীরামকৃষ্ণের হয়ে গেছে।

প্রোফেসার জেন্সের একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। তাতে তিনি আমার বৌদ্ধধর্ম্মের বিকৃত অবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্যগুলির উপর বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। তুমিও লিখেছ যে, ধ— এতে খুব রেগে গেছে। ধ— অতি সজ্জন এবং আমি তাঁকে খুব ভালবাসি। কিন্তু ভারতীয় কোন ব্যাপার নিয়ে অগ্নিশর্ম্মা হয়ে উঠ্‌লে, তাঁর সম্পূর্ণ অন্যায় আচরণ করা হবে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, যেটাকে নানাবিধ কুৎসিত ভাবপূর্ণ আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম বলা হয়, তা হচ্ছে ঐ বৌদ্ধধর্ম্মেরই বদহজম মাত্র। এটা স্পষ্টরূপে বুঝ্‌লে হিন্দুদের পক্ষে উহা বিনা আপত্তিতে ত্যাগ করা সহজ হবে। বৌদ্ধধর্ম্মের যা প্রাচীনভাব—যা শ্রীবুদ্ধ নিজে প্রচার করে গেছেন, তার প্রতি এবং শ্রীবুদ্ধের প্রতি আমি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধাপরায়ণ। আর তুমি বোধ হয় জান যে, আমরা হিন্দুরা তাঁকে অবতার বলে পূজা করে থাকি। সিংহলের বৌদ্ধধর্ম্মও তত সুবিধার নয়। সিংহল ভ্রমণকালে আমার সে ভুল ধারণা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে গেছে। সিংহলে যদি কেহ প্রাণবন্ত থাকে তা এক হিন্দুরাই। বৌদ্ধেরা অনেকটা পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হয়ে

পড়েছে—এমন কি, ধ— এবং তাঁহার পিতার ইউরোপীয় নাম ছিল, কিন্তু এখন তাঁরা সেটা বদলেছেন। আজ কাল বৌদ্ধেরা "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" এই শ্রেষ্ঠ উপদেশের এইমাত্র খাতির করেন যে, তাঁরা এখন যেখানে সেখানে কসাইয়ের দোকান খোলেন !!! এমন কি, পুরোহিতরা পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে উৎসাহ দেন !!! আমি এক সময়ে ভাবতুম, আদর্শ বৌদ্ধধর্ম্ম বর্ত্তমানকালেও অনেক উপকার কর্‌বে। কিন্তু আমি আমার ঐ মত একেবারে ত্যাগ করেছি এবং স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, কি কারণে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। * * *

থিয়জফিষ্টদের সম্বন্ধে তোমার প্রথমেই স্মরণ করা উচিত যে ভারতবর্ষে থিয়জফিষ্ট ও বৌদ্ধদের সংখ্যা নামমাত্র আছে নাই বল্‌লেই হয়। তারা দুচারখানা কাগজ বের করে খুব একটা হুজুগ করে দুচারজন পাশ্চাত্যদেশবাসীকে নিজেদের মত শুনাতে পারে, কিন্তু হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে এমন দুজন বৌদ্ধ বা দু'শ জন থিয়জফিষ্ট আমি ত দেখি না।

আমি আমেরিকায় এক লোক ছিলুম, এখানে আর এক লোক হয়ে গেছি। এখানে সমস্ত জাতটা (হিন্দু) আমাকে যেন তাদের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি (authority) বলে মনে করছে—আর সেখানে

একজন ঘৃণ্য প্রচারক মাত্র ছিলাম। এখানে রাজারা আমার গাড়ী টানে—আর সেখানে আমাকে একটা ভাল হোটেলে পর্য্যন্ত ঢুকতে দিত না। সেইজন্য এখানে এমন কথা বল্‌তে হবে, যাতে সমস্ত জাতটার—আমার সমস্ত স্বদেশবাসীর—মঙ্গল হয়, তা সেগুলো দুচারজনের যতই অপ্রীতিকর হ'ক না কেন। যা কিছু খাঁটি এবং সৎ সেই সকলকে গ্রহণ করতে হবে এবং তাদের প্রতি ভালবাসা ও উদারভাব পোষণ করতে হবে কিন্তু কপটতার প্রতি কখনই নয়। —রা আমার খোসামোদ করতে চেষ্টা করেছিল, কারণ, এখন আমি ভারতের একজন প্রামাণ্য ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছি। আর সেই জন্যই আমার কায যেন তাদের আজগুবিগুলোর সমর্থন না করে, এই উদ্দেশ্যে দুচারটে কড়া স্পষ্ট কথা বল্‌তে হয়েছে— আর ঐ কাজ হয়ে গেছে। আমি এতে খুব খুসী। যদি আমার শরীর ভাল থাক্‌ত তাহলে ঐ সব ভুঁইফোঁড়-গুলোকে ভারত থেকে একেবারে দূর করে দিতুম, অন্ততঃ যথাসাধ্য চেষ্টা করতুম। আমি যতদূর যা দেখেছি তাতে ভারতে ইংলিস চার্চ্চের যে সকল পাদ্রি আছে তাদের উপর ববং আমার সহানুভূতি আছে, কিন্তু থিয়জফিষ্ট ও বৌদ্ধদের উপর আদৌ নেই। আমি পুনরায় তোমাকে বল্‌ছি, ভারতবর্ষ ইতিপূর্ব্বেই

শ্রীরামকৃষ্ণের এবং সুসংস্কৃত হিন্দুধর্ম্মের হয়ে গেছে। * * * * আমি এখানকার কায একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়েছি। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৩১)

আলমোড়া,
৯ই জুলাই, ১৮৯৭।

প্রিয় ভগ্নি—

তোমার পত্রখানি পড়ে উহার ভিতরে একটী নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক ভাব ফল্গুনদীর মত বইছে দেখে বড় দুঃখিত হলাম, আর উহার কারণটা কি তাও আমি বুঝ্‌তে পারছি। প্রথমেই তুমি যে আমাকে সাবধান করে দিয়েছ তার জন্য তোমায় বিশেষ ধন্যবাদ। তোমার ওরূপ লেখার উদ্দেশ্য আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি। আমি রাজা অজিৎ সিংহের সঙ্গে ইংলণ্ডে যাবার বন্দোবস্ত করেছিলাম, কিন্তু ডাক্তারেরা অনুমতি দিলে না, কাজেই যাওয়া ঘট্‌ল না। হ্যারিয়েটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে জান্‌তে পার্‌লে আমি খুব খুসী হব। তিনিও, তোমাদের যার সঙ্গেই হোক্ না কেন দেখা হলে, খুব আনন্দিত হবেন।

আমি অনেকগুলি আমেরিকান কাগজের খণ্ডিতাংশ (cuttings) পেয়েছি ; তাতে দেখ্‌লাম মার্কিণরমণীগণ সম্বন্ধে আমার উক্তি সমূহের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে—আরও তাতে এক অদ্ভুত খবর পেলাম যে, আমাকে এখানে জাতিচ্যুত করা হয়েছে! আমার জাত থাক্‌লে ত—আমি যে সন্ন্যাসী !!

জাত ত কোন রকম যায়ই নি বরং সমুদ্রযাত্রার উপর সমাজের যে একটা বিরুদ্ধ ভাব ছিল আমার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়ার দরুণ তা এক রকম নষ্টই হয়ে গেছে। আমাকে যদি জাতিচ্যুত করতে হয় তাহলে ভারতের অর্দ্ধেক রাজন্যবর্গ ও সমুদয় শিক্ষিত লোকের সঙ্গে আমাকে জাতিচ্যুত করতে হবে। তা ত হয়ই নি বরং আমি সন্ন্যাস নেবার পূর্ব্বে আমার যে জাতি ছিল সেই জাতিভুক্ত প্রধান রাজা আমাকে সম্মানপ্রদর্শনের জন্য একটী সামাজিক ভোজের আয়োজন করেছিলেন, তাতে ঐ জাতির অধিকাংশ বড় বড় লোক যোগ দিয়েছিলেন। এ ত গেল তাঁদের তরফ্ থেকে। আমাদের দিক্ থেকে ধর্‌লে আমরা ত সন্ন্যাসী—নারায়ণ—ভারতে আমরা সামান্য নরলোকের সঙ্গে একত্র খাই না—আমরা যে দেবতা, তারা যে মর্ত্ত্য লোক—উহাতে আমাদের মর্য্যাদাহানি! আর প্রিয় মেরি, শত শত

রাজার বংশধরেরা এই পা ধুইয়ে মুছিয়ে দিয়েছে, পূজো করেছে—আর সমস্ত দেশের ভিতর যেরূপ আদর অভ্যর্থনা অভিনন্দনের ছড়াছড়ি হয়েছে, ভারতে আর এরূপ কারও হয় নি।

এইটুকু বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, রাস্তায় বেরুতে গেলেই এত লোকের ভিড় হয় যে শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশের দরকার হয়—জাতিচ্যুত করাই বটে! অবশ্য আমার এইরূপ অভ্যর্থনায় মিশনরী ভায়াদের বেশ শক্তি-ক্ষয় করে দিয়েছে। আর এখানে তাদের পোঁছে কে? তাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে সেই সম্বন্ধেই যে আমাদের খেয়াল নেই!

আমি এক বক্তৃতায় এই মিশনরী ভায়াদের সম্বন্ধে এবং ইংলিস চার্চ্চের অন্তর্ভুক্ত ভদ্র মিশনরীগণকে বাদ দিয়ে—সাধারণ মিশনরীর দল কোন্ শ্রেণীর লোক হতে সংগৃহীত তৎসম্বন্ধে কিছু বলেছিলাম। সেই সঙ্গে আমেরিকার সেই চার্চ্চের অতিরিক্ত গোঁড়া স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে এবং তাদের পরকুৎসা সৃষ্টি কর্‌বার শক্তিসম্বন্ধেও আমায় কিছু বল্‌তে হয়েছিল।

মিশনরী ভায়ারা আমার আমেরিকার কাযটা নষ্ট কর্‌বার জন্য এইটীকেই সমগ্র মার্কিণ রমণীগণের উপর আক্রমণ বলে ঢাক পেটাচ্ছে—কারণ তারা বেশ জানে

শুধু তাদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বল্‌লে যুক্তরাজ্যের লোকেরা খুসীই হবে। প্রিয় মেরি, ধর যদি ইয়াঙ্কিদের বিরুদ্ধে আমি খুব ভয়ানক কথা বলেই থাকি—তারা আমাদের মা বোনের বিরুদ্ধে যে সব কথা বলে তাতে কি তার লক্ষ ভাগের এক ভাগেরও প্রতিশোধ হয়? ভারতবাসী 'হিদেন'—আমাদের উপর খৃষ্টান ইয়াঙ্কি নরনারী যে ঘৃণা পোষণ করে তা ধৌত ক'র্‌তে বরুণ দেবতার সব জলেও কুলোয় না—আর আমরা তাদের কি অনিষ্ট করেছি? অপরে সমালোচনা কর্‌লে ইয়াঙ্কিরা ধৈর্য্যের সহিত তা সহ্য করতে শিখুক্, তারপর তারা অপরের সমালোচনা করুক। এটী একটী মনোবিজ্ঞান-সম্মত সর্ব্বজনবিদিত সত্য যে, যারা সর্ব্বদা অপরকে গালিগালাজ দিতে প্রস্তুত তারা অপরের এতটুকু সমালোচনার ঘা সহ্য কর্‌তে পারে না। আর তারপর তাদের আমি কি ধার্ ধারি! তোমাদের পরিবার, মিসেস্ বুল, লেগেট্‌রা এবং আর কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তি ব্যতীত আর কে আমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছে? কে আমার ভাবগুলি কার্য্যে পরিণত কর্‌বার সাহায্য কর্‌তে এসেছিল? আমায় কিন্তু ক্রমাগত খাট্‌তে হয়েছে, যাতে মার্কিণেরা অপেক্ষাকৃত উদার ও ধর্ম্মপ্রবণ হয়—তার জন্য আমেরিকায় আমার সমুদয়

শক্তি ক্ষয় কর্‌তে হয়েছে এখন আমি মৃত্যুর দ্বারে অতিথি।

ইংলণ্ডে আমি কেবল ছ'মাস কায করেছি—একবার ছাড়া কখনও কোন নিন্দার রব উঠেনি—সে নিন্দা-রটনাও একজন মার্কিণ রমণীর কাজ—এই কথা জান্‌তে পেরে ত আমার ইংরাজ বন্ধুরা বিশেষ আশ্বস্ত হলেন। আক্রমণ 'ত কোন রকম হয়ই নি বরং অনেকগুলি ভাল ভাল ইংলিস চার্চ্চের পাদ্‌রী আমার ঘনিষ্ট বন্ধু হয়েছিলেন—আর না চেয়েই আমি আমার কাজের জন্য যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছিলাম এবং নিশ্চিত আরও পাব। ওখানকার একটা সমিতি আমার কার্য্যের প্রসার লক্ষ্য করে আস্‌ছে এবং উহার জন্য সাহায্যের জোগাড় করছে। তথাকার চার জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আমার কার্য্যের সাহায্যের জন্য সব রকম অসুবিধা সহ্য করেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে এসেছেন। আরও অনেকে আস্‌বার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং এরপর যখন যাব শত শত লোক আরও প্রস্তুত হবে। প্রিয় মেরি, আমার জন্য কিছু ভয় কোরো না। মার্কিণেরা বড় কেবল ইউরোপের হোটেল-ওয়ালা ও বস্ত্রবিক্রেতাদের চোখে এবং নিজেদের কাছে। জগৎটাতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে—ইয়াঙ্কিরা চট্‌লেও আমার জগতে স্থানের অভাব হবে না। যাই

হোক্ না কেন, আমি যতটুকু কায করেছি তাতে আমি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট আছি। আমি কখনও কোন জিনিষ মতলব করে করিনি। আপনা আপনি যেমন যেমন সুযোগ এসেছে আমি তারই সহায়তা নিয়েছি। কেবল একটা ভাব আমার মস্তিষ্কের ভিতর ঘুর্‌ছিল—ভারতবাসী সাধারণ জনগণের উন্নতির জন্য একটা যন্ত্র প্রস্তুত করে চালিয়ে দেওয়া। আমি সে বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছি। তোমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌তো যদি তুমি দেখ্‌তে আমার ছেলেরা দুর্ভিক্ষ, ব্যাধি ও দুঃখকষ্টের ভিতর কেমন কায কর্‌ছে। কলেরাক্রান্ত 'পারিয়া'র মাদুরের বিছানার পাশে বসে কেমন তাদের সেবাশুশ্রূষা কর্‌ছে, অনশনক্লিষ্ট চণ্ডালের মুখে কেমন অন্ন তুলে দিচ্ছে —আর প্রভু আমায় তাদের জন্য সাহায্য পাঠাচ্ছেন। মানুষের কথা কি আমি গ্রাহ্য করি? সেই প্রেমাস্পদ প্রভু আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছেন, যেমন আমেরিকায়, যেমন ইংলণ্ডে, যেমন যখন ভারতের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম—কেউ আমায় চিন্‌তো না—তখন সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। লোকেরা কি বলে না বলে তাতে আমার কি এসে যায়—ওরা ত বালক! ওরা আর ওর চেয়ে বেশী বুঝ্‌বে কি করে? কি! আমি পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করেছি, সমুদয় পার্থিব বস্তু যে অসার তা প্রাণে প্রাণে

উপলব্ধি করেছি, আমি সামান্য বালকদের কথায় আমার নির্দ্দিষ্ট পথ থেকে চ্যুত হব—আমাকে দেখে কি সেইরূপ বোধ হয়?

আমাকে আমার নিজের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌তে হল—কারণ, তোমাদের কাছে না বল্লে যেন আমার কর্ত্তব্য শেষ হত না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি আমার কায শেষ হয়েছে। জোর তিন চার বছর জীবন অবশিষ্ট আছে। আমার নিজের মুক্তির ইচ্ছা সম্পূর্ণ চলে গেছে। আমি সাংসারিক সুখের কখনও প্রার্থনা করি নি। আমি দেখ্‌তে চাই যে আমি যে যন্ত্রটা প্রস্তুত কর্‌লাম তা বেশ মজবুত, কাযের উপযোগী হয়েছে। আর এটা নিশ্চিত জেন যে, অন্ততঃ ভারতে লোকের কল্যাণের জন্য এমন একটী যন্ত্র বসিয়ে গেলাম কোন শক্তি যাকে হঠাতে পার্‌বে না।—আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবো, পরে কি হবে সে সম্বন্ধে আর ভাব্‌ব না। আর (আমি প্রার্থনা করি যে, আমি বার বার জন্মগ্রহণ করে সহস্র দুঃখ সহ্য করি, যেন ঐ সকল জন্মে একমাত্র যে ঈশ্বর বাস্তবিক বর্ত্তমান, আমি একমাত্র যে ঈশ্বরে বিশ্বাসী সেই ঈশ্বরের—সমুদয় জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ সেই ঈশ্বরের উপাসনা কর্‌তে পারি; আর সর্ব্বোপরি পতিত, দুঃখী, পাপী, তাপী রূপী আমার ঈশ্বর

সকল জাতির দরিদ্র-দুঃখীরূপী আমার ঈশ্বরই আমার বিশেষ উপাস্য।)

"যিনি উচ্চ ও নীচ, সাধু ও পাপী, দেব ও কীট উভয়রূপী, সেই প্রত্যক্ষ, জ্ঞেয়, সত্য সর্ব্বব্যাপীর উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল।"

"যাঁহাতে পূর্ব্বজন্ম নাই, পরজন্ম নাই, বিনাশ নাই, গমনাগমন নাই, যাঁহাতে আমরা সর্ব্বদা অবস্থিত থেকে অখণ্ডত্ব লাভ করছি এবং ভবিষ্যতেও করব, তাঁহারই উপাসনা কর, অন্যান্য প্রতিমা ভেঙ্গে ফেল"।

আমার সময় অল্প। এখন আমার যাহা কিছু বল্‌বার আছে কিছু না চেপে বলে যেতে হবে। ওতে কাহারও হৃদয়ে আঘাত লাগ্‌বে বা কেউ বিরক্ত হবে এ বিষয়ে লক্ষ্য করলে চল্‌বে না। অতএব প্রিয় মেরি, আমার মুখ হতে যাই বার হ'ক না কেন কিছুতেই ভয় পেওনা। কারণ, যে শক্তি আমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে, তা বিবেকানন্দ নহে—তা প্রভু স্বয়ং। কিসে ভাল হয়, তিনি ভাল বোঝেন। যদি আমাকে জগৎকে সন্তুষ্ট করতে হয় তা হলে ত আমার দ্বারা জগতের অনিষ্ট হবে। অধিকাংশ লোক যা বলে তা ভুল, কারণ, দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে তারা চিরকাল লোকের উপর প্রভুত্ব করছে তথাপি জগতের অবস্থা অতি

শোচনীয়ই রয়েছে। যে কোন নূতন ভাব প্রচারিত হবে তারই বিরুদ্ধে লোকে লাগ্‌বে; সভ্য যাঁরা তাঁরা শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন না করে উপহাসের হাসি হাস্‌বেন, আর যারা সভ্য নয় তারা শিষ্টাচারবিরুদ্ধ চীৎকার কর্‌বে ও কুৎসিত নিন্দা রটাবে। সংসারের কীট এরাও একদিন খাড়া হয়ে দাঁড়াবে—জ্ঞানহীন বালকেরাও একদিন জ্ঞানালোকে আলোকিত হবে। মার্কিণেরা অভ্যুদয়ের নূতন সুরাপানে এখন মত্ত। অভ্যুদয়ের বন্যা শত শত বার আমাদের দেশের উপর এসেছে ও চলে গেছে। তাতে আমরা এমন শিক্ষা পেয়েছি যা বালকপ্রকৃতির জাতিরা বুঝ্‌তে এখন অক্ষম। আমরা জেনেছি এ সবই মিছে, এই বীভৎস জগৎটা মায়া মাত্র—ইহা ত্যাগ কর এবং সুখী হও। কামকাঞ্চনের ভাব ত্যাগ কর—অন্য পথ নাই। বিবাহ, স্ত্রীপুরুষ-সম্বন্ধ, টাকাকড়ি এইগুলি মূর্ত্তিমান্ পিশাচ স্বরূপ। সাংসারিক প্রেম যা কিছু, সব দেহ থেকেই প্রসূত—নিশ্চিত জেনো ঐ প্রেম দেহগত, তা ছাড়া আর কিছুই নয়। কামকাঞ্চনসম্বন্ধ সব ছেড়ে দাও—ঐগুলি যেমন চলে যাবে অমনি দিব্যদৃষ্টি খুলে যাবে—আধ্যাত্মিক সত্য সব সাক্ষাৎকার কর্‌বে; তখন আত্মা তাঁর অনন্ত শক্তি পুনঃপ্রাপ্ত হবেন। আমার বড়ই ইচ্ছা ছিল হ্যারিয়েটের

সঙ্গে দেখা করবার জন্য ইংলণ্ডে যাই। আমার আর একটী মাত্র ইচ্ছা আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাদের চার বোনের সঙ্গে একবার দেখা করা; আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবেই হবে। ইতি—

তোমাদের চিরস্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

---

(৩২)

আলমোড়া।
১১ই জুলাই, ১৮৯৭।

প্রিয় শু—

তুমি সম্প্রতি মঠের যে কার্য্য-বিবরণ পাঠিয়েছ, তা পেয়ে ভারী খুসী হলুম। তোমার রিপোর্ট সম্বন্ধে আমার সমালোচনার বড় কিছু নেই—কেবল বলতে চাই আর একটু পরিষ্কার করে লিখো।

যতদূর পর্য্যন্ত কাজ হয়েছে তাতে আমি খুব সন্তুষ্ট, কিন্তু আরো এগিয়ে যেতে হবে—পূর্ব্বে আমি একবার লিখেছিলুম, কতকগুলো পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র সম্বন্ধীয় যন্ত্র যোগাড় করলে ভাল হয় এবং ক্লাস খুলে নূতন ব্রহ্মচারীদের জন্য সাদাসিদে রকমের পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন, বিশেষতঃ দেহতত্ত্ব, সম্বন্ধীয় পরীক্ষা করে

তাদের ঐ সকল বিষয় শেখালে ভাল হয়; কই, সে সম্বন্ধে ত কোন উচ্চবাচ্য এ পর্য্যন্ত শুনিনি।

আরো একটা কথা লিখেছিলাম—যে সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ হয়ে গেছে সেইগুলি কিনে ফেলা উচিত; তার সম্বন্ধেই বা কি হল?

এখন আমার মনে হচ্ছে—মঠে একসঙ্গে অন্ততঃ তিন জন করে মোহান্ত নির্ব্বাচন কর্‌লে ভাল হয়—একজন বৈষয়িক ব্যাপারের দিকে দেখ্‌বেন, একজন ব্রহ্মচারীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির ভার নেবেন, আর একজন শিক্ষার ভার নেবেন—ব্রহ্মচারীদের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন কিসে হয় তিনি সেইদিকে দেখবেন।

এর মধ্যে শিক্ষাবিভাগের পরিচালক উপযুক্ত লোক পাওয়াই দেখ্‌চি সব চেয়ে কঠিন। ব্র— ও তু— অনায়াসে অপর দুইটী বিভাগের ভার নিতে পারেন। মঠ দর্শন কর্‌তে কেবল কল্‌কেতার বাবুর দল আস্‌ছেন জেনে বড় দুঃখিত হলাম। তারা বড় সুবিধের নয়। আমরা চাই সাহসী যুবকের দল—যারা কায কর্‌বে, আহাম্মকের দলকে দিয়ে কি হবে? ব্র—কে বল্‌বে, তিনি যেন অ— ও সা—কে মঠে নিয়মিতভাবে তাঁদের সাপ্তাহিক কার্য্য-বিবরণী পাঠাতে লেখেন—যেন উহা পাঠাতে কোনমতে ত্রুটি না হয়, আর যে বাঙ্গালা

কাগজটা বার করবার কথা হচ্ছে, তার জন্য প্রবন্ধ ও আবশ্যকীয় উপাদান পাঠান। গিরিশবাবু কি কাগজটার জন্য যোগাড়যন্ত্র কর্‌ছেন? অদম্য ইচ্ছাশক্তির সহিত কাজ করে যাও ও প্রস্তুত থাক।

অ— অদ্ভুত কর্ম্ম করছে বটে, কিন্তু কার্য্যপ্রণালী ভাল বলে বোধ হচ্ছে না। বোধ হচ্ছে সে একটা ছোট গ্রাম নিয়েই তার শক্তি ক্ষয় করছে, তাও কেবল চাল-বিতরণ কার্য্যে। এই চাল দিয়ে সাহায্যের সঙ্গে সঙ্গে কোনরূপ প্রচার কার্য্যও হচ্ছে—কই এরূপ ত শুনতে পাচ্ছি না। লোকগুলোকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শিখান না যায় তবে জগতের যত ঐশ্বর্য্য আছে সব ঢাল্‌লেও ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামেরও যথার্থ সাহায্য করতে পারা যায় না। আমাদের কায হওয়া উচিত প্রধানতঃ শিক্ষাদান—চরিত্র এবং বুদ্ধিবৃত্তি উভয়েরই উৎকর্ষসাধনের জন্য শিক্ষা-বিস্তার। আমি সে সম্বন্ধে ত কোন কথা শুনছি না—কেবল শুনছি, এতগুলি ভিক্ষুককে সাহায্য দেওয়া হয়েছে! ব্র—কে বল বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র খুলতে, যাতে আমাদের সামান্য সম্বলে যতদূর সম্ভব অধিক জায়গায় কায করা যায়। আরো বোধ হচ্ছে, এপর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ফলতঃ কিছু হয় নি, কারণ, তাঁরা এখনও পর্য্যন্ত স্থানীয় লোকদের ভিতর

তাঁদের স্বদেশবাসীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুল্‌তে পারেন নি—যাতে তাঁরা সভাসমিতি স্থাপন করে তাদের শিক্ষার বিধানে সচেষ্ট হন। এইরূপ শিক্ষার ফলে তারা আত্মনির্ভরশীল ও মিতব্যয়ী হতে পার্‌বে এবং নিজেদের বলাবল না বুঝে তাড়াতাড়ি বিবাহ করে সংসারে জড়িয়ে পড়্‌বে না এবং এইরূপে ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষের কবল হতে আপনাদের রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে। দয়ায় লোকের হৃদয় খুলে যায়, কিন্তু সেই দ্বার দিয়ে তার সর্ব্বাঙ্গীণ হিত যাতে হয় তার জন্য চেষ্টা কর্‌তে হবে।

সর্ব্বাপেক্ষা সহজ উপায় এই—একটা ছোট কুঁড়ে নিয়ে গুরু মহারাজের মন্দির কর—গরীবরা সেখানে আসুক—তাদের সাহায্যও করা হউক—তারা সেখানে পূজা অর্চ্চাও করুক। প্রত্যহ সকালে সন্ধ্যায় সেখানে 'কথা' হক। ঐ 'কথা'র সাহায্যেই আমরা লোককে যা কিছু শেখাতে ইচ্ছা করি, শেখাতে পার্‌ব। ক্রমে ক্রমে তাদের আপনাদেরই ঐ বিষয়ে একটা আস্থা ও আগ্রহ বাড়্‌তে থাক্‌বে—তখন তারা নিজেরাই সেই মন্দিরের ভার নেবে, আর হতে পারে, কয়েক বৎসরের ভিতর ঐ ক্ষুদ্র মন্দিরটীই একটী প্রকাণ্ড আশ্রমে পরিণত হবে। যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন কার্য্যে যাচ্ছেন, তাঁরা প্রথমে প্রত্যেক

জেলায় এক একটা মাঝামাঝি জায়গা নির্ব্বাচন করুন— এইরূপ একটী কুঁড়ে নিয়ে তথায় ঠাকুরঘর স্থাপন করুন —যেখান থেকে আমাদের অল্পস্বল্প কার্য্য আরম্ভ হতে পারে।

(মনের মত কায পেলে অতি মূর্খতেও করতে পারে। যে সকল কাযকেই মনের মত করে নিতে পারে সেই বুদ্ধিমান্। কোনও কাযই ছোট নয়, এ সংসারে যাবতীয় বস্তু বটের বীজের মত, সর্ষপের মত ক্ষুদ্র দেখালেও অতি বৃহৎ বটগাছ তার মধ্যে। বুদ্ধিমান্ সেই যে এটী দেখতে পায় এবং সকল কাযকেই মহৎ করে তোলে। *)

যাঁরা দুর্ভিক্ষমোচন করছেন, তাঁদের এটীও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, দান যেন উপযুক্ত পাত্রে পড়ে— জুয়াচোরেরা যেন ঠকিয়ে নিয়ে না যেতে পারে। ভারত-বর্ষ এরূপ অলস জুয়াচোরে পূর্ণ এবং দেখে আশ্চর্য্য হবে, তারা না খেয়ে কখনও মরে না—কিছু না কিছু খেতে পায়ই। ব্র—কে বল, যাঁরা দুর্ভিক্ষে কায করছেন, তাঁদের সকলকে এই কথা লিখতে—যাতে কোন ফল নেই এমন কিছুর জন্য টাকা খরচ করতে তাঁদের কখনই

* এই প্যারাটী অনুবাদ নহে—স্বামিজী ইংরেজীতে লিখিতে লিখিতে এই অংশটী বাঙ্গালায় লিখিয়াছিলেন।

দেওয়া হবে না—আমরা চাই, যতদূর সম্ভব অল্প খরচে যত বেশী সম্ভব স্থায়ী সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা।

এখন তোমরা বুঝ্‌তে পার্‌ছ, তোমাদিগকে নূতন নূতন মৌলিক ভাব ভাব্‌বার চেষ্টা কর্ত্তে হবে—তা না হলে আমি মরে গেলেই সমুদয় কাযটাই চুরমার হয়ে যাবে। এই রকম কর্‌তে পার—তোমরা সকলে মিলে এই বিষয় আলোচনার জন্য একটা সভা কর—'আমাদের হাতে যে অল্পস্বল্প সম্বল আছে, তা থেকে কি করে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল স্থায়ী কায হতে পারে।' কিছুদিন আগে থেকে সকলকে এই বিষয়ে খবর দেওয়া হক—সকলেই নিজের মতামত, বক্তব্য বলুক—সেইগুলি নিয়ে বিচার হক—বাদ প্রতিবাদ হক—তারপর আমাকে তার একটা রিপোর্ট পাঠাও।

উপসংহারে বলি, তোমরা স্মরণ রেখো, আমি আমার গুরুভাইদের চেয়ে আমার সন্তানদের নিকট অধিক প্রত্যাশা করি—আমি চাই, আমার সব ছেলেরা, আমি যত বড় হতে পার্‌তুম, তার চেয়ে শতগুণ বড় হক। তোমাদের প্রত্যেককেই এক একটা 'দানা' অবশ্য হতেই হবে—আমি বল্‌ছি,—অবশ্যই হতে হবে। আজ্ঞাবহতা, উদ্দেশ্যের উপর অনুরাগ, ও সর্ব্বদা প্রস্তুত হয়ে থাকা—এই তিনটী যদি থাকে, কিছুতেই তোমাদের

হঠাতে পার্‌বে না। আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৩৩)

লস্ এঞ্জেলিস্।
নং ৯২১ ; ২১নং রাস্তা।
২৩শে ডিসেম্বর, ১৮৯৯।

প্রিয় নিবেদিতা,

সত্যই আমি দৈবতাড়িত চিকিৎসা প্রণালীতে (magnetic healing) ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠ্‌ছি। মোট কথা, এখন আমি বেশ ভালই আছি। আমার শরীরের কোন যন্ত্র কোন কালেই বিগড়ায় নাই—স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য ও অজীর্ণতাই আমার দেহে যাহা কিছু গোল বাধিয়েছিল।

এখন আমি প্রত্যহ আহারের পূর্ব্বে বা পরে যে কোন সময়েই হউক, ক্রোশ ক্রোশ বেড়িয়ে আসি। আমি বেশ ভাল হয়ে গেছি আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস—ভালই থাকব।

এখন চাকা ঘুরে গেছে—মা উহা ঘোরাচ্ছেন। তাঁর কাজ যতদিন না শেষ হচ্ছে, ততদিন তিনি আমায়

যেতে দিচ্ছেন না—এইটী হচ্ছে আসল ভিতরকার কথা।

দেখ, ইংলণ্ড কেমন উন্নতির দিকে এগুচ্ছে। এই রক্তারক্তির পর সেখানকার লোক এই ক্রমাগত লড়াই, লড়াই, লড়ায়ের চেয়ে বড় ও উঁচু জিনিষ ভাব্‌বার সময় পাবে। এই আমাদের স্থযোগ। আমরা এখন একটু উদ্যমশীল হয়ে দলে দলে ওদের ধর্‌ব * * তারপর ভারতীয় কার্য্যটাকেও পুরা দমে চালিয়ে দেব। * * চারি দিকের অবস্থা বেশ আশাপ্রদ বোধ হচ্ছে, অতএব প্রস্তুত হও। চারিটী ভগ্নি ও তুমি আমার ভালবাসা জান্‌বে। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৬৪)

C/o মিস্ মিড্
৪৪৭ ডগলাস বিল্ডিং
লস্ এঞ্জেলিস্, কালিফোর্ণিয়া।
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা,

তোমার —তারিখের পত্র আজ প্যাসাডেনায় আমার নিকট পৌঁছিল। দেখ্‌ছি, জো চিকাগোয় গিয়ে সেখানে

তোমায় পায় নি, তাদের কাছ থেকেও নিউইয়র্ক হতে এপর্য্যন্ত কোন খবর পাই নি। ইংলণ্ড থেকে এক রাশ ইংরাজী খবরের কাগজ পেলাম—খামের উপর এক লাইন লেখা—তাতে আমার প্রতি শুভেচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে ও — সই আছে। অবশ্য উহাদের মধ্যে দরকারীর বিশেষ কিছু ছিল না। আমি তাকে একখানা চিঠি লিখ্‌তাম কিন্তু আমি ত ঠিকানা জানি না, আর ভয় হ'ল চিঠি লিখ্‌লে তিনি ভয় পেয়ে যাবেন।

* * * আমি মিসেস্ সে—র কাছে খবর পেলাম্ যে, নিরঞ্জন কল্‌কেতায় সাংঘাতিক রকমে পীড়িত হয়ে পড়েছেন—জানি না, তাঁর শরীর ছুটে গেছে কি না। যাই হক, আমি এখন খুব শক্ত হয়েছি—পূর্ব্বাপেক্ষা আমার মানসিক দৃঢ়তা খুব বেড়েছে—আমার হৃদয়টা যেন লোহার পাত দিয়ে বাঁধান হয়ে গেছে। আমি এক্ষণে সন্ন্যাস জীবনের অনেকটা কাছাকাছি যাচ্ছি।

আমি দুই সপ্তাহ যাবৎ সা—র কাছ থেকে কোন খবর পাই নি। তুমি গল্পগুলি পেয়েছ জেনে খুসী হলাম। ভাল বিবেচনা কর ত তুমি নিজে ওগুলি আবার নূতন করে লেখ। কোন প্রকাশককে যদি পাও তাকে দিয়ে ওগুলি ছাপিয়ে প্রকাশ করে দাও; আর যদি বিক্রি করে কিছু লাভ হয়, তোমার কাযের জন্য নাও।

আমার দরকার নেই। * * আমি আস্‌ছে সপ্তায় সান্-ফ্রান্সিস্কোয় যাচ্ছি—তথায় সুবিধা কর্‌তে পার্‌ব—আশা করি। * * *

ভয় করোনা—তোমার বিদ্যালয়ের জন্য টাকা আস্‌বে। আস্‌তেই হবে—আর যদি না আসে, তাতেই বা কি আসে যায়? মা জানেন, কোন্ রাস্তা দিয়ে নিয়ে যাবেন। তিনি যে দিক্ দিয়ে নিয়ে যান্, সব রাস্তাই সমান। জানি না আমি শীঘ্র পূবে * যাচ্ছি কিনা। যদি যাবার সুযোগ হয়, তবে ইণ্ডিয়ানায় নিশ্চিত যাবো।

এই আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল—যে রকমে পার উহাতে যোগ দাও—আর যদি তুমি মাঝে থেকে কতকগুলি ভারতরমণীদের সমিতিকে ঐতে যোগ দেওয়াতে পার তবে আরো ভাল হয়।

* * * *

কুছ্ পরোয়া নেই, আমাদের সব সুবিধা হয়ে যাবে। এই লড়াইটা যেমন শেষ হবে, আমরা অম্‌নি ইংলণ্ডে

---

* কালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত লস্ এঞ্জেলিস্ হইতে স্বামিজী এই পত্র লিখিতেছেন। উহা আমেরিকার পশ্চিম দিকে অবস্থিত। তথা হইতে পূর্ব্ব অর্থাৎ নিউইয়র্কের দিকে যাইবার কথা বলিতেছেন। তথায় যাইতে হইলে ইণ্ডিয়ানা নামক স্থান হইয়া যাইতে হয়।

যাব ও তথায় খুব চুটিয়ে কায করবার চেষ্টা করব—কি বল? স্থিরা মাতাকে লিখ্‌ব কি? যদি তাঁকে লেখা ভাল মনে কর, তাঁর ঠিকানা আমায় পাঠাবে। তিনি কি তার পর তোমায় পত্রাদি লিখেছেন?

ধৈর্য্য ধরে থাক—সবই ঠিক ঘুরে আস্‌বে। এই যে নানারূপ অভিজ্ঞতা লাভ হচ্ছে তাতে তোমার বেশ শিক্ষা হচ্ছে—আর আমি সেই টুকুই চাই। আমারও শিক্ষা হচ্ছে। যে মুহূর্ত্তে আমরা উপযুক্ত হব, তখনই আমাদের কাজে টাকা আর লোক উড়ে আস্‌বে। এখন আমার বায়ুপ্রধান ধাত ও তোমার ভাবুকতা মিলে সব গোল হয়ে যেতে পারে। সেই কারণেই মা আমার বায়ু একটু একটু করে আরোগ্য করে দিচ্ছেন। আর তোমারও মাথা ঠাণ্ডা করে আন্‌ছেন। তারপর আমরা — যাচ্ছি আর কি। এইবার আর একটু আধটু ছোটখাট নয়, রাশ রাশ ভাল কাজ হবে নিশ্চিত জেনো। এইবার আমরা প্রাচীনদেশ ইউরোপের মূল ভিত্তি পর্য্যন্ত তোলপাড় করে ফেল্‌বো। * * * আমি ক্রমশঃ ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতি হয়ে আস্‌ছি— যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রস্তুত আছি। এইবার যে কাজে লাগা যাবে প্রত্যেক ঘায়ে বেশ কাজ হবে—

একটাও বৃথা যাবে না—এই হচ্ছে আমার জীবনের আগামী অধ্যায়। আমার ভালবাসাদি জান্‌বে। ইতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—তোমার বর্ত্তমান ঠিকানা লিখ্‌বে। ইতি—

বি—

---

(৩৫)

১৭১৯, টার্ক ষ্ট্রীট,
সান্ ফ্রান্সিস্কো।
২৮শে মার্চ্চ, ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা,

আমি তোমার সৌভাগ্যে খুব আনন্দিত হলাম। আমরা যদি লেগে পড়ে থাকি, তবে অবস্থাচক্র ফির্‌বেই ফির্‌বে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার যত টাকার দরকার তা এখানে বা ইংলণ্ডে পাবে।

আমি খুব খাট্‌ছি—আর যত বেশী খাট্‌ছি ততই ভাল বোধ কচ্ছি। শরীর অসুস্থ হয়ে আমার একটা বিশেষ উপকার করেছে, নিশ্চিত বুঝ্‌তে পারছি। আমি এখন ঠিক ঠিক বুঝ্‌তে পারছি অনাসক্তি মানে কি, আর আমার আশা—অতি শীঘ্রই আমি সম্পূর্ণ অনাসক্ত হব।

আমরা আমাদের সমুদয় শক্তি একদিকে প্রয়োগ

করে একটা বিষয়ে আসক্ত হয়ে পড়ি—এই ব্যাপারেরই অপর দিক্‌টা উহারই মত কঠিন, যদিও উহা নেতি-ভাবাত্মক—সেটীর দিকে আমরা খুব কম মনোযোগই দিয়ে থাকি—সেটী হচ্ছে—মুহূর্ত্তের মধ্যে কোন বিষয় থেকে অনাসক্ত হবার—তা থেকে নিজেকে আল্‌গা করে নেবার শক্তি।

এই আসক্তি ও অনাসক্তি—উভয় শক্তিই যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠে, তখনই মানুষ মহৎ ও সুখী হতে পারে।

আমি —র দানের সংবাদ পেয়ে যে কি সুখী হলাম, তা কি বল্‌বো। * * সবুর কর, তাঁর ভিতর দিয়ে যা কার্য্য হবার, সেইটা এখন প্রকাশ হচ্ছে। তিনি জান্‌তে পারুন, বা নাই পারুন, রামকৃষ্ণের কার্য্যে তাঁকে এক মহৎ অংশ অভিনয় কর্ত্তে হবে।

তুমি অধ্যাপক —র যে বিবরণ লিখেছ, তা পড়ে খুব আনন্দ পেলাম, জোও একজন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন (Clairvoyant) লোকের সম্বন্ধে বড় মজার বিবরণ লিখেছে।

সব বিষয় এক্ষণে আমাদের অনুকূল হতে আরম্ভ হয়েছে। * *

আমার বোধ হয়, এ পত্রখানি তুমি চিকাগোয় পাবে। * * মিস্ —র বিশেষ বন্ধু সুইস্ যুবক ম্যাক্স

—র কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি। মিস্—ও আমায় তাঁর ভালবাসা জানিয়েছেন, আর তাঁরা আমার কাছে জান্‌তে চেয়েছেন, আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্চি। তাঁরা লিখ্‌ছেন, সেখানে অনেকে ঐ বিষয়ে খবর নিচ্ছে।

সব জিনিষ ঘুরে আস্‌বে। বীজ থেকে গাছ হতে গেলে তাকে মাটির নীচে কিছুদিন থেকে পচ্‌তে হবে। গত দুবছর এইরূপ মাটির নীচে বীজ পচ্‌ছিল। মৃত্যুর করালগ্রাসে পড়ে যখনই আমি ছট্‌ফট্‌ করেছি, তখনই তার পরেই সমগ্র জীবনটা যেন প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এইরূপ একবারের ঘটনায় আমায় রামকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এল, আর একবারের ঘটনায় আমাকে যুক্তরাজ্যে নিয়ে এল। এইটীই হয়েছে অন্য সবগুলির মধ্যে বড় ব্যাপার। উহা এখন চলে গেছে—আমি এখন এমন স্থির শান্ত হয়ে গেছি যে, আমার সময়ে সময়ে নিজেরই আশ্চর্য্য বোধ হয়। আমি এখন সকাল সন্ধ্যা খুব খাটি, যখন যা খুসি খাই, রাত্রি বারটায় শুই, আর কি তোফা নিদ্রা! পূর্ব্বে আর কখনও এমন ঘুমোবার শক্তি লাভ করি নি। তুমি আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জান্‌বে। ইতি—

বিবেকানন্দ।

---

(৩৬)

সান্ ফ্রান্সিস্কো।

৬ই এপ্রিল, ১৯০০।

প্রিয় নিবেদিতা—

শুনে সুখী হলাম, তুমি ফিরেছ—আরও সুখী হলাম, তুমি প্যারিসে যাচ্ছ শুনে। আমি অবশ্য প্যারিসে যাব, তবে কবে যাব জানি না।

মিসেস্— বল্‌ছেন, আমার এখনই রওনা হওয়া উচিত ও ফরাসী ভাষা শিখ্‌তে লেগে যাওয়া উচিত। আমি বলি, যা হবার হবে—তুমিও তাই কর।

তোমার বইখানা শেষ করে ফেল ও তারপর প্যারিসের কাযটা। * * — কেমন আছে? তাকে আমার ভালবাসা জানাবে। আমার এখানকার কায শেষ হয়ে গেছে। আমি দিন পনেরর ভিতর চিকাগোয় যাচ্ছি, যদি — সেথায় থাকে। * * ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

---

(৩৭)

প্লেস দে এতাত ইউনিস, প্যারিস।
২৫শে আগষ্ট, ১৯০০।

প্রিয়—

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম—আমার প্রতি সহৃদয় বাক্যসমূহ প্রয়োগের জন্য তোমাকে বহু ধন্যবাদ জানাচ্ছি। * *

এখন আমি স্বাধীন, আর কোন বাঁধাবাঁধির ভিতর নেই, কারণ, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যে আর আমার কোন ক্ষমতা বা কর্ত্তৃত্ব বা পদ রাখি নি। আমি উহার সভাপতির পদও ত্যাগ করেছি।

এখন মঠাদি সব আমি ছাড়া রামকৃষ্ণের অন্যান্য সাক্ষাৎ শিষ্যদের হাতে গেল। ব্রহ্মানন্দ এখন সভাপতি হলেন, তার পর উহা প্রেমানন্দ ইত্যাদির উপর ক্রমে ক্রমে পড়্‌বে।

এখন এই ভেবে আমার আনন্দ হচ্ছে যে, আমার মাথা থেকে এক মস্ত বোঝা নেমে গেল। আমি এখন নিজেকে বিশেষ সুখী বোধ কচ্ছি।

আমি এখন বিশ বৎসর ধরে রামকৃষ্ণের সেবা কল্লাম—তা ভুল করেই হ'ক বা সফলতার ভিতর দিয়েই হ'ক—এখন আমি কার্য্য থেকে অবসর নিলাম।

আমি এখন আর কাহারও প্রতিনিধি নই বা কাহারও নিকট দায়ী নই। আমার এতদিন বন্ধুদের কাছে একটা বাধ্যবাধকতা বোধ ছিল— ও ভাবটা যেন দীর্ঘস্থায়ী ব্যারামের মত আমায় আঁক্‌ড়ে ধরেছিল। এখন আমি বেশ করে ভেবে চিন্তে দেখ্‌লাম—আমি কারুর কিছু ধার ধারি নি। আমি ত দেখ্‌ছি, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে—আমার সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করে—তাদের উপকারের চেষ্টা করেছি, কিন্তু তার প্রতি-দানস্বরূপ তারা আমায় গালমন্দ করেছে, আমার অনিষ্ট-চেষ্টা করেছে, আবার বিরক্ত ও জ্বালাতন করেছে। * *

তোমার চিঠি পড়ে মনে হলো, তুমি মনে করেছ যে, তোমার নূতন বন্ধুদের উপর আমার ঈর্ষা হয়েছে। আমি কিন্তু তোমাকে চিরদিনের জন্য জানিয়ে রাখ্‌ছি—আমার অন্য যে কোন দোষ থাক না কেন, আমার জন্ম থেকেই আমার ভিতর ঈর্ষা, লোভ বা কর্ত্তৃত্বের ভাব নেই।

আমি পূর্ব্বেও তোমাকে কোন আদেশ করি নি, এখন ত কাযের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—এখন আর কি আদেশ দেবো? কেবল এই পর্য্যন্ত আমি জানি যে, যতদিন তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে মায়ের সেবা কর্ব্বে, ততদিন তিনিই তোমাকে ঠিক পথে চালিয়ে নেবেন।

তুমি যে কোন বন্ধু করেছ, কারো সম্বন্ধে আমার কখন ঈর্ষা হয় নি। কোন বিষয়ে মেশ্‌বার জন্য আমি কখনও আমার ভাইদের সমালোচনা করি নি। তবে আমি এটা দৃঢ়বিশ্বাস করি যে, পাশ্চাত্য জাতিদের একটা বিশেষত্ব এই আছে যে, তারা নিজেরা যেটা ভাল মনে করে, সেটা অপরের উপর জোর করে চাপাবার চেষ্টা করে—ভুলে যায় যে একজনের পক্ষে যেটা ভাল, অপরের পক্ষে সেটা ভাল নাও হতে পারে। আমার ভয় হতো যে, তোমার নূতন বন্ধুদের সঙ্গে মেশার ফলে তোমার মন যে দিকে ঝুঁক্‌বে, তুমি অপরের ভিতর জোর করে সেই ভাব দেবার চেষ্টা কর্‌বে। কেবল এই কারণেই আমি কখন কখন কোন বিশেষ লোকের প্রভাব থেকে তোমায় তফাৎ রাখ্‌বার চেষ্টা করেছিলাম, এর অন্য কোন কারণ নেই। তুমি ত স্বাধীন, তোমার নিজের যা যা পছন্দ তাই কর, নিজের কায বেছে নাও। * *

আমি এইবার সম্পূর্ণ অবসর নিতে ইচ্ছা করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি মায়ের ইচ্ছা—আমি আমার আত্মীয়বর্গের জন্য কিছু করি। ভাল, বিশ বছর পূর্ব্বে আমি যা ত্যাগ করেছিলাম, তা আমি আনন্দের সহিত আবার ঘাড়ে নিলাম। বন্ধুই হোক,

শক্রুই হোক, সকলেই তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে সুখ বা দুঃখের ভিতর দিয়ে আমাদের কর্ম্মক্ষয় কর্‌বার সাহায্য কর্‌ছে। সুতরাং মা তাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন। আমার ভালবাসা আশীর্ব্বাদাদি জান্‌বে। ইতি—

তোমার চিরস্নেহাবদ্ধ

বিবেকানন্দ।

---

(৩৮)

প্রিয়—

মানবসমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটী বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক শাসনে দোষগুণ উভয়ই বর্ত্তমান। পুরোহিত শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁহাদের ও তাঁহাদের বংশধরগণের অধিকাররক্ষার জন্য চারিদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁহারা ব্যতীত বিদ্যা শিখিবার কাহারও অধিকার নাই, বিদ্যাদানেরও কাহারও অধিকার নাই। এযুগের মাহাত্ম্য ইহাই যে, এই সময়ে বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ, বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করিতে হয় বলিয়া পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকেন।

ক্ষত্রিয় শাসন বড়ই অত্যাচারপূর্ণ ও কঠোর, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নহেন। এই যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হইয়া থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন যুগ। ইহার ভিতরে ভিতরে শরীরনিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাহিরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এযুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্ব্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্ব্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয় যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হইতেই সভ্যতার অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

সর্ব্বশেষে শূদ্রশাসন যুগের আবির্ভাব হইবে—এই যুগের সুবিধা হইবে এই যে, এসময়ে নানারূপ শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হইবে, কিন্তু হয়ত সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতার অবনতিরূপ দোষ ঘটিবে—সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়িবে বটে কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কম হইতে থাকিবে।

যদি এমন একটী রাষ্ট্র গঠন করিতে পারা যায়, যাহাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এই সব গুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকিবে অথচ ইহাদের দোষগুলি

থাকিবে না, তাহা হইলে তাহা একটী আদর্শ রাষ্ট্র হইবে। কিন্তু ইহা কি সম্ভবপর ?

এক্ষণে ইহা ঠিক যে, প্রথম তিনটীর পালা শেষ হইয়াছে—এইবার শেষটীর সময়। শূদ্রযুগ আসিবেই আসিবে—উহা কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। স্বর্ণমুদ্রা অথবা রজতমুদ্রা এর কোন্‌টীকে রাষ্ট্রীয় ধনের পরিমাপক (Standard) করিলে কি কি অসুবিধা ঘটে তাহা আমি বিশেষ জানি না—(আর বড় একটা কেহ জানেন বলিয়া বোধ হয় না) কিন্তু এটুকু আমি বেশ বুঝিতে পারি যে, স্বর্ণমুদ্রার মূল্যে সকল মূল্য ধার্য্য করার ফলে গরীবরা আরও গরীব এবং ধনীরা আরও ধনী হইতেছে। ব্রায়ান যথার্থই বলিয়াছেন, "আমরা এই সোণার ক্রুশে বিদ্ধ হইতে নারাজ।" রূপার দরে সব দর ধার্য্য হইলে গরীবরা এই অসমান জীবনসংগ্রামে অনেকটা সুবিধা পাইবে। আমি যে একজন সোশিয়ালিষ্ট (socialist) * তার কারণ ইহা নয় যে, আমি ঐমত সম্পূর্ণ নির্ভুল বলিয়া মনে করি, কেবল 'নেই মামার চেয়ে কাণামামা ভাল'—ইহা বলিয়া।

---

* Socialist—Socialism মতাবলম্বী। ইঁহারা সমাজে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে বিষম বৈষম্য আছে, তাহা যথাসম্ভব দূর করিয়া আমূল সমাজের পুনর্গঠনের পক্ষপাতী।

অপর প্রথা কয়টীই জগতে চলিয়াছে এবং পরিশেষে সেগুলি দোষযুক্ত বলিয়া দেখা গিয়াছে। এটীরও অন্ততঃ আর কিছুর জন্য না হইলেও জিনিষটার অভিনবত্বের দিক্ হইতে একবার পরীক্ষা করা যাউক। একই লোক চিরকাল সুখ বা দুঃখ ভোগ করিবে, তাহা অপেক্ষা সুখ দুঃখটা যাহাতে পর্য্যায়ক্রমে সকলের মধ্যে বিভক্ত হইতে পারে, তাহাই ভাল। জগতে ভালমন্দের সমষ্টি চিরকালই সমান থাকিবে, তবে নূতন নূতন প্রণালীতে এই যুগটী (yoke) স্কন্ধ হইতে স্কন্ধান্তরে সমর্পিত হইতে পারিবে, এই পর্য্যন্ত।

এই দুঃখময় জগতে সব হতভাগ্যকেই এক একদিন আরাম করিয়া লইতে দাও—তবেই তাহারা কালে এই তথাকথিত সুখভোগটুকুর পর এই অসার জগৎ-প্রপঞ্চ, শাসনতন্ত্রাদি ও অন্যান্য বিরক্তিকর বিষয় সকল পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিবে। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমাদের চিরবিশ্বস্ত ভ্রাতা
বিবেকানন্দ।

সমাপ্ত।

পত্রাবলী

পঞ্চম ভাগ

[৺বলরাম বসু মহাশয়কে ও তৎসঙ্গে অপরাপর কয়েকজনকে লিখিত স্বামিজীর কয়েকখানি পত্র প্রকাশিত হইল। এগুলি ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ও ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে লিখিত। এগুলিতে স্বামিজী সাধারণ সমক্ষে প্রচারকার্য্য আরম্ভ করিবার বহু পূর্ব্বে কিরূপ সাধনা ও মানসিক আন্দোলনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়। তাঁহার স্বহস্ত লিখিত এই পত্রগুলি তাঁহার প্রামাণ্য জীবনচরিত্রের এক প্রধান উপকরণ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পত্রগুলির নিতান্ত ব্যক্তিগত অংশ ব্যতীত ও স্থানে স্থানে কয়েকটি নাম ব্যতীত সমুদয়ই যথাযথ প্রকাশিত হইল। দুএকটি শব্দ স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং একখানি পত্র অতি জীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাহার কয়েক স্থল অনেক চেষ্টায়ও পড়িতে না পারায় বাদ দিতে হইয়াছে। ইংরাজী শব্দ বা বাক্যগুলির সর্ব্বত্র অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।]

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১)

আঁটপুর (হুগলি জেলা)

ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮।

প্রিয় ম,—

মাষ্টার মহাশয়, আমি আপনাকে লক্ষ লক্ষ বার ধন্যবাদ দিতেছি। আপনি রামকৃষ্ণকে ঠিক ঠিক ধরিয়াছেন। হায়, অতি অল্পলোকেই তাঁহাকে বুঝিতে পারিয়াছে।

আপনার

নরেন্দ্রনাথ।

পুঃ—সে উপদেশামৃত ভবিষ্যতে জগতে শান্তি বর্ষণ করিবে। কোন ব্যক্তিকে যখন তাহার ভিতর সম্পূর্ণ ডুবিয়া থাকিতে দেখি, তখন আমার হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে এবং আমি যে আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া যাই না কেন—তাহাতেই আশ্চর্য্য হই।

---

* এই স্থান স্বামী প্রেমানন্দের জন্মভূমি। স্বামিজী ও তাঁহার কয়েকজন গুরুভ্রাতা এই সময়ে ঐ স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(২)

বৈদ্যনাথ।

২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

রামকৃষ্ণো জয়তি।

নমস্কারপূর্ব্বকম্—

বৈদ্যনাথে পূর্ণ বাবুর বাসায় কয়েক দিন আছি। শীত বড় নাই, শরীরও বড় ভাল নহে—হজম হয় না, বোধ হয় জলে লৌহাধিক্যের জন্য। কিছুই ভাল লাগিল না—স্থান, কাল ও সঙ্গ। কাল কাশী চলিলাম। দেওঘরে অচ্যুতানন্দ—র বাসায় ছিল। সে আমাদের সংবাদ পাইয়াই বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাখিবার জন্য বড় জিদ্ করে। শেষে আর একদিন দেখা হইয়াছিল—ছাড়ে নাই। সে বড় কর্ম্মী, কিন্তু সঙ্গে ৭।৮টা স্ত্রীলোক বুড়ি জয় রাধেকৃষ্ণই অধিক—রুচি ভাল, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের মহিমা! তাহার কর্ম্মচারীরাও আমাদের অত্যন্ত ভক্তি করে। তাহারা কেহ কেহ উহার উপর বড় চটা—তাহারা তাহার নানাস্থানের দুষ্কর্ম্মের কথা কহিতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে আমি—র কথা পাড়িলাম। তোমাদের তাঁহার সম্বন্ধে অনেক ভ্রম বা সন্দেহ আছে—তজ্জন্যই বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লিখিতেছি।

তাঁহাকে এখানকার বৃদ্ধ কর্ম্মচারীরাও বড় মান্য ও ভক্তি করে। তিনি অতি বালিকা অবস্থায়—র কাছে আসিয়াছিলেন, বরাবর স্ত্রীর ন্যায় ছিলেন। এমন কি,—র মন্ত্রগুরু ভগবানদাস বাবাজীও জানিতেন যে, তিনি উহার স্ত্রী। তাহারা বলে, উঁহার মা তাঁহাকে—র কাছে দিয়া গিয়াছিল। যাহা হউক তাঁহার এক পুত্র হয় ও মরিয়া যায় এবং সেই সময়ে—কোথা হইতে একটা জয় রাধেকৃষ্ণ বামনী আনিয়া ঘরে ঢোকায়, এই সকল কারণে তিনি তাহাকে ফেলিয়া পলান। যাহা হউক, সকলে একবাক্যে স্বীকার করে যে, তাঁহার চরিত্রে কখন কোনও দোষ ছিল না, তিনি অতি সতী বরাবর ছিলেন এবং কখন স্ত্রী স্বামী ভিন্ন—র সহিত অন্য কোনও ব্যবহার বা অন্য কাহারও প্রতি ছিল না। এত অল্প বয়সে আসিয়াছিলেন যে, সে সময়ে অন্য পুরুষ সংসর্গ সম্ভবে না। তিনি—র নিকট হইতে পলাইয়া যাইবার পর তাহাকে লেখেন যে, আমি কখনও তোমাকে স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যবহার করি নাই, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ব্যক্তির সহিত আমার বাস করা অসম্ভব। ইহার পুরাতন কর্ম্মচারীরাও ইহাকে সয়তান ও তাঁহাকে দেবী বলিয়া বিশ্বাস করে ও বলে, তিনি যাবার পর হইতেই ইহার মতিচ্ছন্ন হইয়াছে।

এ সকল লিখিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার বাল্যকাল সম্বন্ধী গল্পে আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না। এ সকল ভাব সমাজে যাহাকে বিবাহ বলে না তাহার মধ্যে এত পবিত্রতা—আমি romance * মনে করিতাম, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধানে জানিয়াছি—সকল ঠিক। তিনি অতি পবিত্র, আবাল্য পবিত্র, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ঐ সকল সন্দেহের জন্য তুমি আমি সকলেই তাঁহার নিকট অপরাধী। আমি তাঁহাকে অসংখ্য প্রণাম করিতেছি ও অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। তিনি মিথ্যাবাদিনী নহেন। তাঁহার ধর্ম্মে ঐকান্তিকী আস্থাও চিরকাল ছিল, একথাও শুনিলাম।

এক্ষণে ইহাই শিখিলাম, ঐ প্রকার তেজ মিথ্যাবাদিনী ব্যভিচারিণীতে সম্ভবে না।

আপনার পীড়া এখনও আরাম হইতেছে না। এখানে খুব পয়সা খরচ না করিতে পারিলে রোগীর বিশেষ সুবিধা বুঝি না। যাহা হয় বিবেচনা করিবেন। সকল দ্রব্যই অন্যত্র হইতে আনাইয়া লইতে হইবে।

বশম্বদ

নরেন্দ্রনাথ।

---

* কাল্পনিক গল্প মাত্র।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(৩)

রামকৃষ্ণো জয়তি।

এলাহাবাদ।

৩০শে ডিসেম্বর, ১৮৮৯।

শ্রীচরণেষু,

গুপ্ত * আসিবার সময় একটা স্লিপ ফেলিয়া আসিয়াছিল এবং পরদিবসে একখানি যোগেনের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ এলাহাবাদ যাত্রা করি। পরদিবস পৌঁছিয়া দেখিলাম, যোগেন † সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছে। পানিবসন্ত (দুই একটা 'ইচ্ছা' ও ছিল) হইয়াছিল। ডাক্তার বাবু অতি সাধু ব্যক্তি এবং তাঁহাদের একটি সম্প্রদায় আছে। ইঁহারা অতি ভক্তি ও সাধুসেবাপরায়ণ। ইঁহাদের বড় জিদ—আমি এস্থানে মাঘমাস থাকি, আমি কিন্তু কাশী চলিলাম। গো—মা, যো—মা এখানে কল্পবাস করিবেন, নিরঞ্জন ‡ ও বোধ

---

* শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র গুপ্ত বা স্বামী সদানন্দ। স্বামিজীর প্রথম সন্ন্যাসী শিষ্য।

† শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ৺স্বামী যোগানন্দ।

‡ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য ৺স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

হয় থাকিবে, যোগেন কি করিবে জানি না। আপনি কেমন আছেন?

ঈশ্বরের নিকট সপরিবারে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। তুলসীরাম, চুনীবাবু প্রভৃতিকে আমার নমস্কারাদি দিবেন।

কিমধিকমিতি

দাস নরেন্দ্রনাথ।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(৪)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

এলাহাবাদ।

৫ জানুয়ারি, ১৮৯০।

নমস্কার নিবেদনঞ্চ,

মহাশয়ের পত্রে আপনার পীড়ার সমাচার জ্ঞাত হইয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম। বৈদ্যনাথ change (বায়ু পরিবর্ত্তন) সম্বন্ধে আপনাকে যে পত্র লিখি তাহার সার কথা এই যে, আপনার ন্যায় দুর্ব্বল অথচ অত্যন্ত নরম শরীর লোকের অর্থব্যয় অধিক না করিলে উক্ত স্থানে চলা অসম্ভব। যদি পরিবর্ত্তনই আপনার পক্ষে বিধি হয় এবং যদি কেবল সস্তা খুঁজিতে এবং গয়ং গচ্ছ করিতে

করিতে এতদিন বিলম্ব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে দুঃখের বিষয় সন্দেহ নাই। * *

বৈদ্যনাথ হাওয়া সম্বন্ধে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট, কিন্তু জল ভাল নহে, পেট বড় খারাপ করে—আমার প্রত্যহ অম্বল হইত। ইতিপূর্ব্বে আপনাকে এক পত্র লিখি—তাহা কি আপনি পাইয়াছেন, না bearing (বিনা মাশুলে প্রেরিত) দেখিয়া the devil take it * করিয়াছেন? আমি বলি change (বায়ু পরিবর্ত্তন) করিতে হয় ত শুভস্য শীঘ্রং। রাগ করিবেন না—আপনার একটি স্বভাব এই যে, ক্রমাগত 'বামুনের গরু' খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ জগতে সকল সময়ে তাহা পাওয়া যায় না—আত্মানং সততং রক্ষেৎ। Lord have mercy (ভগবৎকৃপায়ই সব হয়) ঠিক বটে, কিন্তু He helps him who helps himself (যে উদ্যমী, ভগবান তাহাকেই দয়া করেন)। আপনি খালি টাকা বাঁচাতে যদি চান, Lord (ভগবান) কি বাবার ঘর হইতে টাকা আনিয়া আপনাকে change (বায়ু পরিবর্ত্তন) করাইবেন? যদি এতই Lordএর উপর নির্ভর করেন, ডাক্তার ডাকিবেন না। * * *

---

* 'যা শত্রু পরে পরে।' ভাবার্থ—গ্রহণ না করিয়া ফেরত দিয়াছেন।

যদি আপনার Suit না করে (আপনার সহ্য না হয়) কাশী যাইবেন—আমিও এতদিনে যাইতাম, এখানকার বাবুরা ছাড়িতে চাহে না, দেখি কি হয়।

*　　*　　*　　*

কিন্তু পুনর্ব্বার বলি, changeএ (বায়ু পরিবর্ত্তনে) যদি যাওয়া হয়, কৃপণতার জন্য ইতস্ততঃ করিবেন না। তাহা হইলে তাহার নাম আত্মঘাত। আত্মঘাতীর গতি ভগবানও করিতে পারেন না। তুলসী বাবু প্রভৃতি সকলকে আমার নমস্কারাদি দিবেন।

ইতি

নরেন্দ্রনাথ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)*

(৫)

প্রিয় ফকির,

*　　*　　*　　*

একটি কথা তোমাকে বলি—উহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে—আমার সহিত তোমাদের আর দেখা না হইতে

---

* এই পত্র ও পরের পত্রখানি এলাহাবাদ হইতে ৫ই জানুয়ারি তারিখে ৺বলরাম বাবুকে লিখিত পত্রের সঙ্গে লিখিত হইয়াছিল।

পারে—নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও, হৃদয় যেন সম্পূর্ণ শুদ্ধ থাকে। সম্পূর্ণ নীতিপরায়ণ ও সাহসী হও—প্রাণের ভয় পর্য্যন্ত রাখিও না। ধর্ম্মের মতামত লইয়া মাথা বকাইও না। কাপুরুষেরাই পাপ করিয়া থাকে, বীর কখনও পাপ করে না—মনে পর্য্যন্ত পাপ চিন্তা আসিতে দেয় না। সকলকেই ভালবাসিবার চেষ্টা করিবে। নিজে মানুষ হও, আর রাম প্রভৃতি যাহারা সাক্ষাৎ তোমার তত্ত্বাবধানে আছে, তাহাদিগকেও সাহসী, নীতিপরায়ণ ও সহানুভূতিসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। হে বৎসগণ, তোমাদের জন্য নীতিপরায়ণতা ও সাহস ব্যতীত আর কোন ধর্ম্ম নাই, ইহা ব্যতীত ধর্ম্মের আর কোন মতামত তোমাদের জন্য নহে। যেন কাপুরুষতা, পাপ, অসদাচরণ বা দুর্ব্বলতা একদম না থাকে বাকি আপনা আপনি আসিবে। রামকে কখনও থিয়েটার বা কোনরূপ চিত্তদৌর্ব্বল্যকারক আমোদ-প্রমোদে লইয়া যাইও না, বা যাইতে দিও না।

তোমার—

নরেন্দ্রনাথ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৬)

প্রিয় রাম ইত্যাদি—

বৎসগণ, মনে রাখিও, কাপুরুষ ও দুর্ব্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবল-চিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ। নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতিসম্পন্ন হইবার চেষ্টা কর। ইতি—

তোমাদের—

নরেন্দ্রনাথ।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(৭)

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি।

গাজিপুর

৩০শে জানুয়ারী, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আমি এক্ষণে গাজিপুরে সতীশবাবুর নিকট রহিয়াছি। যে কয়েকটি স্থান দেখিয়া আসিয়াছি তন্মধ্যে এইটি স্বাস্থ্যকর। বৈদ্যনাথের জল বড় খারাপ, হজম হয় না। এলাহাবাদ অত্যন্ত ঘিঞ্জি—কাশীতে যে কয়েক-দিন ছিলাম দিনরাত জ্বর হইয়া থাকিত—এত ম্যালে-

রিয়া। গাজিপুরের, বিশেষতঃ আমি যে স্থানে থাকি, জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর। পওহারী বাবার বাড়ী দেখিয়া আসিয়াছি। চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর, ইংরেজী বাঙ্গালার মতন, ভিতরে বাগান আছে, বড় বড় ঘর chimney &c. (চিমনি ইত্যাদি)। কাহাকেও ঢুকিতে দেন না, ইচ্ছা হইলে দ্বারদেশে আসিয়া ভিতর থেকে কথা কন মাত্র। একদিন যাইয়া বসিয়া বসিয়া হিম খাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। রবিবারে কাশী যাইব। ইতি-মধ্যে বাবাজীর সহিত দেখা হইল ত হইল—নহিলে এই পর্য্যন্ত। প্রমদা বাবুর বাগান সম্বন্ধে কাশী হইতে স্থির করিয়া লিখিব। কা—ভট্টাচার্য্য যদি একান্ত আসিতে চাহে ত আমি কাশীতে রবিবার যাইলে যেন আসে—না আসিলেই ভাল। কাশীতে দুই চারিদিন থাকিয়া শীঘ্রই হৃষীকেশ চলিতেছি—প্রমদা বাবুর সঙ্গে যাইলেও যাইতে পারি। আপনারা এবং তুলসীরাম সকলে আমার যথাযোগ্য নমস্কারাদি জানিবেন ও ফকির, রাম, কৃ—প্রভৃতিকে আমার আশীর্ব্বাদ।

দাস—

নরেন্দ্র।

পুঃ—আমার মতে আপনি কিছুদিন গাজীপুরে থাকিলে বড় ভাল—এখানে সতীশ বাঙ্গালা

ঠিক করিয়া দিতে পারিবে ও গগন চন্দ্র রায় নামক একটি বাবু—আফিম অফিসের head (বড় বাবু) তিনি যৎপরোনাস্তি ভদ্র, পরোপকারী ও social (সামাজিক ও সৌজন্যপরায়ণ।) ইঁহারা সব ঠিক করিয়া দিবেন। বাড়ী ভাড়া ১৫৲।২০৲ টাকা; চাউল মহার্ঘ, দুগ্ধ ১৬।২০ সের, আর সকল অত্যন্ত সস্তা আর ইঁহাদের তত্ত্বাবধানে কোনও ক্লেশ হইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু কিছু expensive (বেশী খরচ পড়িবে) ৪০৲।৫০৲ টাকার উপর পড়িবে। কাশী বড় damned malarious (কাশীতে ভয়ানক ম্যালেরিয়া)।

প্রমদা বাবুর বাগানে কখনও থাকি নাই—তিনি কাছ ছাড়া করিতে দেন না। বাগান অতি সুন্দর বটে, খুব furnished (সাজান গোজান) এবং বড় ও ফাঁকা। এবার যাইয়া থাকিয়া দেখিয়া মহাশয়কে লিখিব।

ইতি—

নরেন্দ্র।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(৮)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

C/o সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।
গোরাবাজার, গাজিপুর।
১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার আপসোস্ পত্র পাইয়াছি। আমি শীঘ্র এস্থান পরিত্যাগ করিতেছি না, বাবাজীর অনুরোধ এড়াইবার যো নাই। সাধুদের সেবা করিয়া কি হইল বলিয়া আপসোস্ করিয়াছেন। কথা ঠিক বটে, অথচ নহে বটে। Ideal bliss (আদর্শ আনন্দ) এর দিকে চাহিতে গেলে একথা সত্য বটে, কিন্তু যে স্থান ছাড়িয়া আসিয়াছেন সে দিকে তাকাইলেই দেখিতে পাইবেন—ছিলেন গরু, হইয়াছেন মানুষ, হইবেন দেবতা এবং ঈশ্বর। পরন্তু ঐ প্রকার কি হইল, কি হইল অতি ভাল—উন্নতির আশাস্বরূপ—নহিলে কেহ উঠিতে পারে না। "পাগ্ড়ি বেঁধেই ভগবান" যে দেখে, তাহার ঐখানেই খতম্। আপনার সর্ব্বদাই যে মনে পড়ে "কি হইল", আপনি ধন্য নিশ্চিত জানিবেন—আপনার মার নাই।

গিরীশবাবুর সহিত মাঠাকুরাণীকে আনিবার জন্য আপনার কি মতান্তর হইয়াছে—গিরীশবাবু লিখিয়াছেন —সে বিষয়ে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে আপনি অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি—কার্য্যসিদ্ধির প্রধান উপায় যে ধৈর্য্য—এ আপনি ঠিক বুঝেন, সে বিষয়ে চপলমতি আমরা আপনার নিকট বহু শিক্ষার উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। কাশীতে আমি—র ঘাড় না ভাঙ্গা যায় এবিষয়ে একদিন বাদানুবাদ ছলে কহিয়াছিলাম। তৎ-সওয়ায় আর আমি কোনও খবর জানিনা এবং জানিতে ইচ্ছাও রাখি না। মাতাঠাকুরাণীর যে প্রকার ইচ্ছা হইবে, সেই প্রকারই করিবেন। আমি কোন্ নরাধম তাঁহার সম্বন্ধে কোনও বিষয়ে কথা কহি?—কে যে বারণ করিয়াছিলাম, তাহা যদি দোষের হইয়া থাকে, তজ্জন্য লক্ষ লক্ষ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি সদ্বিবেচক —আপনাকে কি বলিব? কান দুটো, কিন্তু মুখ একটা; বিশেষতঃ আপনার মুখ বড় কড়া এবং ফস্ ফস্ করিয়া Large promises (বেশী বেশী অঙ্গী-কারবাক্য) বাহির হয় না বলিয়া আমিও আপনার উপর অনেক সময়ে বিরক্ত হই, কিন্তু পরে বিচার করিয়া দেখি যে, আপনিই সদ্বিবেচনার কার্য্য করেন। "Slow but sure" (মন্দগতি, কিন্তু নিশ্চিতগামী)।

"What is lost in power is gained in speed" (আপাততঃ যে পরিমাণ শক্তির অপচয় বোধ হয়, গতির পরিমাণে তাহা পুষাইয়া যায়) যাহাই হউক, সংসারে কথা লইয়াই কাজ। কথার ছাল ছাড়াইয়া (তাতে আপনার কৃপণতার আবরণ—এত ছাড়াইয়া) অন্তর্দ্দৃষ্টি সকলের হয় না এবং বহু সঙ্গ না করিলে কোনও ব্যক্তিকে বুঝা যায় না। ইহা মনে করিয়া এবং শ্রীশ্রীগুরুদেব এবং মাতাঠাকুরাণীকে স্মরণ করিয়া * * যদি আপনাকে কিছু কটুকাটব্য বলিয়া থাকে ক্ষমা করিবেন। ধর্ম্ম দলে নহে, হুজ্জুকে নহে, ৺গুরুদেবের এই সকল উপদেশ ভুলিয়া যান কেন? আপনার যা করিবার সাধ্য করুন, কিন্তু তাহার কি ব্যবহার হইল কি না হইল, ভাল মন্দ বিচার করার অধিকার আমাদের বোধ হয় নাই। দলের idea (ভাব) যতক্ষণ থাকিবে, পরমহংসের শিষ্যের উপর বিশেষত্ববোধ যতদিন থাকিবে, ততদিন তাহাদের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে ইচ্ছা যাইবে।

আপনাকে অধিক কি লিখিব—এ সকল সম্বন্ধে কোনও কথা আমাকে না লিখেন এই প্রার্থনা। গিরীশবাবু যে আঘাত পাইয়াছেন, তাহাতে এ সময়ে মাতাঠাকুরাণীর সেবায় তাঁহার বিশেষ শান্তিলাভ হইবে। তিনি অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাঁহার সম্বন্ধে আমি কি বিচার

করিব। আর ৺গুরুদেব আপনার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। আপনার বাটী ভিন্ন কোথাও অন্নাদি গ্রহণ করিতেন না এবং শুনিয়াছি, মাতাঠাকুরাণীও আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন—এই সকল মনে করিয়া আমাদের ন্যায় চপলমতি বালকদিগের (নিজ পুত্রের কৃত অপরাধের ন্যায়) সকল অপরাধ সহ্য ও ক্ষমা করিবেন—অধিক কি বলিব।

জন্মোৎসব কবে হইবে পত্রপাঠ লিখিবেন। আমার কোমরে একটা বেদনায় বড় অসুস্থ করিয়াছে। আর দিন কয়েক বাদে এস্থানে বড় শোভা হইবে—ক্রোশ ক্রোশ ব্যাপী গোলাপফুলের মাঠে ফুল ফুটিবে। সেই সময়ে সতীশ কতকগুলা তাজাফুল ও জল মহোৎসব উপলক্ষে পাঠাইবে বলিতেছে। যোগেন কোথায় কেমন আছে? বাবুরাম কেমন আছে? সা—কি এখন তেমনি চঞ্চলচিত্ত? গুপ্ত কি করিতেছে? তা—দাদা, গোপাল দাদা প্রভৃতিকে আমার প্রণাম। মাষ্টারের ভাইপো কতদূর পড়িল? রাম ও ফকির ও ক্ল—কে আমার আশীর্ব্বাদাদি দিবেন। তাহারা পড়াশুনা কেমন করিতেছে? ভগবান্ করুন, আপনার ছেলে যেন মানুষ হয়—না-মরদ না হয়। তুলসী বাবুকে আমার লক্ষ লক্ষ সাদর সম্ভাষণ দিবেন এবং এবারে একলা সা—ও

নিজের খাটনি খাটিতে পারিবে কি না? চুনীবাবু কেমন আছেন? * *

মাঠাকুরাণী যদি আসিয়া থাকেন, আমার কোটি কোটি প্রণাম দিবেন ও আশীর্ব্বাদ করিতে বলিবেন—যেন আমার অটল অধ্যবসায় হয়, কিংবা এ শরীরে যদি তাহা অসম্ভব, যেন শীঘ্রই ইহার পতন হয়।

নিম্নে লিখিত কয়েক ছত্র গুপ্তকে দেখাইবেন।

দাস—

নরেন্দ্র।

(স্বামী সদানন্দকে লিখিত)

(৯)

কল্যাণবরেষু,

বোধ করি শারীরিক কুশলে আছ। আপনার জপ-তপ সাধন ভজন করিবে ও আপনাকে দাসানুদাস জানিয়া সকলের সেবা করিবে। তুমি যাঁহাদের কাছে আছ, আমিও তাঁহাদের দাসানুদাস ও চরণরেণুর যোগ্য নহি—এই জানিয়া তাঁহাদের সেবা ও ভক্তি করিবে। ইহারা গালি দিলে বা খুন করিলেও ক্রুদ্ধ হইও না। কোন স্ত্রীসঙ্গে যাইও না—Hardy (কষ্ট-সহিষ্ণু) হইবার অল্প অল্প চেষ্টা করিবে এবং সইয়ে

সইয়ে ক্রমে ভিক্ষা দ্বারা শরীর ধারণ করিবার চেষ্টা করিবে। যে কেহ রামকৃষ্ণের দোহাই দেয়, সেই তোমার গুরু জানিবে। কর্ত্তাত্ব সকলেই পারে—দাস হওয়া বড় শক্ত। বিশেষতঃ তুমি শশীর * কথা শুনিবে। গুরুনিষ্ঠা ও অটল ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ব্যতিরিক্ত কিছুই হইবে না—নিশ্চিত, নিশ্চিত জানিবে। Strict morality (খাঁটি নীতিপরায়ণতা) চাহি—একটুকু এদিক্ ওদিক্ হইলে সর্ব্বনাশ।

ইতি—

নরেন্দ্রনাথ।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(১০)

নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

গাজিপুর।

১২ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

বলরাম বাবু,

Receipt (রসিদ) পাবামাত্র লোক পাঠাইয়া Fairlie place (ফেয়ার্লি প্লেস) রেলওয়ে গুদাম হইতে গোলাপ ফুল আনাইয়া শশীকে (স্বামী রামকৃষ্ণা-

---

* স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ।

নন্দ) পাঠাইয়া দিবেন। আনাইতে বা পাঠাইতে বিলম্ব না হয়।

বাবুরাম Allahabad (এলাহাবাদ) যাইতেছে শীঘ্র—আমি আর একযায়গা চলিলাম।

নরেন্দ্র।

P. S. দেরী হলে সব খারাপ হইয়া যাইবে—নিশ্চিত জানিবেন।

নরেন্দ্র।

(৺বলরাম বসু মহাশয়কে লিখিত।)

(১১)

রামকৃষ্ণো জয়তি।

গাজিপুর।
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৯০।

পূজ্যপাদেষু,

আপনার পত্র কল্য পাইয়াছি। সুরেশ বাবুর পীড়া অত্যন্ত কঠিন শুনিয়া অতি দুঃখিত হইলাম। অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আপনারও পীড়া হইয়াছে, দুঃখের বিষয়। অহংবুদ্ধি যতদিন থাকে, ততদিন চেষ্টার ত্রুটি হইলে তাহাকে আলস্য এবং দোষ এবং অপরাধ বলা যায়। যাঁহার উক্ত বুদ্ধি নাই, তাঁহার সম্বন্ধে তিতিক্ষাই

ভাল। জীবাত্মার বাসভূমি এই শরীর কর্ম্মের সাধন স্বরূপ—ইহাকে যিনি নরককুণ্ড করেন, তিনি অপরাধী এবং যিনি অযত্ন করেন, তিনিও দোষী। যেমন সামনে আসিবে খুঁৎ খুঁৎ কিছুমাত্র না করিয়া তেমনই করিয়া যাউন।

"নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভৃতকো যথা॥"

—যে টুকু সাধ্য সেটুকু করা, মরণও ইচ্ছা না করিয়া এবং জীবনও ইচ্ছা না করিয়া—ভৃত্যের ন্যায় আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া থাকাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।

কাশীতে অত্যন্ত ইনফ্লুয়েঞ্জা হইতেছে—প্রমদা বাবু প্রয়াগে গিয়াছেন। বাবুরাম * হঠাৎ এস্থানে আসিয়াছে —তাহার জ্বর হইয়াছে—এমন অবস্থায় বাহির হওয়া ভাল হয় নাই। কালীকে + ১০৲ টাকা পাঠান গিয়াছে—সে বোধ হয় গাজিপুর হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাইবে। আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম। কালী আসিয়া আপনাদের পত্র লিখিলে যাহা হয় করিবেন। আমি লম্বা। আর পত্র লিখিবেন না, কারণ আমি এস্থান হইতে চলিলাম। বাবুরাম ভাল হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে।

---

* স্বামী প্রেমানন্দ।

+ স্বামী অভেদানন্দ।

ফুল বোধহয় রিসিট (রসিদ) প্রাপ্তিমাত্রই আনাইয়া-লইয়াছেন। মাতাঠাকুরাণীকে আমার অসংখ্য প্রণাম।

আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার সমদৃষ্টি হয়—সহজাত বন্ধন ছাড়াইয়া পাতান বাঁধনে আবার যেন না ফাঁসি। যদি কেহ মঙ্গলকর্ত্তা থাকেন এবং যদি তাঁহার সাধ্য এবং সুবিধা হয়, আপনাদের পরম মঙ্গল হউক—ইহাই আমার দিবারাত্র প্রার্থনা। কিমধিকমিতি—

দাস

নরেন্দ্র।

---

(১২)

অতুল বাবু—*

আপনার মনের অবস্থা খারাপ জানিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম—যাহাতে আনন্দে থাকেন তাহাই করুন—

যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননীজঠরে শয়নং

---

* ৺গিরীশচন্দ্র ঘোষের ভ্রাতা ৺অতুলচন্দ্র ঘোষকে লিখিত এই পত্রটুকু ৺বলরাম বাবুকে লিখিত ১৫ই মার্চ্চের পত্র মধ্যে সন্নিবেশিত ছিল।

ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ।

দাস
নরেন্দ্র।

পুনঃ—আমি কল্য এস্থান হইতে চলিলাম—দেখি অদৃষ্ট কোথায় লইয়া যায়।

(বেলগামের ভূতপূর্ব্ব ফরেস্ট-অফিসার শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্রকে লিখিত।)

(১৩)

মাড়গাঁও,
১৮৯৩।

কল্যাণবরেষু,

আপনার এক পত্র এইমাত্র পাইলাম। আমি এ স্থানে নিরাপদে পৌঁছি ও তদনন্তর পঞ্জেম প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম ও দেবালয় দর্শন করিতে যাই—অদ্য ফিরিয়া আসিয়াছি। গোকর্ণ, মহাবলেশ্বর প্রভৃতি দর্শন করিবার ইচ্ছা এক্ষণে পরিত্যাগ করিলাম। কল্য প্রাতঃকালের ট্রেনে ধারবাড় যাত্রা করিব। যষ্টি আমি লইয়া আসিয়াছি। ডাক্তার যুগড়েকরের মিত্র আমায় অতিশয় যত্ন করিয়াছেন। ভাটেসাহেব ও অন্যান্য সকল মহাশয়কে

আমার যথাযোগ্য সম্ভাষণ জানাইবেন। ঈশ্বর আপনার ও আপনার পত্নীর সকল কল্যাণ করুন। পঞ্জেম সহর বড় পরিষ্কার। এখানকার খ্রীষ্টিয়ানেরা অনেকেই কিছু কিছু লেখাপড়া জানে। হিন্দুরা প্রায় সকলেই মূর্খ।

ইতি—

সচ্চিদানন্দ।*

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১৪)

C/O বাবু মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
সুপারিণ্টেডিং ইঞ্জিনিয়র
খার্ত্তাবাদ, হায়দরাবাদ
২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৩।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তোমার বন্ধু সেই যুবক গ্রাজুয়েটটি ষ্টেশনে আমাকে নিতে এসেছিলেন—একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক'ও এসেছিলেন। এখন আমি ঐ বাঙ্গালী, ভদ্রলোকটির কাছেই রয়েছি—কাল তোমার যুবক বন্ধুটির কাছে গিয়ে

---

* আমেরিকা-যাত্রার কিছু পূর্ব্ব হইতে আমেরিকা-যাত্রা পর্য্যন্ত স্বামিজী সচ্চিদানন্দ নামে নিজেকে পরিচিত করিতেন।

কিছুদিন থাক্‌বো—তারপর এখানকার দ্রষ্টব্য জিনিষগুলি দেখা হয়ে গেলে—কয়েক দিনের মধ্যেই মান্দ্রাজে ফির্‌ছি। কারণ, আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমায় জানাচ্ছি যে, আমি এখন আর রাজপুতনায় ফিরে যেতে পার্‌বো না—এখানে এখন থেকেই ভয়ঙ্কর গরম পড়েছে—জানি না রাজপুতনায় আরও কি ভয়ানক গরম হবে, আর আমি গরম আদপে সহ্য কর্‌তে পারি না। সুতরাং এরপর আমাকে বাঙ্গলোরে আবার যেতে হবে, তারপর উতকামন্দে গ্রীষ্মটা কাটাতে যাব। গরমে আমার মাথার ঘিটা যেন ফুট্‌তে থাকে।

সুতরাং আমার সব মতলব ফেঁসে চুরমার হয়ে গেল আর এই জন্যেই আমি গোড়াতেই মান্দ্রাজ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়্‌বার জন্যে ব্যস্ত হয়েছিলুম। তা কর্‌তে পার্‌লে আমায় আমেরিকা পাঠাবার জন্যে আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজাকে ধরবার যথেষ্ট সময় হাতে পেতুম। কিন্তু হায়, এখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। প্রথমতঃ, এই গরমে আমি ঘুরে রাজরাজড়াকে ধর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে পারব না—আমি তা কর্‌তে গেলে মারা যাব, দ্বিতীয়তঃ, আমার রাজপুতানার ঘনিষ্ঠ বন্ধুগণ আমাকে পেলে তাঁদের কাছেই ধরে রেখে দেবেন, পাশ্চাত্য দেশে যেতে দেবেন না। সুতরাং আমার মতলব ছিল আমার বন্ধুদের

অজ্ঞাতসারে কোন নূতন লোককে ধরা আর মান্দ্রাজে এই বিলম্ব হওয়ার দরুণ আমার সব আশাভরসা চূরমার হয়ে গেছে—এখন আমি অতি দুঃখের সহিত ঐ চেষ্টা ছেড়ে দিলুম—ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হোক্। এ আমারই প্রাক্তন—অপর কারও দোষ নাই। তবে তুমি এক রকম নিশ্চিতই জেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই দুই একদিনের জন্য মান্দ্রাজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা করে ব্যাঙ্গালোরে যাব আর তথা হতে উতকামন্দে যাব—দেখা যাক্ যদি মহারাজ আমায় পাঠায়। 'যদি' বল্‌ছি, তার কারণ, আমি—র অঙ্গীকারবাক্যে বড় নিশ্চিত ভরসা রাখি না। তারা ত আর রাজপুত নয়—আর রাজপুত বরং প্রাণ দেবে, কিন্তু অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে না। যাই হক্, 'যাবৎ বাঁচি, তাবৎ শিখি'—অভিজ্ঞতাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

"স্বর্গে যেরূপ মর্ত্ত্যেও তদ্রূপ তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক, কারণ, অনন্তকালের জন্য তোমারই মহিমা জগতে ঘোষিত হচ্ছে এবং সবই তোমারই রাজত্ব।"

তোমাদের সকলে আমার শুভেচ্ছা জানিবে।

ইতি—

তোমার

সচ্চিদানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১৫)

খেতড়ি, রাজপুতানা,
২৭শে এপ্রিল, ১৮৯৩।

প্রিয় ডাক্তার,

এইমাত্র আপনার পত্র পাইলাম। অযোগ্য হইলেও আমার প্রতি আপনার প্রীতির জন্য আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানিবেন। বালাজী বেচারার পুত্রের দেহত্যাগ সংবাদে বড়ই দুঃখিত হইলাম। "প্রভুই দিয়া থাকেন আবার প্রভুই গ্রহণ করেন—প্রভুর নাম ধন্য হউক।" আমরা কেবল জানি, কিছুই নষ্ট হয় না বা হইতে পারে না। আমাদিগকে সম্পূর্ণ শান্তভাবে তাঁহার নিকট হইতে যাহাই আসুক না কেন, মাথায় পাতিয়া লইতে হইবে। সেনানী যদি তাঁহার অধীনস্থ সেনাকে কামানের মুখে যাইতে বলেন, তাহার তাহাতে অভিযোগ করিবার বা ঐ আদেশ পালন করিতে এতটুকু ইতস্ততঃ করিবার অধিকার নাই। বালাজীকে প্রভু এই শোকে সান্ত্বনা দান করুন আর এই শোক যেন তাহাকে সেই পরমকরুণাময়ী জননীর বক্ষের নিকট হইতে নিকটতর দেশে লইয়া যায়।

মান্দ্রাজ হইতে জাহাজে উঠিবার প্রস্তাব সম্বন্ধে-

আমার বক্তব্য এই যে, উহা এক্ষণে আর হইবার যো নাই, কারণ, আমি পূর্ব্বেই বোম্বাই হইতে উঠিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে বলিবেন, রাজা অথবা আমার গুরুভাইগণের আমার সংকল্পে বাধা দিবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। রাজাজীর আমার প্রতি ত অগাধ ভালবাসা।

একটা কথা—চেটির উত্তরটি ঠিক হয় নাই। আমি বেশ ভাল আছি। দু এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি বোম্বাই রওনা হইতেছি।

সেই সর্ব্বশুভবিধাতা আপনাদের সকলের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল বিধান করুণ, ইহাই সচ্চিদানন্দের নিরন্তর প্রার্থনা।

পুঃ—আমি জগমোহনকে আপনার নমস্কার জানাইয়াছি। তিনিও আমাকে আপনাকে তাঁহার প্রতিনমস্কার জানাইতে বলিতেছেন।

(কিয়দংশ)

(১৬)

আমেরিকা।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকাল।

প্রিয়—

আমাদের কোন সঙ্ঘ নাই—আমরা কোন সঙ্ঘ গড়তেও চাই না। আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (সে পুরুষই হোক আর নারীই হোক) যা কিছু শিক্ষা দিতে, যা কিছু প্রচার করতে চায় তদ্বিষয়ে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

যদি তোমার ভিতরে ভাব থাকে, তবে অপর পাঁচজনকে তোমার দিকে আকৃষ্ট করবার কোন বাধাই হবে না। থিওসফিষ্টদের কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ আমরা কখনই করতে পারি না—তার সোজা কারণ এই যে, তারা একটি সঙ্ঘবদ্ধ সম্প্রদায়, আর আমরা তা নই।

আমার মূলমন্ত্র হচ্ছে—ব্যক্তিত্বের বিকাশ। এক একটি ব্যক্তিকে শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা ছাড়া আমার অন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর নাই। আমি অতি অল্পই জানি—সেই অল্পস্বল্প যা জানি, তার কিছু চেপে না রেখেই আমি শিক্ষা দিয়ে যাই। যে বিষয়টা জানিনা, সেটা স্পষ্ট স্বীকারই করি যে উহা—আমার জানা নাই আর

থিওসফিষ্ট, খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান বা জগতের অপর যার কাছ থেকেই হোক, লোক কিছুই সাহায্য পাচ্ছে জান্‌লে আমার এত আনন্দ হয় তা কি বলব। আমি ত একজন সন্ন্যাসী—সুতরাং এ জগতে আমি ত কারও গুরু বা প্রভু নই, আমি ত সকলেরই দাস। যদি লোকে আমায় ভালবাসে বাসুক তাদের খুসি, ঘৃণা করে করুক—তাদের খুসি।

প্রত্যেককেই নিজের উদ্ধারসাধন নিজেকেই করতে হবে—প্রত্যেককেই নিজের কাজ নিজে কর্‌তে হবে। আমি কারও সাহায্য খুঁজিনা, কেউ, সাহায্য করতে এলে ত্যাগও করব না, আর জগতে কেউ আমার সাহায্য করুক, এ দাবি কর্‌বারও আমার অধিকার নাই। যে কেউ আমায় সাহায্য করেছে বা করবে, সে আমার প্রতি তার দয়া, উহাতে আমার দাবিদাওয়া কিছু নাই, সুতরাং উহার জন্য তার কাছে আমি চিরকালের জন্য কৃতজ্ঞ।

যখন আমি সন্ন্যাসী হলাম, তখন আমি বুঝে সুঝেই ঐ পথ নিয়েছিলাম, বুঝেছিলাম, শরীরটা—অনাহারে মরবে—তার জন্য আমায় প্রস্তুত থাকতে হবে। তাতে কি হয়েছে? আমি ত ভিখারী। আমার বন্ধুরা সব গরিব। আমি গরিবদের ভালবাসি। আমি দারিদ্র্যকে সাদরে বরণ করে নিই। কখনও কখনও যে আমার

উপবাস করে কাটাতে হয় তাতে আমি খুসী। আমি কারও সাহায্য চাই না—তাতে ফল কি? সত্য নিজের প্রচার নিজেই কর্‌বে, আমার সাহায্যের অভাবে সত্য নষ্ট হয়ে যাবে না।

শ্রীভগবান্ গীতায় বলেছেন,

"সুখেদুঃখে সমে কৃত্বালাভালাভৌ জয়াজয়ৌ—

ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব.........

সুখদুঃখ, লাভ অলাভ, জয় অজয় সব সমান করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

এইরূপ অনন্ত ভালবাসা, সর্ব্বাবস্থায় এইরূপ অবিচলিত সাম্যভাব থাক্‌লে এবং ঈর্ষ্যা দ্বেষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলে তবে কাজ হয়। তাতেই কেবল কাজ হয়, আর কিছুতেই হয় না।

*　　*　　*　　*

[১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই এপ্রিল, ২৯শে জুন ও ১১ই জুলাইএ স্বামিজীর লিখিত ইংরাজী পত্রগুলির কোন অংশ বাদ না দিয়া সমগ্র অনুবাদ প্রকাশ করা গেল। কোন কোন সংস্করণে এইগুলির মধ্যে উপদেশপূর্ণ অংশগুলি মাত্র বাছিয়া বাছিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে। আমাদের সমগ্র পত্র প্রকাশের কারণ, যথার্থ তথ্যপূর্ণ

জীবনচরিত রচনার পক্ষে কোন ব্যক্তির লিখিত পত্র যেরূপ সাহায্যকারী, আর কিছুই তদ্রূপ নহে। বিশেষতঃ উহা দ্বারা সেই ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ের চিন্তা ও কল্পনা-রাশির সহিত একটা সাক্ষাৎ সংস্পর্শ ঘটে। তবে ইহাতে যে তাঁহাকে অনেক স্থলে ভুল বুঝিবার আশঙ্কা নাই, তাহাও নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ পূর্ব্বোক্ত পত্রগুলির এক-আধখানি মাত্র তাড়াতাড়ি করিয়া পড়িলে মনে হইতে পারে, স্বামিজী ভারতে তাঁহার শিষ্যদের বলিয়া কহিয়া সভাসমিতি করাইয়া বাহবা লইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া গালাগালি করিতেছেন। কিন্তু ঐ তিনখানি পত্র একত্র—বিশেষতঃ শেষ পত্রখানি মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলে সে ভ্রম দূর হইবে—বুঝা যাইবে যে, ভারতীয় শিষ্যগণ এমনকি সমগ্র ভারতবাসী পাশ্চাত্যদেশের ধরণ ধারণ অবগত না থাকায় স্বামিজী তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে উপদেশ দিতেছেন মাত্র। সমগ্র ভারত তখন তাঁহার প্রশংসায় মুখরিত, কিন্তু ঐ প্রশংসা কেবল ভারতীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াই পর্য্যাপ্ত—পাশ্চাত্যদেশে যথায় স্বামিজীর কার্য্য চলিতেছে, তথায় উহার কিছুই পঁহুছিতেছে না, এদিকে বিরোধিগণ প্রণালীবদ্ধভাবে তাঁহার নিন্দাবাদ পাশ্চাত্যদেশে প্রচার করিতেছে। এক্ষেত্রে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সভাসমিতি করিয়া

ভারতবাসীর যথার্থ মনোভাব পাশ্চাত্যদেশে দস্তুরমত প্রণালীতে প্রচারিত না হইলে কার্য্যপ্রসারের বিঘ্ন হইতেছে—সেই কারণেই স্বামিজীর ঐরূপ লেখা; আর পত্র প্রেরণের গোলযোগ বশতঃ স্বামিজীর নিকট ভারতীয় সংবাদ যথাসময়ে না পৌঁছায় শিষ্যগণের, এমন কি, সমগ্র ভারতবাসীর প্রতি সাময়িক অনুযোগ, অভিমান ও দুঃখ প্রকাশ।]

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

(১৭)

নিউইয়র্ক,

৯ই এপ্রেল, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমার শেষ পত্রখানি কয়েকদিন আগে পেয়েছি। দেখ, আমাকে এখানে এত বেশী ব্যস্ত থাক্‌তে হয় আর প্রত্যহ এতগুলো চিঠি লিখ্‌তে হয় যে, তুমি আমার কাছ থেকে সদাসর্ব্বদা পত্র পাবার আশা কর্‌তে পার না। যা হোক, এখানে যা কিছু হচ্ছে, যাতে তুমি মোটামুটি জান্‌তে পার, তার জন্য আমি বিশেষ চেষ্টা করে থাকি। আমি ধর্ম্মমহাসভাসম্বন্ধীয় একখানি বই

তোমায় পাঠাবার জন্য চিকাগোয় লিখব। ইতিমধ্যে তুমি নিশ্চিত আমার দুটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা পেয়েছ।

সেক্রেটারী সাহেব আমায় লিখছেন, 'আমার ভারতে ফিরে যাওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য—কারণ, ভারতই আমার কার্য্যক্ষেত্র। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু হে ভ্রাতৃগণ, আমাদিগকে এমন একটি প্রকাণ্ড মশাল জ্বাল্‌তে হবে যা সমগ্র ভারতে আলো দেবে। অতএব ব্যস্ত হয়ো না, ঈশ্বরেচ্ছায় সবই সময়ে হবে। আমি আমেরিকার অনেক বড় বড় সহরে বক্তৃতা করেছি এবং উহাতে যে টাকা পেয়েছি, তাতে এখানকার ভয়ানক খরচ বহন করেও ফের্‌বার ভাড়া যথেষ্ট থাক্‌বে। আমার এখানে অনেকগুলি ভাল ভাল বন্ধু হয়েছে—তার মধ্যে কতক-গুলির সমাজে যথেষ্ট প্রতিপত্তি। অবশ্য গোঁড়া পাদরিরা আমার বিপক্ষে, আর তাঁরা আমার সঙ্গে সোজা রাস্তায় সহজে পেরে উঠবেন না দেখে আমাকে গাল্ মন্দ নিন্দাবাদ কর্‌তে আরম্ভ করেছেন, আর ম—বাবু তাঁদের সাহায্য করছেন। তিনি নিশ্চিত হিংসায় পাগল হয়ে গেছেন। তিনি তাঁদের বলেছেন, আমি একটা ভয়ানক জোচ্চোর ও বদ্‌মাস, আবার কল্‌কাতায় গিয়ে তথাকার লোকদের বলছেন, আমি আমেরিকাতে গিয়ে ঘোর পাপকার্য্য ব্যভিচার সমূহে লিপ্ত হয়ে মহা কদাচারীর

জীবন যাপন করছি ! ! ! প্রভু তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন। ভ্রাতৃগণ, কোন ভাল কাজই বিনা বাধায় সম্পন্ন হয় না। কেবল যারা শেষ পর্য্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত লেগে থাকে, তারাই কৃতকার্য্য হয়। আমি তোমার ভগিনীপতির * লিখিত পুস্তিকাগুলি এবং তোমার পাগ্‌লা বন্ধুর আর একখানি পত্র পেয়েছি। যুগসম্বন্ধে প্রবন্ধটি বড় সুন্দর—উহাতে যুগের যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তাই ত ঠিক ব্যাখ্যা—তবে আমি বিশ্বাস করি, সত্যযুগ এসেছে—এই সত্যযুগে এক বর্ণ, এক বেদ হবে এবং সমগ্র জগতে শান্তি ও সমন্বয় স্থাপিত হবে। এই সত্যযুগের ধারণা অবলম্বন করেই ভারত আবার নবজীবন পাবে। ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর।

একটা জিনিস করা আবশ্যক—যদি তোমরা পার চেষ্টা কর্‌লে ভাল হয়। তোমরা মান্দ্রাজে একটা প্রকাণ্ড সভা আহ্বান করতে পার ? রামনাদের রাজা বা ঐরূপ একজন বড় লোক কাকেও সভাপতি করে ঐ সভায় একটা প্রস্তাব করিয়ে নিতে পার যে, আমি আমেরিকায় হিন্দুধর্ম্ম যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছি, তাতে তোমরা সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হয়েছ (অবশ্য যদি তোমরা সত্যই ঐরূপ হয়ে থাক)। তার পর সেই প্রস্তাবটি চিকাগো হেরাল্ড,

* অধ্যাপক রঙ্গাচার্য্য।

পত্রাবলী।

ইণ্টারওস্যান, নিউইয়র্ক সান এবং ডিট্রয়েট (মিচিগ্যান) থেকে প্রকাশিত কমার্সিয়াল এড্ভার্টাইজার কাগজে পাঠিয়ে দিতে হবে। চিকাগো—ইলিনইস কাউন্টিতে অবস্থিত—নিউইয়র্কসানের আর বিশেষ ঠিকানার আবশ্যক নাই। কয়েক কপি ধর্ম্মমহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে চিকাগোয় পাঠাবে—আমি তাঁর বাড়ীর নম্বরটা ভুলে গেছি, রাস্তাটার নাম ইণ্ডিয়ানা-এভিনিউ। এক কপি ডিট্রয়েটের মিসেস্ যে, যে, ব্যাগির নামে পাঠাবে—তাঁর ঠিকানা ওয়াশিংটন-এভিনিউ। এই সভাটা যত বড় হয় কর্বার চেষ্টা কর্বে। যত বড় বড় লোককে পার ধরে নিয়ে এসে এই সভায় যোগ দেওয়াবার চেষ্টা কর্বে—তাদের ধর্ম্মের জন্য, তাদের দেশের জন্য তাদের এতে যোগ দেওয়া উচিত। মহীশূরের মহারাজ ও তাঁর দাওয়ানের নিকট হতে সভা ও উহার উদ্দেশ্যের সমর্থন করে চিঠি নেবার চেষ্টা কর—খেতড়ি মহারাজের নিকট থেকেও ঐরূপ চিঠি নেবার চেষ্টা কর—মোটের উপর সভাটা যত প্রকাণ্ড হয় ও উহাতে যত বেশী লোক হয়, তার চেষ্টা কর।

উঠ বৎসগণ—এই কাজে লেগে যাও। যদি তোমরা এটা কর্তে পার, তবে ভবিষ্যতে আমরা অনেক কাজ কর্তে পার্ব নিশ্চিত।

প্রস্তাবটি এমন ধরণের হবে যে, মাদ্রাজের হিন্দু-সমাজ যাঁরা আমাকে এখানে পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা আমার এখানকার কার্য্যে সম্পূর্ণ সন্তোষ প্রকাশ করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি সম্ভব হয় এইটির জন্য চেষ্টা করো—এতো আর বেশী কাজ নয়। সব জায়গা থেকে যতদূর পার আমাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ পত্রও যোগাড় কর, ঐগুলি ছাপাও, আর যত শীঘ্র পার মার্কিণ সংবাদপত্রসমূহে পাঠাও। বৎসগণ, ইহাতে অনেকদূর কাজ হবে। এখানকার ব্রা—সমাজের লোকেরা যা তা বলছে—যত শীঘ্র হয়, তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে হবে। সনাতন হিন্দু-ধর্ম্মের জয় হোক। মিথ্যাবাদী ও পাষণ্ডেরা পরাভূত হোক। উঠ, উঠ বৎসগণ, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ কোরবো। আমার পত্রগুলি প্রকাশ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—যতদিন না আমি ভারতে ফিরছি ততদিন এইগুলির যতটা অংশ প্রকাশ করা উচিত, ততটা আমাদের বন্ধুগণের নিকট প্রকাশ করা যেতে পারে। একবার কাজ করতে আরম্ভ করলে খুব হুজুগ মেচে যাবে, কিন্তু আমি কাজ না করে বাঙ্গালীর মত কেবল লম্বা লম্বা কথা কইতে চাই না।

ঠিক বলতে পারি না, তবে বোধ হয় কলকেতার

গিরীশ ঘোষ আর এম, মিত্র আমার গুরুদেবের ভক্তদের দিয়ে কল্‌কেতায় ঐরূপ সভার আহ্বান করাতে পারে। যদি পারে ত খুব ভালই হয়। কল্‌কেতায় উহারা পারে ত সভা করে ঐ একই রকম প্রস্তাব করিয়ে নিতে বল্‌বে। কল্‌কেতায় হাজার হাজার লোক আছে যারা আমাদের কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। * *

আর বিশেষ কিছু লিখবার নাই। আমাদের সকল বন্ধুগণকে আমার সাদর সম্ভাষণাদি জানাবে—আমি সতত তাঁদের কল্যাণ প্রার্থনা কর্‌ছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—সাবধান—পত্র লিখবার সময় আমার নামের আগে 'His Holiness' লিখো না—এখানে উহা অত্যন্ত কিম্ভূতকিমাকার শুনায়।

ইতি—বি।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

(১৮)

গ্রীনএকার সরাই,
ইলিয়ট, মেন।
২৬শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয় ভগিনীগণ,

আমি অনেকদিন তোমাদিগকে কোন পত্রাদি লিখি নাই, লিখবারও বড় কিছু ছিল না। খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিকগণ * এই গ্রীনএকারে তাঁদের সমিতির এক বৈঠক বসানর দরুণ ইহা একটা মস্ত বড় হোটেলখানা ও একটা পাড়াগেঁয়ে বড় গৃহস্থের বাড়ীগোচ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত বসন্তকালে নিউইয়র্কে যে মহিলাটির মাথায় এই বৈঠকের কল্পনাটা প্রথম আসে তিনি আমাকে এখানে আসবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন, তাই আমি এখানে এসেছি। এ জায়গাটি বেশ সুন্দর ও ঠাণ্ডা, তাতে কোন সন্দেহ নাই আর আমার চিকাগোর অনেক পুরাতন বন্ধু এখানে রয়েছেন। তোমাদের মিসেস্ মিল্‌স্ ও মিস্ ষ্টক্‌হ্যামের কথা স্মরণ থাক্‌তে পারে। কোরা ষ্টক্‌হ্যাম এবং আর

---

* Christian Scientist—আমেরিকার একটি প্রবল সম্প্রদায়। ইহারা যীশু খ্রীষ্টের ন্যায় অলৌকিক উপায়ে রোগীকে আরাম করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন।

পত্রাবলী।

কতকগুলি ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা নদীতীরে খোলা জায়গায় তাঁবু খাটিয়ে তাতে বাস কচ্ছেন। তাঁরা খুব স্ফূর্ত্তিতে আছেন এবং কখন কখন তাঁরা সকলেই সারাদিন যাকে তোমরা বৈজ্ঞানিক পোষাক বল তাই পরে থাকেন। বক্তৃতা প্রায় প্রত্যহই হয়। বোষ্টন থেকে মিঃ কল্‌ভিন নামে একজন ভদ্রলোক এসেছেন। তিনি প্রত্যহ বক্তৃতা করে থাকেন—সকলে বলে, তাঁর উপর মৃত আত্মার ভর হয়। 'সার্ব্বজনীন্ সত্যে'র সম্পাদিকা যিনি জিমি মিল্‌স্ প্রাসাদের উপর তালায় থাক্‌তেন—এখানে এসে জেঁকে বসেছেন। তিনি উপাসনা সম্মিলন কর্‌ছেন আর লোক জড় করে মনঃশক্তিবলে সব রকমের ব্যারাম ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছেন—আশা করি, এঁরা শীঘ্রই অন্ধকে চক্ষুদান এবং এতদ্রূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কর্ম্ম সম্পাদন কর্‌বেন। মোট কথা এই সম্মিলনটি অন্যান্য সম্মিলন থেকে একটু বিশেষ রকমের। এরা সামাজিক বাঁধাবাঁধি নিয়ম বড় গ্রাহ্য করে না—সম্পূর্ণ খোলাখুলি ভাব ও বেশ আনন্দে আছে। মিসেস্ মিল্‌স্ বেশ জাঁকজমকে আছেন, অন্যান্য অনেক ভদ্রমহিলাও তদ্রূপ। মিসেস্ চ্যাপিন নাম্নী এক ভদ্র মহিলাকে এতদিন আমি বিধবা ঠাউরেছিলাম—এখন দেখছি তাঁর স্বামী বরাবরই রয়েছেন। তিনি পরমা সুন্দরী। ডিট্রয়েটবাসিনী আর

একটি দীর্ঘকেশী সুন্দর কৃষ্ণনয়না উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা সমুদ্রতীর থেকে পনর মাইল দূরবর্ত্তী একটি দ্বীপে আমায় নিয়ে যাবেন বলেছেন—আশা করি তথায় আমাদের পরমানন্দে সময় কাটবে। মিস্ আর্থার স্মিথ রয়েছেন। মিস্ গার্ণসি সোয়াম্প্ কট থেকে বাড়া গেছেন।

আমি এখান থেকে আমিস্কোয়াম যেতে পারি বোধ হয়। এ স্থানটি বড় চমৎকার—এখানে স্নান করার ভারি আরাম। কোরা ষ্টক্হ্যাম আমার জন্য একটি স্নানের পোষাক করে দিয়েছে—হাঁস যেমন জল পেলে মহা আনন্দ পায়, আমিও তদ্রূপ জলে নেমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করে আনন্দ পাচ্চি আর "মৃৎপল্লানিবাসী"দের (হাঁসের দলের) পক্ষেও ইহা পরম উপাদেয় বটে।

আর বেশী কিছু লেখ্বার পাচ্ছি না—আমি এখন এত ব্যস্ত যে, মাদার চার্চ্চকে পৃথক্ ভাবে লেখ্বার আমার সময় নাই। মিস হাউইকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতি জানাবে।

বোষ্টনের মিঃ উড্ এখানে রয়েছেন—তিনি তোমাদের সম্প্রদায়ের একজন প্রধান পাণ্ডা। তবে তাঁর 'জলাবর্ত্ত' (?) * মহোদয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত হতে বিশেষ

* খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস্ এডিকে স্বামিজী রঙ্গ করিয়া Mrs. Whirlpool বলিতেছেন—কারণ Eddy ও Whirlpool সমানার্থক।

আপত্তি—সেই জন্য তিনি দার্শনিক-রাসায়নিক-ভৌতিক-আধ্যাত্মিক-আরও কত কি বিশেষণ দিয়া নিজেকে একজন মনঃশক্তিপ্রভাবে আরোগ্যকারী বলে পরিচিত করতে চান। কাল এখানে একটা ভয়ানক ঝড় উঠে-ছিল—তাতে তাঁবুগুলোর উত্তম মধ্যম 'চিকিৎসা' হয়ে গেছে। যে বড় তাঁবুর নীচে তাঁদের এই সব 'আরোগ্য-বক্তৃতা' চল্‌ছিল, সেটির ঐ 'চিকিৎসা' প্রভাবে এত আধ্যাত্মিকতা বেড়ে উঠেছিল যে সেটি মর্ত্ত্যলোকের দৃষ্টি হতে সম্পূর্ণ অন্তর্দ্ধান করেছে আর প্রায় দুশ চেয়ার ভাবে গদগদ হয়ে নাচতে আরম্ভ করেছিল। মিল্‌স কোম্পানির মিসেস ফিগস্ প্রত্যহ প্রাতে একটা করে ক্লাস করে থাকেন আর মিসেস্ মিল্‌স্ ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সমস্ত জায়গাটায় যেন লাফিয়ে বেড়াচ্চেন—ওরা সকলেই খুব আনন্দে মেতে আছে। আমি বিশেষতঃ কোরাকে এই আনন্দে মাততে দেখে ভারি খুসী হয়েছি—গত শীত ঋতুতে ওরা বিশেষ কষ্ট পেয়েছে—একটু আনন্দ করলে ওর পক্ষে ভালই হবে।

তাঁবুতে এরা যে রকম স্বাধীনভাবে রয়েছে শুনলে তোমরা বিস্মিত হবে—তবে এরা সকলেই বড় ভাল ও শুদ্ধাত্মা—একটু ছিট আছে—এই পর্য্যন্ত।

আমি এখানে আগামী শনিবার পর্য্যন্ত থাক্‌ব—

সুতরাং তোমরা যদি পত্র প্রাপ্তিমাত্র জবাব দাও, তবে এখান থেকে চলে যাবার পূর্ব্বেই পাব। একটি যুবক রোজ গান করে—সে পেশাদার—তার কনে তার সঙ্গে রয়েছে—সেও বেশ গাইতে পারে ও পরমা সুন্দরী—তার বোনও সঙ্গে আছে। এই সেদিন তাঁবুর সকলে একটা দেবদারু গাছের তলায় রাত্রি যাপন করতে গিয়েছিল—আমি রোজ প্রাতে ঐ গাছতলাটায় ভারতীয় ধরণের আসন পীড়ি হয়ে বসে এদের উপদেশ দিয়ে থাকি। অবশ্য আমিও তাদের সঙ্গে গেছ্‌লাম—তারকাখচিত নভোমণ্ডলের নাচে জননী ধরিত্রীর কোলে শুয়ে রাতটা বড় আনন্দেই কেটেছিল—আমি ত এই আনন্দের এক ফোঁটা পর্য্যন্ত বাদ দিই নি।

একবৎসর ভোগবিলাসের ভিতর থেকে পশুবৎ জীবন যাপনের পর এই রাত্রিটা যে কি আনন্দে কেটেছিল—মাটিতে শুয়ে, বনে গাছতলায় বসে ধ্যান—তা তোমাদের কি বল্‌বো। সরাই বা হোটেলে যারা রয়েছে তারা অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন আর তাঁবুর লোকেরা সুস্থ সবল শুদ্ধ অকপট নরনারী। আমি তাদের সকলকে 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' করতে শেখাই আর তারা উহা আবৃত্তি করতে থাকে—সকলেই যে শুদ্ধাত্মা কারও মনে যে এতটুকু দাগ পর্য্যন্ত নেই—আর কি সাহসী ও নির্ভীক সকলে—সুতরাং

এদের শিক্ষা দিয়ে আমিও পরম আনন্দ ও গৌরব বোধ করুছি। ঈশ্বর ধন্য—যে তিনি আমাকে নিঃস্ব করেছেন; ঈশ্বর ধন্য যে, তিনি এই শিবিরনিবাসীদের নিঃস্ব করেছেন। বাবু বাবুনীরা রয়েছেন হোটেলে কিন্তু তাঁবুবাসীদের স্নায়ুগুলি যেন লোহা বাঁধান, মন তিন-পুরু ইস্পাতে তৈরী আর আত্মা অগ্নিময়। কাল যখন মুষলধারে বৃষ্টিপাত হচ্ছিল আর ঝড়ে সব উল্‌টে পাল্‌টে ফেলেছিল, তখন এই নির্ভীক বীরহৃদয় ব্যক্তিগণ আত্মার অনন্ত মহিমায় বিশ্বাস দৃঢ় রেখে ঝড়ে যাতে উড়িয়ে না নিয়ে যায় সেই জন্য তাদের তাঁবুর দড়ি ধরে কেমন ঝুল্‌ছিল, তা যদি দেখ্‌তে তবে তোমাদের হৃদয় প্রশস্ত ও উন্নত হোতো —আমি এদের জোড়া দেখ্‌তে ৫০ ক্রোশ যেতে প্রস্তুত আছি। প্রভু তাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আশা করি, তোমরা তোমাদের সুন্দরপল্লীনিবাসে বেশ আনন্দে আছ। আমার জন্য এক মুহূর্ত্তও ভেবো না—আমাকে তিনি দেখ্‌বেনই দেখ্‌বেন, আর যদি না দেখেন নিশ্চিত জান্‌বো আমার যাবার সময় হয়েছে—আমি আনন্দে চলে যাব।

"হে মাধব, অনেকে তোমায় অনেক জিনিষ দেয়—আমি গরিব—আমার আর কিছু নাই, কেবল এই শরীর মন ও আত্মা আছে—এইগুলি সব তোমার পাদপদ্মে

সমর্পণ করলাম—হে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর দয়া করে এইগুলি গ্রহণ করতেই হবে—নিতে অস্বীকার করলে চলবে না।" (আমি তাই আমার সর্ব্বস্ব চিরকালের জন্য দিয়েছি।) একটা কথা—এরা কতকটা শুষ্ক ধরণের লোক আর সমগ্র জগতে খুব কম লোকই আছে, যারা শুষ্ক নয়। তারা 'মাধব' অর্থাৎ ভগবানের রসস্বরূপ একেবারে বোঝে না। তারা হয় খুব জ্ঞান-চর্চ্চড়ি করে অথবা ঝাড়ফুক করে রোগ আরাম করে—টেবিলে ভূত নাবায়, ডাইনগিরি ইত্যাদি ইত্যাদি। এদেশে যত প্রেম, স্বাধীনতা, তেজের কথা শুনা যায় আর কোথাও তত শুনিনি, কিন্তু এখানকার লোকে এগুলি যত কম বোঝে আর কোথাও তত নয়। এখানে ঈশ্বরের ধারণা হয় 'সভয়ং বজ্রমুদ্যতং' অথবা রোগ আরামকারী শক্তি-বিশেষ অথবা কোন প্রকার স্পন্দন ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভু এদের মঙ্গল করুন—এরা দিন রাত তোতা পাখীর মত 'প্রেম' 'প্রেম' 'প্রেম' করে চেঁচাচ্ছে।

তোমরা শুদ্ধস্বভাবা ও উন্নতচিত্তা—তোমাদের শুদ্ধতাতে তোমাদের জন্য আমার ভিতর থেকে শুভচিন্তা টেনে বার করছে। এদের মত চৈতন্যকে জড়ের ভূমিতে টেনে না এনে—জড়কে চৈতন্যে পরিণত কর, অন্ততঃ প্রত্যহ একবার করে সেই চৈতন্য রাজ্যের সেই অনন্ত

সৌন্দর্য্য, শান্তি ও পবিত্রতার রাজ্যের একটু আভাস পাবার এবং দিনরাত সেই ভাব ভূমিতে বাস কর্‌বার চেষ্টা কর। অস্বাভাবিক অলৌকিক কিছু কখন খুঁজো না, উহাদিগকে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়েও যেন স্পর্শ করো না—তোমাদের আত্মা দিবারাত্র অবিচ্ছিন্ন তৈল-ধারার ন্যায় তোমাদের হৃদয় সিংহাসনবাসী সেই প্রিয়-তমের পাদপদ্মে গিয়ে সংলগ্ন হতে থাকুক—বাকি যা কিছু অর্থাৎ দেহ ও অন্য যা কিছু তাদের যা হবার হোক্ গে।

জীবনটা ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নমাত্র, যৌবন ও সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়ে যায়--দিবারাত্র বল, "তুমি আমার পিতা, মাতা, স্বামী, দয়িত, প্রভু, ঈশ্বর—আমি তোমায় ছাড়া আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না, আর কিছুই চাই না। তুমি আমাতে আমি তোমাতে—আমি তুমি, তুমি আমি।" ধন থাকে না, সৌন্দর্য্য থাকে না, জীবন থাকে না, শক্তি থাকে না—কিন্তু প্রভু চিরদিনই থাকেন—প্রেম চিরদিনই থাকে। যদি এই দেহযন্ত্রটাকে ঠিক রাখ্‌তে পার্‌লে তাতে কিছু গৌরব থাকে, তবে দেহের অসুখের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাতে অসুখের ভাব আস্‌তে না দেওয়া আরও গৌরবের কথা। তুমি যে জড় নও ইহাই তার একমাত্র প্রমাণ—জড়কে নিজের ভাবে থাক্‌তে একদম ছেড়ে দেওয়া। ঈশ্বরে লেগে থাক—দেহে বা অন্য কোথাও

কি হচ্ছে কে গ্রাহ্য করে? যখন নানা বিপদ দুঃখ এসে বিভীষিকা দেখাতে থাকে তখন বল—হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়; যখন মৃত্যুর ভীষণ যাতনা হতে থাকে, তখনও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়—জগতে যত রকম দুঃখ বিপদ আস্‌তে পারে তা এলেও বল, হে আমার ভগবান, হে আমার প্রিয়। তুমি এইখানে রয়েছ তোমাকে আমি দেখ্‌ছি, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আমি অনুভব কর্‌ছি। আমি তোমার, আমায় টেনে নাও প্রভু; আমি এই জগতের নই, আমি তোমার—তুমি আমায় ত্যাগ করো না। এই হীরার খনি ছেড়ে কাচ খণ্ডের অন্বেষণে যেওনা। এই জীবনটা একটা মস্ত সুযোগ—কি, তোমরা এই সুযোগ অবহেলা করে সংসারের সুখ অন্বেষণে যাবে? তিনি সকল আনন্দের প্রস্রবণ—সেই পরম বস্তুর অনুসন্ধান কর, সেই পরম বস্তুই তোমার জীবনের লক্ষ্য হোক, তা হলে নিশ্চিত সেই পরম বস্তু লাভ কর্‌বে।

সর্ব্বদা আমার আশীর্ব্বাদ জান্‌বে।

তোমাদের—

বিবেকানন্দ।

পত্রাবলী।

(ইংরাজী হইতে অনূদিত।)

(১৯)

C/o জর্জ্জ ডবলিউ হেল।
৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,
চিকাগো
২৬শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয় ভগিনীগণ,

সেই শ্রেষ্ঠ হিন্দুস্থানী কবি তুলসী দাস তাঁর রামায়ণের ভূমিকায় বলেছেন,—"আমি সাধু অসাধু উভয়েরই চরণ বন্দনা করি, কিন্তু হায়, উভয়েই আমার নিকট সমভাবে দুঃখপ্রদ। অসাধু ব্যক্তি আমার নিকট আসিলেই তাহাতে দারুণ দুঃখ উপস্থিত হয় আর সাধু ব্যক্তি আমাকে ছাড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে আমার প্রাণ হরণ করিয়া লইয়া যায়।" *

আমি বলি ঠিক কথা। আমার পক্ষে ভগবানের প্রিয় সাধু ভক্তগণকে ভালবাসা ছাড়া সুখের ও

* বন্দোঁ সন্ত অসন্তন চরণা।
দুখপ্রদ উভয় বীচ কছু বরণা॥
বিছুরত এক প্রাণ হরি লেই।
মিলত এক দারুণ দুখ দেই॥

ভালবাসার জিনিষ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই—আমার পক্ষে তাদের সঙ্গে বিচ্ছেদ মরণ তুল্য যন্ত্রণা।

কিন্তু এ সব অনিবার্য্য। হে আমার প্রিয়তমের বংশীধ্বনি! তুমি বাজতে থাক—তুমি যেদিকে চালাও, আমি সেইদিকে চলছি। হে মহৎ স্বভাবা মধুর প্রকৃতি সহৃদয়া পবিত্র স্বভাবাগণ! তোমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হওয়াতে আমার যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা হচ্চে তা আমার পক্ষে প্রকাশ করা অসম্ভব। হায়, আমি যদি ষ্টোয়িক (Stoic) দার্শনিকগণের মত সুখদুঃখে নির্ব্বিকার হতে পারতাম!

আশাকরি তোমরা সুন্দর গ্রাম্য দৃশ্য বেশ উপভোগ করছো।

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।

যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥ গীতা।

সমস্ত প্রাণীর পক্ষে যাহা রাত্রি সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন আর প্রাণিগণ যাহাতে জাগ্রত থাকে, আত্মজ্ঞানী মুনির পক্ষে তাহা রাত্রিস্বরূপ।

এই জগতের ধূলি পর্য্যন্ত যেন তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে; কারণ, কবি বলতে পারেন, জগৎটা হচ্ছে মড়ার উপর একরাশ ফুলের মালা চাপান মাত্র। যদি পার উহাকে স্পর্শ কোরো না। তোমরা স্বর্গের

হোমা পাখীর শাবক—তোমাদের পদ এই মলিনতার পঙ্কিল পল্বলস্বরূপ জগৎ স্পর্শ করবার পূর্ব্বেই তোমরা আকাশের দিকে আবার উড়ে যাও।

"যে আছ চেতন ঘুমায়োনা আর।"

জগতের লোকের ভালবাসার বস্তু অনেক আছে—তারা তাদের ভালবাসুক—আমাদের প্রেমাস্পদ একজন মাত্র—সেই প্রভুই আমাদের একমাত্র প্রেমাস্পদ। জগতের লোক যাই বলুক না, আমরা সে সব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। তবে যখন তারা আমাদের প্রেমাস্পদকে আঁকতে যায় ও তাঁকে নানারূপ কিম্ভূত-কিমাকার বিশেষণে বিশেষিত করে, তখনই আমাদের ভয় হয়। তাদের যা খুসি তাই করুক, আমাদের নিকট তিনি কেবল প্রেমাস্পদ মাত্র—তিনি আমার প্রিয়তম—প্রিয়তম—প্রিয়তম—আর কিছুই নন।

তাঁর কত শক্তি কতগুণ আছে—এমন কি আমাদের কল্যাণ করবারও কত শক্তি আছে তা কে জানতে চায়? আমরা একেবারেই বলে রাখ্‌ছি আমরা কিছু পাবার জন্য ভালবাসি না। আমরা প্রেমের দোকানদার নই, আমরা কিছু প্রতিদান চাই না, আমরা কেবল দিতে চাই।

হে দার্শনিক! তুমি আমায় তাঁর স্বরূপের কথা বলতে আস্‌ছ, তাঁর ঐশ্বর্য্যের কথা তার গুণের কথা বলতে

আস্‌ছ ? মূর্খ তুমি জান না, তাঁর অধরের একটি মাত্র চুম্বনের জন্য আমাদের প্রাণ বার হবার উপক্রম হচ্ছে। তোমার ওসব বাজে জিনিষ পুঁটলি বেঁধে তোমার বাড়ী নিয়ে যাও—আমাকে আমাব প্রিয়তমের একটি চুম্বন পাঠিয়ে দাও—পার কি ?

মূর্খ তুমি যার সামনে ভয়ে হাতজোড় করে রয়েছ, যাঁর সামনে নতজানু হয়ে ভয়ে প্রার্থনা কোর্‌ছো, আমি আমার হার নিয়ে বগলসের মত তাঁর গলায় দিয়ে তাতে একগাছি সুতো বেঁধে তাঁকে আমার সঙ্গে সঙ্গে টেনে নিয়ে যাচ্ছি—ভয়, পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য তিনি আমার নিকট থেকে পালিয়ে যান।

ঐ হার প্রেমের হার—ঐ সূত্র—প্রেমের জমাট বাঁধা ভাবের সূত্র। মূর্খ তুমি ত সূক্ষ্মতত্ত্ব বুঝ না যে, যিনি অসীম অনন্তস্বরূপ তিনি প্রেমের বাঁধনে পড়ে আমার মুষ্টির মধ্যে ধরা পড়েছেন। তুমি কি জান না যে, সেই জগন্নাথ প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়েন—তুমি কি জান না যে, যিনি এত বড় জগৎটাকে চালাচ্ছেন তিনি বৃন্দাবনের গোপীদের নূপুরধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে নাচতেন ?

আমি এই যে পাগলের মত যা তা লিখলাম, তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করবে। অব্যক্তকে ব্যক্ত কর্‌বার ব্যর্থ-প্রয়াসরূপ আমার এই ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবে—ইহা কেবল

প্রাণে প্রাণে অনুভব কর্‌বার জিনিষ। সদা আমার শুভাশীর্ব্বাদ জানবে।

ইতি—

তোমাদের ভ্রাতা—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২০)

৫৪১, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ,

চিকাগো।

২৯শে জুন, ১৮৯৪।

প্রিয়—

সেদিন মহীশূর থেকে জি, জি-র এক পত্র পেলাম। দুঃখের বিষয়, জি, জি, আমাকে সর্ব্বজ্ঞ মনে করে; তা না হলে সে চিঠির মাথায় তার অদ্ভুত কানাড়া ঠিকানাটা আর একটু পরিষ্কার করে লিখ্‌তো। তার পর চিকাগো ছাড়া অন্য কোন জায়গায় আমাকে চিঠি পাঠান বড্ড ভুল। অবশ্য গোড়ায় আমারই ভুল হয়েছিল—আমারই আমাদের বন্ধুদের সূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা ভাবা উচিত ছিল—তাঁরা ত আমার চিঠির মাথায় একটা ঠিকানা দেখ্‌লেই যেখানে খুসি আমার নামে চিঠি পাঠাচ্ছেন। আমাদের

মান্দ্রাজ-বৃহস্পতিদের বোলো, তারা ত বেশ ভাল করেই জান্‌তো যে, তাদের চিঠি পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হয়ত আমি সেখান থেকে ১০০০ মাইল দূরে চলে গেছি, কারণ, আমি ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি। চিকাগোয় আমার একজন বন্ধু আছেন, তাঁর বাড়া হচ্ছে আমার প্রধান আড্ডা। এখানে আমার কাজের প্রসারের আশা প্রায় শূন্য বল্লেই হয়। কারণ, যদিও উহার খুব সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু নিম্নোক্ত কারণে উহার আশা একেবারে নির্ম্মূল হয়েছে—

(১) ভারতের খবর আমি যা কিছু পাচ্ছি, তা মান্দ্রাজের চিঠি থেকে। তোমাদের পত্রে ক্রমাগত শুন্‌ছি, ভারতে আমাকে সকলে খুব সুখ্যাতি কর্‌ছে—কিন্তু সে ত ঘরাও কথা হয়ে যাচ্ছে—তুমি জান্‌ছো আর আমি জান্‌ছি, কারণ, আলাসিঙ্গার প্রেরিত একটা তিন বর্গ ইঞ্চি কাগজের টুক্‌রো ছাড়া, আমি একখানাও ভারতীয় খবরের কাগজেও আমার সম্বন্ধে কিছু বেরিয়েছে—তা দেখি নি। অন্যদিকে, ভারতের খ্রীষ্টিয়ানরা যা কিছু বল্‌ছে মিশনরিরা তা খুব যত্ন করে সংগ্রহ করে নিয়মিত-ভাবে প্রকাশ কর্‌ছে এবং বাড়া বাড়ী গিয়ে আমার বন্ধুরা যাতে আমায় ত্যাগ করেন, তার চেষ্টা কর্‌ছে। তাদের উদ্দেশ্য খুব ভালরকমই সিদ্ধ হয়েছে, কারণ, ভারত

থেকে কেউ একটা কথাও আমার জন্য বল্‌ছে না। ভারতের হিন্দু পত্রগুলি আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা কর্‌তে পারে, কিন্তু তার একটা কথাও আমেরিকায় পৌঁছায় নি। তজ্জন্য এদেশের অনেকে মনে করছে, আমি একটা জুয়াচোর। একে ত মিশনরিরা আমার পিছু লেগেছে—তার উপর এখানকার হিন্দুরা হিংসা করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে—এক্ষেত্রে আমার একটা কথাও জবাব দেবার নেই। এখন মনে হচ্ছে, কেবল মান্দ্রাজের কতকগুলি ছোকরার পীড়াপীড়ির জোরে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া আমার আহাম্মকি হয়েছিল, কারণ, তারা ত ছোকরা বই আর কিছুই নয়। অবশ্য আমি অনন্তকালের জন্য তাদের কাছে কৃতজ্ঞ, কিন্তু তারা ত গুটিকতক উৎসাহী যুবক ছাড়া আর কিছু নয়—কাজের ক্ষমতা তাদের যে একদম নেই। আমি কোন নিদর্শনপত্র নিয়ে আসিনি আর যখন কারও অর্থসাহায্যের আবশ্যক হয়, তার নিদর্শনপত্র থাকার দরকার, তা না হলে মিশনরি ও ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধাচরণের সামনে আমি যে জুয়াচোর নই, তা কি করে প্রমাণ কর্‌বো? আমি মনে করেছিলাম, গোটাকতক বাক্য ব্যয় করা ভারতের পক্ষে বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। মনে করেছিলাম, মান্দ্রাজে ও কল্‌কেতায় কতকগুলি ভদ্রলোক জড় করে

এক একটা সভা করে আমাকে এবং আমেরিকাবাসিগণকে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহার কর্‌বার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব পাস করিয়ে সেই প্রস্তাবটা দস্তুরমত নির্দ্দিষ্ট নিয়মে অর্থাৎ সেই সেই সভার সেক্রেটারিকে দিয়ে আমেরিকায় একখানা ডাঃ ব্যারোজের কাছে পাঠিয়ে তাঁকে তথাকার বিভিন্ন কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করা, —ঐরূপ বোষ্টন, নিউইয়র্ক ও চিকাগোর বিভিন্ন কাগজে পাঠান বিশেষ কঠিন কাজ হবে না। এখন দেখ্‌ছি, ভারতের পক্ষে এই কাজটা বড়ই গুরুতর ও কঠিন—এক বছরের ভিতর ভারত থেকে কেউ আমার জন্য একটা টুঁ শব্দ পর্য্যন্ত কর্‌লে না—আর এখানে সকলেই আমার বিপক্ষে। তোমরা নিজেদের ঘরে বসে আমার সম্বন্ধে যা খুসি বল না কেন, এখানে তার কে কি জানে? দুমাসেরও উপর হল আলাসিঙ্গাকে আমি এই বিষয়ে লিখেছিলাম, কিন্তু সে আমার পত্রের জবাব পর্য্যন্ত দিলে না। আমার আশঙ্কা হয়, তার উৎসাহ ঠাণ্ডা মেরে গেছে। সুতরাং তোমায় বল্‌ছি, আগে এই বিষয়টি বিবেচনা করে দেখো তার পর মান্দ্রাজীদের এই চিঠি দেখিও। এদিকে আমার গুরুভাইরা আহাম্মকের মত বিশেষ প্রমাণ না দিয়েই কেশব সেন সম্বন্ধে নানা কথা বল্‌ছে আর মান্দ্রাজীরা থিওজফিষ্টদের সম্বন্ধে আমি যা কিছু লিখ্‌ছি,

তাই তাদের বল্‌ছে—এতে শুধু শত্রুর সৃষ্টি করা হচ্ছে। হায়! যদি ভারতে একটা মাথাওয়ালা কাজের লোক আমার সহায়তা কর্‌বার জন্য পেতাম! কিন্তু তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে—আমি এদেশে জুয়াচোর বলে গণ্য হলাম। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল, কোন নিদর্শনপত্র না নিয়ে ধর্ম্মমহাসভায় যাওয়া—আশা করেছিলাম, অনেক আস্‌বে। এখন দেখ্‌ছি, আমাকে একলা ধীরে ধীরে কাজ কর্‌তে হবে। মোটের উপর, আমেরিকানরা হিন্দুদের চেয়ে লাখোগুণ ভাল, আর আমি অকৃতজ্ঞ ও হৃদয়হীনদের দেশ অপেক্ষা এখানে অনেক ভাল কাজ কর্‌তে পারি। যাই হোক্, আমাকে কর্ম্ম করে আমার প্রারব্ধ ক্ষয় কর্‌তে হবে। আমার আর্থিক অবস্থার কথা যদি বল্‌তে হয়, তবে বলি, আর্থিক অবস্থা বেশ সচ্ছলই আছে এবং সচ্ছলই থাক্‌বে। সমগ্র আমেরিকায় বিগত আদম-সুমারিতে থিওজফিষ্টদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ মাত্র ৬২৫—তাদের সঙ্গে মিশলে আমার সাহায্য হওয়া দূরে থাক্, মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার কাজ চুরমার হয়ে যাবে। আলাসিঙ্গা বল্‌ছে, লণ্ডনে গিয়ে মিঃ ওল্ডের সঙ্গে দেখা কর্‌তে ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকি বাজে আহাম্মকের মত বক্‌ছে! বালক—ওরা কি বল্‌ছে, তা নিজেরাই বোঝে না। আর এই মাদ্রাজী খোকার দল নিজেদের ভিতর

একটা বিষয়ও গোপন রাখ্‌তে পারে না!! সারা দিন বাজে বকা আর যেই কাজের সময় এল, অমনি আর কাকেও কোথাও দেখ্‌বার যো নেই!!! বোকারামেরা পঞ্চাশটা লোক জড় করে কয়েকটা সভা করে আমার সাহায্যের জন্য গোটাকতক ফাঁকা কথা পাঠাতে পার্‌লে না—তারা আবার সমগ্র জগৎকে শিক্ষা দেবে বলে লম্বা লম্বা কথা কয়!

আমি তোমাকে ফনোগ্রাফ সম্বন্ধে লিখেছি। এখানে এক রকম বৈদ্যুতিক পাখা আছে—দাম বিশ ডলার—বড় সুন্দর চলে—উহার ব্যাটারিতে ১০০ ঘণ্টা কাজ হয়, তার পর যে কোন বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করে নিলেই হল।

বিদায়, হিন্দুদের যথেষ্ট দেখা গেল। এখন তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্—যা আসুক অবনত মস্তকে স্বীকার কর্‌ছি এবং আমার কর্ম্মকে প্রণাম কর্‌ছি—যাই হোক্ আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না, মান্দ্রাজীরা আমার জন্য যতটা করেছে, আমি ততটা পাবারও উপযুক্ত ছিলাম না, আর তাদের ক্ষমতায় যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী তারা করেছে। আমারই আহাম্মকি হয়েছিল—ক্ষণকালের জন্য ভুলে গেছলাম যে, আমরা—হিন্দুরা এখনও মানুষ হই নি—ক্ষণকালের জন্য আত্মনির্ভর হারিয়ে হিন্দুদের

উপর নির্ভর করেছিলাম—তাইতেই এই কষ্ট পেলাম। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি ভারত থেকে কিছু আসবে আশা কর্‌ছিলাম—কিন্তু কিছুই এলো না। বিশেষতঃ বিগত দুইমাস প্রতি মুহূর্ত্ত আমার উদ্বেগ ও যন্ত্রণার সীমা ছিল না—ভারত থেকে একখানা খবরের কাগজ পর্য্যন্ত এলো না!! আমার বন্ধুরা মাসের পর মাস অপেক্ষা কর্‌তে লাগলেন—কিছুই এলো না—একটা আওয়াজ পর্য্যন্ত এলো না—কাজেই অনেকের উৎসাহ চলে গেল ও আমায় ত্যাগ কর্‌লে। কিন্তু ইহা আমার মানুষের উপর—পশুধর্ম্মীদের উপর নির্ভরের শাস্তিস্বরূপ—কারণ আমার স্বদেশবাসীরা এখনও মানুষ হয় নি। তারা নিজেদের প্রশংসাবাদ শুনতে খুব প্রস্তুত আছে, কিন্তু তাদের একটা কথা মাত্র কয়ে সাহায্য কর্‌বার যখন সময় আসে তখন তাদের আর টিকি দেখ্‌তে পাবার যো নেই। মাদ্রাজী যুবকগণকে আমার অনন্ত কালের জন্য ধন্যবাদ—প্রভু তাদের সদাসর্ব্বদা আশীর্ব্বাদ করুন। কোন ভাব প্রচার কর্‌বার পক্ষে আমেরিকাই জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত ক্ষেত্র—তাই আমি শীঘ্র আমেরিকা ত্যাগ কর্‌বার কল্পনা কর্‌ছি না—কেন?—এখানে খেতে পর্‌তে পাচ্ছি—অনেকে সহৃদয় ব্যবহার কর্‌ছেন—আর দু দশটা ভাল কথা কয়েই এই সব পাচ্ছি! এমন

উন্নতমনা জাতকে ছেড়ে পশুপ্রকৃতি, অকৃতজ্ঞ, মস্তিষ্কহীন, অনন্ত যুগের কুসংস্কারে বদ্ধ, দয়াহীন, মমতাহীন হতভাগাদের দেশে কি কর্‌তে যাব? অতএব আবার বলি —বিদায়। এই পত্রখানি একটু বিবেচনা করে লোককে দেখাতে পার। মাদ্রাজীরা, এমন কি আলাসিঙ্গা পর্য্যন্ত যার উপর আমি এতটা আশা করেছিলাম—বড় সুবিবেচনার কাজ করেছে বলে মনে হয় না। ভাল কথা, তুমি মজুমদারের লেখা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত খান কতক চিকাগোয় পাঠাতে পার?—কল্‌কেতায় অনেক আছে। আমার ৫৪১নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ (ষ্ট্রীট নহে) চিকাগো অথবা C/O টমাস কুক, চিকাগো, ঠিকানা যেন ভুলোনা—অন্য কোন ঠিকানা দিলে অনেক দেরী ও গোলমাল হবে—কারণ আমি এখন ক্রমাগত ঘুরছি আর চিকাগোই আমার প্রধান আড্ডা—কিন্তু এই বুদ্ধিটুকুও আমাদের মাদ্রাজী বন্ধুদের মাথায় ঢোকে নি। অনুগ্রহপূর্ব্বক জি, জি, আলাসিঙ্গা, সেক্রেটারি ও আর আর সকলকে আমার অনন্ত কালের জন্য আশীর্ব্বাদ জানাবে—আমি সর্ব্বদা তাদের কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আমি তাদের উপর কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হই নি—আমি নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আমি জীবনে এই একবার অপরের সাহায্যে নির্ভর করারূপ ভয়ানক ভুল করেছি।

আর তার শাস্তি ভোগও করেছি। এ আমারই দোষ, তাদের কিছু দোষ নেই। প্রভু মান্দ্রাজীদের আশীর্ব্বাদ করুন—তাদের হৃদয়টা বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক উন্নত। বাঙ্গালীদের কেবল বাক্য সার—তাদের হৃদয় নেই, তারা অসার। বিদায়, বিদায়, আমি এখন সমুদ্র বক্ষে আমার তরণী ভাসিয়েছি—যা হবার হোক্। আমার কঠোর সমালোচনার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো। বাস্তবিক ত আমার কোন দাবী দাওয়া নেই। আমার যতটা পাবার অধিকার তোমরা তার চেয়ে অনন্তগুণ আমার জন্য কোরেছো। আমার যেরূপ কর্ম্ম, আমি তেমনি ফল পাব আর যা ঘটুক আমাকে চুপটি করে মুখ বুজে সয়ে যেতে হবে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আমার বোধ হয় আলাসিঙ্গার কলেজ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু আমি তার কোন খবর পাই নি আর সে আমাকে তার বাড়ীর ঠিকানাও দেয় নি।

ইতি—বি

আমার আশঙ্কা হচ্ছে—বুঝি পুনর্মূষিক হয়েছে।

বি

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২১)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।
১১ই জুলাই, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ৫৪১নং, ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো ছাড়া আর কোন ঠিকানায় আমায় পত্র লিখো না। তোমার শেষ চিঠিখানা সারা দেশ ঘুরে আমার কাছে পৌঁচেছে—আর পত্রটা যে শেষে পৌঁছিল, মারা গেল না, তার কারণ এখানে আমার কথা সকলে বেশ ভালরকম জানে। সভার খান কতক প্রস্তাব ডাঃ ব্যারোজকে পাঠাবে—তার সঙ্গে একখানা পত্র লিখে আমার প্রতি সহৃদয় ব্যবহারের জন্য ধন্যবাদ দেবে এবং উহা আমেরিকার কতকগুলি সংবাদপত্রে প্রকাশ করবার জন্য অনুরোধ করবে—মিশনরিরা আমার নামে এই যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে যে আমি কারও প্রতিনিধি নই—এতেই তার উত্তম প্রতিবাদ হবে। বৎস, কাজ করতে কি করে হয় শেখো। এই ভাবে দস্তুরমত প্রণালীতে কাজ করতে পারলে আমরা খুব বড় বড় কাজ করতে নিশ্চিত সমর্থ হব। গত বর্ষে আমি কেবল বীজ বপন করেছি—এই বছর আমি ফসল কাটতে চাই। ইতিমধ্যে ভারতে যতটা

সম্ভব আন্দোলন চালাও। কিডি নিজের ভাবে চলুক —সে ঠিক পথে দাঁড়াবে। আমি তার ভার নিয়েছি—তার নিজের মতে সে চলুক—তাতে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। তাঁকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাবে। পত্রিকা-খানা বার কর—আমি মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠাবো। বোষ্টনের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জে, এচ, রাইটকে একখানা প্রস্তাব পাঠাবে আর সঙ্গে সঙ্গে একখানা পত্র লিখে এই বলে তাঁকে ধন্যবাদ দেবে যে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম আমেরিকায় আমার বন্ধুরূপে দাঁড়িয়ে ছিলেন আর তাঁকেও ঐটি কাগজে ছাপাতে অনুরোধ করবে—তা হলে মিশনরিদের (আমি যে কারু প্রতিনিধি হয়ে আসিনি) একথা মিথ্যা প্রমাণিত হবে। ডিট্রয়েটের বক্তৃতায় আমি ৯০০ ডলার অর্থাৎ ২৭০০ টাকা পেয়েছিলাম। অন্যান্য বক্তৃতায় একটাতে এক ঘণ্টায় আমি ২৫০০ ডলার অর্থাৎ ৭৫০০ টাকা রোজগার করি, কিন্তু পাই মাত্র ২০০ ডলার। একটা জুয়াচোর বক্তৃতা কোম্পানি আমাকে ঠকিয়েছিল। আমি তাদের সংস্রব ছেড়ে দিয়েছি। এখানে খরচও হয়ে গেছে অনেক টাকা —হাতে আছে মাত্র ৩০০০ ডলার। আসছে বছরে আবার আমায় অনেক জিনিষ ছাপাতে হবে। আমি এইবার নিয়মিতভাবে কাজ কোরবো মনে করছি।

কাংকেতাতে লেখ, তারা আমার ও আমার কাজ সম্বন্ধে কাগজে যা কিছু বেরোয়, কিছুমাত্র বাদ না দিয়ে যেন পাঠায়—তোমরাও মাদ্রাজ থেকে পাঠাতে থাক। খুব আন্দোলন চালাও। কেবল ইচ্ছা শক্তিতেই সব হবে। কাগজ ছাপান ও অন্যান্য খরচের জন্য মাঝে মাঝে তোমাদের কাছে টাকা পাঠাবার চেষ্টা কোর্‌বো। তোমাদিগকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন কর্‌তে হবে—উহার নিয়মিত অধিবেশন হওয়া চাই আর আমাকে যত পার সব খবরাখবর লিখ্‌বে। আমিও যাতে নিয়মিতভাবে কাজ কর্‌তে পারি তার চেষ্টা কর্‌ছি এই বছরে অর্থাৎ আগামী শীত ঋতুতে আমি অনেক টাকা পাব—সুতরাং আমাকে অপেক্ষা কর্‌তে হবে। ইতিমধ্যে তোমরা এগিয়ে চল। তোমরা পল কেরসকে একখানা পত্র লিখো আর যদিও তিনি আমার বন্ধুই আছেন, তথাপি তোমরা তাঁকে আমাদের জন্য কাজ কর্‌বার অনুরোধ কর। মোট কথা যতদূর পার আন্দোলন চালাও—কেবল সত্যের অপলাপ না হয়, এ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রেখো। বৎসগণ, কাজে লাগো—তোমাদের ভিতর আগুন জ্বলে উঠ্‌বে। মিসেস জি, ডবলিউ হেল আমার পরম বন্ধু—আমি তাঁকে মা বলি এবং তাঁর কন্যাদের ভগিনী বলি। তাঁকেও একখানা প্রস্তাব পাঠিয়ে দিও—

আর একখানা পত্র লিখে তোমাদের তরফ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দিও। সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ কর্‌বার ভাবটা যাতে আসে, তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। এইটি কর্‌বার রহস্য হচ্ছে ঈর্ষার অভাব। সর্ব্বদাই তোমার ভ্রাতার মতে মত দিতে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে—সর্ব্বদাই যাতে মিলেমিশে শান্তভাবে কাজ হয়, তার চেষ্টা কর্‌তে হবে। ইহাই সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ কর্‌বার গুপ্ত রহস্য। সাহসের সহিত যুদ্ধ কর। জীবন ত ক্ষণস্থায়ী—একটা মহা কার্য্যের জন্য জীবনটা সমর্পণ কর।

তুমি নরসিমা সম্বন্ধে কিছু লেখ নাই কেন? সে একরকম অনশনে দিন কাটাচ্ছে। আমি তাকে কিছু দিয়েছিলাম, তার পর সে কোথায় চলে গেল কিছু জানি না—সে আমায় কিছু লেখে না। অ—ভাল ছেলে, আমি তাকে খুব ভালবাসি। থিওজফিষ্টদের সঙ্গে বিবাদ কর্‌বার আবশ্যক নেই। তাদের কাছে গিয়ে আমি যা কিছু লিখি সব বোলো না। আহাম্মক! থিওজফিষ্টরা আগে এসে আমাদের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে—জান ত? জর্জ * হচ্ছেন হিন্দু আর কর্ণেল অলকট বৌদ্ধ। জর্জ এখানকার একজন খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। এখন

* ইনি থিওজফিক্যাল সোসাইটির আমেরিকা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

হিন্দু থিওজফিষ্টগণকে বল, যেন জর্জকে সমর্থন করে। এমন কি যদি তোমরা তাঁকে সমধর্ম্মাবলম্বী বোলে সম্বোধন করে তিনি আমেরিকার হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য যে পরিশ্রম করেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এক পত্র লিখ্‌তে পার, তাতে তাঁর বুকটা দশ হাত হয়ে উঠ্‌বে। আমরা কোন সম্প্রদায়ে যোগ দেব না, কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কোর্‌বো ও সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ কোর্‌বো।

এটা স্মরণ রেখো যে, আমি এখন ক্রমাগত ঘুরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ৫৪১নং ডিয়রবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো হচ্ছে আমার কেন্দ্র—সর্ব্বদাই ঐ ঠিকানাতেই পত্র দেবে আর ভারতে যা কিছু হচ্ছে সব খুঁটিনাটি আমাকে জানাবে আর কাগজে আমাদের সম্বন্ধে যা কিছু বার হচ্ছে, তার এক একটা টুকরো পর্য্যন্ত পাঠাতে ভুলো না। আমি জি, জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছি—প্রভু এই বীর হৃদয় ও মহদাদর্শের বালকদের আশীর্ব্বাদ করুন। বালাজি, সেক্রেটারি এবং আমাদের সকল বন্ধুকে আমার ভালভাসা জানাবে। কাজ কর, কাজ কর—সকলকে তোমার ভালবাসা দ্বারা জয় কর। আমি মহীশূরের রাজাকে একখানা পত্র লিখেছি ও কয়েকখানা ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছি। তোমাদের কাছে যে ফটো

পাঠিয়েছি, তা নিশ্চিত এতদিন পেয়ছ। একখানা রামনাদের রাজাকে উপহার দিও—তাঁর ভিতর যতটা ভাব ঢোকাতে পার চেষ্টা কর। খেতড়ির রাজার সঙ্গে সর্ব্বদা পত্র ব্যবহার রাখ্‌বে, আর বিস্তারের চেষ্টা কর। মনে রেখো, জীবনে একমাত্র চিহ্ন হচ্ছে গতি ও উন্নতি। আমি তোমার পত্র আস্‌বার বিলম্ব দেখে প্রায় নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম—এখন দেখ্‌ছি, তোমার আহাম্মকিতেই এত দেরী হয়েছে। বুঝ্‌তে পারছ ত, আমি ক্রমাগত ঘুর্‌ছি আর চিঠি-বেচারাকে আমাকে ক্রমাগত নানা স্থানে খুঁজে তবে বার কর্‌তে হয়। আরও তোমাদের এটি বিশেষ করে মনে রাখ্‌তে হবে যে, সব কার্য্য দস্তুর মত প্রণালীক্রমে কর্‌তে হবে। যে প্রস্তাবগুলি সভায় পাশ হয়েছে, সেগুলি ধর্ম্ম-মহাসভার সভাপতি চিকাগো ডাঃ জে, এচ, ব্যারোজকে পাঠাবে এবং তাঁকে অনুরোধ কর্‌বে যে, ঐ প্রস্তাব ও পত্র যেন তিনি খবরের কাগজে ছাপান।

ডাঃ ব্যারোজকে ও ডাঃ পল কেরসকে ঐগুলি ছাপাবার জন্য অনুরোধ পত্রও যেন ঐরূপ সভার প্রতিনিধি স্থানীয় কারও কাছ থেকে যায়। জাগতিক মহামেলায় (ডিট্রয়েট, মেচিগান) সভাপতি সেনেটার পামারকে পাঠাবে—তিনি আমার প্রতি বড়ই সহৃদয় ব্যবহার করে-

ছিলেন। মিসেস জে, ব্যাগ্‌লিককে একখানা ডিট্রয়েট, ওয়াশিংটন এভিনিউ ঠিকানায় পাঠাবে আর তাঁকে অনুরোধ কর্‌বে যে, সেটা যেন কাগজে প্রকাশ করা হয় ইত্যাদি। খবরের কাগজ প্রভৃতিতে দেওয়া গৌণ—দস্তুরমত ভাবে পাঠানই হচ্ছে আসল অর্থাৎ ব্যারোজ প্রভৃতি প্রতিনিধিকল্প ব্যক্তিগণের হাত দিয়ে আসা চাই, তবেই সেটি একটি নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হয়। খবরের কাগজে অমনি অমনি কিছু বেরুলে সেটি নিদর্শন স্বরূপে গণ্য হয় না। সব চেয়ে দস্তুরমত উপায় হচ্ছে ডাঃ ব্যারোজকে পাঠান ও তাঁকে কাগজে প্রকাশ কর্‌তে অনুরোধ করা। আমি এই সব কথা লিখছি, তার কারণ এই যে, আমার মনে হয়, তোমরা অন্য জাতের আদব, কায়দা দস্তুর জান না। যদি কল্‌কেতা থেকেও বড় বড় নাম দিয়ে—এই রকম সব আসে, তা হলে আমেরিকানেরা যাকে বলে Boom, তাই পাব (আমার স্বপক্ষে খুব হুজ্জুক মেচে যাবে) আর যুদ্ধের অর্দ্ধেক জয় হয়ে যাবে। তখন ইয়াঙ্কিদের বিশ্বাস হবে যে, আমি হিন্দুদের যথার্থ প্রতিনিধি বটে, আর তখনই তারা তাদের গাঁট থেকে পয়সা বার কর্‌বে। স্থিরভাবে লেগে থাক—এ পর্য্যন্ত আমরা অদ্ভুত কার্য্য করেছি। হে বীরগণ, এগিয়ে যাও, আমরা নিশ্চিত জয়লাভ কোর্‌বো। মান্দ্রাজ

থেকে যে কাগজখানা বার হবার কথা হচ্ছিল, তার কি হল? সংঘবদ্ধ হয়ে সভাসমিতি স্থাপন কর্‌তে থাক —কাজে লেগে যাও—ইহাই একমাত্র উপায়। কিডিকে দিয়ে লেখাতে থাক, তাহাতেই তার মেজাজ ঠিক থাক্‌বে। এ সময়টা বেশী বক্তৃতা কর্‌বার সুবিধা নেই, সুতরাং এখন আমাকে কলম ধরে বসে লিখ্‌তে হবে। অবশ্য সর্ব্বক্ষণই আমাকে কঠিন কার্য্যে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে, তার পর শীতঋতু এলে লোকে যখন তাদের বাড়ী ফির্‌বে, তখন আবার বক্তৃতাদিতে সুরু করে এইবার সভাসমিতি স্থাপন কর্‌তে থাক্‌ব। সকলকে আমার অশীর্ব্বাদ ও ভালবাসা। খুব খাটো। সম্পূর্ণ পবিত্র হও—উৎসাহাগ্নি আপনিই জ্বলে উঠ্‌বে।

ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

বিবেকানন্দ।

পুঃ—সকলকে আমার ভালবাসা। আমি কাকেও কখন ভুলি না। তবে নেহাত অলস বলে সকলকে আলাদা আলাদা লিখ্‌তে পারি না। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।

ইতি

বি—

পুঃ—তোমার ট্রিপ্লিকেনের ঠিকানা অথবা যদি কোন সভাসমিতি স্থাপন করে থাক, তার ঠিকানা আমায় পাঠবে।

ইতি

বি—।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২২)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,
৩১শে আগষ্ট, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র আমি বোষ্টন ট্রান্সক্রিপ্টে মান্দ্রাজের সভার প্রস্তাবগুলি অবলম্বন করে একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ দেখ্‌লাম। আমার নিকট ঐ প্রস্তাবগুলির কিছু পৌঁছায়নি। যদি তোমরা ইতিপূর্ব্বেই পাঠিয়ে থাক, তবে উহা শীঘ্রই পৌঁছিবে। প্রিয় বৎস, এ পর্য্যন্ত তোমরা অদ্ভুত কর্ম্ম করেছ। কখন কখন একটু ঘাব্‌ড়ে গিয়ে যা লিখি, তাতে কিছু মনে কোরো না। মনে করে দেখ, দেশ থেকে ১৫০০০ মাইল দূরে একলা রয়েছি—গোঁড়া শত্রুভাবাপন্ন খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে আগাগোড়া লড়াই করে চল্‌তে হয়েছে—এতে কখন কখন একটু ঘাব্‌ড়ে যেতে হয়। হে বীরহৃদয় বৎস, এইগুলি মনে রেখো এবং কাজ করে যাও। বোধহয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

কাছ থেকে শুনেছ, জি, জির কাছ থেকে একখানি সুন্দর পত্র পেয়েছিলাম। এমন করে ঠিকানাটা লিখেছিল যে, উহা আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারি নি। তাইতে তার কাছে সাক্ষাৎভাবে জবাব দিতে পারি নি। তবে সে যা যা চেয়েছিল, আমি সব করেছি—আমার ফটোগ্রাফ-গুলি পাঠিয়েছি ও মহীশূরের রাজাকে পত্র লিখেছি। আমি খেতড়ির রাজাকে একটা ফনোগ্রাফ পাঠিয়েছি, কিন্তু তার কাছ থেকে উহার প্রাপ্তিস্বীকার পত্র এখনও পাই নি। উহার খবরটা নিয়ো ত। আমি কুক এণ্ড সন্স, র‍্যাম্‌পার্ট রো, বোম্বাই ঠিকানায় উহা পাঠিয়েছি। ঐ সম্বন্ধে সব খবর জিজ্ঞাসা করে রাজাকে একখানা পত্র লিখো। ৮ই জুন তারিখে লেখা রাজার একখানা পত্র পেয়েছি। যদি ঐ তারিখের পর কিছু লিখে থাকেন, তবে তা আমি এখনও পাই নি।

আমার সম্বন্ধে ভারতের খবরের কাগজে যা কিছু বেরোবে সেই কাগজ খানাই আমায় পাঠাবে। আমি কাগজটাতেই তা পড়্‌তে চাই—বুঝ্‌লে? চারুচন্দ্র বাবু যিনি আমার প্রতি খুব সহৃদয় ব্যবহার করেছেন, তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত লিখবে। তাঁকে আমার হৃদয়ের ধন্যবাদ জানাবে, কিন্তু তোমাকে আমি গোপনে বল্‌ছি, দুঃখের বিষয় যে তাঁর কথা আমার কিছু স্মরণ হচ্ছে না। তুমি

তার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ আমায় জানাবে কি? থিওসফিষ্টরা এখন আমায় পছন্দ করছে বটে, কিন্তু এখানে তাদের সংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ৬৫০ জন মাত্র। তার পর খ্রীষ্টিয় বৈজ্ঞানিকগণ আছেন তাঁদের সকলেই আমায় পছন্দ করেন তাঁদের সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ হবে। আমি উভয় দলের সঙ্গেই কাজ করি বটে, কিন্তু কারও দলে যোগ দিই না। আর ভগবৎকৃপায় উভয় দলকেই ঠিক পথে গড়ে তুল্‌ব কারণ, তারা কতকগুলো আধা-সত্য কপ্‌চাচ্ছে বইত নয়।

এই পত্র তোমার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আশাকরি নরসিমা টাকাকড়ি ইত্যাদি সব পাবে।

আমি 'ক্যাটের' কাছ থেকে এক পত্র পেলাম, কিন্তু তার সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে একখানা বই লিখ্‌তে হয়, সুতরাং তোমার এই পত্রের মধ্যেই তাকে আশীর্ব্বাদ জানাচ্ছি আর তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে বল্‌ছি যে, আমাদের উভয়ের মতামত বিভিন্ন হলেও তাতে কিছু এসে যাবে না—সে একটা বিষয় একভাবে দেখ্‌ছে, আমি না হয় আর একভাবে দেখ্‌ছি, এই এক জিনিষকে বিভিন্ন-ভাবে দেখা স্বীকার করে নিলেই ত আমাদের উভয়ের ভাবের এক রকম সমন্বয় হোলো। সুতরাং সে বিশ্বাস যাই করুক তাতে কিছু এসে যায় না—সে কাজ করুক।

বালাজি, জি জি, কিডি, ডাক্তার ও আমাদের সব বন্ধুকে আমার ভালবাসা জানাবে আর যে সকল স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মারা তাঁদের দেশের জন্য তাঁদের মতবিভিন্নতা গ্রাহ্য না করে সাহস ও মহদন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের সকলকেও আমার হৃদয়ের অগাধ ভালবাসা জানাবে।

একটি ছোটখাট সমিতি প্রতিষ্ঠা কর, তার মুখপত্র-স্বরূপ একখানা সাময়িক পত্র বার কর—তুমি তার সম্পাদক হও। কাগজটা বার করবার ও কাজটা আরম্ভ করে দেবার জন্য খুব কম করে ধরে কত খরচা পড়ে হিসেব করে আমায় জানাবে আর সমিতিটার নাম ও ঠিকানাও জানাবে। আমি তা হলে তার জন্যে নিজে টাকা পাঠাব—শুধু তা নয়, আমেরিকার আরও অনেককে ধরে তাঁরা যাতে বছরে মোটা চাঁদা দেন, তা কোরবো। কল্‌কেতায়ও ঐরকম করতে বল। আমাকে ব—র ঠিকানা পাঠাবে। সে বেশ ভাল ও মহৎ লোক। সে আমাদের সঙ্গে মিশে বেশ সুন্দর কাজ কোরবে।

তোমাকে সমস্ত জিনিষটার ভার নিতে হবে—সর্দ্দার হিসাবে নয়, সেবকভাবে—বুঝলে? এতটুকু কর্ত্তাত্বির ভাব দেখালে লোকের মনে ঈর্ষার ভাব জেগে উঠবে—তাতে সব মাটি হয়ে যাবে। যে যা বলে, তাইতে সায়

দিয়ে যাও—কেবল চেষ্টা কর—আমার সব বন্ধুদের একসঙ্গে জড় করে রাখ্‌তে—বুঝলে? আর আস্তে আস্তে কাজ করে উহার উন্নতির চেষ্টা কর। জি, জি ও অন্যান্য যাদের এখনই রোজগার কর্‌বার প্রয়োজন নেই, তারা এখন যেমন কচ্ছে তেমনি করে যাক্‌ অর্থাৎ চারিদিকে ভাব ছড়াক্‌। জি, জি, মহীশূরে বেশ কাজ কচ্ছে। এই রকমই ত কর্‌তে হবে। মহীশূর কালে আমাদের একটা বড় আড্ডা হয়ে দাঁড়াবে।

আমি এখন আমার ভাবগুলি পুস্তাকাকারে লিপিবদ্ধ কোর্‌বো ভাব্‌ছি—তার পর আগামী শীতে সারা দেশটা ঘূরে সমিতি স্থাপন কোর্‌বো। এ একটা মস্ত কার্য্য-ক্ষেত্র আর এখানে যত কাজ হতে থাক্‌বে, ততই ইংলণ্ড এই ভাব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হবে। হে বীরহৃদয় বৎস, এতদিন পর্য্যন্ত বেশ কাজ করেছো। প্রভু তোমাদের ভিতর সব শক্তি দেবেন।

আমার হাতে এখন ৯০০০৲ টাকা আছে—তার কতকটা ভারতের কার্য্যটা আরম্ভ করে দেবার জন্য পাঠাব, আর এখানে অনেক লোককে ধরে তাদের দিয়ে বাৎসরিক যাণ্মাসিক বা মাসিক হিসাবে টাকাকড়ি পাঠাবার বন্দোবস্ত কোর্‌বো। এখন তুমি সমিতিটা খুলে ফেল ও কাগজটা বার করে দাও ও আর আর আনুসঙ্গিক যা আবশ্যক

তার তোড় জোড় কর। এ ব্যাপারটা খুব অল্প লোকের ভিতর গোপন রেখো—সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মাদ্রাজে একটা মন্দির কর্‌বার জন্য মহীশূর ও অন্যান্য স্থান থেকে টাকা তোলবার চেষ্টা কর—তাতে একটা পুস্তকালয় থাক্‌বে—আফিষ ও ধর্ম্মপ্রচারকদের অর্থাৎ কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগী এসে পড়ে, তাদের জন্য কয়েকটা ঘর থাক্‌বে। এইরূপে আমরা ধীরে ধীরে কাজে অগ্রসর হব।

সদা স্নেহাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

পুঃ—তুমি ত জান টাকা রাখা—এমন কি, টাকা ছোঁয়া পর্য্যন্ত আমার পক্ষে বড় মুস্কিল। উহা আমার পক্ষে বেজায় বিরক্তিকর আর ওতে মনকে বড় নীচু করে দেয়। সেই কারণে কাজের ভাগের টাকাকড়ির ব্যাপার-টার বন্দোবস্ত কর্‌বার জন্য তোমাদিগকে সংঘবদ্ধ হয়ে একটা সমিতি স্থাপন কর্‌তেই হবে। এখানে আমার যে সব বন্ধু আছে—তারাই আমার সব টাকাকড়ির বন্দো-বস্ত করে থাকে—বুঝ্‌লে? এই ভয়ানক টাকাকড়ির হাঙ্গামা থেকে রেহাই পেলে হাঁফছেড়ে বাঁচ্‌ব। সুতরাং যত শীঘ্র তোমরা সংঘবদ্ধ হতে পার এবং তুমি সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হয়ে আমার বন্ধু ও সহায়কদের সঙ্গে সাক্ষাৎ-ভাবে পত্রাদি ব্যবহার কর্‌তে পার, ততই তোমাদের ও

আমার উভয় পক্ষের মঙ্গল। এইটে শীগ্‌গীর্ করে ফেলে আমাকে লেখ। সমিতির একটা অসাম্প্রদায়িক নাম দিও—আমার মনে হচ্ছে—'প্রবুদ্ধ ভারত' নামটা হলে মন্দ হয় না। ঐ নামটা দিলে তাতে হিন্দুদের মনে কোন আঘাত না দিয়ে বৌদ্ধদেরও আমাদের দিকে আকৃষ্ট কর্‌বে। 'প্রবুদ্ধ' শব্দটার ধ্বনিতেই ('প্র= সঙ্গে+বুদ্ধ) 'বুদ্ধের' অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে—ভারত জুড়্‌লে হিন্দুধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের সম্মিলন বোঝাতে পারে। যাই হোক্, আমাদের সকল বন্ধুদের সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করো—তাঁরা যা ভাল বিবেচনা করেন।

আমার মঠের গুরুভাইদেরও এইরূপে সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ কর্ম্ম কর্‌তে বলবে, তবে টাকাকড়ির কাজ সব তোমাকেই কর্‌তে হবে। তারা সন্ন্যাসী তারা টাকাকড়ি ঘাঁটা পছন্দ কোর্‌বে না। আলসিঙ্গা, জেনে রেখো তোমায় ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় কাজ কর্‌তে হবে। অথবা তুমি যদি ভাল বোঝ, কতকগুলি বড়লোককে ধরে তাদের রাজি করে সমিতির কর্ম্মচারিরূপে তাদের নাম প্রকাশ কোর্‌বে—আসল কাজ কিন্তু কর্‌তে হবে তোমাকে—তাদের নামে অনেক কাজ হবে। তোমার যদি সাংসারিক কাজ কর্ম্ম খুব বেশী থাকে এবং তার দরুণ যদি এসব কর্‌বার

তোমার সময় না থাকে, তবে জি, জি, সমিতির এই বৈষয়িক ভাগটার ভার নিক—আর আমি আশা করি, পেট চালাবার জন্যে যাতে কলেজের কাজের উপর তোমার নির্ভর না করতে হয়, তা করবার চেষ্টা কোর্‌বো। তা হলে তুমি নিজে উপোষ না করে আর পরিবারদের উপোষ না করিয়ে সর্ব্বান্তঃকরণে এই কাজে নিযুক্ত হতে পার্‌বে। কাজে লাগো, বৎস, কাজে লাগো। কাজের কঠিন ভাগটা অনেকটা সিধে হয়ে এসেছে। এখন প্রতি বৎসর কাজ গড়িয়ে গড়িয়ে হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি কেবল উত্তমরূপে দাগা বুলিয়ে যেতে পার, তা হলে আমি ভারতে ফিরলে কাজের খুব দ্রুত উন্নতি হতে থাক্‌বে। তোমরা যে এতদূর করেছ, এই ভেবে খুব আনন্দ কর। যখন মনে নিরাশ ভাব আস্‌বে, তখন ভেবে দেখো, গত বর্ষের ভিতর কতদূর কাজ হয়েছে। আমরা নগণ্য অবস্থা থেকে উঠেছি—এখন সমগ্র জগৎ আমাদের দিকে আশাপূর্ণ নয়নে চেয়ে রয়েছে। শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ আমাদের কাছ থেকে বড় বড় জিনিষ আশা করছে। নির্ব্বোধ মিশনরিগণ, ম—এবং উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ কেহই সত্য, প্রেম ও অকপটতার শক্তিকে বাধা দিতে পার্‌বে না। তোমার কি মন মুখ এক হয়েছে? তুমি কি মৃত্যুভয় পর্য্যন্ত তুচ্ছ করে

নিঃস্বার্থভাবে থাক্‌তে পার? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? যদি এইগুলি তোমার থাকে তবে তোমার কোন কিছুকে, এমন কি, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় কর্‌বার দরকার নাই। এগিয়ে যাও, বৎসগণ, সমগ্র জগৎ জ্ঞানালোক চাইছে—উহা উৎসুক নয়নে ঐ জ্ঞানালোক পাবার জন্য আমাদের দিকে আশা করে রয়েছে। কেবল ভারতের কাছে সেই জ্ঞানালোক আছে—সে জ্ঞানালোকের অলৌকিক কার্য্যকরিশক্তি, ইন্দ্রজাল, ভেল্কি বা বুজরুগিতে নাই—আছে—সত্য ধর্ম্মের মর্ম্ম-ভাগের—উচ্চতম আধ্যাত্মিক সত্যের অশেষ মহিমার উপদেশে। জগৎকে সেই শিক্ষার ভাগী করবার জন্যই প্রভু এই জাতটাকে নানা দুঃখদুর্ব্বিপাকের মধ্য দিয়াও আজ পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন উহা দেবার সময় এসেছে। হে বীর হৃদয় যুবকগণ, তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমরা বড় বড় কাজ কর্‌বার জন্য জন্মেছো। কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেয়ো না—এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রাঘাত হলেও ভয় পেয়ো না—খাড়া হয়ে উঠ—উঠ কাজ কর।

তোমাদের

বিবেকানন্দ।

পত্রাবলী।

(ইংরাজীর অনুবাদ—জনৈক পাশ্চাত্য মহিলাকে লিখিত)

(২৩)

হোটেল, বেলভু,
বেকন ষ্ট্রীট, বোষ্টন।
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

মা,

আমি তোমাকে মোটেই ভুলে যাইনি। তুমি কি মনে কর, আমি কখন এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারি? তুমি আমাকে তোমার ঠিকানা দাওনি, তবু আমি মিস্ ফিলিপ্‌স্ ল্যাণ্ডসবার্গের কাছে যা সব খবর দেয়, তাই থেকে তোমার খবর পাচ্ছি। বোধ হয় মান্দ্রাজ থেকে আমায় যে অভিনন্দন পাঠিয়েছে, তা তুমি দেখেছ। আমি তোমাকে পাঠাবার জন্য খানকতক ল্যাণ্ডসবার্গের কাছে পাঠাচ্ছি।

হিন্দুসন্তান কখন মাকে টাকা ধার দেয় না, মার সন্তানের উপর সর্ব্ববিধ অধিকার আছে, সন্তানেরও মার উপর তাই। সেই তুচ্ছ ডলার কয়টি আমাকে ফিরিয়ে দেবার কথা বলাতে তোমার উপর আমার বড় রাগ হয়েছে। তোমার ধার আমি কোন কালে শুধ্‌তে পার্‌ব না।

আমি এখন বোষ্টনের কয়েক জায়গায় বক্তৃতা

দিচ্ছি। আমি এখন চাই এমন একটা জায়গা, যেখানে বসে আমার ভাবরাশি লিপিবদ্ধ করতে পারি। বক্তৃতা যথেষ্ট হল, এখন আমি লিখ্‌তে চাই। আমার বোধ হয় তার জন্য আমাকে নিউইয়র্কে যেতে হবে। মিসেস্ গার্ণসি আমার প্রতি বড়ই সদয় ব্যবহার করেছিলেন এবং তিনি সদাই আমায় সাহায্য করতে ইচ্ছুক। আমি মনে কর্‌ছি, তাঁর ওখানে গিয়ে বসে বই লিখ্‌বো।

তোমার সদা স্নেহাস্পদ—

বিবেকানন্দ

পুঃ—

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমায় লিখ্‌বে, গার্ণসিরা সহরে ফিরেছে, না, এখনও ফিশ্‌স্কিলে আছে।

ইতি—

বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৪)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় কিডি,

তোমার এত শীঘ্র সংসার ত্যাগের সংকল্প শুনে আমি বড়ই দুঃখিত হলাম। ফল পাক্‌লে আপনিই গাছ থেকে

পড়ে যায়। অতএব সময়ের অপেক্ষা কর। তাড়াতাড়ি কোরো না। বিশেষ, নিজে কোন আহাম্মকি কাজ করে কারও অপরকে কষ্ট দেবার অধিকার নেই। সবুর কর, ধৈর্য্য ধরে থাক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বালাজি, জি জি ও আমাদের অপর সকল বন্ধুকে আমার বিশেষ ভালাবাসা জানাবে। তুমিও অনন্ত-কালের জন্য আমার ভালবাসা জান্‌বে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৫)

হোটেল, বেলভু,
ইউরোপীয়ান প্লান,
বেকন ষ্ট্রীট, বোষ্টন।
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি আপনার কৃপালিপি দুখানিই পেয়েছি। আমাকে শনিবারে মেলরোজি ফিরে গিয়ে তথায় সোম-বার পর্য্যন্ত থাক্‌তে হবে। মঙ্গলবার আপনার ওখানে যাবো। কিন্তু ঠিক কোন্ জায়গাটা আপনার বাড়ী আমি ভুলে গেছি আপনি অনুগ্রহ করে যদি আমায়

লেখেন। আমার প্রতি অনুগ্রহের জন্য আপনাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌বার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না—কারণ, আপনি যা দিতে চেয়েছেন ঠিক সেই জিনিষটাই আমি খুঁজছিলাম—লেখ্‌বার জন্য একটা নির্জ্জন জায়গা। অবশ্য আপনি দয়া করে যতটা জায়গা আমার জন্য দিতে চেয়েছেন, তার চেয়ে কম জায়গাতেই আমার চলে যাবে। আমি যেখানে হয় গুড়িসুড়ি মেরে পড়ে আরামে থাক্‌তে পার্‌বো।

আপনার সদা বিশ্বস্ত
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৬)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,
৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় কিডি,

তোমার পত্র পেলাম। তোমার মন যে নানা দিকে এদিক্ ওদিক্ করেছে, তা সব পড়লাম। সুখী হলাম যে, তুমি রামকৃষ্ণকে ত্যাগ কর নি। তাঁর জীবনের অদ্ভুত গল্পগুলি সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছি, তুমি সেগুলি থেকে—আর যে সব আহাম্মক

ওগুলি লিখ্‌ছে, তাদের থেকে তফাৎ থাক্‌বে। সেগুলি সত্য বটে কিন্তু আমি নিশ্চিত বুঝ্‌ছি, আহাম্মকেরা সবগুলো তালগোল পাকিয়ে খিচুড়ি করে ফেল্‌বে। তাঁর কত ভাল ভাল জ্ঞানরাশি শিক্ষা দেবার ছিল—তবে সিদ্ধাইরূপ বাজে জিনিষগুলির উপর অত ঝোঁক দাও কেন? অলৌকিক ঘটনার সত্যতা প্রমাণ কর্‌তে পার্‌লেই ত ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ হয় না—জড়ের দ্বারা ত আর চৈতন্যের প্রমাণ হয় না। ঈশ্বর বা আত্মার অস্তিত্ব বা অমরত্বের সঙ্গে অলৌকিক ক্রিয়ার কি সম্বন্ধ? তুমি ঐ সব নিয়ে মাথা ঘামিও না, তুমি তোমার ভক্তি নিয়ে থাক আর এটি নিশ্চিন্ত থেকো যে, আমি তোমার সব দায়িত্ব গ্রহণ করিছি। এটা ওটা নিয়ে মনটাকে চঞ্চল কোরো না। রামকৃষ্ণকে প্রচার কর। যে পেয়ালা খেয়ে তোমার তৃষ্ণা মিটেছে তা অপরকে খাইয়ে দাও। তোমার প্রতি আমার আশীর্ব্বাদ—সিদ্ধি তোমার করতলগত হোক্‌। বাজে দার্শনিক চিন্তা নিয়ে মাথা ঘামিও না—অথবা তোমার গোঁড়ামি দিয়ে অপরকেও বিরক্ত কোরো না। একটা কাজই তোমার পক্ষে যথেষ্ট—রামকৃষ্ণকে প্রচার করা, ভক্তি প্রচার করা। এই কাজের জন্য তোমায় আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি—করে যাও। যদি আরও নির্ব্বোধের মত প্রশ্ন তোমার মনে আসে, জানবে—তোমার

উদ্ধারের আর বাকি নেই, তোমার সিদ্ধ হবার আর বাকি নেই। এখন গিয়ে প্রভুর নাম প্রচার করোগে।

সদা আশার্ব্বাদক
বিবেকানন্দ

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৭)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা,
৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ফনোগ্রাফ ও পত্রখানি তোমার কাছে নিরাপদে পৌঁচেছে জেনে আনন্দিত হলাম। আমাকে খবরের কাগজ থেকে কেটে আর পাঠাবার দরকার নেই, কাগজের বন্যায় আমায় ভাসিয়ে দিয়েছে—এখন যথেষ্ট হয়েছে আর আবশ্যক নেই। এখন সংঘটার জন্য খাটো। আমি ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কে একটা সমিতি স্থাপন করেছি, উহার Vice-president (সহকারী সভাপতি) শীঘ্রই তোমাকে পত্র লিখ্‌বেন—তুমিও যত শীঘ্র পার তাদের সঙ্গে পত্র ব্যবহার কর্‌তে আরম্ভ কর। আশা করি, আমি আরও কয়েক জায়গায় সমিতি স্থাপন কর্‌তে সমর্থ হব।

পত্রাবলী।

আমাদিগকে আমাদের সব শক্তি সংঘবদ্ধ কর্‌তে হবে—আধ্যাত্মিক বিষয়ে একটা সম্প্রদায় গড়্‌বার জন্য নয়, উহার বৈষয়িক দিকটাকে প্রণালীবদ্ধ কর্‌বার জন্য। জোরের সহিত প্রচার কার্য্য খুলে দিতে হবে। তোমাদের সব মাথাগুলো একত্র কর ও সংঘবদ্ধ হও।

রামকৃষ্ণ-কৃত অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধে কি পাগ্‌লামি হচ্ছে? আমার অদৃষ্টে সারা-জীবন দেখ্‌ছি গরু তাড়ান ঘুচ্‌লনা। মস্তিষ্কহীন আহাম্মকগুলো কেন যে এই বাজে আজগুবিগুলো লেখে তা জানিও না, বুঝিও না। মদকে ডি, গুপ্তের ঔষধে পরিণত করা ছাড়া—রামকৃষ্ণের কি জগতে আর কোন কার্য্য ছিল না? প্রভু আমাকে এই ছটাকে-মাথা আহাম্মকদের হাত থেকে রক্ষা করুন! এই সব লোক নিয়ে কাজ কর্‌তে হবে! যদি এরা রামকৃষ্ণের একখানা যথার্থ জীবন চরিত লিখ্‌তে পারে—তিনি যে জন্য এসেছিলেন, যা শিক্ষা দিতে এসেছিলেন, সেই দিক লক্ষ্য রেখে যদি ইহা লিখা হয় তবে লিখুক—তা না হলে এই সব আবোল-তাবোল লিখে ভাল লোকদের লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়ে যেন না দেয়। এই সব লোক ভগবান্‌কে জান্‌তে চায়—এদিকে রামকৃষ্ণের ভিতর বুজরুকি ছাড়া আর কিছু দেখ্‌তে পায় না! খাজা আহাম্মকি! এ

রকম আহাম্মকি দেখ্‌লে আমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ ফুট্‌তে থাকে। কিডি তাঁর ভক্তি, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের কথা এবং অন্যান্য উপদেশ সব তর্জ্জমা করুক না? এই ঢৌলে লিখ্‌তে হবে, তাঁর জীবনটা একটা অসাধারণ আলোক-বর্ত্তিক, যার তীব্র রশ্মিসম্পাতে লোকে হিন্দু ধর্ম্মের সমগ্র অবয়ব ও আশয়টা বুঝ্‌তে সমর্থ হবে—শাস্ত্রেতে যে সব জ্ঞান মতবাদ আকারে মাত্র রয়েছে তিনি তার মূর্ত্ত দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—ঋষি ও অবতারেরা—যা বাস্তবিক শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি নিজের জীবনের দ্বারা তা দেখিয়ে গেছেন। শাস্ত্রগুলি মতবাদ মাত্র—তিনি ছিলেন তার প্রত্যক্ষ অনুভূতি। এই ব্যক্তিটি এক পঞ্চাশৎ বর্ষব্যাপী একটা জীবনে পঞ্চসহস্র বর্ষব্যাপী জাতীয় আধ্যাত্মিক জীবন-যাপন করে গেছেন এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য একটি মূর্ত্ত শিক্ষাপ্রদ দৃষ্টান্ত-স্বরূপে আপনাকে গড়ে তুলে-ছিলেন। তাঁর ভিন্ন ভিন্ন মত এক একটা অবস্থাভেদ করে—এই মতবাদ দ্বারা বেদের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রসমূহের সমন্বয় হোতে পারে। পরধর্ম্ম বা পরমতের প্রতি শুধু দ্বেষভাব না থাক্‌লে চল্‌বে না, আমাদিগকেও ঐ ঐ ধর্ম্ম বা মত অবলম্বন করে জীবনে সাধনা করে আপনার করে ফেল্‌তে হবে—সত্যই সকল ধর্ম্মের ভিত্তি ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব ভাব নিয়ে তাঁর একখানি সুন্দর ও

হৃদয়গ্রাহী জীবন-চরিত লেখা যেতে পারে। সময়ে সবই ঠিক হবে। নরনারী ঘটিত এবং দৈহিক ক্রিয়াদি ঘটিত অশ্লীল ও অসাধু ভাষা সব পরিহার কর। অন্যান্য জাতিরা ঐ ব্যাপারগুলার সামান্য উল্লেখ পর্য্যন্ত চূড়ান্ত অশ্লীলতা জ্ঞান করে—তাঁর ইংরাজী জীবন-চরিত সমগ্র জগৎ পড়্‌বে—সুতরাং সাবধান, আমাদের কোন প্রকার অসভ্যতা যেন ওর ভিতর প্রবেশ না করে। আমি একখানা জীবন চরিত পড়্‌লাম—তাতে এইরূপ বহু শব্দের প্রয়োগ আছে। হিন্দু আমাদের এই ভাবের কুরুচিটার কখনও বিকাশ হয় নি। কিন্তু এই সব ভাবের বা ভাষায় আভাস পর্য্যন্ত দেখ্‌লে অপর জাতিরা তাকে ঘোরতর অশ্লীলতা জ্ঞান করে। সুতরাং খুব সাবধান—খুব সাবধান হয়ে এরূপ ভাষা বা ভাব বাদ দেবে। ঐ সব লোকের এদিকে একবিন্দু ক্ষমতা নেই অথচ হাম্‌বড়াইটা খুব আছে—তারা নিজেদের এত বড় মনে করে যে অপরের পরামর্শ শুন্‌তে একদম নারাজ। এই অদ্ভুত ভদ্রমহোদয়গুলিকে নিয়ে যে কি কোর্‌বো তা বুঝি না—তাদের কাছ থেকে আমার বেশী কিছু আশা নেই। তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্। তারা যে বইখানা পাঠিয়েছিল, তার জন্য লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হচ্ছে। লেখক হয় ত ভেবেছেন যে তিনি খোলাখুলি ভাবে সত্য লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছেন—পরমহংসদেবের ভাষা

পর্য্যন্ত বজায় রাখ্ছেন—কিন্তু আহাম্মক এটা ভাবে নি যে তিনি স্ত্রীলোকদের সাম্নে কখনও এরকম ভাষা ব্যবহার কর্তেন না—কিন্তু লেখক আশা করেন, তাঁর বই নর-নারী উভয়ে পড়্বে। প্রভু আহাম্মকদের হাত থেকে আমায় রক্ষা করুন! তারা আবার মনে করে, আমরা সকলেই তাঁকে সাক্ষাৎ দেখেছি! দূর ছাই, এরূপ মস্তিষ্ক-হীনদের ভিতর দিয়ে যা কিছু বেরোয়, ছুঁড়ে ফেলে দিতে হবে। নিজেরা ভিখারী—রাজার মত চালচলন কর্তে চায়—নিজেরা আহাম্মক, মনে করে আমরা মস্ত জ্ঞানী—ক্ষুদ্র দাস সব মনে কচ্ছে আমরা প্রভু—এই ত তাদের অবস্থা, কি যে কোর্বো, কিছু বুঝতে পারি না। প্রভু আমায় রক্ষা করুন! আমার সব আশা-ভরসা—র উপর—কাজ করে যাও—লোকদের মতানুসারে চোলো না—কেবল তাদের না চটিয়ে খুসী রেখে যাও—এই আশায় যে তাদের মধ্যে কেউ না কেউ একজনও ভাল দাঁড়াতে পারে। কিন্তু স্বাধীনভাবে তোমাদের কাজে অগ্রসর হয়ে যাও। ভাত রান্না হলে অনেকে পাত পেতে খেতে বসে। সাবধান—কাজ করে যাও। সদা আমার আশীর্ব্বাদ জান্বে।

ইতি—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(১৮)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

২৬শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয়বরেষু—

শুভাশীর্ব্বাদ। তোমার পত্র এইমাত্র পেলাম। নরসিমা ভারতে পৌচেছে শুনে সুখী হলাম। ডাঃ ব্যারোজের ধর্ম্মমহাসভা সম্বন্ধে বিবরণ-পুস্তকখানি তোমায় পাঠাতে পারি নি বোলে আমি দুঃখিত। পাঠাতে চেষ্টা কোর্‌বো। কথাটা হচ্ছে এই যে ধর্ম্মমহাসভা সম্বন্ধে সব ব্যাপার এদেশে পুরোণো হয়ে গেছে। তিনি সম্প্রতি কোন বই লিখেছেন কি না জানি না আর তুমি যে কাগজখানির কথা উল্লেখ করেছো, তার সম্বন্ধেও কখন কিছু জানি নি। এখন ডাঃ ব্যারোজ, ধর্ম্মমহাসভা, ঐ সংক্রান্ত এই পত্র ও অন্য যা কিছু, প্রাচীন ইতিহাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, সুতরাং তোমরাও ঐগুলিকে ইতিহাসের সামিল ভাব্‌তে পার।

এখন আমার সম্বন্ধে—প্রায়ই শুনে থাকি, কোন না কোন মিশনরি কাগজে আমাকে আক্রমণ করে লিখে থাকে—আমার তার কোনটা দেখ্‌বার ইচ্ছাও হয় না। যদি ভারতের ঐ রকম মিশনরিদের আক্রমণ

সম্বলিত কোন কাগজ আমাকে পাঠাও, তা হলে তা জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দেব। আমাদের কাজের জন্য একটু হুজ্জতের দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়েছে। এখন আর লোকে এখানে বা সেখানে আমার পক্ষে বা বিরুদ্ধে ভালমন্দ কি বল্‌ছে, সে দিকে আর লক্ষ্য কোরো না। তুমি তোমার কাজ করে যাও আর মনে রেখো—

'নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি'

—গীতা।

—হে বৎস, সৎকর্ম্মকারীর কখন দুর্গতি হয় না।

এখানে দিন দিন লোকে আমার ভাব নিচ্ছে আর তোমাকে আলাদা বল্‌ছি, তুমি যতটা ভাব্‌ছো তার চেয়ে এখানে আমার যথেষ্ট প্রতিপত্তি। সব জিনিষই ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে।

ব্যাল্টিমোরের ঘটনা সম্বন্ধে বক্তব্য এই, যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ ভাগে লোকে নিগ্রো শঙ্করজাতের সঙ্গে অন্য কৃষ্ণকায় জাতির প্রভেদ জানে না। যখন জান্‌তে পারে, তখন দেখ্‌বে তারা খুব আতিথেয়। টমাস আ কেম্পিসের কথা নিয়ে ব্যাপারটা আমার নিকটও নূতন সংবাদ বটে! আমি তোমায় পূর্ব্বেও লিখেছি, এখনও লিখ্‌ছি, আমি খবরের কাগজে

সুখ্যাতি বা নিন্দায় কোন কান দিই না, ঐরূপ কিছু আমার কাছে এলে আমি অগ্নিদাহ করি, তোমরাও তাই কর। খবরের কাগজের আহাম্মকি বা কোন প্রকার সমালোচনার দিকে যোগ কোরো না। মনমুখ এক করে নিজের কর্ত্তব্য সাধন করে যাও—সব ঠিক হয়ে যাবে। সত্যের জয় হবেই হবে। দোহাই, আমাকে খবরের কাগজ বা সাময়িক কোন পত্র বা কোন বই পাঠিও না। আমি সর্ব্বদা ঘূরে বেড়াচ্ছি—সুতরাং ঐ সব জিনিষের বোঝা বইতে গেলে আমার কি কষ্ট তা বুঝ্‌তেই পাচ্ছ।

মিশনরিদের গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না—এখানে কোন ভদ্রলোকই তাদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। ভারতে তারা হাত পা চাপড়াক—ডাঃ ব্যারোজও যে এখানে একজন খুব বড় লোক তা নয়। তাদের কথার উপরে আমি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে থাকি, আমার ইচ্ছা—তোমরাও তাই কর। সর্ব্বোপরি, আমাকে ভারতীয় খবরের কাগজের বন্যায় ভাসিয়ে দিও না—ওর ভিতর থেকে আমার যা দরকার ছিল তা হয়ে গেছে—আর না—এখন কাজে মন দাও—আয়ারকে তোমাদের সভার সভাপতি কর। আমি তাঁর মত অকপট ও মহদাশয় লোক আর দেখি নি। তাঁর ভিতর হৃদয় ও বুদ্ধিবৃত্তির

খুব সুন্দর সামঞ্জস্য আছে—তাঁকে সভাপতি করে কাজে অগ্রসর হয়ে যাও। আমার উপর বড় নির্ভর কোরো না—নিজেদের উপর নির্ভর করে কাজ করে যাও। এখনও আমি অকপট ভাবে বিশ্বাস করি, মান্দ্রাজ থেকেই শক্তি-তরঙ্গ উঠ্‌বে। আমার সম্বন্ধে কথা-এই, কবে আমি ফিরে যাচ্ছি জানি না। আমি এখানে সেখানে দু জায়-গায়ই কাজ করছি। আমি এই পর্য্যন্ত সাহায্য কর্‌তে পার্‌ব যে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পার্‌ব। তোমরা সকলে আমার ভালবাসা জান্‌বে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(২৯)

যুক্তরাজ্য, আমেরিকা।

১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

একটা পুরাতন গল্প শুন—একটা লোক একটা রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা বুড়োকে তার দরজার গোড়ায় বসে থাকতে দেখে, সেইখানে দাঁড়িয়ে তাকে

জিজ্ঞাসা করলে—ভাই, অমুক গ্রামটা এখান থেকে কত-দূর? বুড়োটা কোন জবাব দিলে না। তখন পথিক বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, কিন্তু বুড়ো তবু চুপ করে রইল। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে আবার রাস্তায় গিয়ে চলবার উদ্যোগ করলে। তখন বুড়ো দাঁড়িয়ে উঠে পথিককে সম্বোধন করে বল্লে, "আপনি অমুক গ্রামটার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন—সেটা এই মাইল খানেক হবে।" তখন পথিক তাকে বল্লে, "তোমাকে এই একটু আগে কতবার ধরে জিজ্ঞাসা করলাম—তখন ত তুমি একটা কথাও কইলে না—এখন যে বোল্‌ছো—ব্যাপার-খানা কি?" তখন বুড়ো বল্লে, "ঠিক কথা। কিন্তু প্রথম যখন জিজ্ঞাসা করছিলেন, তখন চুপচাপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, ভাব দেখে আপনার যে যাবার ইচ্ছা আছে তাই বোধ হচ্ছিল না—এখন হাঁট্‌তে আরম্ভ করেছেন, তাই আপনাকে বল্লাম।"

হে বৎস, এই গল্পটা মনে রেখো। কাজ আরম্ভ করে দাও, বাকি সব আপনা আপনি হয়ে যাবে। গীতায় ভগবান্ বলেছেন,—

'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

অর্থাৎ যিনি আর কারও উপর নির্ভর না করে

কেবল আমার উপর নির্ভর করে থাকেন, তাঁর আর আর যা কিছু দরকার আমি সব যুগিয়ে দি।

ভগবানের এ কথাটা ত আর স্বপ্ন বা কবিকল্পনা নয়!

প্রথম কথা হচ্ছে, আমি সময়ে সময়ে তোমায় অল্প সল্প করে টাকা পাঠাব। কারণ, প্রথম কল্‌কেতাতেও আমাকে ঐ রকম কিছু কিছু বরং মাদ্রাজের চেয়ে কিছু কিছু বেশী বেশী পাঠাতে হবে। তথায় আন্দোলন আমার কথায় নির্ভর করে কেবল রাস্তায় দাঁড়িয়েছে, তা নয়, রীতিমত নাচ্‌তে সুরু করেছে। তাদের আগে দেখ্‌তে হবে। দ্বিতীয়তঃ, কল্‌কেতা অপেক্ষা মাদ্রাজে সাহায্য পাবার আশা বেশী আছে। আমার ইচ্ছা—এই দুটা কেন্দ্রই এক সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করুক। এখন কিছু পূজাপাঠ, প্রচার এই ভাবেই কাজ আরম্ভ করে দিতে হবে। একটা সকলের মেল্‌বার জায়গা কর, তথায় প্রতি সপ্তাহে কোন রকম একটু পূজাঅর্চ্চা করে সভাষ্য উপনিষদ্ পাঠ হোক্—এইরূপে আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করে দাও। একবার চাকায় হাত লাগাও দেখি—চাকাটি ঠিক ঘুরে যাবে।

আমি মিররে অভিনন্দনটা ছাপা হয়েছে দেখ্‌লাম—ওরা যে এটা ভালভাবে নিয়েছে, তা ভালই। যার শেষ ভাল তার সব ভাল।

এখন কাজে লাগো দেখি। জি, জির প্রকৃতিটা ভাবপ্রবণ, তোমার মাথা ঠাণ্ডা—দুজনে এক সঙ্গে মিলে কাজ কর। ঝাঁপ দাও—এই ত সবে আরম্ভ। আমেরিকার টাকায় হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনের আশা অসম্ভব—প্রত্যেক জাতকে নিজেকে নিজে উদ্ধার কর্‌তে হবে। মহীশূরের মহারাজা, রামনাদের রাজা ও আর আর কয়েক জনকে এই কাজের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন কর্‌বার চেষ্টা কর। ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ আরম্ভ করে দাও। মাদ্রাজে একটা জায়গা নেবার চেষ্টা কর—একটা কেন্দ্র যদি কর্‌তে পারা যায়, সেইটে একটা মস্ত জিনিষ হল—তার পর সেখান থেকে ছড়াতে থাক। ধীরে ধীরে কাজ আরম্ভ কর—প্রথমটা কয়েকজন গৃহস্থ প্রচারক নিয়ে কাজ আরম্ভ কর, ক্রমশঃ এমন লোক পাবে যারা এই কাজের জন্য সারা জীবন দেবে। কারও উপর হুকুম চালাবার চেষ্টা কোরো না—যে অপরের সেবা কর্‌তে পারে, সেই যথার্থ সর্‌দার হতে পারে। যত দিন না শরীর যাচ্ছে, অকপট ভাবে কাজে লেগে থাক। আমরা কাজ চাই—নামযশ টাকাকড়ি কিছু চাই না। কাজের আরম্ভটা যখন এমন সুন্দর হয়েছে, তখন তোমরা যদি কিছু না কর্‌তে পার তবে তোমাদের উপর আমার আর কিছুমাত্র বিশ্বাস থাক্‌বে না। আমাদের

আরম্ভটা বেশ সুন্দর হয়েছে। ভরসায় বুক বাঁধো। জি, জিকে ত তার পরিবারের ভরণপোষণের জন্য কিছু করতে হয় না—সে কেন মাদ্রাজে একটা জায়গার জন্য যাতে কিছু টাকার যোগাড় হয় তার জন্য লোককে একটু তাতায় না। মাদ্রাজে একটা কেন্দ্র হয়ে গেলে তারপর চারিদিকে কার্য্যক্ষেত্র বিস্তার করতে থাক—এখন সপ্তাহে সপ্তাহে একত্র হওয়া—একটু স্তবাদি হল—কিছু শাস্ত্রপাঠ হল—তা হলেই যথেষ্ট। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হও—তা হলেই সিদ্ধি নিশ্চিত।

নিজেদের কাজে স্বাধীনতা না হারিয়ে কল্‌কেতার ভ্রাতৃবর্গের উপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাভক্তি দেখাবে—কারণ, তারা যে সন্ন্যাসী।

কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার ছেলেদের আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। এখন কেবল কাজ, কাজ, কাজ—বছর কতক বাদে স্থির হয়ে কে কতদূর কর্‌লে মিলিয়ে তুলনা করে দেখা যাবে। ধৈর্য্য, অধ্যবসায় ও পবিত্রতা চাই।

এখন আমি হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন বই লিখ্‌ছি না—এখন কেবল নিজের ভাবগুলো টুকে যাচ্ছি মাত্র—জানি না কবে সেগুলো পুস্তকাকারে নিবদ্ধ করে প্রকাশ কোর্‌বো।

বইএ আছে কি? জগৎ ত ইতিমধ্যেই নানা বাজে বইরূপ আবর্জ্জনা-স্তূপে ভরা হয়ে গেছে। কাগজটা বার কর্‌বার চেষ্টা কর—তাতে কারও হাতের সমালোচনার দরকার নেই—তোমার যদি কিছু ভাব দেবার থাকে তা শিক্ষা দাও—তার উপর আর এগিও না। তোমার যা ভাব দেবার থাকে দিয়ে যাও—বাকি প্রভু জানেন। মিশনরিদের এখানে কে গ্রাহ্য করে? তারা বিস্তর চেঁচিয়ে এখন থেমেছে। আমি তাদের নিন্দাবাদের কখন উত্তর দিই নি—আর তার দরুণ সাধারণে এখন আমাকে ভালই বল্‌ছে। আমাকে আর খবরের কাগজ পাঠিও না—যথেষ্ট এসেছে। কাজটা যাতে চলে তার জন্য একটু চাউর হওয়ার দরকার হয়েছিল—খুব হয়ে গেছে। চেয়ে দেখ—অন্যান্য দলেরা কেমন এক রকম বিনা ভিত্তিতেই গড়ে তুলেছে। আর তোমাদের এমন সুন্দর আরম্ভ হয়েও তোমরা যদি কিছু করতে না পার তবে আমি বড়ই নিরাশ হব। তোমরা যদি আমার সন্তান হও তবে তোমরা কিছুই ভয় করবে না, কিছুতেই তোমাদের গতিরোধ কর্‌তে পার্‌বে না। তোমরা সিংহতুল্য হবে। আমাদিগকে ভারতকে—সমগ্র জগৎকে জাগাতে হবে। না করলে চল্‌বে না, কাপুরুষতা চল্‌বে না—বুঝ্‌লে? মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিচলিতভাবে লেগে

পড়ে থেকে আমি যেমন দেখাচ্ছি করে যেতে হবে—তবে তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। গুরুভক্তি—মৃত্যু পর্য্যন্ত। গুরুর উপর বিশ্বাস—ইহাই রহস্য। এই গুরুভক্তি কি তোমার আছে? যদি ইহা তোমার থাকে—আর আমি হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি ইহা তোমার আছে; আর আমার যে এই বিশ্বাস আছে, তা তুমি তোমার প্রতি আমার নির্ভর ও বিশ্বাস দেখেই অবশ্যই জান—তবে কাজে লেগে যাও—তোমার সিদ্ধি নিশ্চিত। তুমি যে দিকে পদার্পণ করবে, তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা ও আশীর্ব্বাদ তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে। মিলে মিশে কাজ কর—সকলের সঙ্গে ব্যবহারে পরম সহিষ্ণু হও। সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে—আমি সর্ব্বদা তোমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখ্‌ছি। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। এই ত সবে আরম্ভ। এখানে একটু হৈ চৈ হলে ভারতে তার প্রবল প্রতিধ্বনি হয়—বুঝ্‌লে? সুতরাং তাড়াহুড়ো করে এখান থেকে চলে যাবার আমার দরকার নেই। আমাকে এখানে স্থায়ী একটা কিছু করে যেতে হবে—সেইটে আমি এখন ধীরে ধীরে করছি। দিন দিন আমার প্রতি এখানকার লোকের বিশ্বাস বাড়ছে। তোমাদের বুকের ছাতিটা খুব বেড়ে যাক্‌। সংস্কৃত ভাষা বিশেষতঃ বেদান্তের তিনটা ভাষ্য অধ্যয়ন কর। প্রস্তুত

হয়ে থাক। আমার অনেক রকম কাজ কর্‌বার মতলব আছে। উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা যাতে কর্‌তে পার তার চেষ্টা কর। যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তোমার সব শক্তি আস্‌বে। চিঠিতে এই কথা বল—ওখানে আমার সকল সন্তানকে এই কথা বল। তারা সকলেই বড় বড় কাজ কর্‌বে—দুনিয়াই তা দেখে তাক্‌ লেগে যাবে। বুকে ভরসা বেঁধে কাজে লেগে যাও। তোমরা কিছু করে আমায় দেখাও, আমাকে একটা মন্দির, একটা ছাপাখানা, একখানা কাগজ, আমার থাক্‌বার জন্য একখানা বাড়ী করে আমায় দেখাও। যদি মান্দ্রাজে আমার জন্য একখানা বাড়ী কর্‌তে না পার ত তথায় গিয়ে কোথায় থাক্‌ব? লোকের ভিতর বিদ্যুদ্বেগে শক্তিসঞ্চার কর। টাকা ও প্রচারক যোগাড় কর। তোমাদের যা জীবনের ব্রত কোরেছো, তাতে দৃঢ়ভাবে লেগে থাকো। এ পর্য্যন্ত যা করেছো, খুব ভালই হয়েছে—আরও ভাল কর—তার চেয়ে ভাল কর—এইরূপে এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, এই পত্রের উত্তরে তুমি লিখবে যে তোমরা কিছু করেছ। কারও সঙ্গে বিবাদ কোরো না, কারও বিরুদ্ধে লেগো না। রামা শ্যামা খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে, এতে আমার কি এসে যায়? তারা যা খুসি তাই হোক্‌ না। কেন বিবাদ

বিসম্বাদের ভিতর মিশবে? যার যা ভাবই হোক্ না কেন, সকলের সকল কথা ধীরভাবে সহ্য কর। ধৈর্য্য, পবিত্রতা ও অধ্যবসায়। ইতি—

তোমাদের
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩০)

ব্রুকলিন, নিউইয়র্ক ষ্টেশন।
২৮শে ডিসেম্বর, ১৮৯৪।

প্রিয় মিসেস্ বুল,

আমি নিরাপদে নিউইয়র্কে পৌঁচেছি—তথায় ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ডিপোয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে—আমি তখনই ব্রুকলিনের দিকে রওনা হলাম ও সময়ে তথায় পৌঁছিলাম।

সন্ধ্যাকালটা পরমানন্দে কেটে গেল—নীতিসাধন-সমিতির কতকগুলি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।

আসচে রবিবার একটা বক্তৃতা হবে। ডাঃ জেন্‌স তাঁর স্বভাবসিদ্ধ খুব সহৃদয় ও অমায়িক ব্যবহার করলেন —আর মিঃ হিগিন্‌সকে পূর্ব্বেরই মত দেখলাম—খুব

কাজের লোক। বল্‌তে পারি না কেন, অন্যান্য সহরের চেয়ে এই নিউইয়র্ক সহরই দেখ্‌ছি স্ত্রীলোকের চেয়ে পুরুষেরাই বেশী ধর্ম্মালোচনায় আগ্রহবান্‌।

আমার ক্ষুরখানা ১৬১ নং বাড়ীতে ফেলে এসেছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক সেটা ল্যাণ্ডস্‌বার্গের নামে পাঠিয়ে দেবেন।

এই সঙ্গে মিঃ হিলিন্‌স আমার সম্বন্ধে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি ছাপিয়েছেন তার এক কপি পাঠালাম—আশা করি, ভবিষ্যতে আরও পার্‌বো।

মিস্‌ ফার্ম্মারকে এবং তাঁদের পবিত্র পরিবারের সকলকে আমার ভালবাসা জানাবেন।

সদা বশম্বদ

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩১)

C/o জর্জ্জ ডব্‌লিউ হেল।

৫৪১ নং ডিয়ারবর্ণ এভিনিউ, চিকাগো।

১৮৯৪।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার পত্র পেলাম। ভট্টাচার্য্যের মাতার দেহত্যাগ সংবাদে বিশেষ দুঃখিত হলাম। তিনি

একজন অসাধারণ মহিলা ছিলেন। প্রভু তাঁর কল্যাণ করুন।

আমি যে খবরের কাগজের অংশগুলি তোমায় পাঠিয়েছিলাম, সেগুলি প্রকাশ করতে বলে আমি ভুল করেছি। এ আমার একটা ভয়ানক অন্যায় হয়ে গেছে। মুহূর্তের জন্য দুর্বলতা আমার হৃদয়কে অধিকার করেছিল, এতে তাই প্রকাশ হচ্ছে।

এ দেশে দু তিন বছর ধরে বক্তৃতা দিলে টাকা তোলা যেতে পারে। আমি কতকটা চেষ্টা করেছি আর যদিও সাধারণে খুব আদরের সহিত আমার কথা নিচ্ছে, কিন্তু আমার প্রকৃতিতে এটা একেবারে খাপ খাচ্ছে না—বরং ওতে আমার মনটাকে বেজায় নামিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং হে ভ্রাতঃ, আমি এই গ্রীষ্মকালেই ইউরোপ হয়ে ভারতে ফিরে যাব স্থির করেছি—এতে যা খরচ হবে তার জন্য যথেষ্ট টাকা আছে—"তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্।"

ভারতের খবরের কাগজ ও তাদের সমালোচনা সম্বন্ধে যা লিখেছ, তা পড়্‌লাম। তারা যে এরকম লিখ্‌বে এ তাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। প্রত্যেক দাসজাতির মূল পাপ হচ্ছে ঈর্ষা। আবার এই ঈর্ষাদ্বেষ ও সহযোগিতার অভাবই এই দাসত্বকে চিরস্থায়ী করে রাখে। ভারতের বাইরে না এলে আমার এ মন্তব্যের

মর্ম্ম বুঝ্‌বে না। পাশ্চাত্য জাতির কার্য্যসিদ্ধির রহস্য হচ্ছে এই সহযোগিতা। শক্তি আর এর ভিত্তি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস আর আদরপূর্ব্বক পরস্পরের কার্য্যে অনুমোদন। আর জাতটা যত দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হবে, ততই তার ভিতর এই পাপটা স্পষ্ট দেখা যাবে। যতই কষ্টকল্পিত হোক, মূলে কতকটা সত্য না থাক্‌লে কোন অপবাদই উঠ্‌তে পারে না, আর এখানে আসবার পর মেকলে ও আর আর অনেকে বাঙ্গালী জাতকে যে ভয়ানক গালাগাল দিয়েছেন, তার কারণ কিছু কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি। এরা সর্ব্বাপেক্ষা কাপুরুষ আর সেই কারণেই এতদূর ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও পরনিন্দাপ্রবণ। কিন্তু হে ভ্রাতঃ, এই দাসভাবাপন্ন জাতের নিকট কিছু আশা করা উচিত নয়। ব্যাপরটা স্পষ্টভাবে দেখ্‌লে কোন আশার কারণ থাকে না বটে, তথাপি তোমাদের সকলের সাম্‌নে খুলেই বল্‌ছি— তোমরা কি এই মৃত জড়পিণ্ডটার ভিতর—যাদের ভিতর ভাল হবার আকাঙ্ক্ষাটা পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গেছে, যাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য একদম চেষ্টা নাই, যারা তাদের হিতৈষীদের উপরই আক্রমণ কর্‌তে সদা প্রস্তুত—এরূপ মড়ার ভিতর প্রাণসঞ্চার কর্‌তে পার? তোমরা কি এমন চিকিৎসকের আসন গ্রহণ কর্‌তে পার, যিনি একটা

ছেলের গলায় ঔষধ ঢেলে দেবার চেষ্টা কচ্ছেন, এদিকে ছেলেটা ক্রমাগত পা ছুঁড়ে লাথি মাচ্ছে এবং ঔষধ খাবনা বলে চেঁচিয়ে অস্থির করে তুলেছে?

—সম্পাদক সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমার স্বর্গীয় গুরুদেবের কাছে উত্তম মধ্যম তাড়া খেয়েছিল, সেই অবধি সে আমাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। একজন মার্কিন বা ইউরোপীয়ান তার বিদেশস্থ স্বদেশবাসীর পক্ষ সর্ব্বদাই নিয়ে থাকে কিন্তু হিন্দু, বিশেষ বাঙ্গালা তাকে অপমানিত দেখ্‌লে খুসী হয়। যাই হোক, ওসব নিন্দা কুৎসার দিকে একদম খেয়াল করো না। ফের তোমায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি,—

'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।'—

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে তোমার অধিকার নেই। পাহাড়ের মত অটল হয়ে থাকো। সত্যের জয় চিরকালই হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণের সন্তানগণের যেন ভাবের ঘরে চুরি না থাকে, তা হলে ঠিক হয়ে যাবে। আমরা বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তে এর কোন ফল দেখে না যেতে পারি, কিন্তু আমরা বেঁচে রয়েছি, এ বিষয়ে যেমন কোন সন্দেহ নাই, সেইরূপ নিঃসন্দেহ শীঘ্র বা বিলম্বে এর ফল হবেই হবে। ভারতের পক্ষে প্রয়োজন—উহার জাতীয় ধমনীর ভিতর নব বিদ্যুদগ্নি সঞ্চার। এরূপ কাজ

চিরকালই ধীরে ধীরে হয়ে এসেছে, চিরকালই ধীরে হবে এখন ফলাকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে শুধু কাজ করেই খুসি থাক, সর্ব্বোপরি, পবিত্র ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং মনে প্রাণে অকপট হও—এতটুকু ভাবের ঘরে চুরি যেন না থাকে, তা'হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি তোমরা রামকৃষ্ণের শিষ্যদের কারও ভিতর কোন জিনিষ লক্ষ্য করে থাক, সেটি এই —তারা একেবারে সম্পূর্ণ অকপট। আমি যদি ভারতে এই রকম একশজন লোক রেখে যেতে পারি, তা হলে আমি আনন্দিত চিত্তে মরতে পারব—আমি বুঝ্‌ব আমার কর্ত্তব্য করা হয়ে গেছে। অজ্ঞ লোকে যা তা বকুক না কেন, তিনিই জানেন—সেই প্রভুই জানেন কি হবে। আমরা লোকের সাহায্য খুঁজে বেড়াই না, অথবা সাহায্য এসে পড়্‌লে ছেড়েও দিই না—আমরা সেই পরমপুরুষের দাস। এই সব ক্ষুদ্র লোকের ক্ষুদ্র চেষ্টা আমরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। এগিয়ে যাও—শত শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। দুঃখিত হয়ো না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটা কথা পর্য্যন্ত নষ্ট হবে না—হয়ত শত শত যুগ ধরে আবর্জ্জনাস্তূপে চাপা পড়ে লোকলোচনের অগোচরে থাক্‌তে পারে—কিন্তু শীঘ্র হোক বিলম্বে হোক, উহা প্রকাশ হবেই হবে। সত্য অবিনশ্বর, ধর্ম্ম অবিনশ্বর, পবিত্রতা অবিনশ্বর।

আমাকে একটা খাঁটি লোক দাও দেখি, আমি রাশি রাশি বাজে চেলা চাই না। বৎস, বৎস, দৃঢ়ভাবে ধরে থাক—কোন লোক তোমাকে এসে সাহায্য করবে, তার ভরসা রেখ না—সকল মানুষের সাহায্যের চেয়ে প্রভু কি অনন্তগুণে শক্তিমান্ নন? পবিত্র হও—প্রভুর উপর বিশ্বাস রাখ, সর্ব্বদাই তাঁর উপর নির্ভর কর—তা হলেই তোমার সব ঠিক হয়ে যাবে—কেউ তোমার বিরুদ্ধে লেগে কিছু করতে পারবে না। আগামী পত্রে আরও বিস্তারিত খবর দেবো।

আমি মনে কচ্ছি, এই গ্রীষ্মকালটাতে ইউরোপে যাব, আর শীতের প্রারম্ভে আবার ভারতে ফিরবো। বোম্বাই নেমে প্রথমেই বোধ হয় রাজপুতানায় যাব, সেখান থেকে কলকাতা। কলকাতা থেকে জাহাজে করে আবার মান্দ্রাজ যাব। এস আমরা প্রার্থনা করি, "হে জ্যোতি-র্ম্ময়, সদা আমাদের সত্যপথে পরিচালিত কর"—তা হলে নিশ্চিত আঁধারের মধ্যে আলোকরাশি ফুটে উঠবে—আমাদিগকে পরিচালিত করবার জন্য তাঁর মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হবে। আমি সর্ব্বদা তোমাদের জন্য প্রার্থনা করছি, তোমরাও আমার জন্য প্রার্থনা কর। এস, আমাদের মধ্যে—প্রত্যেকে দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরহিত্য শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচার-নিষ্পিষ্ট ভারতের লক্ষ লক্ষ

পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি। দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর। বড় লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্ম্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালবাসি। আমি এদেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখ্‌ছি—আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা অনেক ভাল হলেও কত লোকদের হৃদয় এদের জন্য কাঁদ্‌ছে। কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদ্‌ছে? তাদের উদ্ধারের উপায় কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আস্‌তে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর—এরাই তোমাদের দেবতা হোক—এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক। তাদের জন্য ভাব, তাদের জন্য কাজ কর, তাদের জন্য সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা কর—প্রভুই তোমাদের পথ দেখিয়ে দেবেন। তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়? তা না হলে সে দুরাত্মা। তাদের কল্যাণের জন্য আমাদের সমবেত ইচ্ছাশক্তি, সমবেত প্রার্থনা প্রযুক্ত হোক—

আমরা কাজে কিছু করে উঠ্‌তে না পেরে লোকের অজ্ঞাতভাবে দেহত্যাগ কর্‌তে পারি—কেউ হয়ত আমাদের প্রতি এতটুকু সহানুভূতি দেখালে না, কেউ হয়ত আমাদের জন্য এক ফোঁটা চোক্ষের জল পর্য্যন্ত ফেল্‌লে না—কিন্তু আমাদের একটা চিন্তাও কখনও নষ্ট হবে না। এর ফল শীঘ্র বা বিলম্বে ফল্‌বেই ফল্‌বে। আমার প্রাণের ভিতর এত ভাব আস্‌চে—আমি ভাষায় প্রকাশ কর্‌তে পার্‌ছি না—তোমরা আমার হৃদয়ের ভাব মনে মনে কল্পনা করে বুঝে নাও। যতদিন ভারতের কোটী কোটী লোক দারিদ্র্য ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখ্‌ছেনা, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশকোটী লোক ক্ষুধার্ত্ত পশুর তুল্য থাক্‌বে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের পিষে টাকা রোজগার করে জাঁকজমক করে বেড়াচ্ছে অথচ তাদের জন্য কিছু কর্‌ছে না—আমি তাদের হতভাগা বলি। হে ভ্রাতৃগণ! আমরা গরিব, আমরা নগণ্য, কিন্তু আমাদের মত গরিবরাই চিরকাল সেই পরমপুরুষের যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করেছে। প্রভু তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন—আশীর্ব্বাদ করুন। সকলে আমার বিশেষ ভালবাসা জান্‌বে ইতি

পুঃ—যদি তোমরা কিছু ছাপিয়ে না থাক ত ছাপা বন্ধ কর—নাম হুজুকের আর দরকার নাই।

ইতি—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩২)

চিকাগো।

১১ই জানুয়ারি, ১৮৯৫।

প্রিয় জি, জি,

তোমার ১৩ই ডিসেম্বরের পত্র এই মাত্র পেলাম। ঐ সঙ্গেই আলাসিঙ্গার ও মহীশূরের মহারাজার পত্র পেলাম। নরসিংহা যে আমেরিকা এসেছিল, সে ভারতে ফিরে তথা হতে মিসেস্ হেগকে একখানা পত্র লিখেছে—তাতে হিন্দুদের বর্ব্বর আখ্যা দিয়েছে আর আমার সম্বন্ধে একটা কথাও লেখে নি। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, তার মাথার কিছু গোলমাল হয়েছে। যাতে সে আরোগ্যলাভ করে, তার চেষ্টা কর। চিরদিনের জন্য কিছুই নষ্ট হয় না।

ডাঃ—তোমার পত্রের জবাব কেন দিলে না জানি না আর কল্‌কেতার লোকদের যা উত্তর দিয়েছেন, তাও দেখি নি।

এখানকার ধর্ম্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল—সব ধর্ম্মের

চেয়ে খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করা, কিন্তু উহার উদ্যোক্তাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তার বিপরীত হয়ে গেল। ডাঃ—ও ঐ ধাঁজের লোকেরা বেজায় গোঁড়া—তারা সর্ব্বান্তঃকরণে আমায় ঘৃণা করে, কিন্তু প্রভুই আমার সহায়। আমি তাদের গ্রাহ্যের মধ্যেই আনি না। প্রভু এদেশে আমায় যথেষ্ট বন্ধু দিচ্ছেন আর তাদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ওরা আমার অনিষ্ট করবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করেছে—এখন হয়রান হয়ে আমায় ছেড়ে দিয়েছে—প্রভু ওদের মঙ্গল করুন।

ডাঃ—ও ঐ ধাঁজের অন্যান্য লোকদের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত—জেনে রাখ, ওদের সঙ্গে আমার কোন প্রকার সংস্রব নেই। বাল্টিমোরের ঘটনা নিয়ে যে বাজে গুজব উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে বক্তব্য এই, তথায় এখন আমার অনেক ভাল ভাল বন্ধু রয়েছেন—আর বরাবরই তথায় আরও অধিকসংখ্যক বন্ধু পাব। আর আমি এক মুহূর্ত্তও অলসভাবে কাটাচ্ছি না—আমি এদেশের দুটি প্রধান কেন্দ্র বোষ্টন ও নিউইয়র্কের মধ্যে দৌড়ে বেড়াচ্ছি—এর মধ্যে বোষ্টনকে মস্তিষ্ক ও নিউইয়র্ককে টাকার থলি বলা যেতে পারে। এই উভয় স্থানেই আমার আশাতীত কার্য্যের সফলতা হয়েছে আর যদি তোমাদের সংবাদ প্রেরকগণ তোমাদের নিকট ওসম্বন্ধে কিছু না পাঠিয়ে

থাকে, তাতে আমার কিছু দোষ নেই। যাহা হউক, বৎসগণ, আমি এই খবরের কাগজের হুজুগে বিরক্ত হয়ে গেছি আর আমি তোমাদের নিকট ওর কিছু পাঠাব আশা কোরো না। কাজ আরম্ভ কর্‌বার জন্য একটু হুজুগ দরকার হয়েছিল—এখন যথেষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমাকে দেখাও, তোমরা কি কর্‌তে পার। এখন আহাম্মকের মত বাজে বক্‌লে চল্‌বে না—এখন আসল কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে। আমি কি ভাবে কাজ আরম্ভ কর্‌তে হবে, তা তোমাদের পূর্ব্বেই জানিয়েছি—আয়ারকেও পত্র লিখেছি। হিন্দুরা যে বড় বড় কথা বলে, তার সঙ্গে আসল কাজ দেখাতে হবে। তা যদি তারা না পারে, তবে তারা কিছুই পাবার যোগ্য নয়। ব্যস্, এই কথা। তোমাদের নানাবিধ খেয়ালের জন্য আমেরিকা টাকা দিতে যাচ্ছে না। কেনই বা দেবে? আমার সম্বন্ধে বক্তব্য এই, আমি চাই—যথার্থ সত্য শিক্ষা দেওয়া হোক—তা এখানেই হোক আর অন্যত্রই হোক—আমি গ্রাহ্যের মধ্যে আনি না।

এখন আর আমার স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কে কি বলে, সে দিকে কান করো না। সিংহ বিক্রমে কাজ করে যাও, প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন। আমার

যতদিন না দেহত্যাগ হচ্ছে সদাসর্ব্বদা কাজ করে যাব আর মৃত্যুর পরও জগতের কল্যাণের জন্য কাজ করতে থাকব। অসত্য হাল্কা জিনিষ—সত্যের তার চেয়ে অনন্তগুণে ভার আছে। সাধুতারও তাই। যদি ঐ সত্য ও সাধুতা যাদের থাকে, তবে তাদের ভারেই তারা জগতে জয়ী হবে।

থিওজফিস্টদের সঙ্গে আমার কোন সংস্রব নেই। বোল্‌ছো, আমায় সাহায্য করবে—দূর! তোমরা যেমন খাজা আহাম্মক! তোমরা কি মনে কর, এখানে আমাকে লোকে তাদের সঙ্গে একদরের মনে করে? তাদের এখানে কেউ গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না, কিন্তু হাজার ভাল ভাল লোক আমার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। এইটি জেনে রাখ ও প্রভুর প্রতি বিশ্বাস সম্পন্ন হও।

কথাটি খুব গোপন রেখো যে, খবরের কাগজে হুজুগ করে আমাকে যত না বাড়াতে পারে, এদেশে ধীরে ধীরে তার চেয়ে অনেকগুণে লোকের উপর প্রভাব বেড়ে যাচ্ছে। গোঁড়ারা এটা প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌ছে, তারা কোন মতে এটা ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌ছে না, তাই যাতে আমার প্রভাবটা একেবারে নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি করছে না। কিন্তু তারা তা পেরে উঠ্‌বে না—প্রভু একথা বল্‌ছেন।

পত্রাবলী।

এটা হচ্ছে চরিত্রের প্রভাব, পবিত্রতার প্রভাব, সত্যের প্রভাব, ব্যক্তিত্বের প্রভাব। যতদিন এগুলি আমার থাক্‌বে, ততদিন কোন চিন্তার কারণ নেই, ততদিন তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোওগে—কেউ আমার মাথার একগাছা কেশও স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না। বইপত্র বাজে জঞ্জাল লিখে কি হবে? লোকের অন্তর স্পর্শ কর্‌তে হলে জ্যান্ত লোকের মুখ থেকে যে জ্যান্ত ভাষা বেরোয় সেইটিই হচ্ছে প্রধান উপায়;—সেই ভাষার ভিতর দিয়ে সেই ব্যক্তির ভিতর যে ভাবের বিদ্যুৎপ্রবাহ খেল্‌ছে, তা অপরের প্রাণে সঞ্চারিত হয়ে যায়। তোমরা ত এখনও ছেলেমানুষ রয়েছ। প্রভু আমাকে প্রতিদিনই গভীর হতে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি দিচ্ছেন। কাজ—কাজ—কাজ।

* * * *

ওসব বাজে বকুনি ছেড়ে দাও—প্রভুর কথা কও, জুয়াচোর ও মাথাপাগলদের কথা নিয়ে আলোচনা কর্‌বার সময় আমাদের নেই—জীবন যে আমাদের ফুরিয়ে এল বলে।

সদাসর্ব্বদা তোমাদের এটি মনে রাখা বিশেষ দরকার যে, প্রত্যেক জাতকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজ নিজ চেষ্টায় নিজের উদ্ধার সাধন কর্‌তে হবে। সুতরাং

অপরের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশা করো না। আমি খুব কঠোর পরিশ্রম করে মাঝে মাঝে কিছু কিছু টাকা পাঠাতে পারি—এই পর্য্যন্ত। যদি উহার উপর ভরসা করে তোমাদের থাক্‌তে হয়, তবে বরং কাজকর্ম্ম বন্ধ করে দাও। আরও জেনে রাখ যে, আমার ভাব বিস্তার কর্‌বার এটি বিশেষ উপযুক্ত জায়গা আর আমি যাদের শিক্ষা দেব, তারা হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক আর খ্রীষ্টিয়ানই হোক, আমি তা গ্রাহ্য করি না—যারা প্রভুকে ভালবাসে তাদেরই সেবা কর্‌তে আমি সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি জান্‌বে।

আমাকে বাজে খবরের কাগজ আর পাঠিও না—উহা দেখ্‌লেই আমার গা আঁৎকে ওঠে। আমাকে নীরবে ধীরভাবে কাজ কর্‌তে দাও—প্রভু আমার সঙ্গে সদা সর্ব্বদা রয়েছেন। যদি ইচ্ছা হয় ত সম্পূর্ণ অকপট, সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, সর্ব্বোপরি সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে আমার অনুসরণ কর। তোমরা যেখানেই থাক, আমার আশীর্ব্বাদ তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাক্। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে পরস্পর প্রশংসা বিনিময় কর্‌বার আমাদের সময় নেই। যখন এই জীবনযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে, তখন প্রাণভরে কে কতদূর কি কর্‌লাম তুলনা কোর্‌বো ও পরস্পরকে সুখ্যাতি কোর্‌বো। এখন কথা বন্ধ কর

—কেবল কাজ—কাজ—কাজ। ভারতে তোমরা স্থায়ী কিছু কোরেছো, তা ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমরা কোন কেন্দ্র স্থাপন করেছ—তাত দেখ্‌তে পাচ্ছি না। তোমরা কোন মন্দির বা হল প্রতিষ্ঠা করেছো—তাওত দেখ্‌ছি না। অপর কেউ তোমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে—তাও দেখ্‌ছি না। কেবল চীৎকার—চীৎকার—চীৎকার। আমরা খুব বড়—আমরা খুব বড়! পাগল—আমরা পশু—তা ছাড়া আমরা আর কি?

এই জঘন্য নাম যশ ও অন্যান্য বাজে ব্যাপারগুলি—ও গুলিতে আমার কি হবে? ওগুলি আমি কি গ্রাহ্যের ভিতর আনি? শত শত ব্যক্তি এসে প্রভুর আশ্রয় নেবে—কোথায় তারা? আমি তাদের চাই—তাদের দেখ্‌তে চাই। তোমরা ত এরূপ লোক আমার কাছে এনে দিতে পার নি—তোমরা আমায় কেবল নাম যশ দিয়েছো। নাম যশ চুলোয় যাক্ কাজে লাগো, সাহসী যুবকবৃন্দ, কাজে লাগো। আমার ভিতর যে কি আগুন জ্বল্‌ছে, তার সংস্পর্শে এখনও তোমাদের হৃদয় অগ্নিময় হয়ে ওঠে নি। তোমরা এখনও পর্য্যন্ত আমায় বুঝতে পারো নি। তোমরা এখনও আলস্য ও ভোগের পুরাতন রাস্তায় চলেছো। দূর কোরে দাও যত আলস্য—দূর কোরে দাও ইহলোকে ও পরলোকে ভোগের

বাসনা। আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এসো।

ভগবৎ সমীপে প্রার্থনা করি, আমার ভিতরে যে আগুন জ্বল্‌ছে, তা তোমাদের ভিতর জ্বলে উঠুক, তোমাদের মন মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে, তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মর্‌তে পারো—ইহা সদাসর্ব্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।

পুঃ—আলাসিঙ্গা, কিডি, ডাক্তার, বালাজি এবং আর আর সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে এবং বল্‌বে, তারা যেন রাম শ্যাম যদু আমাদের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কি বল্‌ছে, এই নিয়ে দিন রাত মাথা না ঘামায়—তারা যেন তাদের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে কাজে লাগায়। জগতে যত রাম শ্যাম আছে, সকলকে আশীর্ব্বাদ কর—তারা ত শিশু মাত্র—আর তোমরা কাজে লেগে যাও।

ইতি—

বি।

পুঃ—সংবাদপত্রের রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই, খুব সাবধানে তাদের কথা গ্রহণ কর্‌তে হবে। কারণ, যদি কোন রিপোর্টারকে দেখা সাক্ষাৎ কর্‌তে না দেওয়া

হয়, সে গিয়ে যা তা কতকগুলি স্বকপোলকল্পিত বাজে গল্প লিখে ছাপিয়ে দেয়। সেই জন্যই ত তোমরা ব্যাল্টিমোর সংক্রান্ত বাজে খবরগুলো পেয়েছ। লোকগুলো কি করে ঐসব লেখ্‌বার উপাদান পেলে, আমি ত নিজেই তা জানি না। আমেরিকার কাগজগুলো কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যা খুসি তাই লেখে। বক্তৃতার রিপোর্টগুলোও বার আনা বাজে কথায় ভরা। রিপোর্টাররা নিজেদের কল্পনা থেকে অনেক জিনিষ পূরণ করে দেয়। আমেরিকার কাগজ থেকে কিছু তুলে ছাপাবার সময় খুব সাবধান।

ইতি—বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৩)

আমেরিকা।

১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি গত কল্য জি, জিকে পত্র লিখেছি, কিন্তু আরও কতকগুলি কথা বলা দরকার বোধ হচ্ছে—তাই তোমায় লিখ ছি :—

প্রথমতঃ, আমি পূর্ব্বে কয়েকখানি পত্রে তোমাদের

লিখেছি যে বইটই ও খবরের কাগজ প্রভৃতি আর আমায় পাঠিও না কিন্তু দেখ্‌ছি, তথাপি তোমরা পাঠাচ্ছ—ইহাতে আমি বিশেষ দুঃখিত। কারণ, আমার ঐগুলি পড়বার এবং ঐগুলি সম্বন্ধে খেয়াল কর্‌বার সময় মোটেই নেই। অনুগ্রহপূর্ব্বক ওগুলি আর পাঠিও না। আমি মিশনরি, থিওসফিষ্ট বা ঐরূপ লোকদের মোটেই আমলে আনি না—তারা সবাই যা পারে তা করুক। তাদের কথা নিয়ে আলোচনা কর্‌তে গেলেই তাদের দর বাড়ান হবে। মাদ্রাজ অভিনন্দের উত্তরটা মিসেস্—কে পাঠিয়ে তোমরা ঠিক কর নি। তিনি একজন গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ান—সুতরাং গোঁড়াদের সম্বন্ধে উহাতে আমি যে সমালোচনা করেছি, তা তাঁর ভাল লাগ্‌বে না। যাই হোক, যার শেষ ভাল, তা ভাল বলেই ধরে নিতে হবে।

যাই হোক এখন তোমরা একেবারেই জেনে রাখ যে আমি নাম যশ বা ঐরূপ ভূয়ো জিনিষ একদম গ্রাহ্য করি না। আমি জগতের কল্যাণের জন্য আমার ভাবগুলি প্রচার করতে চাই। তোমরা খুব বড় কাজ করেছো বটে, কিন্তু কাজ যতদূর হয়েছে, তাতে শুধু আমারই নাম যশ হয়েছে। কেবল জগতের বাহবা নেবার জন্য জীবন ব্যয় করা অপেক্ষা আমার কাছে আমার জীবনের

আরও বেশী মূল্য আছে বলে মনে হয়। ঐ সব আহাম্মকির জন্য আমার মোটেই সময় নেই জান্‌বে। তোমরা ভারতে ভাবগুলি বিস্তারের জন্য ও সংঘবদ্ধ হবার উদ্দেশ্যে কি কাজ করেছো?—কই, কিছুই না।

সংঘবদ্ধ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন—উহাতেই হিন্দুঁ-দিগকে পরস্পরের সাহায্য কর্‌তে ও পরস্পরের ভাল ভাবগুলির আদর কর্‌তে শেখাবে। আমাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য কল্‌কাতায় ৫০০০ লোক জড় হয়েছিল—অন্যান্য স্থানেও শত শত লোক এসেছিল—বেশ কথা—কিন্তু তাদের প্রত্যেককে এক একটা করে পয়সা সাহায্য কর্‌তে বল দেখি—অমনি তারা সরে পড়বে। আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্রটা দাসসুলভ আত্মনির্ভরের অভাব ও পরের উপর নির্ভরের ভাবে পূর্ণ। যদি কেউ তাদের মুখের কাছে খাবার এনে দেয় তবে তারা খেতে খুব প্রস্তুত, আবার কারও কারও সেই খাবার গিলিয়ে দিতে পার্‌লে ভাল হয়। আমেরিকা তোমাদের কিছু টাকা কড়ি পাঠাতে পার্‌বে না—কেনই বা পার্‌বে? যদি তোমরা নিজেকে নিজে সাহায্য কর্‌তে না পার তবে ত তোমরা বাঁচবারই উপযুক্ত নও। তুমি যে পত্র লিখে আমার কাছে জান্‌তে চেয়েছো—আমেরিকার কাছ থেকে বছরে বছরে কয়েক হাজার টাকার নিশ্চিত ভরসা করা

যেতে পারে কিনা, তাই পড়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেছি। তোমরা এক পয়সাও পাবে না। সব টাকাকড়ি যোগাড় নিজেদেরই করে নিতে হবে—কেমন, পারবে কি?

জনসাধারণের শিক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্পনা ছিল, আমি উপস্থিত তা ছেড়ে দিয়েছি। উহা ধীরে ধীরে হবে। এখন আমি চাই এক অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত প্রচারকের দল। বিভিন্ন ধর্ম্মের তুলনায় আলোচনা করে শিক্ষা দিবার জন্য এবং সংস্কৃত ও কয়েকটি পাশ্চাত্য ভাষা ও বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্য শিক্ষা দিবার জন্য মান্দ্রাজে একটা কলেজ করতেই হবে। উহার মুখপত্র-স্বরূপ ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় কাগজ হবে, সঙ্গে সঙ্গে ছাপাখানাও থাকবে। এর মধ্যে একটা কিছু কর—তা হলে জানবো, তোমরা কিছু করেছো—কেবল আমাকে আকাশে তুলে দিয়ে প্রশংসা করলে কিছু হবে না।

তোমাদের জাতটা দেখাক্ যে তারা কিছু করতে প্রস্তুত। তোমরা ভারতে যদি এরূপ কিছু করতে না পার, তবে আমাকে একলা কাজ করতে দাও। আমার জগৎকে কিছু দিবার আছে—যারা উহা আদর পূর্ব্বক নেবে ও কাজে পরিণত করবে তাদের কাছে উহা দিতে দাও। কোন্ ব্যক্তি বা জাতিবিশেষ উহা নেয় আমি

তা গ্রাহ্য করি না। "যারা আমার পিতার কার্য্য কর্‌বে, তারাই আমার আপনার জন।"

যাই হোক আবার বল্‌ছি এই জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করো—একেবারে ছেড়ে দিও না। এইটি মনে রেখো আমার নাম খুব বেজে যায়, এটি আমি চাই না। আমি চাই দেখ্‌তে যেন আমার ভাব গুলি কার্য্যে পরিণত হয়। সকল মহাপুরুষের চেলারাই চিরকাল গুরুর উপদেশ গুলির সঙ্গে সেই ব্যক্তিটিকে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। * * তোমরা ভাবগুলি বিস্তারে চেষ্টা করো প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সদা আশীর্ব্বাদক—
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৪)

ব্রুকলিন
জানুয়ারী, ১৮৯৫।

('ধীরামাতা' বা মিসেস্ ওলিবুলকে তাঁহার পিতার দেহত্যাগের সময় লিখিত)

* * * *

আপনার পিতা যে তাঁর জীর্ণ শরীর ত্যাগ করবেন,

আমি পূর্ব্বেই তার কতকটা আভাস পেয়েছিলাম, কিন্তু যখন এইরূপ গোলমেলে মায়ার তরঙ্গ কাউকে আঘাত করতে যাবার উপক্রম হয়, তখন তাকে সেই বিষয় লেখাটা আমার দস্তুর নয়। তবে এই সময়গুলি জীবনের এক একটা অধ্যায় পাল্‌টানের মত—আর আমি জানি, আপনি এতে সম্পূর্ণ অবিচলিত আছেন। সমুদ্রের উপরিভাগটা পর্য্যায়ক্রমে ওঠে নামে বটে কিন্তু যে আত্মা ধীরভাবে উহা পর্য্যবেক্ষণ কর্‌ছেন, সেই জ্যোতির তনয়ের নিকট প্রত্যেক পতন উহার ভিতরদিক্‌টা এবং নিম্নদেশস্থ মুক্তার স্তর ও প্রবাল সমূহকে বেশী বেশী করে প্রকাশ করে দেয়। আসা যাওয়া সম্পূর্ণ ভ্রমমাত্র। আত্মা কখন আসেনও না, যানও না। যখন সমুদয় দেশ আত্মার মধ্যেই রয়েছে তখন সেই স্থানই বা কোথায় যেখানে আত্মা যাবেন? যখন সমুদয় কাল আত্মাতেই রয়েছে তখন উহার দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ কর্‌বার এবং উহা ছাড়বার সময়ই বা কোথায়?

পৃথিবী ঘুরছে, কিন্তু ঐ পৃথিবীর ঘোরাতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে সূর্য্য ঘুর্‌ছে; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সূর্য্য ঘুর্‌ছে না। সেইরূপ প্রকৃতি বা মায়া বা স্বভাব ঘুর্‌ছে, পরিণাম প্রাপ্ত হচ্ছে, আবরণের পর আবরণ উন্মোচন কর্‌ছে, এই মহান্ গ্রন্থের পাতার পর পাতা-

পত্রাবলী।

উল্টে যাচ্ছে এদিকে সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অবিচলিত ও অপরিণামী আত্মজ্ঞান সুধাপানে বিভোর আছেন। যত জীবাত্মা পূর্ব্বে ছিল বা বর্ত্তমানে আছে বা ভবিষ্যতে থাকবে, সকলেই বর্ত্তমান কালে রয়েছে আর জড় জগতের একটি উপমা ব্যবহার করলে বলা যায় যে তারা সকলেই এক জ্যামিতিক বিন্দুতে রয়েছে। যেহেতু আত্মাতে দেশের ভাব থাকতে পারে না, সেই হেতু যাঁরা সকলে আমাদের ছিলেন, আমাদের রয়েছেন এবং আমাদের হবেন, তাঁরা সকলেই আমাদের সঙ্গে সর্ব্বদাই রয়েছেন, সর্ব্বদাই ছিলেন এবং সর্ব্বদাই থাকবেন আমরা তাঁদের মধ্যে রয়েছি। তাঁরা আমাদের মধ্যে রয়েছেন।

এই কোষগুলির কথা ধর। যদিও প্রত্যেকটি পৃথক্ কিন্তু তথাপি তারা সকলেই ক ও খ এই বিন্দুতে সম্মিলিত রয়েছে। সেখানে তারা এক হয়েছে। প্রত্যেকেরই এক একটা আলাদা আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েছে কিন্তু সকলেই ঐ ক খ নামক অক্ষে সম্মিলিত। কোনটাই সেই অক্ষরকে ছেড়ে থাকতে পারে না, আর ঐ সকল কোষের পরিধি যতই ভগ্ন বা ছিন্নভিন্ন হোক না কেন, কিন্তু অক্ষেতে দাঁড়িয়ে আমরা এর মধ্যে যে কোন ঘরে ঢুকতে পারি। এই অক্ষটিই ঈশ্বর। এইখানেই আমরা তাঁর সঙ্গে এক—ইহাতেই সকলের

সঙ্গে সকলের যোগ আর সকলেই সেই ভগবানে সম্মিলিত।

একখানা মেঘ চাঁদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাতে এই ভ্রমের উৎপত্তি হচ্ছে যে চাঁদটাই চলেছে। সেইরূপ প্রকৃতি, দেহ, জড়—এই গুলিই সবল, গতিশীল—ইহাদের গতিতেই এই ভ্রম উৎপন্ন হচ্ছে যে আত্মা গতিশীল। সুতরাং অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যে সহজাত জ্ঞান (অথবা দৈবপ্রেরণা ?) দ্বারা সর্বজাতির উচ্চনীচ সব রকমের লোক মৃতব্যক্তিদের অস্তিত্ব নিজেদের কাছেই অনুভব করে এসেছে, যুক্তির দৃষ্টিতেও তা সত্য।

প্রত্যেক জীবাত্মাই এক একটা নক্ষত্রস্বরূপ আর এই সব নক্ষত্ররাজি ঈশ্বররূপ সেই অনন্ত নির্ম্মল নীল আকাশে বিন্যস্ত রয়েছে। সেই ঈশ্বরই প্রত্যেক জীবাত্মার মূলস্বরূপ, তিনি প্রত্যেকের যথার্থস্বরূপ, প্রত্যেকের প্রকৃত ব্যক্তিত্ব তিনিই। কতকগুলি জীবাত্মা তারকা—যাঁরা আমাদের চক্রবালের অতীত প্রদেশে চলে গেছেন, তাঁদের সন্ধানেই ধর্ম্ম জিনিষটার আরম্ভ আর এই অনুসন্ধান সমাপ্ত হল, যখন তাঁদের সকলকেই ভগবানের মধ্যে পাওয়া গেল এবং আমরা আমাদের নিজেদেরও যখন তাঁর মধ্যে পেলাম। সুতরাং ভিতরের কথা হচ্ছে এই যে আপনার পিতা যে জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করেছিলেন,

তা ত্যাগ করেছেন এবং অনন্তকালের জন্য যেখানে ছিলেন, সেখানেই অবস্থিত রয়েছেন। তিনি কি এ জগতে বা অন্য কোন জগতে আর একটি ঐরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করে পরিধান কর্‌বেন? আমি ভগবৎসমীপে হৃদয়ের সহিত প্রার্থনা কর্‌ছি, তা যেন তাঁকে না কর্‌তে হয়, যতক্ষণ না পূর্ণ জ্ঞানের সহিত না কর্‌তে পারছেন। আমি প্রার্থনা করি, কেউ যেন তার নিজকৃত পূর্ব্ব কর্ম্মের অদৃশ্য শক্তিতে পরিচালিত হয়ে নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও না যায়। আমি প্রার্থনা করি যে সকলেই যেন মুক্ত হতে পারে অর্থাৎ জানতে পারে যে আমরা মুক্ত। আর যদিই তাদের আবার স্বপ্ন দেখতে হয়, তবে তাদের স্বপ্ন যেন শান্তি ও আনন্দপূর্ণ হয়।

ইতি—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৫)

আমেরিকা।

৬ই মার্চ্চ, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি দীর্ঘকাল নীরব থাকার দরুণ তুমি হয়ত কত কি ভাব্‌ছো কিন্তু হে বৎস, আমার যে বিশেষ কিছু

লিখ্‌বার ছিল না—খবরের মধ্যে সেই পুরাতন কথা—কেবল কাজ, কাজ, কাজ।

তুমি ল্যাণ্ডস্‌বার্গ ও ডাঃ ডেকে যে পত্র লিখেছো তার দুখানাই আমি দেখেছি—সুন্দর লেখা হয়েছে। আমি যে কোনরূপে এখনি ভারতে ফিরে যেতে পারবো, তা ত বোধ হয় না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভেবো না যে, ইয়াঙ্কিরা ধর্ম্মটাকে কাজে পরিণত কর্‌বার এতটুকু মাত্র চেস্টা করে—এ বিষয়ে কেবল হিন্দুরই বচন ও আচরণের সামঞ্জস্য আছে। ইয়াঙ্কিরা টাকা রোজগারে খুব মজবুত। সুতরাং আমি এখান থেকে চলে গেলেই যা কিছু একটু ধর্ম্মভাব জেগেছে, সবটাই একেবারে উড়ে যাবে। সুতরাং চলে যাবার পূর্ব্বে কাজের ভিতরটা পাকা করে যেতে চাই। সব কাজই আধাআধি না করে সম্পূর্ণ করা উচিত।

আমি—আয়ারকে একখানা পত্র লিখেছিলাম তাতে যা লিখেছিলাম, তোমরা সেই সব বিষয়ে কি কোচ্ছ?

তোমরা লোককে পীড়াপীড়ি করে রামকৃষ্ণের নাম প্রচার কর্‌তে যেয়ো না। আগে ভাবটা দাও ঐ ভাবটা গ্রহণ কর্‌লেই লোকে যার ভাব সেই লোকটাকে মানবে। যদিও আমি জানি, জগৎ চিরকালই আগে মানুষটাকে মানে, তারপর তার ভাবটা লয়। কিডি ছেড়ে দিয়েছে

—বেশ ত সে একবার সবদিক্ চেয়ে চেয়ে দেখুক—সে যা খুসি তাই প্রচার করুক না—কেবল গোঁড়ামী করে যেন অপরের ভাবের উপর আক্রমণ না করে। তুমি ওখানে তোমার নিজের ক্ষুদ্র শক্তিতে যতটা পার কর্‌বার চেষ্টা কর, আমিও এখানে একটু আধটু সামান্য কাজ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি। কিসে ভাল হবে, তা প্রভুই জানেন। আমি তোমাকে যে বইগুলির কথা লিখে-ছিলাম, সেগুলি কি পাঠিয়ে দিতে পার? গোড়াতেই একেবারে বড় বড় মতলব নিয়ে পড়ো না—ধীরে ধীরে আরম্ভ কর—আগে যে মাটিতে দাঁড়িয়ে রয়েছ, সেইটাকে শক্ত করে ধরে ক্রমে উপরে উপরে উঠবার চেষ্টা কর।

*   *   *

হে সাহসী বালকগণ কাজ করে যাও—আমরা একদিন না একদিন আলো দেখতে পাবই পাব।

জি, জি, কিডি, ডাক্তার এবং আর আর বীরহৃদয় মাদ্রাজী যুবকবৃন্দকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাবে।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুনঃ—যদি সুবিধা হয়, কতকগুলি কুশাসন পাঠাবে।

পুনঃ—যদি লোক পছন্দ না করে তবে সমিতির 'প্রবুদ্ধ-ভারত' নামটা বদ্‌লে আর যা খুসি করে দাওনা কেন।

সকলের সঙ্গে মিলে মিশে শান্তিতে থাক্‌তে হবে—স্যাণ্ডস্‌বার্গের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান প্রদান কর। এইরূপে কাজটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকুক। রোমনগর একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই। মহীশূরের মহারাজার দেহত্যাগ হল—তিনি আমাদের অন্যতম বিশেষ আশার স্থল ছিলেন। যাই হোক—প্রভুই মহান—তিনি অপরাপর ব্যক্তিকে আমাদের সাহায্যার্থ পাঠাবেন।

ইতি—

বি—

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৭৬)

আমেরিকা।

৮ঠা এপ্রিল, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই মাত্র তোমার পত্র পেলাম। কোন ব্যক্তি আমার অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও তুমি তাতে ভয় পেয়ো না। যতদিন প্রভু আমাকে রক্ষা করবেন, ততদিন অভেদ্য প্রাচীরের মত আমি অটুট থাক্‌বো। তোমার আমেরিকা সম্বন্ধে ধারণা বড় অস্পষ্ট। মিসেস্ হেল ছাড়া গোঁড়া খ্রীষ্টিয়ানদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ

নাই। তবে এখানে উদারভাব ও চিন্তাও যথেষ্ট আছে। মিঃ লণ্ড বা ঐ ধাঁজের লোকেরা গোঁড়া পর্ব্বসমূহে নিজের খরচায় এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নেচে কুঁদে তারপর বাড়ী ফিরে যায়। এ একটা প্রকাণ্ড দেশ, অধিকাংশ ব্যক্তিই ধর্ম্মের 'ধ'রও ধার ধারে না। শতকরা ৯৯'৯ লোক ঐ ধরণের। খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতিপত্তি কেবল উহা এদের দেশের ধর্ম্ম বলে, তা ছাড়া আর কিছু নয়। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হিন্দুরা এখানে কোনরূপ চেষ্টা মেষ্টা কর্‌লে তার ফলে একটা গুরুতর কেলেঙ্কারি হয়ে দাঁড়াবে, কারণ, গোঁড়ারাও দলত্যাগীর উপর একটা ঘৃণা পোষণ করে।

প্রিয় বৎস! সাহস হারিও না, আমি—আয়ারকে একখানি পত্র লিখেছিলাম, তোমাদের পত্রে উহার কোন উল্লেখ না দেখে মনে হয়, তোমরা তার সম্বন্ধে কিছুই জান না, আর আমি তোমাদের নিকট যে কতকগুলি বই চেয়ে ছিলাম, তার সম্বন্ধেও তুমি কিছু লেখ নি। যদি তোমরা সব সম্প্রদায়ের ভাষ্যের সহিত বেদান্তসূত্র আমায় পাঠাতে পার ত ভাল হয়, সম্ভবতঃ সামান্না তোমায় এ বিষয়ে সাহায্য কর্‌তে পারে। আমার জন্য এক বিন্দুও ভয় পেয়ো না। তিনি আমার হাত ধরে রয়েছেন—ভারতে ফিরে গিয়ে কি হবে? ভারত ত

আমার ভাবরাশি বিস্তারের সাহায্য কর্‌তে পার্‌বে না। এই দেশ আমার ভাব নেবে, এখনও খুব নিচ্ছে। আমি যখন আদেশ পাব, তখন ফিরে যাব। ইতিমধ্যে তোমরা খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে কাজ করে যাও। যদি কেউ তোমার বা আমার উপর আক্রমণ করে, তা হলে ওসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য না করে চুপচাপ করে যাও—সে লোকটার অস্তিত্বই ভুলে যাও। যদি কেউ ভাল মন্দ বলে, তবে পারত তাকে ব্যক্তিগত ভাবে ধন্যবাদ দাও আর কাজ করে যাও। আমার ভাব হচ্ছে, তোমরা এমন একটা শিক্ষালয় স্থাপন কর, যেখানে ছাত্রগণকে ভাষ্যসমেত বেদবেদান্ত সব পড়ান যেতে পারে। উপস্থিত এই ভাবে কাজ করে যাও, তা হলেই বোধ হয়, এক্ষণে মান্দ্রাজীদের কাছে খুব বেশী সহানুভূতি পাবে। এইটি জেনে রেখো যে, যখনই তুমি দুর্ব্বলতা বোধ কর তখন তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট কোর্‌ছো, তা নয়, তুমি কাজেরও ক্ষতি কোর্‌ছো। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্য্যই কৃতকার্য্য হবার একমাত্র উপায়।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—জি জি, ডাক্তার, কিডি, বালাজি এবং আর সবাইকে আনন্দ কর্‌তে বল—তারা যেন কারও বাজে

কথা শুনে মনকে চঞ্চল না করে। তোমরা সকলে নিজেদের আদর্শকে খুব দৃঢ় করে ধরে থাক, আর অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল কোরো না—সত্যের জয় হবেই হবে। সর্ব্বোপরি, তুমি যেন অপরকে চালাতে বা তাদের উপর শাসন কর্‌তে অথবা ইয়াঙ্কিরা যেমন বলে, অপরকে "boss" কর্‌তে যেও না—সকলের দাস হও।

বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৭)

আমেরিকা।

৬ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আজ প্রাতে তোমার শেষ চিঠিখানা এবং রামানুজাচার্য্যের ভাষ্যের প্রথমভাগ পেলাম। কয়েকদিন আগে তোমার আর একখানা পত্র পেয়েছিলাম।—আয়ারের কাছ থেকেও একখানা পত্র পেয়েছি।

আমি ভাল আছি—কাজ কর্ম্ম সেই পূর্ব্বেরই মত চলেছে। তুমি লণ্ড বলে একজনের বক্তৃতার কথা লিখেছ। তিনি কে এবং কোথায় থাকেন, তার কিছুই জানি না। হতে পারে তিনি খ্রীষ্টিয়ান চার্চ্চের একজন

বক্তা। কারণ, তিনি যদি বড় বড় সভায় বক্তৃতা দিতেন, তা হলে আমরা তাঁর কথা নিশ্চয় শুনতাম। হতে পারে, তিনি কোন কোন খবরের কাগজে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট বার করেছেন এবং ভারতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন আর মিশনরিরা তার সাহায্যে নিজেদের পসার জমাবার চেষ্টা কচ্ছেন। আমি তোমার চিঠির সুর থেকে ত এই পর্যান্ত অনুমান করছি। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে সাধারণের ভিতর এমন কিছু সাড়া পড়ে যায় নি, যাতে আমাকে তার জবাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে হবে। কারণ, তা হলে এখানে প্রত্যহ আমাকে শত শত লোকের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এখন এখানে ভারতের খুব সুনাম বেজে গেছে এবং ডাঃ ব্যারোজ এবং অন্যান্য গোঁড়ারা সবাই মিলে এই আগুনটা নিভাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। দ্বিতীয়তঃ, গোঁড়াদের ভারতের বিরুদ্ধে এই বক্তৃতাগুলিতে আমার প্রতি রাশি রাশি গালিগালাজ থাকা চাই-ই। এখানকার গোঁড়া নরনারীরা আমার বিরুদ্ধে যে সকল কুৎসিৎ গল্প রচনা করে প্রচার করছে, তার কিছু যদি শুন, তা হলে তোমরা আশ্চর্য্য হয়ে যাবে। এখন তোমরা কি বলতে চাও, এখানকার কুচরিত্র নরনারীরা আমার উপর যে সকল কুৎসিৎ, পাশব, কাপুরুষোচিত আক্রমণ করছে,

সন্ন্যাসী হয়ে আমাকে সেইগুলির বিরুদ্ধে ক্রমাগত আত্ম-সমর্থন করে যেতে হবে? এখানে আমার কতকগুলি অকপট বন্ধু আছেন, তারা মাঝে মাঝে উঠে এঁদের কথার জবাব দিয়ে এঁদের চুপ করিয়ে দেন। আর হিন্দুরা যদি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমায় তবে হিন্দু-ধর্ম্মের সমর্থন কর্‌তে আমার এত মাথা ঘামাবার দরকার কি বল? তোমাদের বিশ কোটী হিন্দু—বিশেষ যাঁরা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে এত গর্ব্বিত—তাঁরা কি কচ্ছেন বল দেখি? কেন, লড়াই কর্‌বার ভারটা তোমরা নিয়ে আমাকে কেবল প্রচারকার্য্য ও উপদেশের জন্য ছেড়ে দাও না কেন? এখানে আমি দিনরাত একটা শত্রুর জাতের ভিতর থেকে প্রাণপণে কাজ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি, প্রথমতঃ নিজের অন্নের জন্য; দ্বিতীয়তঃ, আমাদের ভারতীয় বন্ধুগণকে সাহায্য কর্‌বার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা। ভারত কি সাহায্য পাঠাচ্ছে বল? জগতে কি ওদেশের মত স্বদেশ-হিতৈষণাশূন্য আর কোন জাত দেখেছ? যদি তোমরা দ্বাদশজন সুশিক্ষিত দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে ইউরোপ আমেরিকায় প্রচারের জন্য পাঠাতে এবং কয়েক বৎসরের জন্য তাদের এখানে থাকবার খরচ যোগাতে পার্‌তে, তা হলে তোমরা ভারতের পক্ষে নৈতিক ও রাজনৈতিক উভয়

প্রকার উপকারই কর্‌তে পার্‌বে। যে কোন ব্যক্তি নৈতিক হিসাবে ভারতের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, সে রাজনৈতিক বিষয়েও তার বন্ধু হয়ে দাঁড়ায়। অন্যান্য জাতেরা তোমাদের উলঙ্গ বর্ব্বর জাতির মত মনে করে সুতরাং এই ভাবে চাবুক মেরে তোমাদের ভিতর সভ্যতা ঢোকাবে। তোমরা কুকুর বিড়ালের মত কেবল বংশবৃদ্ধি কর্‌তে পার। * * যদি তোমরা বিশ কোটি লোক দুষ্ট মিশনরিদের ভয়ে ভীত হয়ে কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাক এবং একটা কথা বল্‌তেও সাহস না কর, তবে এই সুদূর দেশে একটা লোক আর কি কর্‌বে বল? আমি তোমাদের জন্য যতটা করেছি, তোমরা তারও উপযুক্ত নও। তোমরা আমেরিকার কাগজে হিন্দুধর্ম্মের সমর্থন করে কেন পাঠাও না? কে তোমাদের ধরে রেখেছে? দৈহিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক সব বিষয়ে কাপুরুষের জাত—পশুতুল্য—তোমরা যেমন, তদ্রূপ ব্যবহার পাচ্চ—দুটো জিনিষে কেবল তোমাদের লক্ষ্য—কাম ও কাঞ্চন। তোমরা একজন সন্ন্যাসীকে খুঁচিয়ে তুলে দিনরাত লড়াই করাতে চাও আর তোমরা নিজেরা সাহেব লোকের, এমন কি মিশনরিদের ভয়ে ভীত হয়ে থাকবে! আবার তোমরা বড় বড় কাজ কর্‌বে—হাঁ! কেন, তোমরা কয়েকজন মিলে বেশ উত্তমরূপে হিন্দুধর্ম্ম

সমর্থন করে বোষ্টনের এরিনা পাবলিশিং কোম্পানির কাছে পাঠাও না! এরিনা একখানি সাময়িক পত্র—উহা খুব আনন্দের সহিত উহা ছাপাবে আর হয় ত উহার পারিশ্রমিক স্বরূপ তোমাদের যথেষ্ট টাকা দেবে। তা হলেই ত চুকে গেল। যখনই তোমাদের মিশনরিদের আক্রমণে আহাম্মুকের মতন লেখবার ইচ্ছা হবে, তখনই তোমরা এই কথাটা ভেবো! এইটে মনে রেখো যে, এ পর্য্যন্ত যে সব হতভাগা হিন্দু এই পাশ্চাত্য দেশে এসেছে, তারা অর্থ বা সম্মানের জন্য নিজের দেশ ও ধর্ম্মের কেবল কু-সমালোচনা করেছে; আরও এইটে মনে রেখো, আমি এখানে নাম যশ খুঁজতে আসি নি—আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমার নাম যশ হয়ে পড়েছে। ভারতে গিয়ে আমি কি কোরবো? কে আমায় সাহায্য করতে আসবে! ভারতের কি দাসসুলভ স্বভাব বদলেছে। তোমরা ছেলে মানুষ—ছেলে মানুষের মত কথা বলছো—তোমরা কিসে কি হয় তা জান না। মাদ্রাজে এমন লোক দেখি না যারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সংসার ত্যাগ করবে! দিবারাত্র বংশবৃদ্ধি ও ঈশ্বরানুভূতি একদিনও একসঙ্গে চলতে পারে না। আমিই একমাত্র ব্যক্তি যে সাহস করে নিজের দেশকে সমর্থন করেছে—আর যা তারা হিন্দুদের কাছ থেকে আশাই করে নি, তাই আমি

তাদের দিয়েছি—তারা যেমন ইট মেরেছে, তার বদলে আমি পাটকেল মেরেছি—স্থদে আসলে। এখন তারা সকলেই আমার বিরুদ্ধে, কিন্তু আমি কখনও তোমাদের মত কাপুরুষ হবো না। আমি কাজ কর্‌তে কর্‌তেই মরব্যে—পালাব না।

কিন্তু এই দেশে হাজার হাজার লোক রয়েছে যারা আমার বন্ধু এবং শত শত ব্যক্তি রয়েছে যারা মৃত্যু পর্য্যন্ত আমার অনুসরণ কর্‌বে। কপট হিন্দু শিষ্যগণের মত নহে। প্রতি বৎসরই এদের সংখ্যা বাড়বে আর যদি এখানে আমি তাদের সঙ্গে থেকে কাজ করি, তবে আবার ধর্ম্মের আদর্শ, জীবনের আদর্শ সফল হবে—বুঝলে?

এখানে যে সার্ব্বজনীন মন্দির (Temple Universal) প্রতিষ্ঠা হবার কথা উঠেছিল, তৎসম্বন্ধে আর বড় উচ্চবাচ্য শুন্‌তে পাই না, তবে মার্কিন জীবনের কেন্দ্রস্বরূপ নিউইয়র্কে আমার আড্ডা গেড়ে বসেছে এবং আমার কাজ চল্‌তে থাকবে। আমি শীঘ্র আমার শিষ্যদের যোগ, ভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষার সমাপ্তির জন্য একটি গ্রীষ্মকালোপযোগী নির্জ্জন স্থানে লয়ে যাচ্ছি—যাতে আমার অবর্ত্তমানে তারা কাজ চালাতে পারে। এই ভাবে আমার কাজ চলেছে। আমার ভাবসমূহ ভারতে ছড়াতে বা বাড়তে পারবে না।

যাহা হউক, বৎস আমি তোমাদের যথেষ্ট তিরস্কার করেছি। তোমাদের তিরস্কার করার দরকার হয়েছিল। এখন কাজে লাগ—কাগজখানার জন্য এখন উঠে পড়ে লাগ। আমি কল্‌কাতায় কিছু টাকা পাঠিয়েছি—মাস-খানেকের ভিতর তোমাদের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে পারবো। এখন অবশ্য অল্পই পাঠাবো, কিন্তু পরে নিয়মিত-রূপে কিছু কিছু পাঠাতে পারবো। এখন কাজে লাগ। হিন্দু ভিখারীদের কাছে আর ভিক্ষা করতে যেয়ো না। আমি নিজের মস্তিষ্ক এবং দৃঢ় দক্ষিণ বাহুর সাহায্যে নিজেই সব কোর্‌বো। এখানে বা ভারতে আমি কারও সাহায্য চাই না। আমি কল্‌কেতা ও মাদ্রাজ দু'জায়গায় কাজের জন্য টাকার যা দরকার তা নিজেই রোজগার কোরবো। রামকৃষ্ণকে অবতার বলে মান্‌বার জন্য লোককে বেশী পীড়াপীড়ি কোরো না। আমি এখন তোমাদের কাছে আমার নূতন আবিষ্কারের কথা বোল্‌বো। সমগ্র ধর্ম্মটাই বেদান্তের মধ্যে আছে—অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত এই তিনটি সোপানের ভিতর আছে—একটি আর একটির পর এসে থাকে। এই তিনটি মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি সোপানস্বরূপ। ইহার প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে; এই বেদান্ত—অর্থাৎ ধর্ম্মের এই সারভাগ। ভারতের

বিভিন্ন জাতির আচারব্যবহার ও ধর্ম্মমতের ভিতর দিয়ে যা দাঁড়িয়েছে, সেইটা হচ্ছে হিন্দুধর্ম্ম। ইহার প্রথম সোপান অর্থাৎ দ্বৈতবাদ ইউরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভিতর দিয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম্ম—আর সেমিটিক-জাতিদের ভিতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম্ম। অদ্বৈত-বাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম—ইত্যাদি ইত্যাদি। এখন ধর্ম্ম বল্‌তে বোঝায় বেদান্ত—বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং অন্যান্য অবস্থা অনুসারে উহার প্রয়োগ বিভিন্নরূপ অবশ্যই হবে। তোমরা বল্‌বে যে, মূল দার্শনিকতত্ত্ব যদিও এক, তথাপি শাক্ত, শৈব প্রভৃতি প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্ম্মমত ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির ভিতর উহা বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ করে নিয়েছে। এখন তোমাদের কাগজে এই তিন বাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে উহাদের মধ্যে একটি অপরটির পর আসে এই ভাবে উহাদের সামঞ্জস্য দেখাও—আর আনুষ্ঠানিক ভাবটা একেবারে বাদ দাও—অর্থাৎ দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবটার প্রচার কর, লোকে সেগুলি তাদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপাদিতে লাগিয়ে নিক্। আমি এই বিষয়ে এক খানি বই লিখতে চাই—সেই জন্য আমি সব ভাষ্যগুলি চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার

কাছে উপস্থিত কেবল রামানুজভাষ্যের একখণ্ড মাত্র এসেছে।

আমেরিকান থিওজফিষ্টেরা অন্য থিওজফিষ্টদের দল ছেড়ে দিয়েছে—এখন তারা ভারতকে ঘৃণা করে। গরিব বেচারারা করবে কি? মিথ্যার কখনও জয় হয়? ইংলণ্ডের ষ্টার্ডি সাহেব যিনি সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন এবং যাঁর সঙ্গে আমার গুরুভ্রাতা শিবানন্দের সাক্ষাৎ হয়েছিল, তিনি আমাকে এক পত্র লিখে জান্‌তে চেয়েছেন আমি কবে ইংলণ্ডে যাচ্ছি। তাঁকে একখানি শিষ্টাচারপূর্ণ পত্র লিখেছি। বাবু অক্ষয়কুমার ঘোষের খবর কি? আমি তাঁর কাছ থেকে আর কিছু খবর পাই নি। মিশনরিগণ ও অপরাপর সকলকে তাদের যা প্রাপ্য, তা দিয়ে দাও। আমাদের দেশের কতকগুলি বেশ দৃঢ়চেতা লোককে ধর—ভারতে বর্ত্তমান ধর্ম্মের সম্বন্ধে বেশ সুন্দর ওজস্বী অথচ বেশ সুরুচিসঙ্গত একটা প্রবন্ধ লেখ আর উহা আমেরিকার কোন সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দাও। আমার সঙ্গে ঐরূপ ২।১ খানা কাগজের জানা শুনা আছে। তোমরা ত জান, আমি একজন বিশেষ লিখিয়ে নই আর লোকের দোরে দোরে ঘুরে বেড়ানোরও আমার অভ্যাস নেই। আমি চুপ চাপ বসে থাকি আর যা কিছু আস্‌বার আমার কাছে আসে—তার জন্য আমি

বিশেষ চেষ্টা করি নি। নিউইয়র্ক থেকে "দার্শনিক পত্র (Metaphysical Magazine)" বলে একখানা নূতন কাগজ বের হয়েছে—ওখানা বেশ ভাল কাগজ। পল কেরসের কাগজটা মন্দ নয় তবে উহার গ্রাহক সংখ্যা ওখানে বড় কম। বৎস, আমি যদি বিষয়ী কপট হতাম তবে একটা বড় সংঘ গঠন করে খুব বাজিমাৎ করতে পারতাম। হায়, হায়, এখানে ধর্ম্ম বলতে তার বেশী কিছু বুঝায় না। টাকার সঙ্গে নাম যশ এই হলো পুরোহিতের দল, আর টাকার সঙ্গে কাম যোগ দিলে হল সাধারণ গৃহস্থের দল। আমাদের এখানে একদল নূতন মানুষ সৃষ্টি করতে হবে, যারা ঈশ্বরে অকপট বিশ্বাসী হবে এবং সংসারকে একেবারে গ্রাহ্য করবে না। অবশ্য এটি ধীরে—অতি ধীরে হবে। ইতিমধ্যে—তোমরা কাজ করে চল আর যদি তোমাদের ইচ্ছা থাকে এবং সাহস থাকে, তবে মিশনরিরা যা পাবার উপযুক্ত, তাদের তাই দাও। যদি আমি তাদের সঙ্গে লড়াই করতে যাই, আমার শিষ্যেরা চমকে যাবে—মিশনরিরাও আর তর্ক করে না, তারা কেবল গালাগাল করে। সুতরাং আমাকে ওদের সঙ্গে বিবাদ করলে চলবে না। সেদিন রমাবাই নামক খ্রীষ্টিয়ান মহিলাটি আমার একজন বিশেষ বন্ধু অধ্যাপক জেম্‌সের কাছ থেকে খুব জোর ধাক্কা খেয়েছেন—

কাগজের সেই অংশটা তোমাকে পাঠালাম। সুতরাং তোমরা দেখ্ছো, তারা আমার এখানকার বন্ধুবর্গের কাছ থেকে মাঝে মাঝে এইরূপ ধাক্কা খাবে আর তোমরাও ভারতে মধ্যে মধ্যে তাদের ঐরূপ দুচার ঘা দিতে থাক—আর ঐ দুটোর মধ্যে আমি আমার নৌকা সিধা চালিয়ে নিয়ে যাই। এখন আমার কাগজখানা কোনরূপে বার করবার খুব ঝোঁক হয়েছে—উহার সুর যেন ছেব্লা না হয়—ধীর গম্ভীর উঁচু সুরে বাঁধা চাই। আমি তোমাদের টাকা পাঠাবো—ভয় করো না—কাজ আরম্ভ করে দাও—আমি তোমাদের টাকা পাঠাবো—আমি এখানে অনেক গ্রাহক যোগাড় করে দেবো—আমি নিজে ওর জন্য প্রবন্ধ লিখ্বো এবং সময়ে সময়ে আমেরিকান লেখকদের দিয়ে প্রবন্ধ লিখিয়ে পাঠাব। তোমরাও একদল পাকা নিয়মিত লেখকদের ধর। তোমার ভগিনীপতি ত একজন খুব ভাল লেখক। তারপর আমি তোমাকে জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস ভাই খেতড়ির রাজা লিমড়ি ঠাকুর সাহেব প্রভৃতির নামে পত্র দেব, তারা কাগজটার গ্রাহক হবে—তা হলেই ওটা খুব চলে যাবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও দৃঢ়চিত্ত হও এবং কাজ করে যাও। আমরা বড় বড় কাজ কোরবো—ভয় করো না। এইটি একটা নিয়ম কোরো যে, কাগজের প্রত্যেক সংখ্যার

পূর্ব্বোক্ত তিনটি ভাষ্যের মধ্যে কোন না কোন একটার খানিকটা অনুবাদ থাক্‌বে। আর এক কথা—তুমি সকলের সেবক হও, একদম অপরের উপর প্রভুত্ব করতে চেষ্টা কোরো না—ঐ রকম করতে গেলে তার ভিতর ঈর্ষ্যার উদ্রেক হবে, তাইতেই সব মাটি করে দেবে। কাগজের প্রথম সংখ্যাটার বাইরের চাকচিক্য যেন ভাল হয়। আমি উহার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখ্‌বো আর ভারতে ভাল ভাল লেখকদের কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের বেশ ভাল ভাল প্রবন্ধ লও—তার মধ্যে একটা যেন দ্বৈত ভাষ্যের অংশবিশেষের অনুবাদ হয়। কাগজের উপর-পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ ও লেখকদের নাম থাক্‌বে। আর ঐ উপরের পৃষ্ঠার চারিধারে খুব ভাল প্রবন্ধ গুলির ও উহাদের লেখকদের নাম থাক্‌বে। আগামী মাসের মধ্যেই আমি প্রবন্ধ ও টাকা পাঠাব। কাজ করে চল। তোমরা বড় অদ্ভুত কাজ করেছ। আমরা আমাদের ভিতর থেকে ছাড়া অন্য সাহায্য চাই না। হে বৎস, আমরাই এটা কাজে পরিণত কোর্‌বো—তোমরা বিশ্বাসী হও ও ধৈর্য্য ধরে থাক। আশা করি, সামান্য তোমায় কিছু সাহায্য করতে পারে। আবার অপর বন্ধুদের বিরুদ্ধে যেও না—সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চল। সকলকে আমার প্রণয় ভালবাসা।

সদা আশীর্ব্বাদক—তোমাদের বিবেকানন্দ।

পুঃ—আয়ার এবং অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণের সহিত সকল বিষয়ে পরামর্শ করে চল্‌বে। যদি তুমি নিজকে নেতারূপে সাম্‌নে দাঁড় করাও, তা হলে কেউ তোমার সাহায্য কর্‌তে আস্‌বে না, আর বোধ হয় তোমার কৃতকার্য্য না হবার গুপ্ত রহস্য ইহাই।—আয়ারের নামটাই যথেষ্ট—তাঁকে যদি না পাও, অন্য কোন বড় লোককে তোমাদের নেতা কর। যদি কৃতকার্য্য হতে চাও, অহংটাকে আগে নাশ করে ফেল।

ইতি—বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৮)

নিউইয়র্ক।
৫৪ নং পশ্চিম, ৩৩ সংখ্যক রাস্তা।
৭ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় মিসেস্ বুল,

মিস্ ফার্ম্মারের সঙ্গে ঐ ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি করে ফেল্‌বার দরুণ আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি ভারতবর্ষ থেকে একখানা খবরের কাগজ পেলাম, তাতে ভারত থেকে ডাঃ ব্যারোজকে ধন্যবাদ পাঠান

হয়েছিল, তার সংক্ষিপ্ত উত্তর বেরিয়েছে। মিস্ আর্সবি আপনাকে সেটা পাঠিয়ে দেবেন।

গতকল্য আমি মাদ্রাজ অভিনন্দন সভার সভাপতির কাছ থেকে আর একখানা পত্র পেলাম—তাতে তিনি মার্কিনদের ধন্যবাদ দিয়েছেন, আমাকেও একটা অভি-নন্দন পাঠিয়েছেন। আমি তাঁকে আমার মাদ্রাজী বন্ধুদের সঙ্গে একত্রযোগে কাজ কর্‌তে বলেছিলাম। এই ভদ্রলোকটি মাদ্রাজ সহরের অধিবাসিগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান আর মাদ্রাজের প্রধান ধর্ম্মাধিকরণের একজন বিচারপতি—ভারতে ইহা একটি অতি উচ্চপদ।

আমি নিউইয়র্কে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে আর দুটি বক্তৃতা দেবো—'মট্ স্মৃতি-মন্দিরের' উপর তলায় এই দুটি বক্তৃতা হবে। প্রথমটি আগামী সোমবার হবে। বিষয়—'ধর্ম্ম-বিজ্ঞান', দ্বিতীয়টির বিষয় 'যোগের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা।'

মিস্ আর্সবি প্রায়ই ক্লাসে আসেন। মিঃ ফ্লন এক্ষণে আমার কার্য্যের উপর বিশেষ অনুরাগ দেখাচ্ছেন ও উহার প্রসারের জন্য যত্ন নিচ্চেন। ল্যাণ্ডস্‌বার্গ আসে না। আমার আশঙ্কা হয়, সে আমার প্রতি বেজায় বিরক্ত হয়েছে। মিস্ হ্যাম্‌লিন কি ভারতের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে বইখানি আপনাকে পাঠিয়েছে? আমার ইচ্ছা

আপনার ভাই বইখানি পড়ে দেখেন এবং নিজে নিজে বুঝেন যে ইংরাজ শাসন বল্‌তে ভারতে কি বুঝায়।

আপনার চিরকৃতজ্ঞ সন্তান
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৩৯)

নিউইয়র্ক
১৪ই মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

বইগুলি সব নিরাপদে পৌঁচেছে। তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। শীঘ্রই তোমায় আমি কিছু টাকা পাঠাতে পারবো—খুব বেশী অবশ্য নয়, এখন কয়েক শতমাত্র, তবে যদি বেঁচে থাকি, সময়ে সময়ে কিছু পাঠাবো।

এখন নিউইয়র্কের উপর আমার একটা প্রভাব বিস্তৃত হয়েছে—আশা করছি, একদল স্থায়ী কর্ম্মী তৈয়ারী করে যেতে পারবো—যারা, আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে কাজ চালাবে। বৎস দেখছো, এই সব খবরের কাগজের হুজুগ কিছুই নয়। যখন আমি চলে যাব, তখন এখানে আমার কার্য্যের একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাওয়া উচিত। আর প্রভুর আশীর্ব্বাদে তা শীঘ্রই হবে। অবশ্য

টাকাকড়ি লাভের দিক্ দিয়ে ধর্‌লে এতে সফলতা দাঁড়াল না বল্‌তে হবে। কিন্তু জগতে সমুদয় ধনরাশির চেয়ে 'মানুষ' হচ্ছে বেশী মূল্যবান্।

অতএব তুমি আমার জন্য মাথা ঘামিও না—প্রভু সদাই আমায় রক্ষা কর্‌ছেন।

আমার এদেশে আসা আর এত পরিশ্রম করণ বৃথা হতে দেওয়া হবে না।

প্রভু দয়াময়। আর যদিও এমন লোক অনেক আছে, যারা যে কোনরূপে হোক আমার অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা করেছে, কিন্তু আবার এরূপ লোকও অনেক আছে, যারা শেষ পর্য্যন্ত আমার সহায়তা কোর্‌বে। অনন্ত ধৈর্য্য, অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত অধ্যবসায়—এই তিনটি জিনিষ থাকলে যে কোনও সাধু-আন্দোলনে অবশ্যই সফল হতে পারা যায়—সিদ্ধির ইহাই রহস্য।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪০)

নিউইয়র্ক।

C/o মিস্ মেরি ফিলিপ্‌স্।

১৯নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা।

২৮শে মে, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই সঙ্গে আমি একশ ডলার অথবা ইংরাজী মুদ্রা হিসাবে ২০ পাউণ্ড ৮ শিলিং ৭ পেন্স পাঠালাম। আশা-করি, এতে তোমাদের কাগজটা বার করবার কিঞ্চিৎ সাহায্য হবে, পরে ধীরে ধীরে আরও সাহায্য করতে পারবো।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—পত্রপাঠ নিউইয়র্কে উপরোক্ত ঠিকানায় প্রাপ্তি-স্বীকার কোরবে। এখন থেকে নিউইয়র্ক আমার প্রধান আস্তানা। অবশেষে আমি এদেশে কিছু করে যেতে সমর্থ হলাম।

বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪১)

আমেরিকা।

১লা জুলাই, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

আমি তোমাদের প্রেরিত মিশনরিদের বইখানা ও রামনাদের রাজার ফটো পেলাম। আমি রাজা ও মহীশূরের দেওয়ান উভয়কেই পত্র লিখেছি। রমাবাইএর দলের লোকদের সঙ্গে ডাঃ জেন্‌সের বাদ-প্রতিবাদ থেকে বেশ বোধ হয়, মিশনরিদের পুস্তিকাখানা এখানে বহুদিন পূর্ব্বে পৌঁচেছে। ঐ পুস্তিকাখানাতে একটা অসত্য কথা আছে। আমি এদেশে খুব বড় হোটেলে কখনও খাই নি, আর কোনরূপ হোটেলেও খুব কমই গেছি। বাল্টিমোরে ছোট হোটেলওয়ালারা অজ্ঞ—তারা নিগ্রো ভেবে কোন কালা আদ্‌মিকে স্থান দেয় না—সেইজন্য ডাঃ ভ্রুম্যান্‌কে—আমি যাঁর অতিথি ছিলাম—ঐখানে একটা বড় হোটেলে নিয়ে যেতে হয়েছিল—কারণ, তারা নিগ্রো ও বিদেশীদের মধ্যে প্রভেদ জানে। আলাসিঙ্গা, তোমায় বল্‌ছি শুন, তোমাদের নিজেদেরই নিজেদের সমর্থন কোর্‌তে হবে। তোমরা কচি খোকার মত ব্যবহার কোর্‌ছো কেন? যদি কেউ তোমাদের ধর্ম্মকে আক্রমণ

করে, তোমরা নিজেরাই উহার সমর্থন কোর্‌তে এবং আক্রমণকারীকে মুখের মত জবাব দিতে পার না কেন? আমার সম্বন্ধে বল্‌ছি, তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। আমার এখানে শত্রুর চেয়ে মিত্রের সংখ্যা বেশী। আর এদেশের অধিবাসীদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মাত্র খ্রীষ্টিয়ান আর শিক্ষিতদের ভিতর খুব অল্পসংখ্যক লোকই মিশনরিদের গ্রাহ্যের মধ্যে আনে। আবার মিশনরিরা কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে লাগ্‌লে, যেহেতু মিশনরিরা তার বিপক্ষ, সেই হেতুতেই শিক্ষিতেরা সেটি পছন্দ করে। এখন মিশনরিদের শক্তি এখানে অনেক কমে গেছে এবং দিন দিন আরও কমে যাচ্ছে। যদি তারা হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ কোর্‌লে তোমাদের কষ্ট হয়, তবে তোমরা অভিমানী ছেলের মত ঠোঁট ফুলিয়ে আমার কাছে কাঁদুনি গাইতে কেন এস? তোমরা কি লিখ্‌তে পার না এবং তাদের ধর্ম্মের দোষ দেখিয়ে দিতে পার না? কাপুরুষতা ত আর ধর্ম্ম নয়!

এখানে ইতিমধ্যেই ভদ্র সমাজের ভিতর একদল লোক আমার ভাব নিয়েছে—আগামী বর্ষে আমি তাদের এমন ভাবে সংঘবদ্ধ কোর্‌বো, যাতে তাদের দ্বারা একটা কাজ চলে যেতে পারে, তারপর আমি ভারতে চলে গেলে তারাই কাজ চালাবে। আমার এখানে এমন অনেক

বন্ধু আছে, যারা আমার এখানে সাহায্য কোর্‌বে এবং ভারতেও আমায় সাহায্য কোরবে। সুতরাং তোমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। তবে তোমরা যতদিন মিশনরি-দের আক্রমণে কেবল চীৎকার কোর্‌বে এবং কিছু না কোর্‌তে পেরে লাফিয়ে বেড়াবে, ততদিন আমি তোমাদের দিকে চেয়ে হাস্‌বো। তোমরা ছেলেদের হাতের ছোট ছোট পুতুলের মত, তা ছাড়া তোমরা আর কি? 'হে স্বামিন্‌, মিশনরিরা আমাদের কামড়াচ্ছে—উঃ—জ্বলে মলুম—উঃ—উঃ।' স্বামী আর বুড়ো খোকাদের জন্য কি কোর্‌তে পারে?

বৎস! আমি বুঝ্‌ছি, আমাকে গিয়ে তোমাদের মানুষ তৈরী কোর্‌তে হবে। আমি জানি, ভারতে কেবল নারী ও নপুংসকের বাস। সুতরাং বিরক্ত ও অস্থির হয়ো না। আমাকে ভারতে কাজ কর্‌বার জন্য উপায়ের যোগাড় কোর্‌তেই হবে। আমি কতকগুলো মস্তিষ্কহীন অপদার্থ লোকের হাতে গিয়ে পড়্‌ছি না।

তোমাদের অস্থির হবার দরকার নেই, তোমরা খুব অল্প হও না কেন, যতটুকু পার করে যাও। আমাকে একলা আগা পাস্তলা সব করে যেতে হবে। কল্‌কেতার লোকদের এত সঙ্কীর্ণভাব! আর তোমরা মান্দ্রাজীরা কুকুরের ডাকে মূর্চ্ছা যাও! 'নায়মাত্মা বলহীনেন

লভ্যঃ।' 'কাপুরুষেরা কখন এই আত্মাকে লাভ কোর্‌তে পারে না।' তোমাদের আমার জন্য ভয় পাবার দরকার নেই, প্রভু আমার সঙ্গে রয়েছেন। তোমরা কেবল নিজেদের আত্মরক্ষা করে যাও, আমাকে দেখাও যে, তোমরা ঐটুকু কোর্‌তে পার, তা হলেই আমি সন্তুষ্ট হব আর কোন আহাম্মক আমার সম্বন্ধে কি বোল্‌ছে তাই নিয়ে আমাকে আর বিরক্ত কোরো না। কোন আহাম্মকের আমার সম্বন্ধে সমালোচনা শুন্‌বার জন্য আমি বসে নেই। কচি ছেলে তোমরা, তোমরা জান কি যে, কেবল প্রবল ধৈর্য্য, মহান্ সাহস ও কঠোর চেষ্টার দ্বারাই উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়ে থাকে। আমার আশঙ্কা হয়, কিডির অন্তরাত্মা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর যেমন ঘূরপাক খেয়ে থাকে, সেইরূপ ঘূরপাক খেয়ে তার ভাবের পরিবর্ত্তন হচ্ছে। একটু কোণ থেকে বেরিয়ে এসে কলম ধরুক না। মাদ্রাজীরা 'স্বামী', 'স্বামী' বলে না চেঁচিয়ে ঐ দুষ্টুদের বিরুদ্ধে কি এখন যুদ্ধঘোষণা কোর্‌তে পারে না, যাতে তারা দয়ার জন্য 'ত্রাহি ত্রাহি' করে চীৎকার কোর্‌তে থাকে। তোমরা ভয় পাচ্ছ কিসে? সাহসী লোকেরাই কেবল বড় বড় কাজ কোর্‌তে পারে—কাপুরুষেরা কখন পারে না। হে অবিশ্বাসিগণ, তোমাদের এই একেবারে বল্লুম—জেনে রেখো যে, প্রভু আমায় হাতে ধরে নিয়ে চলেছেন। যত দিন আমি

পবিত্র থাক্‌বো এবং তাঁর দাস হয়ে থাক্‌বো, ততদিন কেউ আমার একটা কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ কোর্‌তে পার্‌বে না।

তোমাদের কাগজখানা বার করে ফেল। যে কোন রকমে হোক, আমি খুব শীঘ্র তোমাদের আরও টাকা পাঠাচ্ছি এবং মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতে থাক্‌বো। তোমরা কাজ করে চল। এই জগতের জন্য কিছু কর— তা হলে তারা তোমায় সাহায্য কোরবে। আগে মিশনরিদের বিরুদ্ধে চাবুক ধরে—তাদের কশে লাগাও। তবে সমগ্র জগতটা তোমাদের দিকে হবে। সাহসী হও, সাহসী হও,—মানুষ একবারমাত্রই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনও কোন মতে কাপুরুষ না হয়।

সদা প্রেমাবদ্ধ
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৭২)

(খেত্‌ড়ির মহারাজকে লিখিত—
স্থানে স্থানে উদ্ধৃত।)

আমেরিকা।
৯ই জুলাই, ১৮৯৫।

* * * আমার ভারতে ফেরা সম্বন্ধে কথাটা এই :— ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই। মহারাজ ত বেশ ভালই

জানেন, আমার স্বভাবটা হচ্ছে, যে বিষয়ে লাগি, সেটাকে অধ্যবসায়ের সহিত কাম্‌ড়ে ধরে থাকি। আমি এ দেশে একটি বীজ পুতেছি, সেটি ইতিমধ্যেই চারা হয়ে দাঁড়িয়েছে—আশা করি অতি শীঘ্রই ইহা বৃক্ষে পরিণত হবে। আমি কয়েক শত অনুগামী শিষ্য পেয়েছি; আমি কতকগুলি সন্ন্যাসী কোর্‌বো, তার পর তাদের হাতে কাজের ভার দিয়ে ভারতে চলে যাব। খ্রীষ্টিয়ান পাদ্‌রিরা আমার বিরুদ্ধে যতই লাগ্‌ছে, ততই তাদের দেশে একটা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার রোক আমার বেড়ে যাচ্ছে। এই খ্রীষ্টিয়ান পাদ্‌রিরা টাকার জন্য এবং তাদের সম্প্রদায়ের জন্য যা ইচ্ছা তাই সব করে থাকে। তবু তারা তাদের বিদ্যা বুদ্ধি কলাকৌশল যতই খাটাক না কেন, তারা প্রতিদিনই বুঝ্‌ছে, আমাকে চেপে মেরে ফেলা তাদের পক্ষে একটু কঠিন কাজ। ইতিমধ্যে লণ্ডনে আমার কয়েকটি বন্ধু জুটেছে। আমি আগষ্টের শেষে সেখানে যাব মনে করেছি—দেখি, ওদিকে পাদ্‌রিদের কিরূপ ঘাঁটাতে পারা যায়। যাই হোক, আগামী শীতকাল কতকটা লণ্ডনে ও কতকটা নিউইয়র্কে কাটাতেই হবে—তার পরেই আমার ভারতে ফের্‌বার বাধা থাকবে না। যদি প্রভুর কৃপা হয়, তবে এই শীতটার পরে এখানকার কাজ চালাবার জন্য যথেষ্ট লোক পাওয়া যাবে। প্রত্যেক

কার্য্যকেই তিনটি অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয়—উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে কোন ব্যক্তি তার সময়ের প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব ভাবে ও ভাষায় প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চিতই লোকে ভুল বুঝ্‌বে। সুতরাং বাধা অত্যাচার আসুক, স্বাগতম্—কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হতে হবে এবং ভগবানে প্রবল বিশ্বাস রাখ্‌তে হবে, তবেই এ সব উড়ে যাবে।

* * * *

ইতি

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৩)

১৯ পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা,—

নিউইয়র্ক।

৩০শে জুলাই, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

তুমি ঠিক কোরেছ। নাম আর 'মটো' * ঠিকই

---

* স্বামীজির উৎসাহে মান্দ্রাজ হইতে এই সময়ে (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫) ব্রহ্মবাদিন্ নামক পাক্ষিক (পরে মাসিক) ইংরাজী পত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার নাম এবং মটো 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি'কে লক্ষ্য করিয়া স্বামিজী উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ঐ পত্র উঠিয়া গিয়াছে।

হয়েছে। বাজে সমাজসংস্কার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না, প্রথমে আধ্যাত্মিক সংস্কার না হলে সমাজসংস্কার হতে পারে না। কে তোমায় বল্লে, আমি সমাজ সংস্কার চাই? আমি ত তা চাই না। ভগবানের নাম প্রচার কর, কুসংস্কার ও সমাজের আবর্জ্জনার পক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বোলো না। "সন্ন্যাসীর গীতি" * এইটিই তোমাদের কাগজে আমার প্রথম প্রবন্ধ। নিরুৎসাহ হয়ো না—তোমার গুরুতে বিশ্বাস হারিও না—ঈশ্বরে বিশ্বাস হারিও না। হে বৎস! যতদিন তোমার অন্তরে উৎসাহ এবং গুরু ও ঈশ্বরে বিশ্বাস—এই তিনটি জিনিষ থাক্‌বে, ততদিন কিছুতেই তোমায় দমাতে পার্‌বে না। আমি দিন দিন হৃদয়ে শক্তির বিকাশ অনুভব কোর্‌ছি। হে সাহসী বালকগণ, কাজ করে যাও।

সদা আশীর্ব্বাদক—

বিবেকানন্দ।

---

* Song of the Sannyasin নামক স্বামিজী রচিত বিখ্যাত কবিতা ব্রহ্মবাদিন্ পত্রের প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় (২৮শে সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) প্রথম প্রকাশিত হয়।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৪)

১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা

নিউইয়র্ক।

১৮৯৫।

প্রিয় কিডি,

তোমাকে এক লাইন না লিখে একখানা গোটা চিঠি লিখ্‌ছি।

তুমি দিন দিন উন্নতি কোরছ জেনে খুব সুখী হ'লাম। তুমি যে ভাবছ, আমি আর ভারতে ফিরবো না, এটা তুমি ভুল বুঝেছ। আমি শীঘ্র ভারতে ফির্‌বো। তবে কোন বিষয় আরম্ভ করে সেটাতে অসিদ্ধকাম হয়ে ছেড়ে দেওয়া আমার অভ্যাস নয়। এখানে আমি একটা বীজ পুতেছি, উহা শীঘ্রই বৃক্ষে পরিণত হবে—হবেই হবে তবে আমার আশঙ্কা হয় যে, যদি আমি তাড়াতাড়ি করে উহার প্রতি যত্ন নেওয়া বন্ধ করি, তবে তাতে উহার বাড়ের ক্ষতি হবে। তোমাদের কাগজটা বার করে ফেল। তোমাদের সঙ্গে আমার এখানকার লোকদের যোগাযোগ করে দিয়ে আমি ভারতে যাচ্ছি আর কি।

বৎস, কাজ করে যাও—রোম একদিনে নির্ম্মিত হয়

নাই। আমি প্রভুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। সুতরাং শেষে সব ভালই দাঁড়াবে। চিরদিনের জন্য আমার ভালবাসা জানিবে।

তোমার
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৫)

আমেরিকা।
আগষ্ট, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এই পত্রখানি তোমার কাছে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি প্যারিসে উপস্থিত হব। সুতরাং কল্‌কেতা ও খেত্‌ড়িতে লিখে দিও যে, উপস্থিত যেন সেখান থেকে আমেরিকার ঠিকানায় না লেখে। তবে আগামী শীতেই আবার নিউইয়র্কে ফির্‌ছি। সুতরাং যদি বিশেষ কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ থাকে, তবে নিউইয়র্কে ১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা ঠিকানায় উহা পাঠাবে। এ বছর আমি অনেক কাজ করেছি, আস্‌চে বছর আরও বেশী কর্‌বার আশা করি। মিশনরিদের বিষয় নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামিও না। তারা যে চেঁচাবে, ইহা

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। অন্ন মারা গেলে কে না চেঁচায়? গত দুই বৎসর মিশনরি ফণ্ডে মস্ত ফাঁক পড়েছে আর সেটা বাড়তেই চোলেছে। যাই হোক্ মিশনরিদের সম্পূর্ণ সিদ্ধি হোক্ আমি ইচ্ছা করি। যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর উপর অনুরাগ থাক্‌বে, আর সত্যের উপর বিশ্বাস থাক্‌বে, ততদিন হে বৎস, কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি কোর্‌তে পার্‌বে না। কিন্তু এর মধ্যে একটাও নষ্ট হয়ে গেলে তা বড় বিপজ্জনক। তুমি বেশ বলেছো, আমার ভাবগুলি ভারত অপেক্ষা পাশ্চাত্য দেশে অধিক পরিমাণে কার্য্যে পরিণত হতে চলেছে। আর প্রকৃতপক্ষে ভারত আমার জন্য যা করেছে, আমি ভারতের জন্য তার চেয়ে বেশী করেছি। এক টুকরা রুটি তার সঙ্গে ঝুড়িখানেক গালাগাল আমি সেখানে এই পেয়েছি। আমি সত্যে বিশ্বাসী, আমি যেখানেই যাই না কেন, প্রভু আমার জন্য দলে দলে কর্ম্মী প্রেরণ করেন। আর তারা ভারতীয় শিষ্যগণের মতও নয়, তারা তাদের গুরুর জন্য জীবন ত্যাগ কোর্‌তে প্রস্তুত। সত্যই আমার ঈশ্বর—সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি কর্ত্তব্যে বিশ্বাসী নহি, কর্ত্তব্য হচ্ছে সংসারীর পক্ষে অভিলাষস্বরূপ, উহা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। কর্ত্তব্য ত একটা বাজে কথামাত্র। আমি মুক্ত, আমার বন্ধন

ছিন্ন হয়ে গেছে—এই শরীর কোথায় যায় বা না যায়, আমি তা কি গ্রাহ্য করি? তোমরা আমাকে বরাবর ঠিক ঠিক সাহায্য কোরে এসেছ—প্রভু তোমাদিগকে তার পুরস্কার দেবেন। আমি ভারত বা আমেরিকা থেকে প্রশংসা কখনও চাইও নি আর ঐরূপ ফাঁকা জিনিষ এখনও খুঁজছি না। আমার—ভগবানের সন্তান আমার—একটা সত্য শিক্ষা দেবার আছে। আর যিনি আমাকে ঐ সত্য দিয়েছেন, তিনিই ভূগর্ভ মধ্য হতেও আমাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সহকর্ম্মী সব প্রেরণ কোর্‌বেন। তোমরা—হিন্দুরা কয়েক বর্ষের ভিতরই দেখ্‌বে, প্রভু পাশ্চাত্য দেশে কি কাণ্ড করেন! তোমরা সেই প্রাচীন কালের য়াহুদী জাতির মত—জাবপাত্রশায়ী কুকুরের মত—তোমরা নিজেরাও খাবে না, অপরকেও খেতে দেবে না। তোমাদের ধর্ম্মভাব মোটেই নাই—তোমাদের ঈশ্বর হচ্ছেন রান্নাঘর। তোমাদের শাস্ত্র হচ্ছে ভাতের হাঁড়ি। আর তোমাদের শক্তির পরিচয়—দলে দলে তোমাদের নিজেদের মত রাশি রাশি অপত্যোৎপাদনে। তোমরা কয়েকটি ছেলে খুব সাহসী, কিন্তু কখনও কখনও আমার মনে হয়, তোমরাও বিশ্বাস হারাচ্ছ। বৎসগণ, কামড়ে পড়ে থাক, আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন

কাপুরুষ না থাকে। তোমাদের মধ্যে—সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, সর্ব্বদা তার সঙ্গ কোর্বে। বড় বড় ব্যাপার কখনও সহজে বিনা বাধায় হয়ে থাকে? সময়, ধৈর্য্য ও অদম্য ইচ্ছাশক্তিতে তবে কাজ হয়। আমি তোমাদের এখন অনেক কথা বোল্তে পার্তাম, যাতে তোমাদের হৃদয় আনন্দে লাফিয়ে উঠ্তো, কিন্তু আমি তা বোল্ব না। আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কখনও ভাঙ্গে না। দৃঢ় ভাবে লেগে থাক। প্রভু তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন।

সদা আশীর্ব্বাদক—

বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

(৪৬)

প্যারিস।

৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইমাত্র তোমার ও জি, জির পত্র যুক্তরাজ্য, আমেরিকা ঘুরে আমার কাছে পৌঁছুল।

তোমরা যে মিশনরিদের আহাম্মুকি বাজে কথাগুলো

পড়ে সত্য সত্যই এতটা বিচলিত হয়েছো, তাতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি। অবশ্য আমি সবই খাই। যদি কল্‌কেতার লোকেরা চায় যে, আমি হিন্দু-খাদ্য ছাড়া আর কিছু না খাই, তবে তাদের বোলো, তারা যেন আমার একটা রাঁধুনি ও তাকে রাখ্‌বার উপযুক্ত খরচ পাঠিয়ে দেয়। এক কড়া কানাকড়ি সাহায্য কর্‌বার মুরোদ নেই—এদিকে গায়ে পড়ে উপদেশ ঝাড়া—এতে আমার হাসিই আসে।

অপর দিকে, যদি মিশনরিরা বলে, আমি সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগরূপ প্রধান দুই ব্রত কখনও ভঙ্গ করেছি, তবে তাদের বোলো যে, তারা মস্ত মিথ্যাবাদী। মিশনরি হিউথকে লিখে জিজ্ঞাসা কোর্‌বে, তিনি যেন পরিষ্কার করে লেখেন, তিনি আমার কি অসদাচরণ দেখেছিলেন। অথবা তিনি যদি অপর কারও কাছে তা শুনে থাকেন, তবে তাঁর নামই বা কি এবং তিনি স্বচক্ষে তা দেখেছিলেন কি না। এইরূপ কোর্‌লেই প্রশ্নের সমাধান হয়ে যাবে, আর তাদের দুষ্টামিপ্রসূত মিথ্যা ধরা পড়ে যাবে। ডাঃ জেন্‌স ঐ মিথ্যাবাদীদের এইরূপে ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

আমার সম্বন্ধে এইটুকু জেনে রেখো, যে-কোন ব্যক্তি হোক কারও কথায় আমি চোল্‌বো না। আমার

জীবনের ব্রত কি, তা আমি জানি, আর আমার জাতিবিশেষের উপর তীব্র অনুরাগ বা জাতিবিশেষের উপর তীব্র বিদ্বেষ নেই। আমি যেমন ভারতের, তেমনি আমি সমগ্র জগতের। এ বিষয় নিয়ে বাজে যা-তা বোক্‌লে চোল্‌বে না, আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করেছি—তোমরা এখন নিজেদের সাম্‌লাও। কোন্ দেশের আমার উপর বিশেষ দাবী আছে? আমি জাতিবিশেষের ক্রীতদাস নাকি? অবিশ্বাসী নাস্তিকগণ, তোমরা আর বাজে আহাম্মকি বোকো না।

আমি এখানে কঠোর পরিশ্রম করেছি—আর যা কিছু টাকা পেয়েছি, সব কল্‌কেতা ও মান্দ্রাজে পাঠিয়েছি। এখন এত কর্‌বার পর তাদের আহাম্মকের মত হুকুমে আমাকে চল্‌তে হবে। তোমরা কি লজ্জিত হোচ্ছ না? আমি হিন্দুদের কি ধার ধারি? আমি কি তাদের প্রশংসার এতটুকু তোয়াক্কা রাখি, না—তাদের নিন্দার ভয় করি? বৎস, আমি অসাধারণ প্রকৃতির লোক, তোমরা পর্য্যন্ত এখনও আমায় বুঝ্‌তে পার্‌বে না। তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও। তা যদি না পার, চুপ করে থাক, কিন্তু তোমাদের আহাম্মকি দিয়ে তোমাদের মনোমত কাজ করাবার চেষ্টা কোরো না।

আমার পিছনে আমি এমন একটা শক্তি দেখ্‌ছি, যা মানুষ, দেবতা বা শয়তানের শক্তির চেয়ে অনেকগুণে বড়। আমার কারও সাহায্যের দরকার নেই। আমিই ত সারাজীবন অপরকে সাহায্য করে আস্‌ছি। আমাকে সাহায্য কোরেছে, এমন লোক ত আমি এখনও দেখ্‌তে পাই নি। বাঙ্গালীরা, তাদের দেশে যত লোক জন্মেছে, তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোক রামকৃষ্ণ পরমহংসের কাজে সাহায্যের জন্য কয়েকটা টাকা তুল্‌তে পারে না, এদিকে তারা ক্রমাগত বাজে বোক্‌ছে, আর যার জন্যে তারা কিছুই করে নি, বরং যে তাদের জন্য তার যথাসাধ্য কোরেছে, তারই উপর হুকুম চালাতে চায়! জগৎ এইরূপ অকৃতজ্ঞই বটে!! তোমরা কি বোল্‌তে চাও, তোমরা যাদের শিক্ষিত হিন্দু বলে থাক, সেই জাতিভেদচক্রে নিষ্পিষ্ট, কুসংস্কারাচ্ছন্ন. দয়া-লেশশূন্য, কপট, নাস্তিক, কাপুরুষদের মধ্যে একজন হয়ে জীবনধারণ কর্‌বার ও মর্‌বার জন্য আমি জন্মেছি? আমি কাপুরুষতাকে ঘৃণা করি। আমি কাপুরুষদের সঙ্গে এবং রাজনৈতিক আহাম্মকির সঙ্গে কোন সংস্রব রাখ্‌তে চাই নি। আমি কোন প্রকার রাজনীতিতে (Politics) বিশ্বাসী নহি। ঈশ্বর ও সত্যই জগতে একমাত্র Politics আর সব বাজে।

আমি কাল লণ্ডনে যাচ্ছি। বর্ত্তমানে আমার

ওথাকার ঠিকানা হবে ৩০ ই, টি, ষ্টার্ডি, হাইভিউ, কেভারস্থাম, রেডিং ইংলণ্ড।

সদা আশীর্ব্বাদক

বিবেকানন্দ।

পুঃ—আমি ইংলণ্ড ও আমেরিকা উভয়ত্রই কাগজ বার কোর্‌বো মনে কোর্‌ছি। সুতরাং তোমাদের কাগজের জন্য তোমরা সম্পূর্ণরূপে আমার উপর নির্ভর কোর্‌লে চল্‌বে না। তোমরা ছাড়াও আমার অনেক জিনিষ দেখ্‌বার আছে।

ইতি—বি।

(ইংরাজীর অনুবাদ।)

(৪৭)

রেডিং, ইংলণ্ড।

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫।

প্রিয়—

* * জীবনটা কতকগুলো যুদ্ধ ও ভুলভাঙ্গার সমষ্টিমাত্র। * * জীবনের রহস্য হচ্ছে—নানারূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিক্ষালাভ—ভোগ করা নহে। কিন্তু হায়, যে মুহূর্ত্তে আমরা যথার্থ শিক্ষালাভ কোর্‌তে আরম্ভ করি, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের ওপারে যাবার ডাক

পড়ে। অনেকের মতে, আমাদের মৃত্যুর পরের অস্তিত্বের পক্ষে ইহা একটা প্রবল যুক্তি। * * সব স্থলেই কাজের উপর একটা ঝড় বয়ে যাওয়া খুব ভাল। তাতে হাওয়াটাকে পরিষ্কার করে দেয় এবং আমাদিগকে সব জিনিষের স্বরূপসম্বন্ধে যথার্থ অন্তর্দ্দৃষ্টি দিয়ে থাকে। কাজ নূতন করে আরম্ভ হয়, কিন্তু তখন বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর উহা প্রতিষ্ঠিত হয়। * *

আমার শুভেচ্ছাদি জানিবে।

ইতি—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৮)

৪ঠা অক্টোবর, ১৮৯৫।
রেডিং, ইংলণ্ড।

প্রিয়,—

* * পবিত্রতা, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় দ্বারা সকল বিঘ্ন দূর হয়। সব বড় বড় ব্যাপার অবশ্য ধীরে ধীরে হয়ে থাকে। * * আমার ভালবাসা জানিবে।

ইতি
বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৪৯)

C/o ই, টি, ষ্টার্ডি।
হাইভিউ, কেভারসাম,
রেডিং ইংলণ্ড।
২৪শে অক্টোবর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

ব্রহ্মবাদিনের দুটি সংখ্যা পেলাম—বেশ হয়েছে—এইরূপ করে চল। কাগজের কভারটা একটু ভাল কর্‌বার চেষ্টা কর, আর সংক্ষিপ্ত সম্পাদকীয় মন্তব্যগুলির ভাষাটা আর একটু হালকা অথচ ভাবগুলি একটু চটকদার কর্‌বার চেষ্টা কর। গুরুগম্ভীর ভাষা ও ছাঁদ কেবল প্রধান প্রধান প্রবন্ধগুলির জন্য রেখে দাও। মিঃ ষ্টার্ডি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখ্‌বেন। আমি তোমাকে কয়েকখানা কাগজও পাঠাচ্ছি—তার মধ্যে দুখানা যথাক্রমে ধর্ম্মমহাসভা ও মিশনরিগণ সম্বন্ধে। কাগজখানা ইংলিশ চার্চ্চের উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের অন্যতম মুখপত্র—আমার অনুমান—সম্পাদকপত্নী আমাকে এগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন—কারণ, তাঁর বৈঠকখানায় আমি শীঘ্র বক্তৃতা দিব। সম্পাদকের নাম মিঃ হাউইস—তিনি ইংলিশ চার্চ্চের একজন বিখ্যাত পুরোহিত।

ইতিমধ্যেই এখানে আমার প্রথম বক্তৃতা হয়ে গেছে আর ষ্ট্যাণ্ডার্ড কাগজের মন্তব্য পড়লেই বুঝ্‌তে পারবে, লোকে উহা কেমন ভালভাবে নিয়েছে। ষ্টাণ্ডার্ড রক্ষণ-শীল সম্প্রদায়ের বিশেষ শক্তিশালী কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম। আগামী মঙ্গলবার থেকে আমি লণ্ডনে গিয়ে তথায় ৮০, ওক্‌লিষ্ট্রীট, বেল্‌সী, লণ্ডন, দক্ষিণ-পশ্চিম ঠিকানায় একমাস থাক্‌বো। তারপর আমি আমেরিকায় ফিরে গিয়ে আবার আগামী গ্রীষ্মে এখানে আস্‌বো। এ পর্য্যন্ত দেখ্‌ছো, ইংলণ্ডে সুন্দরভাবে বীজ বপন করা হয়েছে। আমার অনুপস্থিতে মিঃ ষ্টার্ডি—আমার এক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা যিনি শীঘ্রই এখানে আস্‌ছেন—তাঁর সঙ্গে মিলে ক্লাসগুলি চালাবেন। সাহস অবলম্বন কর ও কাজ করে যাও। ধৈর্য্য ও দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়া—ইহাই একমাত্র উপায়। আমি দ্বিতীয়বার আমেরিকা থেকে তোমাদের যে টাকা পাঠিয়েছি, তা সম্ভবতঃ নিরাপদে পৌঁচেছে। উহার প্রাপ্তিস্বীকার আমেরিকায় কোর্‌বে, কারণ, এই পত্র তোমাদেব নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি আমেরিকায় ফির্‌বো। তোমা-দের অবশ্য আমার ১৯ নং পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউ ইয়র্ক, আমেরিকা—এই ঠিকানাটা স্মরণ আছে। তোমরা অবশ্য কেভারসাষ ইত্যাদি ঠিকানায় মিঃ ষ্টার্ডিকে

পত্র লিখ্‌বে এবং তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পত্রব্যবহার কর্‌বে। মান্দ্রাজের সঙ্গে পত্র ব্যবহারের প্রতিনিধি হবে তুমি, কল্‌কেতায় মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, আমেরিকায় মিস্ মেরি ফিলিপ্‌স্ ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক,—এইরূপ চল্‌তে থাকুক। এখন কাগজটার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। এটা যাতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়, তার চেষ্টা কর। মিঃ ষ্টার্ডি সময়ে সময়ে উহাতে লিখ্‌বেন—আমিও লিখ্‌বো। এখন আমি আর টাকা পাঠাতে পার্‌বো না—ইংলণ্ডে বক্তৃতা দিয়ে পয়সা পাওয়া যায় না—সুতরাং আমাকে এখানে সব টাকা খরচ কোর্‌তে হয়েছিল, এক পয়সাও লাভ হয় নি। ক্রমে ক্রমে এখানে এমন বন্ধু পাব, যারা সাময়িক পত্র প্রভৃতির জন্য টাকা খরচ কোর্‌বে। কাজ করে চল—ধৈর্য্য, পবিত্রতা, সাহস ও দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাওয়া—এই কটি বিষয় মনে রেখো। আমার সঙ্গে লণ্ডনে কে, মেননের কয়েকবার দেখা হয়েছিল। এখন কাগজখানাকে দাঁড় করাবার জন্য সমগ্র শক্তি প্রয়োগ কর। যতদিন পর্য্যন্ত তুমি অকপট ও পবিত্র থাক্‌বে ততদিন পর্য্যন্ত কখনও অকৃত-কার্য্য হবে না—মা তোমায় ত্যাগ কর্‌বেন না, তোমার উপর তাঁর সর্ব্বপ্রকার শুভাশীষ বর্ষিত হবে।

ইতি—তোমার বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৫০)

লণ্ডন।

১৮ই নবেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

'ব্রহ্মবাদিন্' সম্বন্ধে আমি গোটাকতক মন্তব্য দিতে চাই। আমি ইতিমধ্যেই খবর পেয়েছি যে, আমেরিকায় উহার অনেকগুলি গ্রাহক হয়েছে। ইংলণ্ডেও কতকগুলি গ্রাহক যোগাড় করে দেবো। ইংলণ্ডে আমার কার্য্য বাস্তবিক খুব চমৎকার হয়েছে আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। ইংরাজেরা খবরের কাগজে বেশী বকে না, কিন্তু তারা নীরবে কাজ করে। নিশ্চিত বল্‌ছি, আমেরিকা অপেক্ষা ইংলণ্ডে অনেক বেশী কাজ হবে। সভাস্থলে দলে দলে লোক আস্‌তে থাকে, কিন্তু এত লোকের ত আমার জায়গা নেই। সুতরাং বড় বড় সম্ভ্রান্ত মহিলা ও আর আর সকলেই মেজের উপর আসনপীড়ি হয়ে বসে। আমি তাদের কল্পনা কর্‌তে বলি যে, তারা যেন ভারতের আকাশ তলে শাখাপ্রশাখা সমন্বিত বিস্তীর্ণ বটবৃক্ষের নীচে বসে আছে আর তারা এই ভাবটা পছন্দ করে। অবশ্য আমাকে আগামী সপ্তাহেই এখান থেকে যেতে হবে—এরা ভারি দুঃখিত। কেউ কেউ ভাব্‌ছে,

আমি যদি এত শীঘ্র চলে যাই, আমার এখানকার কাজের কিছু ক্ষতি হবে। আমি কিন্তু তা মনে করি না। আমি লোকের উপর বা কোন জিনিষের উপর নির্ভর করি না—একমাত্র প্রভুর উপরই আমার নির্ভর এবং তিনি আমার ভিতর দিয়ে কাজ করছেন।

ব্রহ্মবাদিনের প্রত্যেক সংখ্যায় ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কিছু লেখা বেরুনো দরকার। দ্বিতীয়তঃ, উহার লেখার ধাঁজটা ভারি কটমটে—একটু যাতে সহজ, প্রসাদ-গুণসম্পন্ন ও ওজস্বী হয়, তার চেষ্টা কর। গত সংখ্যায় ক্ষত্রিয়দের খুব বাড়ান হয়েছে, পরের সংখ্যাটায় ব্রাহ্মণ-দের খুব প্রশংসা কর, তার পরের সংখ্যাটায় বৈশ্যদের। কপট ও কাপুরুষ না হয়ে সকলকে খুসী কর। দৃঢ়তা ও পবিত্রতার সহিত তোমাদের নিজেদের ভাবগুলি আঁকড়ে ধরে থাক আর এখন যেরূপ বাধাই আসুক না কেন, জগৎ অবশেষে তোমাদের কথা শুনবেই শুনবে। আরও কতকগুলো বিজ্ঞাপন যোগাড়ের চেষ্টা কর—বিজ্ঞাপনের জোরেই কাগজ চলে। আমি 'ভক্তি' সম্বন্ধে খুব একটা বড় লেখা তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি, কিন্তু এটি মনে রেখো যে, বাঙ্গালীরা যেমন বলে, 'আমার মরবার পর্য্যন্ত সময় নেই।' দিবারাত্র কাজ—কাজ—কাজ—নিজের রুটির যোগাড় করতে হচ্ছে এবং আমার দেশকে সাহায্য

করতে হচ্ছে—আমাকে একলাই এই সব করতে হচ্ছে, আর তার দরুণ শত্রুমিত্র সকলেরই কাছে কেবল গাল খাচ্ছি! যাই হোক্, তোমরা ত শিশুমাত্র—আমাকে সব সহ্য করতে হবে।

আমি কল্‌কেতা থেকে একজন সন্ন্যাসীকে ডেকে পাঠিয়েছি—তাকে লণ্ডনে রেখে যাব। আমেরিকার জন্য আমার আর একজনের আবশ্যক। তোমরা কি মান্দ্রাজ থেকে উপযুক্ত একজন কাউকে পাঠাতে পারো না? অবশ্য তার আসবার খরচপত্র সব আমি দেবো। তার ইংরাজী সংস্কৃত দুই ভাল জানা চাই—ইংরাজীটা সংস্কৃতের চেয়ে আরও ভাল জানা দরকার। আবার তার খুব শক্ত লোক হওয়া দরকার—মেয়ে প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে যেন বিগড়ে না যায়। আবার তার সম্পূর্ণ-রূপে বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ হওয়া চাই। তোমার কি সংস্কৃত চলনসই গোছ জানা আছে? জি, জি কিছু কিছু জানে। এরূপ কাজে আমি আমার নিজজন চাই। গুরুভক্তিই সর্ব্বপ্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল। আমার আশঙ্কা হয়, তুমি তোমার কাগজ ফেলে আস্‌তে পারবে না; জি, জি, কি আস্‌তে পারে? আমি দুজন লোককে এই দুই কেন্দ্রে রেখে যেতে চাই, তার পর আমি ভারতে ফিরে গিয়ে তাদের অবসর দেবার জন্য নূতন নূতন লোক

পাঠাবো। বাস্তবিক আমি ক্রমাগত কাজ করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করেছি, আর কোন হিন্দুকে এরূপ করতে হলে সে এক-দিনে রক্ত বমি করে মরে যেত। কে. মেনন পূর্ব্বের মতই বিশ্বস্ত ও অনুগত আছেন। তিনি প্রায়ই এসে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন। আমাকে C/o. মিস্ মেরি ফিলিপস্, ১৯ নং, পশ্চিম ৩৮ সংখ্যক রাস্তা, নিউইয়র্ক ঠিকানায় পত্র লিখো। আমি আগামী সপ্তাহে আমেরিকায় যাচ্ছি এবং আগামী গ্রীষ্মে এখানে আবার ফিরবো, ইতিমধ্যে এখানে কাকেও পাঠাতে পারবে কি না ভাবো। আমি দীর্ঘকাল বিশ্রামের জন্য ভারতে যেতে চাই। কিডি, ডাক্তার, সেক্রেটারি সাহেব, বালাজী এবং বাকি সকলকে আমার ভালবাসা জানাবে। সদা আমার ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ জানবে। ইতি

তোমার—বিবেকানন্দ।

পুঃ—'ব্রহ্মবাদিনে' বিবিধ সংবাদের একটা স্তম্ভ থাকা উচিত।

(একটি ভক্ত বৈরাগী shuffled off his moral coil—এরূপ ভাবের ভাষা লিখো না। ভক্ত বৈরাগীর মৃত্যুর সঙ্গে এরূপ বাক্যযোজনা একটু হাস্যোদ্দীপক।)

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৫১)

লণ্ডন,

২১শে নবেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয়,

আমি ব্রিটানিকা জাহাজে চড়ে আগামী ২৭শে বুধবার আমেরিকা রওনা হচ্ছি। এখানে এ পর্য্যন্ত যতটা কাজ হয়েছে, তা আমার বেশ সন্তোষজনক হয়েছে। এবং আগামী গ্রীষ্মে আরও সুন্দর কাজ হবে নিশ্চিত। * * ভালবাসাদি জানিবে। ইতি

তোমার—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৫২)

আমেরিকা,

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে।

(জনৈক ইংরাজ বন্ধুকে লিখিত)

* * * * আমাদের বন্ধুটি বৈদান্তিক প্রাণ, আকাশ ও কল্পতত্ত্ব শুনে মোহিত হলেন—তাঁর মতে আধুনিক বিজ্ঞান ইহা ব্যতীত জগৎসম্বন্ধে অন্য কোন মতবাদ পোষণ করতে পারে না। আকাশ ও প্রাণ আবার

জগদ্ব্যাপী মহৎ, সমষ্টি-মন, ব্রহ্মা বা ঈশ্বর থেকে উৎপন্ন হয়। মিঃ টেস্‌লা মনে করেন, তিনি গণিতবিৎ সঠিকভাবে পরীক্ষা যোগে প্রমাণ করতে পারেন যে, জড় ও শক্তি উভয়কে অব্যক্ত শক্তিতে পরিণত করা যেতে পারে। আগামী সপ্তাহে এই নূতন গাণিতিক পরীক্ষা দেখ্‌বার জন্য তাঁর কাছে আমার যাবার কথা আছে।

যদি বাস্তবিক এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ হয়ে যায়, তবে বৈদান্তিক সৃষ্টিবিজ্ঞান দৃঢ়তম ভিত্তির উপর স্থাপিত হল। আমি এক্ষণে বেদান্তের সৃষ্টিবিজ্ঞান ও প্রেত্যভাবতত্ত্ব নিয়ে খুব খাটছি। আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বেদান্তের এই তত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঐক্য দেখ্‌ছি; উহাদের একটা পরিষ্কার হলেই সঙ্গে সঙ্গে অপরটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি পরে প্রশ্নোত্তরাকারে এই বিষয়ে একখানা বই লিখব মনে করছি *। উহার প্রথম অধ্যায় হবে সৃষ্টিবিজ্ঞান—তাতে বেদান্তমতের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের সামঞ্জস্য দেখান হবে। নিম্নলিখিত চিত্রের দিকে দেখ্‌লে এর কতকটা আভাস পাওয়া যাবে।

---

* স্বামিজী ঠিক এই ভাবের কোন পুস্তক লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। তবে এই সময়ের পরবর্তী অনেক বক্তৃতায় এই তত্ত্বগুলির কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

ব্রহ্ম = নিরপেক্ষপূর্ণ সত্তা

মহৎ বা ঈশ্বর = আদ্যা সৃষ্টিশক্তি

প্রাণ ও আকাশ = শক্তি ও জড়
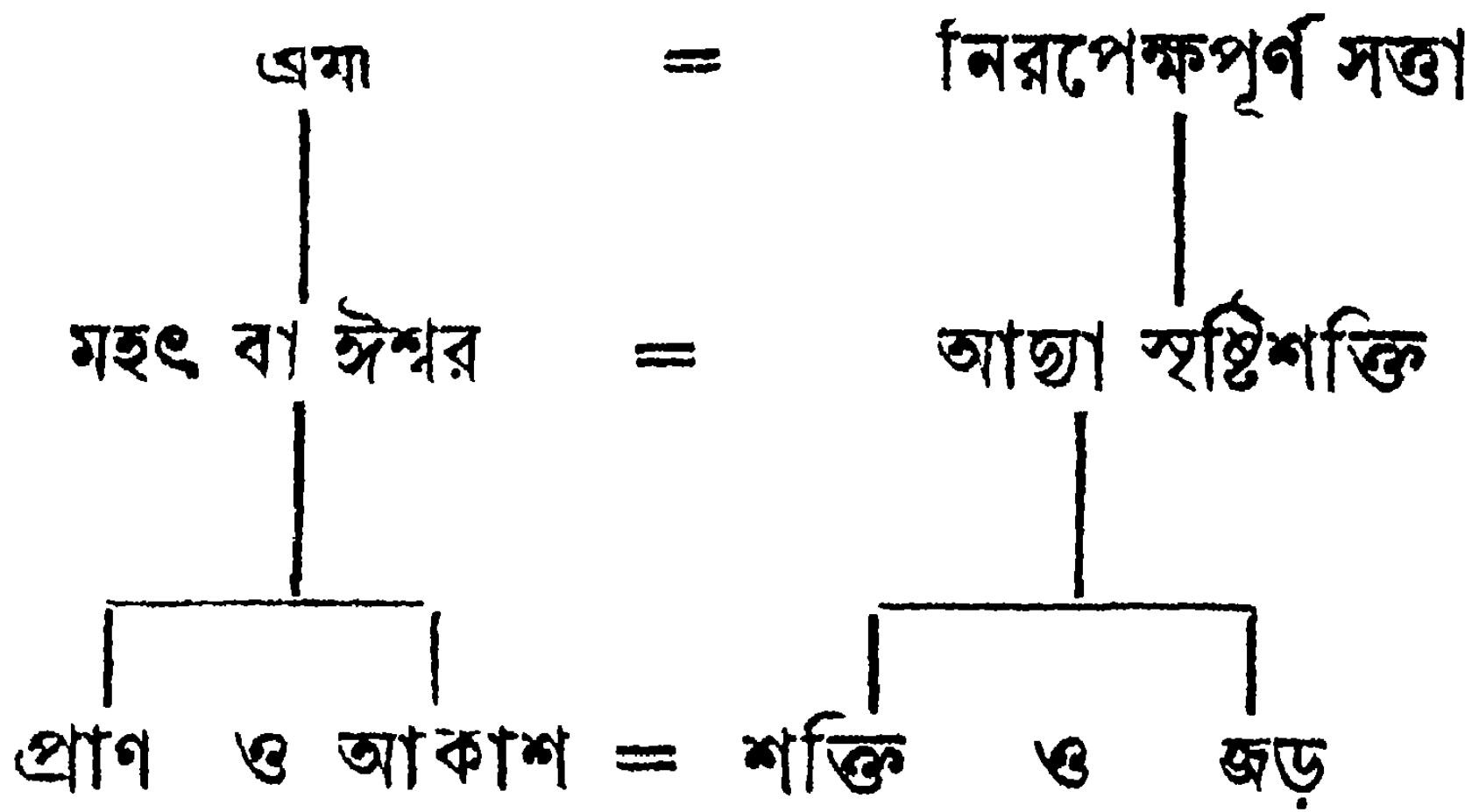
প্রেত্যভাবতত্ত্ব অর্থাৎ মৃত্যুর পর পরলোকে কিরূপ গতি হয়, তা কেবল অদ্বৈতবাদের দিক্ থেকে দেখান হবে। অর্থাৎ দ্বৈতবাদী বলেন,—মৃত্যুর পর আত্মা প্রথমে আদিত্যলোকে, পরে চন্দ্রলোকে ও তথা হইতে বিদ্যুল্লোক যান, সেখান থেকে একজন পুরুষ এসে তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যায় (অদ্বৈতবাদী বলেন, তারপর তিনি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন)।

এখন অদ্বৈতবাদীর মতে আত্মার যাওয়া আসা নাই আর এই যে সব বিভিন্ন লোক বা জগতের স্তরসমূহ—এ গুলি আকাশ ও প্রাণের নানাবিধ মিশ্রণে উৎপত্তি মাত্র। অর্থাৎ সর্ব্বনিম্ন বা অতি স্থূল স্তর হচ্চে আদিত্যলোক অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ—এখানে প্রাণ জড়-শক্তিরূপে ও আকাশ স্থূলভূত রূপে প্রকাশ পাচ্ছে। তারপর হচ্ছে চন্দ্রলোক উহা আদিত্যলোককে ঘেরে আছে। ইহা আমাদের এই চন্দ্র একেবারেই নহে, ইহা

দেবগণের আবাসভূমি—অর্থাৎ এখানে প্রাণ আধ্যাত্মিক সূক্ষ্মশক্তিরূপে এবং আকাশ তন্মাত্রা বা সূক্ষ্মভূতরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। ইহারও উপর বিদ্যুল্লোক—এখানে প্রাণ আকাশের সঙ্গে প্রায় অভিন্ন বলেই হয় আর তাড়িৎ বা বৈদ্যুৎ জিনিষটাও সেই রকম—উহা জড় বিশেষ বা শক্তি বিশেষ, বলা বড় কঠিন। তারপর ব্রহ্মলোক—সেখানে প্রাণও নাই, আকাশও নাই—সেখানে এই উভয়ই মূল মন বা আদ্যাশক্তিতে সম্মিলিত হয়েছে। ইঁহাকেই পুরুষ বলে বোধ হয়—ইনি সমষ্টি আত্মাস্বরূপ কিন্তু ইনিও সেই সর্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা নন—কারণ, এখানেও বহুত্ব রয়েছে। এইখান থেকেই জীব শেষে তার চরম লক্ষ্যাস্বরূপ একত্বলাভ করে। অদ্বৈতবাদমতে জীবের আসা যাওয়া নেই—এই দৃশ্যগুলি * ক্রমান্বয়ে জীবের সামনে আবির্ভূত হতে থাকে আর এই যে বর্ত্তমান দৃশ্যজগৎ দেখা যাচ্ছে, তাও এইরূপেই সৃষ্ট হয়েছে। সৃষ্টি ও প্রলয় অবশ্য এই ক্রমেই হয়ে থাকে—তবে প্রলয় মানে পশ্চাদ্দেশে চলে যাওয়া, আর সৃষ্টি মানে বেরিয়ে আসা।

---

* দৃশ্যগুলি এই—(১) স্থূলশক্তি ও জড়=আদিত্য-লোক [(২) বিকশিত সূক্ষ্ম সৃষ্টিশক্তি=চন্দ্র-লোক (৩) বিকাশোন্মুখ সৃষ্টিশক্তি=বিদ্যুল্লোক (৪) অব্যক্ত আদিশক্তি=ব্রহ্মলোক] এবং (৫) সর্বাতীত নিরপেক্ষ সত্তা=নির্গুণ ব্রহ্ম।

আর যখন প্রত্যেক জীব কেবল নিজের নিজের জগৎ-মাত্র দেখতে পায়, তখন ঐ জগৎ তার বন্ধন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্ট হয় আর তার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চলে যায়, যদিও অন্যান্য যে সব জীব বদ্ধ রয়েছে, তাদের জন্য ঐ জগৎ থেকে যায়। এখন নামরূপ হচ্ছে জগতের উপাদান। সমুদ্রের একটা তরঙ্গকে তরঙ্গ ততক্ষণ বলি, কেবল যতক্ষণ উহা নামরূপের দ্বারা সীমাবদ্ধ। তরঙ্গের বিরাম হলে উহা যে সমুদ্র সেই সমুদ্রই হয় আর সেই নাম ও রূপ তখনই চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়ে গেছে বল্‌তে হবে। সুতরাং যে জলটা নামরূপের দ্বারা তরঙ্গাকারে পরিণত হয়েছিল, সেই জল ছাড়া তরঙ্গের নামরূপের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই আর নামরূপকে কখনও তরঙ্গ বলা যেতে পারে না। উহারা জলে পরিণত হলেই সেই নামরূপের ধ্বংস একেবারে হয়ে যায়। তবে অন্যান্য তরঙ্গগুলির অন্যান্য নামরূপ থাকে বটে। এই নামরূপকেই বলে মায়া, আর জলই এখানে ব্রহ্মের দৃষ্টান্ত। তরঙ্গ বরাবরই জল ছাড়া আর কিছুই না। কিন্তু আবার তরঙ্গ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই তার নামরূপ থাকে। আবার এই নামরূপও এক মুহূর্তের জন্যও তরঙ্গ থেকে পৃথক ভাবে থাকতে পারে না, যদিও জ্ঞানস্বরূপে সেই তরঙ্গটি চিরকালই নামরূপ থেকে পৃথক থাক্‌তে

পারে। কিন্তু যেহেতু তরঙ্গ থেকে নামরূপকে কখনই পৃথক করা যেতে পারে না, সেই হেতু তারা যে 'আছে' তা বলা যেতে পারে না। কিন্তু তারা একেবারে যে 'কিছুই নয়' তাও নয়, ইহাকেই বলে মায়া।

আমি এই সমস্ত ভাবগুলি সাবধানে বিস্তার করতে চাই, তবে যা বল্লুম, তাতে নিশ্চিত এক আঁচড়ে বুঝে নেবে, আমি ঠিক পথ ধরেছি। মন, চিত্ত, বুদ্ধি ইত্যাদির তত্ত্ব আরও ভাল করে দেখতে গেলে শারীরবিধান-শাস্ত্র আরও বেশ করে আলোচনা করতে হবে। উচ্চতর ও নিম্নতর কেন্দ্রগুলির সম্বন্ধ আলোচনা করতে হবে। তবে আমি এখন গাঁজা খুরি ছেড়ে দিয়ে এ বিষয়ে স্পষ্ট আলোক দেখতে পাচ্ছি।

* * * *

ইতি—বিবেকানন্দ।

(ইংরাজীর অনুবাদ)

(৫২)

নিউইয়র্ক

২২৮নং, পশ্চিম ৩৯ সংখ্যক রাস্তা।

২০শে ডিসেম্বর, ১৮৯৫।

প্রিয় আলাসিঙ্গা,

এইসঙ্গে 'ভক্তিযোগে'র কপি কতকটা পূর্ব্ব থেকেই

পাঠালাম—সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম সম্বন্ধেও একটা বক্তৃতা পাঠালাম। এরা এখন একজন সাঙ্কেতিক লিখনবিৎ নিযুক্ত করেছে, আমি ক্লাসে যা কিছু বলি, সে সেই সব টুকে নেয়। সুতরাং এখন তুমি কাগজে ছাপাবার জন্য যথেষ্ট জিনিষ পাবে। এগিয়ে চল। ষ্টার্ডি পরে আরও লিখ্‌বে। ইংলণ্ডে এরা নিজেদের একটা কাগজ বার কোর্‌বে মনে করছে—সেই জন্য ব্রহ্মবাদিনের জন্য আমি বেশী কিছু করতে পারি নি। তোমরা কাগজটার উপর পৃষ্ঠায় একটা পরিষ্কার কভার দিচ্ছ না কেন বল দেখি? এখন কাগজটার উপর তোমাদের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ কর—কাগজটা দাঁড়িয়ে যাক্‌—আমি এটা দেখ্‌তে চাই—এবিষয়ে আমি দৃঢ়সঙ্কল্প। ধৈর্য্য ধরে থাক এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে থাক। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করো না। টাকা কড়ির লেন দেন বিষয়ে সম্পূর্ণ খাঁটি হও। তাড়াহুড়ো করে টাকা রোজগারের চেষ্টা করো না। ওসব ক্রমে হবে। আমরা এখনও বড় বড় কাজ কোর্‌বো জেনো। প্রতি সপ্তাহে এখান থেকে কাজের একটা রিপোর্ট পাঠান হবে। যতদিন তোমাদের বিশ্বাস, সাধুতা ও নিষ্ঠা থাকবে ততদিন সব বিষয়ে উন্নতিই হবে। আগামী মেলে কাগজটা সম্বন্ধে সব কথা আমায় লিখ্‌বে।

বৈদিক সূক্তগুলি অনুবাদের সময়—ভাষ্যকারেরা উহার কি অর্থ করেছেন, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখো, পাশ্চাত্যবিদ্‌দের দিকে একদম দেখো না। উহারা ওর কিছুই বোঝে না। শুধু ভাষাতত্ত্ববিদেরা ধর্ম্ম ও দর্শন বুঝ্‌তে পারে না।

ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যতটা প্রবন্ধাকারে লেখা হয়েছে, সেগুলি অনেকটা প্রণালীবদ্ধ আকারে আছে, কিন্তু ক্লাসে যে সব বলা হয়েছে, সেগুলো অমনি এলোপাতাড়ি বলা হয়েছে—সুতরাং সেগুলো একটু দেখে শুনে ছাপাতে হবে। তবে আমার ভাবগুলোর উপর বেশী কলম চালিও না। সাহসী ও নির্ভীক হও—তা হলেই রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। "ভক্তিযোগ"টা বহুদিন ধরে তোমাদের কাগজের খোরাক যোগাবে। তারপর উহা গ্রন্থাকারে ছাপিও—ভারত, আমেরিকা ও ইংলণ্ডে উহা খুব বিক্রী হবে। ষ্টার্ডির প্রবন্ধটা ছাপিয়েছ কি? মনে রেখো, থিওজফিস্টদের সঙ্গে যেন কোন প্রকার সম্বন্ধ না রাখা হয়। তোমরা যদি সকলে আমাকে ত্যাগ না কর, আমার পশ্চাতে ঠিক খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পার এবং ধৈর্য্য না হারাও, তবে আমি তোমাদের নিশ্চিত করে বল্‌তে পারি, আমরা এখনও খুব বড় বড় কাজ করতে পারব। হে বৎস, ইংলণ্ডে ধীরে ধীরে খুব বড়

কাজ হবে। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি, তুমি মাঝে মাঝে নিরুৎসাহ হয়ে পড় আর আমার ভয় হয়, তোমার থিওজ-ফিষ্টদের হাতে পড়বার প্রলোভন আসে। এইটি মনে রেখো, গুরুভক্ত জগৎ জয় কোর্‌বে। ইহাই ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষ্য। আমি জি, জি,র চিঠি পেয়ে ভারী খুসী হয়েছি। বিশ্বাসেই মানুষকে সিংহবিক্রমশালী করে। তুমি সর্ব্বদা মনে রেখো, আমাকে কত কাজ কর্‌তে হয়। কখনও কখনও দিনে ২।৩টা বক্তৃতা কর্‌তে হয়। তারপর সর্ব্বপ্রকার প্রতিকূলতা কাটিয়ে রুটির যোগাড় কর্‌তে হয়। আমার চেয়ে নরম জ্ঞানের লোক হলে এইতেই তার মৃত্যু হোতো। মিঃ কৃষ্ণমেনন আমাকে বরাবর বলে এসেছে—সে লিখ্‌বে, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে, সে এখনও কিছু লেখে নি। ইংলণ্ডে সে দুরবস্থায় পড়েছে। আমি তাকে ৮ পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেছি—এর বেশী আর আমার কর্‌বার ক্ষমতা ছিল না। আমি বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, সে দেশে ফির্‌ছে না কেন। তার কাছ থেকে কিছু আশা কোরো না। বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত লেগে থাক। সত্যনিষ্ঠ, সাধু-ব্যবহারসম্পন্ন ও পবিত্র হও—আর নিজেদের ভিতর বিবাদ করো না। ঈর্ষাই আমাদের জাতির অভিশাপস্বরূপ।

মেল যাচ্ছে—তাড়াতাড়ি করে চিঠিখানা শেষ কর্‌তে

হচ্ছে। আমাদের সকল বন্ধুবান্ধবকে ভালবাসা জানাবে।

ইতি

বিবেকানন্দ।

পুনঃ—পূর্বে যে ভাষ্যের অনুবাদের কথা বলেছি, তার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—ব্রহ্মবাদিনের প্রথম সংখ্যায় ঋগ্বেদ-সংহিতার "আনীদবাতং" এর অনুবাদ করা হয়েছে—"তিনি নিশ্বাস-প্রশ্বাস না লইয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন।" এখন প্রকৃতপক্ষে এখানে মুখ্য প্রাণকে লক্ষ্য করা হয়েছে আর "অবাতং" শব্দের আক্ষরিক অর্থ "অস্পন্দভাবে" অর্থাৎ প্রাণের তখন কোন প্রকার কম্পন ছিল না। ইহাতে কল্পপ্রারম্ভে প্রাণের অর্থাৎ সর্ব-ব্যাপিনী জাগতিক শক্তির অবস্থা বর্ণিত হয়েছে। ভাষ্য-কারগণের ভাষ্য আলোচনা কর। আমাদের ঋষিগণের জ্ঞানানুসারে ব্যাখ্যা কর—আহাম্মক ইউরোপীয়গণের মত নয়। ফিরিঙ্গিরা কি জানে?

ইতি

বিবেকানন্দ।